৮ম বর্ষ]　　আষাঢ় - ১৩৩৮　　[১ম সংখ্যা

নব বর্ষের গান

(শ্রীপরিমল রায়)

নতুন বরষ এলোরে ভাই
　　বরষ হলো সারা,
নতুন গানের সুরের বাঁশী
　　আজকে বাজায় কারা ?
ছন্দে নাচে দেহ কাহার
কোন রূপসীর সুরের বাহার
কোন সে ঋষির গভীর স্বরে
　　উঠ্‌লো ডেকে তারা
বরষ শেষের নবীন ভোরে
　　উঠ্‌লো ডাকি কারা ?

এম্‌নি মধুর গভীর সুরে
　　ডাক দিল আজ কে
প্রাণ জাগায়ে শুদ্ধ করি
　　মোদের দিল রে।
মোদের প্রাণে জাগ্‌লো আশা,
তাঁহার গভীর ভালোবাসা
সব খানেতে পরশ তাহার
　　জাগিয়ে দিল কে ?
বরষ শেষের নবীন ভোরে
　　উঠলো ডাকি কে ?

প্রাণের মাঝে উঠ্‌লো জাগি
　　কাহার পরশ খানি,
পূত করে, তুল্‌লো কে প্রাণ
　　তাঁহার পরশ দানি।
উঠ্‌রে জাগি তারি সুরে
ডাক এসেছে হৃদয় পুরে,
দিগ্বিদিকে দেখ চেয়ে দেখ
　　তাঁরি মোহন পানি
তাঁহার পরশ ধন্য করে
　　নতুন বরষ খানি।
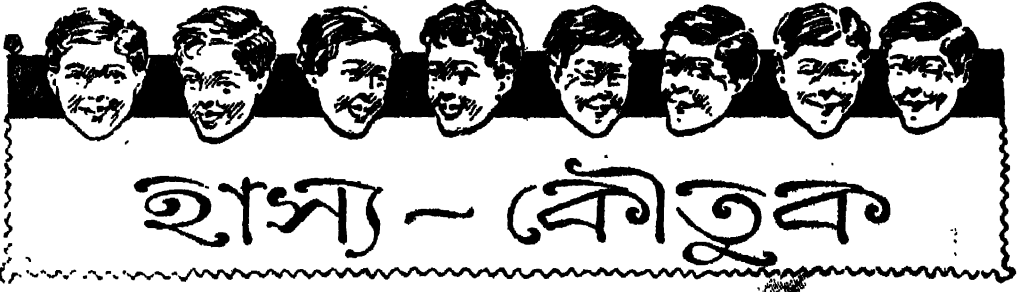
পিতা—[অনেক খোঁজাখুজির পর] দেবু বল্‌তে পার হাতুড়িটার কি করলাম?

দেবু—হ্যাঁ বাবা।

পিতা - কি?

দেবু—হারিয়ে ফেলেছো বাবা।

* * * * *

শীকারী—(জন্তু জানোয়ারের দোকানে)—তোমাদের এখানে খরগোস আছে?

দোকানদার—আজ্ঞে তাত' নেই, তবে বেশ ভালো সাদা ইঁদুর আছে।

শীকারী—কিছুই লাভ হলো না। বাড়ী গিয়ে ত আর বল্‌তে পারবো না যে ইঁদুর মেরে এনেছি।

* * * * *

এক ভদ্রলোক কলকাতার ডালহাউসী স্কোয়ারের দোকানগুলি দেখ্‌ছেন।—কেনবার নাম নেই, দোকানে ঢুকে ঢুকে এটা দেখ্‌ছেন সেটা দেখ্‌ছেন। তারপর বেড়িয়ে পড়্‌ছেন।—ঘুরতে ঘুরতে এক এটর্ণির আফিসে গিয়ে হাজির। দেখেন এক টেবিলের কাছে দুজন ভদ্রলোক বসে আছেন। চারদিকে অনেক বই।

জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে কি বিক্রী হয়?"

ভদ্রলোকেরা চটে বল্‌লেন, "গাধা।"

"তা হ'লেত দেখ্‌ছি, খুব লাভের ব্যবসা। মাত্র দু'জন বাকী।"

— কাবেদের গান —

কাবেদের যখন খানিকটা হাঁটতে হয়, তখন এ গানটা চলার তালে তালে বেশ গাওয়া চলে। আবার লালফুলেও বেশ গাওয়া যায় গানটা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঠিক কথার মত অঙ্গভঙ্গী করা চাই। কাবেদের গান বলে যে এ গানটা স্কাউটদের একেবারে কোন কাজেই লাগে না, তা নয়।—গানটা কাবদের মুখেত' ভাল শোনায়ই স্কাউটদের মুখেও নেহাৎ খারাপ শোনায় না।

বাঁ—দাহিন পা
বাঁ—দাহিন পা
আমি বড় হাভাতে
আমি একটা
আমি আবার কুড়িয়ে পেলুম
মনিব্যাগটা।
চাঁদের আলোতে দেখি
আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ একি ?
এ যে ট্রামগাড়ী চাপাপড়া
ব্যাঙ চ্যাপ্টা।
আমি বড় হাভাতে
আমি একটা।

— সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

——— ———

নূতন উপন্যাস

বাহাদুর*

(কার্ত্তিক)

এক

গোয়েন্দা-অসিত

কলকাতার এক ছোট্ট বাড়ীর কোলেই সে বড় হয়ে উঠেছিল, কাজেই রায়পুর জমিদার বাড়ীতে যখন বাবা নায়েব হয়ে এলেন, তখন অসিতের ফূর্ত্তি দেখে কে?—মস্ত বড় গেটটার উপর উঠে পা ঝুলিয়ে দিয়ে বসে বসে পেয়ারা চিবোয়; নয়ত, পাশের বাগানের গাছে গাছে উঠে বসে থাকে,—বেশ কাটে দিনগুলি।

অবিনাশ বাবু ছোট্ট একখানা বাড়ী পেয়েছিলেন—সুন্দর বাড়ীখানা—টীনের চাল, দু পাশের বেড়া হলো কঞ্চিকেটে দেওয়া, সুন্দর জান্‌লাগুলির চারদিক ঘিরে সুন্দর লতানো গাছ। বাড়ীর চারদিকে অনেক জায়গা, একটা সুন্দর বাগান, তারপর কাঁটা গাছ দিয়ে বেড়া দেওয়া। রাস্তা থেকে বেড়া অবধি একটা বেশ চওড়া লালমাটির পথ। তারই একপ্রান্তে একটা বেশ বড় গেট। আশে পাশের জায়গাগুলি জমিদার বাবুর বাগান, আম, জাম, লিচু, পেয়ারা গাছে ভর্ত্তি, পেড়ে নিলেই হলো।—যত রাজ্যের পশু পক্ষীর বাস।—সুন্দর দয়েল থেকে কাক পর্য্যন্ত।—এদের সঙ্গে বন্ধুতা করে অসিতের দিনগুলি কাটে বেশ:—কাঠবিড়ালী লেজ উঁচিয়ে আস্তে আস্তে গাছে উঠে, অসিত উঠে তার পেছন পেছন, কোকিল গান গায় কু—উ—উ, অসিতও বলে কু—উ—উ। কিন্তু সবার থেকে আজব হলো, বাবুদের পুরোন কালী মন্দিরটা—সে-ই যে কোন যুগের তা কেউ জানে না, বাগানের গাছের ফাঁক দিয়ে দূরের সেই ভাঙ্গা মন্দির দেখা যায়।

বাইরে থেকে দেখেই সে বুঝতে পারে, কি বিরাট জিনিষটা, ভিতরে কতগুলিই না জানি ঘর!—বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে ঐ মন্দিরের চূড়া দেখে আর মনে মনে কত কল্পনার জাল বোনে।

অসিত, তোমার আমার মত ছেলে মোটেই নয়। স্কুলের ছেলেরা সব তাকে ঠাট্টা করত, বড় বড় ছেলেরা সব তাকে নাস্তানাবুদ করতে চেষ্টা করতো কিন্তু তার বন্ধুরা জানতো সে কত চালাক। আর সবাই তাকে ডাকতো গোয়েন্দা-অসিত বলে। ছোট ছোট জিনিষ দেখে বড় কিছুর কল্পনা করাই ছিল তার সব চেয়ে প্রিয় কাজ।

---

* একটা ইংরাজী গল্প অবলম্বনে।

সেই ছোট্টটী থাকতেই রহস্যকর কিছু পেলেই অসিতের ভারী ফুর্ত্তি হতো। বড় কাউকে পেলেই রবার্ট ব্লেক না হয় অরিন্দমের গল্প শুনতো। আবার ক'লকাতার বাড়ীতে অন্ধকারে একলাই 'পুলিশ পুলিশ' খেলতো। আর একটু বড় হয়ে সে রবার্ট ব্লেক হয়ে উঠলো।—স্কুলের পথে পথে লোকেদের ভাল করে মুখ দেখে, তাদের পায়ের ছাপ নেয়, রাস্তার লোকের চেহারায় কিছু বিশেষত্ব আছে কি না দেখে।

রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর বাবা সারলক হোম্‌সের গল্প পড়ে পড়ে বাংলা করে শোনান, আর সে ভাবে, সেই বুঝি ইনসপেক্টর লেসট্রেড না হয় ওয়াটসন।—আর কি রকম অদ্ভুদ উপায়ে খবর পাঠানো যায়, চেহারা বদলানো যায়, ভাবে। কোত্থেকে খুঁজে খুঁজে একটা টেলিগ্রাফের 'কোড' জোগাড় করে ঘরে বসে টরে টক্কা শিখে ফেলেছে। কে জানে কবে হয়ত কোন ডাকাতের হাতে পড়ে এক অন্ধকার ঘরে সে আটকা পড়ে যাবে, তখন পকেটের ছুড়ি দেয়ালে ঠুকে ঠুকে পাশের ঘরে খবর পাঠাতে হবে ত। ভোরবেলা স্কুলে যাবার পথে পথে মনে মনে মোর্সকোড আওড়াতো, আর যে সব দোকান পড়তো পথে, তার নামগুলি 'বিন্দু টানের' ভাষায় বদলাতো।

রায়পুর এসে কিন্তু তা হ'লো না। বেচারার মাথায় কোন ক্রমেই ঢুকছিল না যে কি করে বনে জঙ্গলে, বাগানে বাগানে গোয়েন্দাগিরি করা চলে।—কিন্তু যে তাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করলো সে হলো সহায়রাম বসু। রায়পুর স্কুলট্রুপের ট্রুপ-লিডার। গাঁয়ের সব ছেলেই সহায়কে চেনে;—শুধু যে চেনে তাই নয়—ভালোবাসে। সে এই নতুন ছেলেটার সাথে বেশ ভাব করে ফেলল।

বনে জঙ্গলে সহায়ের সাথে ঘোরা তার একটা অভ্যাস হয়ে উঠল, আর এ রকম ভাবে ঘুরতে ঘুরতেই একদিন সে উল্‌ফ কাবদের কথা জানতে পারলো।—ক'লকাতা থাকতে সে পথ দিয়ে অনেক স্কাউট যেতে দেখেছে, কিন্তু তার ভাগ্যে স্কাউট হওয়া হয়ে উঠেনি!—শত হ'লেও তার বয়স ত আর বাড়াবার যো নেই। সে দশ বছর আগে পৃথিবীতে এসেছে, কাজেই যে রকম ভাবেই গোন' না কেন তার বয়স দশের বেশী আর হচ্ছে না। এখন মস্ত বড় আমগাছের একটা সোজা ডালে পাশাপাশি বসে কাঁচা আম খেতে খেতে অসিত জানতে পারলো, সে বয়সে নেহাৎ বাচ্ছা হ'লেও ছোট স্কাউট বা উল্‌ফকাব সে হতে পারে।—আনন্দে তার বুক নেচে উঠল।

সে সুধুলে, "আচ্ছা সহায়দা, কাবেরা ট্র্যাকিং করে?"

সহায় বলল, "করে বই কি, কিন্তু সে খুবই কম। তা ছাড়া, সিগন্যালিং, সাঁতার, ফাষ্ট এড্ আরও কত কি শেখে—কতকটা আমাদেরি মত সব।"

অসিত আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। বলল, "বাঃ বাঃ আমি কাব হবো।—নেবে সহায়দা?"

সহায়ও হেসে উঠলো, মস্ত বড় একটা চারপেয়ে সাপের দিকে একটা আমের

আঁটি ছুঁড়ে মেরে সে বলল, "ভর্তি হ'তে পার কিন্তু একটা কথা মনে রাখ্‌তে হবে। আগের থেকেই এই ভেবে বসে থেকো না যে কেবল চমৎকার পোষাক পরে খানিকটা খেল্‌লে, একটু ট্র্যাকিং কর্‌লে, এদিক সেদিক ছুটোছুটি কর্‌লে, হয়ে গেল কাবিং। কারণ আসলে কাবিং তা নয়।"

"তবে ?"

"কাব হওয়া মানে হলো পরের উপকার করতে পেলেই উপকার করা, মিথ্যা কথা না বলা, চুরি না করা, দিব্যি না দেওয়া, কিম্বা কোন লোকের পেছন খামখা না লাগা। আমাদের একটা প্রতিজ্ঞা করতে হয়, আর যতক্ষণ জীবন থাকে ততক্ষণ প্রাণপণে সে প্রতিজ্ঞা পালন করে চলতে হয়। আর একবার কাবিং আরম্ভ কর্‌লে শেষ অবধি লেগে থাকতে হয়।"

অসিত চুপ করে বসে বসে ভাব্‌তে লাগলো।—সহায় তার দিকে চেয়ে বল্‌লো, "ঘাবড়াও মৎ, বাচ্ছা। চেষ্টা কর্‌লে সবচেয়ে ভালো কাব হবে তুমি। কাবেদের আদর্শ হলো, যথাসাধ্য চেষ্টা কর। তুমি নিশ্চয়ই অন্ততঃ এ আদর্শ মেনে চল্‌তে পার।"

খুবই যেন সহজ কথা আর কি! যত কাজ আসবে, তা যতক্ষণ না শেষ হবে ততক্ষণ চেষ্টা করতে হবে।

অসিত ভাব্‌তে লাগ্‌লো।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লো, সে দিন থেকে অসিত কথায় ও কাজে সত্যি সত্যি কাব হয়ে উঠ্‌বে।

(ক্রমশঃ)

স্কাউটিং

(মুগলী)

তোমাদের মধ্যে যারা মৌচাক পড় তাদের সবাই ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র গোপালের কথা পড়েছো। সে নিজের হাতে তার বাবাকে একটা বেল্ট তৈরী করে দিয়েছে—শুধু তৈরী করা নয়, তাতে আবার নানা রকম কারুকার্য্য কর্‌তেও কসুর করেনি। কিন্তু আমাদের কোন ছেলে বাবাকে যে জন্মদিনে নিজের হাতে গড়ে' কিছু দেওয়া যায়, তা, ভাব্‌তেই পারে না।—শুধু কি তাই?—যখন স্কুল কলেজের কাজ থাকে না, বা খেলাধুলা কিছু থাকে না তখন যে গল্প করা ছাড়া আর কোন কাজ জগতে থাকতে পারে সে কথা আমরা ভাব্‌তেও পারি না।—আমি নিজে ক'বার কত জিনিষপত্র তৈরী ক'রতে

আরম্ভ করেছি, কিন্তু শেষ অবধি যাওয়া হয়েছে খুব কম ক'টারই। তার কারণ আছে অনেকগুলি।

ছেলেদের প্রত্যেকেরই নিজের হাতে গড়া, আবার তাকে ভেঙ্গে আবার গড়া, এ স্বভাবটা হলো স্বভাবসিদ্ধ। ছোট ছোট ছেলেরা পথের ধূলায় মস্ত মস্ত প্রাসাদ গড়ে, আবার পা দিয়ে ভেঙ্গে দেয়, আবার গড়ে, আবার ভাঙ্গে, এম্‌নিতর ভাঙ্গা গড়ার যে খেলা চলে আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের বাপমা'রা তাকে ফুটিয়ে তোলবার কোন ব্যবস্থাই করেন না, কাজেই বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চরিত্রের এই গুণটা নষ্ট হয়ে যায়, আমরা হয়ে পড়ি পঙ্গু, আমাদের একটা দিক যায় নষ্ট হ'য়ে।—কিন্তু স্কাউটিং এর ব্যবস্থা করেছে।

আমেরিকার ছেলেরাও চিরকালই ঠিক এম্‌নি ছিল না। এককালে তারাও ঠিক আমাদের মত বসে বসে গল্প করতো, ফলে চেহারা হতো আমাদেরি মত রুগ্ন, ফ্যাকাশে —দেখ্‌লে মনে হতো মৃত্যু যেন তাদের নেবার জন্যে কোল পেতে বসে আছে। দূরে সাম্‌নে চারদিকে তাদের ছিল বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ, তাতে খেলতো উন্মুক্ত আকাশের উদার হাওয়া, কিন্তু সে মাঠে গিয়ে শুদ্ধবায়ু খেতো না কেউ—প্রাণটাকে চাঙ্গা করে তুলবার আকাঙ্ক্ষা ছিল না কারও। এম্‌নিধারা ব্যাপার দেখে আমেরিকার জ্ঞানী লোকদের প্রাণ উঠ্‌ল কেঁদে, তারা ছেলেদের নিয়ে ছোট ছোট দল গড়ে তুল্‌লেন। পড়াশোনা ছাড়াও যে জগতে অনেক করবার মত কাজ আছে সে কথাটা তারা বুঝতে পেলো। তখন এগিয়ে এলেন আমেরিকার যাদুকর, বন জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বতের বন্ধু, খোলা মাঠের মিষ্টি হাওয়া খেয়ে খেয়ে যার জীবন কেটেছে, সেই Ernest Thomson Seton তিনি ছেলেদের ডেকে নিয়ে নিজেদের দিয়ে রান্না করিয়ে দেশ বিদেশের বীরের গল্প বল্‌তে লাগ্‌লেন—ছোট্ট ছেলেদের মনের বীরপূজার যে আকাঙ্ক্ষাটুকু লুকিয়েছিল সে উঠ্‌ল জেগে। তাঁর দলে এসে জুটতে লাগলো দেশ বিদেশের ছেলেরা।—সবাই হতে চায় এক একটি ছোট্ট বীর।

এমনি সময়ে আর এক ভদ্রলোক দেখ্‌ছিলেন যে স্কুলকলেজের লেখাপড়ায় সত্যিকারের চরিত্রগঠন হয় না। তিনি আরম্ভ কর্‌লেন ছেলেদের চরিত্রগঠন কর্‌বার ব্যবস্থা। নানারকমে শিক্ষাপদ্ধতি যেতে লাগ্‌ল বদ্‌লে, গুরুমশাইর উঁচু আসন থেকে নেমে এসে মাষ্টারমশাইকে বসতে হলো ছাত্রদের মাঝখানে। পুঁথির পড়া রেখে দিয়ে বনে বনে ঘুরিয়ে তাদের পড়াতে হলো, কড়া মেজাজের সেই বেতওয়ালা গুরুমশাইটি হয়ে গেলেন ছেলেদের বড় ভাই।—চোখে এলো তাঁর স্নেহ, হাত থেকে প'ড়ে গেল তাঁর বেত, গম্ভীর মুখখানা ভরে উঠ্‌লো মিষ্টি হাসিতে। ছেলেরা আনন্দে নিজেদের আব্দার অভিযোগ তাঁকে জানাতে লাগ্‌ল।

আমেরিকায় যখন এই ব্যাপার চলছিল তখন ইংলণ্ডে এলেন আর এক যাদুকর

—Robert Baden Powell. তিনি ছিলেন একজন সৈনিক—দেশকে ভালোবাসতেন তিনি যথেষ্ট। আর শিক্ষাদীক্ষা বিষয়েও তিনি অজ্ঞ ছিলেন না ; তাই তিনি দেশে ফিরে যখন দেখলেন তাঁর দেশের শিক্ষায়ও ছেলেদের হচ্ছে না বিশেষ কিছুই। তখন তিনি এই শিক্ষা-সংস্কারের পথ খুঁজতে লাগলেন। এর উপায় খুঁজতে গিয়ে তার মনে পড়ে গেল আফ্রিকার কথা।—সেখানে কেমন করে, ছোট ছোট ছেলেদের শিক্ষা দিয়ে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন তা তাঁর মনে ভেসে উঠতে লাগল।—তিনি তাদের কি ভালো লাগে, কি করে তারি ভেতর দিয়ে ছেলেদিগকে ভালো করতে পারা যায় সে চিন্তাই করতে লাগলেন।—শেষকালে তিনি যে সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হলেন সেটা হয়ে পড়লো Thomson Seton-এর বনে জঙ্গলে নিজের হাতে করে খাওয়া আর চরিত্রগঠনের সেই নূতন প্রণালীর একটা সমষ্টি। তিনি দেখলেন চরিত্রগঠনের মূলে হলো "ভগবানে বিশ্বাস জন্মানো।" আর ভগবানে বিশ্বাস জন্মানো যায় শুধু, বনে বনে, প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরলে, দেখে ভগবানের অসীম করুণা, শুনে প্রভাত পাখীর বন্দনা গান, স্রোতস্বিনীর কলতান, ঝরনার উচ্ছ্বসিত প্রাণের একান্ত আপন নিবেদন।—সেই থেকেই তিনি একে একে ছেলেদের মনের উপযোগী করে এক সমিতি গড়ে তুললেন—তারই নাম বয়স্কাউট সমিতি। দেখতে দেখতে দেশ বিদেশে এর শাখাসমিতি হতে লাগলো। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই পৃথিবীর একান্ত আপনার জিনিষ হয়ে পড়লো সে।—জগৎ যেন এর আসার জন্যে তৈরী হয়ে বসেছিল, আসতেই বরণ করে নিল।

Sir Robert দেখলেন ছেলেরা বড় "পরস্মৈপদী"—পরের উপর নির্ভর করে থাকাই হলো তাদের চরিত্রের প্রধান দোষ। কাজেই তিনি এই দোষটাকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। তিনি চারদিক বজায় রেখে একটা আদর্শ তৈরী করে ফেললেন। স্কাউটদের আদর্শ হলো "Be Prepared"— "তৈরী থাকো"। কারও কাছে যেন ঠকে না যায় সে কোন কাজেই যেন পেছ পা না হয়,—এই হলো Sir Robert-এর মনের ইচ্ছা। দেশ বিদেশের রাজরাজারাও দেখলেন ঠিক এম্নি ভাবে সব ছেলেগুলি যদি গড়ে উঠে তা হ'লে ত দেশে অক্ষম থাকবে না কেউ, সেই ছেলেবেলা থেকেই প্রত্যেক ছেলে তার নিজের সুবিধা মত নিজের যে দিকে ঝোঁক সে দিকে বেড়ে উঠবে, কাজেই বড় হয়ে সে যখন সংসারে ঢুকবে তখন কি করবো বলে তাদের আর বসে থাকতে হবে না। কাজেই তারা এ আদর্শে বয়স্কাউট দল গড়ে তুললেন তাদের নিজের রাজ্যেও।—ভারতবর্ষে প্রথমে স্কাউটদল গড়ে তুলেন শ্রীমতী আনি বেশান্ত। তারপর সে দল বিলাতের স্কাউটদলের সঙ্গে এক হয়ে যায়।—আজকাল আমাদের দেশে আছে দুই দল স্কাউট—এক Baden Powell Scout—আর এক হলো সেবাসমিতি স্কাউট। সেবাসমিতি স্কাউট করেছেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। তা ছাড়া আর একটী স্কাউটদল আছে—রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে, নাম তাদের ব্রতীবালক সঙ্ঘ।—এই তিন দলেরই মূল নীতি এক। কেবল আইন কানুন

অল্প তফাৎ।—এক দেশে একই রকম তিন দলের স্কাউট হওয়ার মূল কারণ হলো আনুন কানুনগুলি।—আসল জিনিষটার যে কোন দোষ নেই তাতে সন্দেহ করবার নেই কিছুই।

যাত্রী-পড়ুয়ারা যারা স্কাউট নও তাদের সবাইকেই আমি এই তিন দলের যে কোন এক দলে ভর্ত্তি হতে বলি; শুধু ভর্ত্তি হলেই হবে না, এর আদর্শ মত কাজ করতে হবে। কারণ নিজেকে কাজের উপযুক্ত করে তোলাও দেশের কাজ। দেশের এ দুর্দ্দিনে কি করে নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াতে পারবে, পরের দোরে ভিখ না মাগলেও দিন চলবে কি করে তার পন্থা দেখিয়ে দেয় যারা, তারা দেশের কাজ যে নেহাৎ কম করে তা নয়। আর যারা চলে সে মতে, আর নিজেকে দেশের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে চায় তারাও দেশের কাজ করে যথেষ্টই।

পুরস্কার প্রতিযোগীতা

গতবারে যাত্রীর গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের জন্য আমরা যাত্রীর বৈঠক খুলিয়া তাহাতে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, কিন্তু গতবারে গ্রাহকেরা খুব কমই লেখা পাঠাইয়াছেন। আশা করি এবারে তাহারা আরও লেখা পাঠাইবেন। এ বৎসর নিম্নলিখিত গ্রাহকেরা পুরস্কার পাইয়াছেন। তাঁহারা উল্লিখিত দামের মধ্যে কি কি বহি চাহেন লিখিয়া পাঠাইলেই ফেরৎ ডাকে বহি পাইবেন। চিঠি লিখিবার সময় ঠিকানা দিতে ভুল না হয়।

১। শ্রীঅমিয় মিত্র—২৲
২। সৈয়েদে সামসুজ্জুহা—১৸০
৩। শ্রীদেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—১৷০
৪। শ্রীপরেশ চন্দ্র মজুমদার—১৷০

(সর্দ্দার খেলু)

নমস্কার মধুখুড়ো—ছেলেরা গোল হয়ে ঘুরতে থাকবে। একজন ছেলে হবে "মধুখুড়ো"। সে চোখ বেঁধে একটা লাঠি নিয়ে চক্রের মাঝে দাঁড়াবে। "মধুখুড়ো" মাটিতে লাঠি ঠুক্‌লেই ছেলেরা চুপ ক'রে দাঁড়াবে ও মধুখুড়ো তখন লাঠি দিয়ে একজনের দিকে দেখাবে ও বল্‌বে "নমস্কার বিশুদা।" "বিশুদা" তখন নিজের সাধারন স্বরে বল্‌বে, "নমস্কার মধুখুড়ো" মধুখুড়ো যদি তখন বল্‌তে পারে যে "বিশুদা"কে তাহলে তারা যায়গা বদ্‌লা-বদ্‌লি করবে ও 'বিশুদা' হবে 'মধুখুড়ো'। কিন্তু 'মধুখুড়ো' যদি তিনবার উপ্‌রো উপরি ঠিক না বল্‌তে পারে তবে কাবমাষ্টার অন্য একজন ছেলেকে তার জায়গায় বদ্‌লে দেবেন।

আহা আহা মেনি বেচারি—ছেলেরা গোল হয়ে দাঁড়াবে। মাঝখানে একটি ছেলে চোখ বেঁধে দাঁড়াবে ও দলের সব ছেলেরা নিঃশব্দে গোল হয়ে ঘুরতে থাকবে। মাঝের ছেলেটি "বস" বল্‌লেই সবাই চুপ করে বস্‌বে। ছেলেটি তখন গিয়ে (বিড়ালের মত চার পায়ে) চক্রের একজন ছেলেকে ধরবে সে ছেলেটি তখন তার মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গলার স্বর বদ্‌লে বল্‌বে, "আহা আহা মেনি বেচারী। —মিঁ আউ।"—চোখ বাঁধা ছেলেটি যদি তখন ঠিক বল্‌তে পারে সে কাকে বেধছে তা, হলে তা'রা যায়গা বদ্‌লা বদলি করবে ও অন্য ছেলেটি তখন হবে "মেনি"।

চক্কর—ছেলেরা সিক্স হিসাবে গোল হ'য়ে বস্‌বে। সিক্সাররা একটা রুমাল বা টুপি নিয়ে প্রস্তুত থাকবে ও গের বল্‌লেই উঠে চক্করো চারধারে দৌড়ে যে যার যায়গায় ফিরে এসে বস্‌বে ও ২নং ছেলেকে টুপি বা রুমালটা দেবে, সেও ঐ রকম ক'রে দৌড়ে এসে ৩নং কে দেবে। এই ভাবে যে সিক্স আগে শেষ করতে পারবে, জিৎবে তারাই।

মুক্ত পাখী

(সমরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী)

সে দিন ছিল কাল বৈশাখী! সমস্ত দিন ধরে কেবল হ'ল পবনের মাতামাতি আর মেঘের হুঙ্কার।

সন্ধ্যেবেলা ইচ্ছে হ'ল দেখে আসতে প্রলয়ের পর প্রকৃতির মূর্ত্তিখানা—বাইরে এসে দেখলুম কি শান্ত মূর্ত্তি! তখন প্রকৃতির ঝড় থেমে গিয়েছে—চারিদিক তখন শান্ত উদাস—চিতা নিভে যাবার পর শশ্মানের মত। কতক্ষণ যে প্রকৃতির সেই স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দেখছিলুম জানি না, চমক ভাঙল একটা কাতর আর্ত্তনাদ শুনে—দেখলুম, তুলসী-মঞ্চের পাশে একটা আহত পাখীর ছানা ছট্‌ফট্‌ করছে।

ভাবলুম যে তার মা কতদিন ঘুরে ঘুরে একটির পর একটি কুটো সংগ্রহ করে এনে এই সামান্য বাসাটি বেঁধেছিল আর কালবৈশাখী সেই বাসাটিকে দূরে উড়িয়ে ফেলে তার সন্তানকে দিয়েছে মাটিতে আছড়ে ফেলে!

দেখে মায়া হল—তুলে নিলুম তাকে মাটি থেকে। দেখলুম সবে মাত্র চোখ ফুটেছে তার; সদ্য উন্মিলিত চক্ষু দিয়ে আজকেই বোধ হয় বিস্মিত ভাবে প্রথম চেয়েছিল জগতের পানে;—তার নব উন্মিলিত চোখকে ভোরের আলো ফুটিয়ে দিয়ে গিয়েছিল বুঝি। সে তার ছোট চোখ দিয়ে বিস্মিত ভাবে বিশ্বের পানে চেয়ে ভেবেছিল কি সুন্দর এই পৃথিবী!

বাঁচাতে কত চেষ্টা করলাম সারারাত ধরে, তাকে বাঁচাতে পারলাম না—সে মরে গেল। আমার কাছ থেকে চলে গেল বোধ করি এর চেয়ে কোন ভাল যায়গায়।

* * * * *

এখন মনে হচ্ছে—ওই যে একটি অতি ক্ষুদ্র অসহায় জীব, একবার চোখ খুলেই সে চোখ বুজিয়ে ফেললে, না পারলে বিশ্বকে প্রাণ ভরে সাধ মিটিয়ে দেখতে, না পারলে ছড়াতে তার ডানা মুক্ত উদার আকাশের পানে, না ফুটলো তার কণ্ঠের গান, জীবনের যার কোন সাধই মিটল না—সে কি সত্যই এর চেয়ে কোন ভাল যায়গায় গেছে?

আর এর জন্যে দায়ীই বা কে - যে ঝড় তাকে নিষ্ঠুরের মত আছড়ে ফেলেচে সে?

—না যে তাকে সৃষ্টি করেছে সে?

স্বামী বিবেকানন্দ

(শ্রীযামিনীমোহন দত্ত)

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ মহাপুরুষ ও অবতারের আবির্ভাবক্ষেত্র। ভারতবর্ষের বৈচিত্র্য, তাহার বিভিন্ন ধর্ম্মমত ও সমাজ পদ্ধতির মধ্যে নিহিত। নানা কারণে ভারত এখন দুর্ব্বল হইলেও তাহার ধর্ম্মশক্তি আজও বিদ্যমান এবং অসংখ্য দুঃখপীড়িত নরনারীকে সান্ত্বনা দান করিতেছে : কত মহাপুরুষ—কত অবতার শিক্ষানীতির দ্বারা ভারতবাসীকে মুক্তির সন্ধান দিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

গত শতাব্দীর শেষভাগে মহাপুরুষ রামকৃষ্ণের উদার ধর্ম্মমত ও সার্ব্বজনীনতা অনেক ধার্ম্মিক ও শিক্ষিত যুবককে বৈরাগ্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিল। এই যুবকগণের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ধনীর সন্তান হইলেও তরুণ বয়সে তাঁহার প্রাণে বৈরাগ্যভাবের উদয় হয়। তাঁহার অদ্ভুত ধীশক্তি তাঁহাকে প্রভূত পার্থিব সুখের অধিকারী করিতে পারিত, কিন্তু জীবের করুণ ক্রন্দন তাঁহার হৃদয়কে কাতর ও চঞ্চল করিল। তিনি ভোগ, সুখ ত্যাগ করিয়া—মানব জাতির মুক্তির জন্য কঠোর বৈরাগ্য সাধন আরম্ভ করিলেন। নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, শুষ্ক ধর্ম্ম আলোচনায় ব্যস্ত থাকিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না, এক্ষণে তিনি সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৮৯৭ অব্দে রামকৃষ্ণ মিশন গঠিত হইল। এই মিশন উচ্চ আদর্শ ও কল্যাণ-ইচ্ছার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের ও সমাজের সেবা করিতেছে। দরিদ্রকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ অশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। রামকৃষ্ণ দেবের জন্ম উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর যে দরিদ্রনারায়ণের সেবার বিপুল আয়োজন হইয়া থাকে, তাহা, এই মহাপুরুষের কীর্ত্তি ঘোষণা করে। দেশের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দেখিয়া তিনি ব্যাকুল হইলেন।

কত লোক শিক্ষার অভাবে কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে ও কত লোক অন্যায় কার্য্যের দ্বারা সংসারের উপর কলঙ্ক আনয়ন করিতেছে। ইহা দেখিয়া কর্ম্মবীর বিবেকানন্দ স্থির থাকিতে পারিলেন না ; দেশের এই দুরবস্থা দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। দেশের ও সমাজের উন্নতি-বিধান-কল্পে তিনি কিরূপ অক্লান্ত-ভাবে পরিশ্রম করিতেন তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। দেশের নারীশক্তি যাহাতে জাগরিত হয় সেদিকেও তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। তিনি নিজের মুক্তির কামনা ত্যাগ করিয়া জীবের কল্যাণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার

আদর্শ ও শিক্ষা ভারতকে বরেণ্য করিয়াছে। তিনি ভারতের গৌরব ও জগতের গৌরব। —বঙ্গদেশ তাঁহার পুণ্যপদধূলিস্পর্শে ধন্য।

মন্ত্রীর বেতন

(সিপ্পার অসিত মিত্র)

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। রাজার নাম—সুবাহু। তিনি খুব ভাল রাজা ছিলেন। রাজা নিজেও যেমন বুদ্ধিমান তাঁহার প্রধান মন্ত্রীও তেমনই। মন্ত্রী সকল সময়েই রাজাকে সৎপরামর্শ দিতেন। রাজাও তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট বেতন দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতেন। রাজা ও মন্ত্রীর মিলিত বুদ্ধিবলে রাজ্যে সকল প্রকারেই শান্তি ছিল।

রাজার অন্যান্য কর্ম্মচারীরা কিন্তু প্রধান মন্ত্রী অপেক্ষা অনেক কম বেতন পাইত। তাহারা কম বেতন পায় বলিয়া মন্ত্রীকে হিংসা করিত, রাজাকে অবিবেচক বলিত। একদিন তাহারা কয়েকজন একত্র মিলিত হইয়া বলিতেছিল,—"রাজা একাকী রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন না। আমরা রাজাকে নানা বিষয়ে সাহায্য করি বলিয়াই রাজা নিঃসঙ্কোচে প্রজা পালন করিতে পারেন। বৈদেশিক শত্রুগণ আমাদের ভয়েই দূরে দূরে অবস্থান করে; আমরাই দেশের শান্তি রক্ষা করিতেছি; প্রজার সুখ-বিধান আমরাই করিয়া থাকি। অথচ রাজা আমাদের মর্য্যাদা বুঝিতেছেন না; তিনি আমাদিগকে সামান্য বেতন দেন; কিন্তু প্রধান মন্ত্রী মহাশয় রাজার সহিত কেবল গল্প করেন, কখনও বা দুই এক খানি কাগজে নাম স্বাক্ষর করেন; এরূপ তুচ্ছ কার্য্য করিয়াও তিনি আমাদের বেতনের শতগুণ উপার্জ্জন করেন।"

রাজা এই সময় কোনও কার্য্যোপলক্ষে যাইতেছিলেন। কর্ম্মচারীরা যে ঘরে বসিয়া পরামর্শ করিতেছিল, তাহার পার্শ্ব দিয়া যাইতে যাইতে তিনি তাহাদের সকল কথাই শুনিতে পাইলেন; রাজা কর্ম্মচারীদিগের অসন্তোষের ভাব জানিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, মনে করিলেন—'ইহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ; আপন গৌরবেই ইহারা মত্ত, পরের গুরুত্ব ইহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। যাহা হউক ইহাদিগকে স্ব স্ব নির্বুদ্ধিতা দেখাইয়া দিতে হইবে।'

এই সঙ্কল্প করিয়া রাজা কর্ম্মচারীদিগকে জানাইলেন পরদিন নিয়মিত সময়ের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে রাজসভা আরম্ভ হইবে, রাজার ইচ্ছা যে সকল কর্ম্মচারীই যেন সভায় উপস্থিত হয়। এ সংবাদ কিন্তু মন্ত্রীকে জানান হইল না।

পরদিন নির্দ্ধারিত সময়ে সভা আরম্ভ হইল। সভার প্রারম্ভেই অদূরে এক বাদ্যধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। রাজা অভিযোগকারী একজন কর্ম্মচারীকে বলিলেন—"যাও তো

দেখিয়া আইস কিসের বাজনা।" সে ঘুরিয়া আসিয়া বলিল—"বিয়ের মিছিলের বাজনা।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিবাহ ত রাত্রিতে, এখন বাজনা হইতেছে কেন?" সে তাহার উত্তর দিতে পারিল না। রাজা আর এক জন নিন্দককে ঐ বিষয় জানিয়া আসিতে বলিলে, সে দেখিয়া আসিয়া বলিল—"বহু দূরে বিবাহ হইবে বলিয়া বরযাত্রিক দল সকাল সকাল যাইতেছে।" "কাহার বিবাহ?" এই প্রশ্নের উত্তর সে দিতে পারিল না। কাজেই আর একজনকে ঐ জন্য পাঠান হইল। সে জানিয়া আসিল যে ঐ নগরেরই ধনপতি বণিকের পুত্রের বিবাহ। কাহার সহিত বিবাহ এই প্রশ্নের উত্তরে সে কিছু বলিতে পারিল না। অন্য একজন নিন্দাকারীকে উহা জানিতে পাঠান হইল। সে আসিয়া বলিল, "বসুপাল শ্রেষ্ঠীর কন্যার সহিত বিবাহ।" রাজা যাহাদের পাঠাইতেছেন, তাহাদের কেহই একটার অধিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেছে না।

এমন সময়ে মন্ত্রী মহাশয় সভায় প্রবেশ করিলেন। রাজা তাঁকে বলিলেন—"অদূরে কিসের বাদ্য বাজিতেছে, দেখিয়া আসুন ত।" তিনি কিছুক্ষণ পরে আসিয়া বলিলেন—"এই নগরের ধনপতি বণিকের পুত্র লক্ষ্মীপতির সহিত সুবর্ণপুরের বসুপাল শ্রেষ্ঠীর কন্যা শ্রীমতীর বিবাহ হইবে; সেই শোভাযাত্রার বাদ্যধ্বনি রাজসভা হইতে শ্রুত হইতেছে। সুবর্ণপুর এস্থান হইতে আট ক্রোশ দূরে, সেই জন্য এখনই যাইতেছে।" এই বলিয়া তাহাদের সহিত কত হাতী কত ঘোড়া যাইতেছে, সমুদয় যথাযথ ভাবে বলিয়া দিলেন।

তখন রাজা নিন্দকদিগকে বলিলেন—"দেখ, তোমরা কল্য আমার ও মন্ত্রীর বিষয়ে যাহা যাহা বলিয়াছিলে, তাহা সমস্তই আমি শুনিয়াছি। দেখ একটা সামান্য বিষয় জানিবার জন্য তোমাদের কত জন লোককে পাঠাইতে হইল। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় একবার মাত্র যাইয়াই তোমাদের সকলের অপেক্ষা বেশী জানিয়া আসিয়াছেন। রাজ্য সংক্রান্ত গুরুতর বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধি তোমাদের বুদ্ধি অপেক্ষা কত অধিক প্রয়োজনীয়—এখন বুঝিতে পারিলে কি? মন্ত্রীর বেতন কেন বেশী, তোমাদের বেতন বা কেন কম—একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারিবে।"

অভিযোগকারী কর্মচারিগণ আপন আপন ভুল বুঝিতে পারিল; তাহারা করযোড়ে রাজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

আলোর রশ্মি

(শ্রীসুবিমল মজুমদার)

রমু যখন আজ ঘুম থেকে উঠ্‌ছে তখনও সূয্যি উঠেনি। দেখলে বাবা জামা কাপড় পরে কোথায় বেরুচ্ছেন। রমু লাফিয়ে উঠে বল্‌লে, "বাবা তুমি কোথায় যাচ্ছ? —আমি আসি।"

"বেশ, একটা জামা গায়ে দিয়ে নাও চট্‌পট, চল মাঠ থেকে একটু বেড়িয়ে আসি।"

রমু তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়ে বাবার হাত ধরে বেড়িয়ে এলো। মাঠের মাঝখানে যখন এসেছে তখন রমু পূব দিকের আকাশের দিকে চেয়ে হাততালি দিয়ে উঠল, বাবাকে একটা ছোট্ট টান দিয়ে বল্‌লে, "বাবা, বাবা, দেখ কি সুন্দর।"

বাবা দেখ্‌লেন সূয্যি উঠ্‌ছে।

রমু সূর্য্য দেখতে দেখ্‌তে বল্‌লে, "আচ্ছা বাবা, সূয্যিত শুনেছি অনেক দূরে আছেন, তবে এতদূর অবধি তাঁর আলো আসে কি করে?"

"সে অনেক কথা বাবা, সে সব বড় হ'য়ে জান্‌তে পারবে। তবে মোটামুটি কথা হলো এই যে, সূয্যির আলোর একটি বাহন আছে তার নাম ইথর, সে এই পৃথিবীর সব জায়গায়ই আছে--"

রমু বল্‌লেন, "এখানে আছে?"

"নিশ্চয়ই—"

রমু গম্ভীর হয়ে বল্‌ল—

'ও আমায় বুঝি মিথ্যে কথা বলা হচ্ছিলো?—আচ্ছা ইথর যদি এখানে থাকে ত' দেখ্‌তে পাইনে কেন?'

"আচ্ছা রমু এখানে যে বাতাস আছে, তা তুমি ঠিক জানো?"

"হ্যাঃ তা আর জানিনে, বাতাস যদি নাই থাক্‌তো তবে আর আমাদের বাঁচতেই হতো না।"

"তেমনি এখানে ইথর যদি না থাকতো তবে দেখতে হতো না, কারণ আলো সেই ইথরই শুধু বয়ে আনে, আবার মজা হচ্ছে কি, যে, এই ইথর আর বাতাসই যে শুধু অদৃশ্য তা নয়, এই আলো জিনিষটাও অদৃশ্য।"

"না, না, কক্ষনো না, কক্ষনো না।"

"এ কথা এখন তুমি বল্‌বেই, কারণ তুমি জানোনা যে আমরা যা দেখি তা ঠিক

আলো নয়, কতকগুলি খুব ছোট ছোট ধূলোর সমষ্টি মাত্র। আলো এসে তা'তে পড়ে সে গুলিকে ভারী উজ্জ্বল করে তোলে আর সেই উজ্জ্বল জিনিষগুলিই আমরা দেখি, আসল আলো আমরা দেখ্‌তে পাইনে। আচ্ছা আরও ভাল করে বুঝিয়ে বল্‌ছি। অবশ্য এ সব খুব ভালো করে এখন বুঝ্‌বে না। দেখ, যে জিনিষটা আমরা দেখ্‌তে পাই, অর্থাৎ যা দৃশ্য বস্তু, যেমন ঘর গাছ, পালা, মাটি, পাথর, এই সব, সবারই এক একটা করে আকার আছে, যেমন কোনটা লম্বা, কোনটা চৌকো, কোনটা গোল কিন্তু আলোর কোন রকম আকার নেই।"

রমু এতক্ষণ চুপ করে শুন্‌ছিল এখন বলে উঠ্‌ল, "আচ্ছা বাবা জলের ও ত' কোন রকম আকার নেই কিন্তু জল ত, আমরা দেখ্‌তে পাই।'

"কিন্তু বাবা জলকে যে পাত্রতে রাখো, জল ঠিক তেম্নি আকার ধারণ করে, কিন্তু আলোর বেলা তা বলতে পারোনা, কারণ একটা বাক্সতে যদি আলোকে পুর্‌তে যাও তবে শেষ অবধি দেখত পাবে যে আলোকে ত' পোরনি' পুরেছ৷ অন্ধকারকে। এ থেকেই আলো যে অদৃশ্য এ বিষয়ে কিছু ধারণা কর্‌তে পার্‌বে। তারপর আর একটা কথা তোমার আলো সম্বন্ধে জানা দরকার। সেটা হলো আলোর গতি। প্রত্যেক জিনিষের (যা আমরা দেখ্‌তে পাই) প্রত্যেক বিন্দু থেকে অনবরত চারিদিকে আলো যাচ্ছে; আবার তাদের প্রত্যেকটির গতির ঠিক আছে, প্রত্যেকটিই ঠিক সোজা চলে যাবে। এখন এই রকম কতকগুলি আলোর রশ্মি মিলে হয় 'কিরণজাল' এখন এই কিরণজাল যেই চোখে পড়লো অম্নি সেই বিন্দুটি দেখ্‌তে পেলাম এমনি কোরে বস্তুটির প্রত্যেক বিন্দু থেকে একটা কোরে কিরণজাল যেই চোখে পড়লো তখন সব জিনিষটা দেখতে পাওয়া গেল। এখন, তুমি বলতে পারো, আলোর গতি যে সোজা তা কি কোরে জান্‌তে পাই। তা জান্‌তে পাই খুব সহজে। ধর, তোমাকে যদি আমি বলি তুমি ঐ গাছটা বরাবর দৌড়ুতে থাক, দৌড়ুতে দৌড়ুতে গাছটা পার হয়ে গেলে তবে আবার দৌড়ে এখানে ফিরে আসবে। তুমি যদি ঠিক আমার কথামত কাজ কর তবে এ জন্মে আর ফির্‌বে না, তার কারণ তুমি সেই গাছটার ঠিক বরাবর ছুট্‌লে তোমাকে গাছটা বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখ্‌বে, ও দিকে যেতে দেবে না। কিন্তু তুমি কি কর্‌বে, গাছটার পাশ দিয়ে চলে যাবে। এতে কি বোঝা গেল, যে তুমি ইচ্ছা কর্‌লে তোমার গতি ফিরিয়ে তোমার গন্তব্যস্থান অবধি যেতে পার কিন্তু তুমি যদি তোমার গতি ফেরাতে না পার্‌তে তবে সেই গাছের কাছেই তোমাকে আট্‌কে থাক্‌তে হতো। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, যে জিনিষ তার গন্তব্য স্থানে কোন বাধার পাশ কাটিয়ে যেতে না পারে, সেই বাধাটাতেই ঠেকে থাকে, তার গতি ফেরাবার সামর্থ্য নেই। এখন একটা ঘরের দরজা কিম্বা জান্‌লাতে একটা ফুটো করে দাও, তবে দেখ্‌বে একটা আলোর রশ্মি ঘরে ঢুক্‌চে, এখন, এই আলোটা দেখ্‌বে দেয়ালে পড়্‌লো এখন তুমি যদি সেই ফুটোর আর দেয়ালের মধ্যে

তোমার হাত রাখ, তবে দেখবে আলো দেয়াল অবধি আর পৌঁছুচ্ছে না। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে আলোর গতি সোজা।"

রমু এবারে বল্‌লে, "আচ্ছা বাবা আমি যদি সেই রশ্মিটার গায়ে একটা লাঠি রাখি, তবে সারা লাঠিটাই বেশ আলোতে ভরে যাবে—কেমন? আচ্ছা, এখন যদি আমি লাঠির একটা দিক নামিয়ে দি' তবে সে দিকটায় আর আলো দেখা যায় না—না?"

বাবা পিঠ্ চাপড়ে বল্‌লেন, "ঠিক্, ঠিক্।"

দার্জ্জিলিং ক্যাম্প

(স্কাউটার শ্রীসতীশচন্দ্র মোদক)

দার্জ্জিলিং নামটার একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। তাই যখন ছেলেরা শুনলে এবারের ইষ্টার ক্যাম্প দার্জ্জিলিং-এ হবে, তখন তারা আনন্দে অধীর হ'য়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগল। সেক্রেটারী মহাশয়ের প্রেরিত গরম কাপড়-চোপড়ের দীর্ঘ তালিকা দেখেও তারা একটুও নিরুৎসাহ হয়নি। অভিভাবকদিগের নিকট হইতে অনুমতিপত্র ও টাকা যথাসময়ে এসে হাজির হ'ল।

৩রা এপ্রিল শুক্রবার রাত্রি ৮টার সময় শিয়ালদহ ষ্টেশনে ফল-ইন্ করতে হ'বে। সব ছেলেই সেখানে ঠিক সময়ে উপস্থিত—অনেক অভিভাবকও এসেছেন। অনেকের মাতা ভগিনী পর্য্যন্ত ষ্টেশনে এসেছেন। ট্রেণে স্কাউটদের জন্য কামরা রিজার্ভ করা—সকলে গাড়ীতে উঠে বসল, তারপর ঠিক সময়ে আমাদের গাড়ী—দার্জ্জিলিং মেল—ছেড়ে দিলে। তখনকার দৃশ্য অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী ও করুণ। আমরা গাড়ী থেকে রুমাল নাড়্‌তে লাগলাম, অভিভাবক বন্ধুবান্ধবেরাও প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়্‌তে লাগলেন। সেদিন চন্দ্রালোক ছিল—কৃষ্ণা প্রতিপদের চন্দ্র, প্রায় পূর্ণচন্দ্র।

আমাদের মধ্যে গুটীকয়েক ছোট ছেলে ছিল। তাহাদের মাতাপিতা যখন এরূপ ঠাণ্ডা জায়গায় এতদূর পরের উপর নির্ভর ক'রে ছেলেদের ছেড়ে দিতে পেরেছিলেন, তখন আশা করা যায়, বাঙ্গালীর "কুণো" অপবাদ আর বেশী দিন থাকবে না। আমার শুধু মনে হ'তে লাগল, বাঙ্গালীর ছেলেদের শিক্ষা দিলে তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে দেশ বিদেশে খুব ভাল কাজই করতে পারে এবং স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে।

ছেলেরা সকলেই রাত্রের আহার সেরে এসেছিল, পোড়াদহ ষ্টেশনে সকল ছেলেকে একটু জলখাবার দেওয়া হ'ল, তারপর যথাসম্ভব নিদ্রার বন্দোবস্ত করা হ'ল। গাড়ীতে বড় ছেলেরা ছোটদের শোবার জায়গা ক'রে দিলে। অনেকে মুগ্ধ ও ভাববিভোর হ'য়ে সারারাত প্রায় জেগেই কাটিয়ে দিলে—চন্দ্রালোকে বাঙ্গলার ধূসর শোভা দেখতে লাগলো।

গাড়ী যখন সারা ব্রিজের উপর দিয়ে যায়, তখন সকলেই তা ভাল ক'রে দেখতে লাগল।

পরদিন সকাল ৭-৩০টার সময় শিলিগুড়ি পৌছলাম। সেখানকার ষ্টেশনমাষ্টার আমাদের খুবই সাহায্য করেছিলেন। একটু জলযোগ করে পুনরায় সকলে দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলপথের ছোট্ট

গাড়ীতে উঠলাম। আমাদের মালপত্র রইল লগেজ ভ্যানে। অল্পক্ষণ পরে গাড়ী সমতল ভূমি ছেড়ে পাহাড়ে উঠ্‌তে লাগল। তখন গাড়ীখানিকে দুভাগ করে দুখানা গাড়ী ক'রে দেওয়া হ'ল। আমাদের গাড়ী হ'ল পেছনের গাড়ী। সকলেই সোৎসুকে পাহাড়ে গাড়ীর গতি দেখ্‌তে লাগ্‌ল। ক্রমশঃ আমরা মেঘরাজ্যে এসে উপস্থিত হলেম। আমাদের চতুর্দ্দিকে পাহাড় আর মেঘ। গাড়ী কার্সিয়ং ষ্টেশন পার হ'য়ে গেল। তখন সকলে পাহাড়ের কথাই ভাবছে। কিছুক্ষণ পরে ঘুম ষ্টেশন! সেখানে চারিদিকে বরফের স্তূপ। শুক্রবারে অতিশয় শিলাবৃষ্টি হয়, তাই সর্ব্বত্র বরফের পাহাড় হয়ে রয়েছে। সে এক অনির্ব্বচনীয় শোভা। বালকেরা কেহ হাত দিয়ে, কেহ লাঠি দিয়ে বরফ ঘাঁটতে লাগল। কেহ বা মগ ভর্ত্তি করতে লাগল! অনেকে আফশোষ করতে লাগল,—আহা কলিকাতায় এরূপ বরফ জমা হয়ে থাকে না? তাহ'লে এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মে কিছু আরাম পাওয়া যায়। ভগবানের অবিচার সন্দেহ নাই। নৈলে দার্জ্জিলিংএর লোকেরা বরফ চায় না, তাদেরই কি না বরফ দেওয়া; আর কলকাতার লোক পয়সা দিয়ে বরফ কিনে খায়, আর সেখানে এরূপ বরফ পড়ে না? অনেকে পরামর্শ করলে, ভগবানের নিকট একখান আবেদনপত্র লিখে ব্যবস্থাটা একটু পরিবর্ত্তন ক'রে নেওয়া যাক।

ঘুম পর্য্যন্ত গাড়ী ক্রমাগত উপরে উঠে, এই স্থানের উচ্চতা ৭০০০ ফিটের উপর—তারপর গাড়ী আবার নাম্‌তে থাকে। দার্জ্জিলিং ঠিক পরের ষ্টেশন, তার উচ্চতা ৬০০০ ফিটের উপর। গাড়ী ঘুরে ঘুরে নাম্‌তে লাগল। শনিবার বেলা প্রায় ২॥টার সময় দার্জ্জিলিং পৌঁছলাম।

উড্‌ল্যাণ্ডস্‌ হোটেলে পূর্ব্বেই স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, সকলে একেবারে সেখানে উপস্থিত। আহারাদির পর ডি, সি, প্রত্যেক ট্রুপকে উপযুক্ত ঘর নির্দ্দিষ্ট করে দিলেন এবং সকলে বিছানা পেতে বিশ্রাম করতে লাগ্‌ল। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। সকলে শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়্‌ল।

৫ই এপ্রিল রবিবার চা ইত্যাদির পর ৭টার সময় ফলইন করিয়ে ডি, সি, সকলের বেশভূষা পরীক্ষা করলেন এবং এখানে কেমন করে থাকতে হবে ইত্যাদি উপদেশ দিয়ে স্কাউটমাষ্টারদিগের উপর ভার দিয়ে প্রত্যেক ট্রুপ ছেড়ে দিলেন। সহরের যে কোনও দিক দেখে ১১টার মধ্যে ফিরে আসতে হবে। অনেকেই "Mall" বা "মার্কেট" দেখতে গেল। অনেকে দেশবন্ধুর দেহত্যাগের স্থান "ষ্টেপ-এসাইড" দেখতে গেল। আমরা মার্কেট দেখে বোটানিকেল গার্ডেন্‌স্‌ দেখ্‌তে গেলাম। সেখানকার কিউরেটর ভবানীপুর নিবাসী মিঃ এস, সি, বসু আমাদের খুব যত্ন করলেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান বিনয়েন্দ্রকে আমাদের সঙ্গে দিলেন। মিঃ বসু স্বয়ং কিয়ৎক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং শিলাবৃষ্টিতে যে গাছের কিরূপ ক্ষতি করেছে তাহা দেখিয়ে দিলেন। "Himalayan plants" কিছু কিছু দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন এবং আবার আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করে রাখলেন। বিদেশে বাঙ্গালীর এই যত্ন ও আলাপন ভুলবার নহে।

৬ই এপ্রিল সোমবার সকালে আমরা দার্জ্জিলিংএর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ জলাপাহাড় দেখতে গেলাম। সেনা-নিবাস, সেণ্ট-পলস্‌ স্কুল ইত্যাদি দেখলাম। পাহাড়ের এত উচ্চেও দোকান ও পোষ্টআফিস আছে। বাঙ্গালীরা অনেকে এ দিকে বাড়ী করেছেন।

৭ই এপ্রিল মঙ্গলবার হ্যাপি ভেলি টি এষ্টেটে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। আহারাদির পর ডি,সি, সমস্ত ট্রুপ সঙ্গে করে বাগানে নিয়ে গেলেন। বীজবপন থেকে আরম্ভ করে চা প্যাক করে চালান দেওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য, কলকব্জার প্রত্যেক খুঁটিনাটি একজন কর্ম্মচারী আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। সেখান থেকে আমরা কো-অপারেটিভ মিল্ক ইউনিয়ন লিমিটেডের অফিস ও কারখানা বাড়ীতে উপস্থিত হ'লাম। সেখানেও

আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। তাঁহারা আমাদের প্রচুর পরিমাণে জলযোগাদি করালেন। দার্জ্জিলিংএর ডিঃ কমিশনার ও বয়স্কাউট এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ ও, এ, মার্টিন ও সেক্রেটারী মিঃ আর সেনও উপস্থিত ছিলেন। মিঃ কুমার সিং আমাদের আলোকচিত্র গ্রহণ করিলেন। তৎপরে ম্যানেজার মিঃ এস, সি, রায় এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ অতি যত্নের সহিত মাখম তৈয়ার করবার, দুধ পরীক্ষা ও রক্ষা করিবার এবং অন্যান্য যাবতীয় কলকব্জা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়ে দিলেন। আমাদের সেক্রেটারী মিঃ ভট্টাচার্য্য একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সকলকে ধন্যবাদ দিলেন।

৮ই এপ্রিল বুধবার প্রাতে ডি, সি, সমস্ত ট্রুপ নিয়ে "বার্চ হিল" (Birch Hill) পাহাড় দেখাতে নিয়ে গেলেন। উড্ল্যাণ্ডস হইতে প্রায় ২॥ মাইল। সেখানে "জিম" নামক একটি প্রভুভক্ত কুকুরের মর্ম্মর-প্রস্তর নির্ম্মিত সমাধি ও স্মৃতিস্তম্ভ আছে। সেখানে সে প্রাণত্যাগ করে এবং তাহার প্রভু অরণ্য বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারী এই স্তম্ভ তৈয়ার করিয়ে দেন। এই করুণ কাহিনীর মূলে কত স্মৃতি বিজড়িত আছে তাহা কে বলিবে ?

৯ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার স্পেশাল ট্রেণে করে সেখানকার বয়স্কাউট এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ মার্টিন, ডি, সি, মিঃ ল্যাডেনলা আমাদের নিয়ে 'ঘুম' যাত্রা করলেন। সেদিন ভোর মেঘাচ্ছন্ন দিবস তায় ঘুমের আকাশই এইরূপ মেঘলা। সকলেই উপযুক্ত গরম কাপড় চোপড় পরে গিয়েছিল। তথাপি যেন হাড়শুদ্ধ কাঁপিয়ে দিতে লাগল। আমরা প্রথমে বৌদ্ধ মঠ দেখলাম। খুব প্রাচীন মঠ, অবিবাহিত শ্রমণেরা এখানে শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন। ১৯২৩ সালে বাঙ্গলার তখনকার গভর্ণর লর্ড লীটন ইহার সংস্কার করিয়ে দেন। ইহার কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি মিঃ ল্যাডেন লা। মঠের মধ্যে বুদ্ধদেবের অতি মনোরম প্রকাণ্ড মূর্ত্তি। অন্যান্য বৌদ্ধ মহাজনগণেরও মূর্ত্তি চারিদিকে আছে। নানাপ্রকার বই সাজানো, শ্রমণেরা সুললিতস্বরে শাস্ত্রপাঠ করছেন! এখানে আমাদের আশে-পাশে জমাট মেঘ। মধ্যে মধ্যে চলন্ত মেঘ হইতে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হতে লাগল। পরলোকগত বৌদ্ধগণের আত্মার শান্তির জন্য বহু পতাকা রহিয়াছে। এই সমস্ত প্রথা পরবর্ত্তী বৌদ্ধযুগে প্রচলিত হয় এবং এখনও বর্ত্তমান। মন্দিরের শোভা সম্পাদনের জন্য শ্রমণেরা স্বহস্তে ১০০১ বিভিন্ন বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেছেন। মঠের উপর সারি দিয়া তাহা বসিয়ে দেওয়া হবে। ছোট বালকদিগকে সেখানে ডি, সি, ও সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট রেখে আমরা রংবুলে সিঞ্চল হ্রদ দেখতে গেলাম। সেখানে ঠাণ্ডা আরও বেশী, সেখানকার তাপ ৪৫°। এ হ্রদটির সংস্কার হচ্ছে এবং পার্শ্বে একটি অতিবৃহৎ রিজার্ভয়ের তৈয়ার হচ্ছে। ঘুমে ফিরে এসে পাইন্স্ হোটেলের খোলা মাঠে উপস্থিত হলে মিঃ মার্টিন, মিঃ ল্যাডেনলা এবং মিঃ সেন আমাদের যথাবিধি অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন এবং চা ইত্যাদি খাওয়ালেন। আমাদের সেক্রেটারী মহাশয় তাঁদের সহিত বিবিধপ্রকার আলাপ করলেন এবং আমাদের অর্দ্ধনালাকৃতিভাবে দাঁড় করিয়ে বক্তৃতা দ্বারা তাঁহাদের ধন্যবাদ দিলেন পরে তাঁহার নির্দ্দেশানুযায়ী "ইয়েল" দ্বারাও তাঁহাদের সকলকে ধন্যবাদ দেওয়া হল।

১০ই এপ্রিল শুক্রবার—অদ্য বাঙ্গলার এড্ভোকেট জেনারেল মিঃ এন্, এন্, সরকার ও তাঁহার পত্নী, দার্জ্জিলিং মেকেঞ্জি রোডে ম্যাডান থিয়েটারে আমাদের নিমন্ত্রণ করেন। সেখানে আমরা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে স্কাউট ক্রীড়কৌতুক দেখাই। কয়েকদিন ক্যাম্পফায়ারে স্কাউটেরা যে সকল বিষয় দেখিয়েছিল, তাহারই মধ্য থেকে ডি, সি, কয়েকটি বিষয় নির্ব্বাচন করে নেন। আমাদের ক্রীড়াকৌতুক দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়েন এবং ভূয়সী প্রশংসা করেন। মিঃ সত্য বসু পরিচালিত

সম্মিলিত ১ম ও ৩য় ট্রুপের পথ চলার গান "চল চল চল, অরুণ প্রান্তের তরুণ দল-——" ৬ষ্ঠ ট্রুপের প্রাথমিক প্রতিবিধান, ৮ম ট্রুপের শ্রীমান তারাপদ ও চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের ছোরা খেলা, ১০ম ট্রুপের আমেরিকান মুষ্টিযুদ্ধ, ১ম ট্রুপের শ্রীমান শিব চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণ দত্তের জু-জুৎসু, আমাদের দলের সর্ব্বকনিষ্ঠ স্কাউট ১১শ ট্রুপের শ্রীমান অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্ভীক-ভাবে হাবভাবসহ ব্যঙ্গ অভিনয় "উড়িয়ার কলিকাতা দর্শন" বেশ উপভোগ্য হয়। ১১শ ট্রুপের শ্রীমান অনিলেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরীর সঙ্গীত এবং আমাদের এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জির মধুর কণ্ঠে "ভিখারীর গান" এবং স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের অমর সঙ্গীত "ধন-ধান্যে-পুষ্পে-ভরা"র ইংরাজী অনুবাদ-সঙ্গীত ঠিক বাঙ্গলা সুরে গীত হয়ে সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দেয়। মিঃ মার্টিন, দার্জ্জিলিং স্কাউটগণের মধ্যে মিঃ জষ্টিসেস প্যানক্রিজ, বাকল্যাণ্ড ও কষ্টেলো, লেডী বাকল্যাণ্ড, সার পি, সি, মিত্র ও মিসেস এন, এন, সরকার আমাদের সকলকে দাঁড় করাইয়া আমাদের ক্রীড়া-কৌতুকের অতীব প্রশংসা করেন এবং দার্জ্জিলিং স্কাউটগণের প্রদত্ত একটি "ইয়েল" দ্বারাও সম্বৰ্দ্ধিত করেন। আমাদের সেক্রেটারী মহাশয় আমাদের সুসজ্জিতভাবে দাঁড় করিয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন এবং তাঁহাদের সকলকে ধন্যবাদ দেন। তাঁহার নির্দ্দেশে "ইয়েল" দ্বারাও আমরা সকলকে অভিনন্দিত করি। মিঃ ও মিসেস সরকারের আন্তরিক সহৃদয়তায় আমরা সকলেই মুগ্ধ হই। বলা বাহুল্য এখানে ভোজনের আয়োজন যথেষ্ট ছিল এবং প্রায় ৭৫ জন দার্জ্জিলিং স্কাউট আমাদের সহিত টি-পার্টিতে যোগ দেন। ভোজনান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর ম্যাডান থিয়েটার আমাদের বায়স্কোপ দেখান। রাত্রি ৮টার সময় আমরা চলিয়া আসি।

১১ই এপ্রিল শনিবার—সকালে বিদায়ের উদ্যোগ করে ১০টার মধ্যেই আহারাদি সেরে নি। ডি, সি, আমাদের বাজার করবার জন্য ১২টা পর্য্যন্ত ছুটী দেন। সকলে বাজার ইত্যাদি সেরে যথাসময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হই। ১॥টার সময় আমাদের গাড়ী ছাড়ে। মিঃ ল্যাডেন-লা স্বয়ং উপস্থিত থেকে আমাদের গাড়ীতে তুলে দেন এবং ঘুম ষ্টেশনে গাড়ী আসলে তাঁহার পুত্র আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বিধিমত প্রকারে আমাদের সুবিধাদানের চেষ্টা করেন। পরদিন রবিবার সকালে কলিকাতা পৌছাই।

ক্যাম্পে ছেলেরা বেশ নিয়মানুবর্ত্তী ছিল। খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্তও বেশ সুন্দর হয়েছিল। ক্যাম্প-ফায়ার যেরূপ আগুণ জেলে খোলা মাঠে হয়—ঠিক সেরূপ হত না—তবে প্রশস্ত দালানের মধ্যে প্রত্যহই শীত নিবৃত্তির দরুণ আগুন থাকত এবং খেলাধূলা গান ইত্যাদি যথারীতিই হত। প্রায় প্রতি-দিনই ডি, সি, আমাদের উপদেশ দিতেন এবং সেক্রেটারী মহাশয় সঙ্গীতাদি শিক্ষা দিতেন, যাহাতে প্রত্যেক বিষয়ে আমাদের মৌলিকতার উৎকর্ষ সাধন হয় তদ্বিষয়ে তিনি দৃষ্টি রেখে চলতে বলতেন।

আমাদের ডি, সি, মিঃ ঘোষ, সেক্রেটারী মিঃ ভট্টাচার্য্য, মিঃ ব্যানার্জ্জি এবং ডি, এস, এম, মিঃ বসুকে তাঁহারা প্রত্যেক স্কাউটের জন্য যে যত্ন নিয়েছেন ও তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ দিবার চেষ্টা করেছেন, তাঁহাদের অমূল্য উপদেশ প্রভৃতির জন্য আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কলকাতা বালিগঞ্জনিবাসী স্বনামধন্য ডাক্তার এস, ব্যানার্জ্জি মহাশয় বরাবরই আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং ক্যাম্পে ছেলেদের জন্য তাঁহার যত্ন ও সতর্কদৃষ্টি না থাকলে আমাদের কিরূপ অসুবিধা হত তাহা বলা যায় না। তিনি যে শুধু ডাক্তার হিসাবেই আমাদের সঙ্গে ছিলেন তাহা নহে—এরূপ সজ্জন, সদালাপী ও পরোপকারী প্রায় দেখা যায় না। তাঁহাকেও আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মিঃ মার্টিন এবং মিঃ ল্যাডেন্‌লা আগামী বৎসর কার্শিয়ং, ক্যালিম্পং বা পুনরায় দার্জ্জিলিংএ যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং পূর্ব্বে তাঁহাদের সংবাদ দিয়া যাইতে বলিয়া দিয়াছেন কারণ তাঁহারা সমস্ত বন্দোবস্তের ভার লইতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহাদের এই আন্তরিকতার জন্য তাঁহাদের ধন্যবাদ কি করিয়া দিব—তাহা জানি না।

আমাদের সঙ্গে সর্ব্বসমেত ১১২ জন স্কাউট ও ১০ জন অফিসার ও স্কাউটমাষ্টার ছিলেন।

দার্জ্জিলিংএ এই কয়দিন যে কি আনন্দেই কেটেছিল তাহা বলা যায় না। আসবার সময় দার্জ্জিলিং ছেড়ে আসতে ব্যথা না পেয়েছে এমন কেহ আমাদের মধ্যে ছিল না। আজও স্কাউটদিগের মধ্যে সোৎসাহে সেখানকার গল্প শুনতে পাই।

এ্যাক্সিডেণ্ট ! এ্যাক্সিডেণ্ট !

[আকেলা]

কি কি দিয়ে কি রকম ভাবে যে আমাদের শরীর তৈরী তা তোমরা গেল বারে শিখেছে।

এ বারে, আমরা আসল এ্যাক্সিডেণ্টের কথা আরম্ভ করবো। আমাদের সবচেয় বেশী যে এ্যাক্সিডেণ্ট ঘটে সেটা হ'লো হাত পা ছ'ড়ে কিম্বা কেটে যাওয়া। খেলার মাঠে, স্কুলে, বাসে, ট্রামে, রাস্তায়, এ এ্যাক্সিডেণ্টটাই সবচেয়ে বেশী দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তোমরা হয়তো বলবে, তার আর ভাবনা কি, একটু কেটে গেলে বা ছড়ে গেলে কেয়ারই বা করে কে, ও অমনিই সেরে যায়। কথাটা কতকটা সত্যি কিন্তু সব সময়ে নয়।

'এ কিছু নয়" করতে গিয়ে বিলাতে একবার কি কাণ্ড হয়েছিল শোন। কোন এক ভদ্রলোক একজন মেমের সঙ্গে "বলডান্স" * করছিলেন। নাচতে নাচ্‌তে মেমের খোপা খুলে গিয়ে চুলের একটা কাঁটা প্রায় পড় পড় হয়ে পড়্‌ল, ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি সেটা ধরতে গিয়ে সাহেবের নাকের একটুখানি জায়গা আঁচড়ে দিলেন। ভদ্রলোক ভাবলেন, "এ কিছু নয়।" কিন্তু সাত দিন পরে যখন ভদ্রলোক সেই আঁচড়ে যাওয়ার দরুণ মারা গেলেন, তখন তার বন্ধু বান্ধবরা কিন্তু "এ কিছু নয়" বলে কথাটাকে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। আর একবার ক'লকাতাতেই ঠিক এরকম একটা কাণ্ড ঘটেছিল। এক ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়ের আগের দিন। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিয়ের ছাত্‌নাতলা করাচ্ছেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার মুখের একটা জায়গা একটু চুলকাচ্ছেন

* সাহেবদের একরকম নাচ।

এদিকে কখন যে, সে জায়গাটা একটু ছড়ে গেছে সে খবর তিনি জানেন না। কিন্তু সন্ধ্যা নাগাদ দেখা গেল, তাঁর মুখ ফুলে একেবারে ফুটবল হয়ে উঠেছে,—অসহ্য বেদনা। তারপরে মাত্র দু দিন বেঁচেছিলেন। তা ছাড়া দাড়ি কাট্‌তে গিয়ে অল্প একটু গাল কেটে ফেলে যে কতলোক প্রাণ হারিয়েছেন, তারত" অন্তই নেই।

কাজেই দেখ্‌তে পাচ্ছো, অল্প একটু কেটে কিম্বা ছ'ড়ে গেলে একদিকে যেমন এ নিয়ে একটা হৈ চৈ গণ্ডগোল করবারও কোন কারণ নেই, তেম্‌নি "ও কিছু নয়" বলেও একেবারে কিছু না করা ঠিক নয়।

এখন কথা হলো অল্প একটু 'কাটা' থেকে, এরকম সর্বনেশে কাণ্ড হয় কি করে ?

গতবারে তোমাদের বলেছি যে আমাদের উপরের চামড়াটা হলো, চামড়াব নীচের মাংসপেশী প্রভৃতি অংশগুলির ঢাক্‌না। যাতে করে এই সব জিনিষ গুলিতে বাইরের হাওয়া না লাগ্‌তে পারে সে চেষ্টাই চামড়াটা করে থাকে, কাজেই এই চামড়ার আবরণ যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে নীচের মাংসপেশী প্রভৃতিতে বাইরের আবহাওয়া লাগ্‌তে পারে, কাজেই আমরা আশঙ্কা করতে পারি যে এতে করে হয়তো বা কোন একটা অনর্থ ঘট্‌তে পারে। আর সত্যি সত্যই দেখ্‌তে পাই যে অনর্থ ঘটেই থাকে!

কেন যে এরকম হয় সে কথাই আজ বল্‌বো। আমাদের চারদিকে যে সব জিনিষ পত্তর দেখ্‌তে পাওয়া যায়, যে হাওয়া আমাদের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়, যে জল আমরা খাই, এমন কি, আমাদের চামড়ার উপরেও লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট জীবানু আছে। এই জীবানু এত ছোট যে তার লক্ষ লক্ষগুলি যদি একটার পরে একটা এ রকম করে সাজানো যায়, তবুও আধ ইঞ্চি লম্বা হওয়া দুষ্কর ব্যাপার। আর তা দেখ্‌তে হ'লে সুধু চোখের কর্ম্মত নয়ই, খুব শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা যায় না। হিন্দুদের একটা কথা আছে, 'জলেস্থলে অনলে অনিলে হরি থাকেন" আমাদের ওই জীবানুর বেলা ও সে কথাই বলা চলে। পৃথিবীতে এমন কোন জায়গা বা জিনিষ নেই যেখানে বা যাতে জীবানু নেই। আবার তাদের রকমই বা কত। প্রত্যেক অসুখের এক এক রকম, তবে আমাদের ভাগ্য ভাল যে লোকের কোন রকম অপকার করে না এরকম জীবানুই বেশী। ছোট বেলা কোথায় যেন পড়েছিলাম, যে এক রাক্ষসের একটা করে মাথা কাট্‌লে আবার সেটা গজিয়ে উঠ্‌তো; শুধু তাই নয় তার প্রত্যেক ফোটা রক্ত থেকে হাজার রাক্ষসের জন্ম হতো। এই জীবানু গুলি সম্পর্কে প্রায় তেমন কথাই সাজে, এদের আয়ু হলো মাত্র কয়েক ঘন্টা, কিন্তু তার মধ্যেই এত সন্তান সন্ততি বাড়িয়ে তোলে যে সমস্ত কাটাটাই তারা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভর্ত্তি করে ফেলে। তখন, আরম্ভ হয় এক বিরাট যুদ্ধ। দুর্গের চারদিকে যে বিরাট পাঁচিল দেওয়া থাকে, সে পাঁচিল যতক্ষণ না শত্রুরা ভেঙ্গে ফেল্‌তে পারে ততক্ষণ, তারা দুর্গের কিছুই করতে পারে না। কিন্তু ভাঙ্গলে পরেই মুস্কিল, তক্ষুনি এক দল ভাল সৈন্য যায় সে

ভাঙ্গা জায়গা পাহারা দিতে, যাতে করে শত্রুরা শত চেষ্টা করেও সেখান দিয়ে না আসতে পারে। তারপর প্রথম ধাক্কাটা সাম্‌লে নিতে পার্‌লেই সে যায়গায় একটা যেমন তেমন করে বেড়া দিয়ে দেওয়া হয়, তার আড়ালে পাঁচিল উঠ্‌তে থাকে।

আমাদের শরীরের বেলাও ঠিক তাই, শরীর তার প্রত্যেক জায়গা যাতে বেশ সুস্থ থাকে সে জন্য কতকগুলি সৈন্য সামন্ত রাখে। (তোমরা শুনে যেন গল্প বলে ধরে নিওনা আমাদের রক্তে এক রকম ভবঘুরে জিনিষ আছে, যারা খারাপ কিছু পেলেই খেয়ে ফেলে।) এখন সেই, চামড়া ছড়ে কিম্বা কেটে গেলে, সঙ্গে সঙ্গেই এক রাশ জীবানু ঢুকলো সেখান দিয়ে। চামড়ার উপরেও তারা থাক্‌তে পারে, কিম্বা হাওয়ায় উড়ে আস্‌তে পারে, কিম্বা যে যন্ত্র দিয়ে কেটে গেছে, তার উপরেও থাক্‌তে পারে। অবশ্য আমরা বল্‌তে পারিনে, তাদের মধ্যে কতগুলি গেছে ভাল আর কতগুলি গেছে মন্দ, কারণ, চোখ দিয়ে ত' তাদের দেখ্‌বার জো নেই। তবে এটুকু অবশ্য আমরা বল্‌তে পারি যে, তাদের মধ্যে খারাপ ও থাক্‌তে পারে। কাজেই শরীর করে কি, তার একদল সৈন্য পাঠিয়ে দেয়, এদের তাড়িয়ে দিতে, এখন এ সৈন্যরা যদি এদের মেরে ফেল্‌তে পারে তবেই বাঁচোয়া কিন্তু আমরা ত' সে ভরসায় বসে থাক্‌তে পারিনা, কাজেই শরীরের সৈন্যরা যাতে না হেরে যায় তারই বন্দোবস্ত আমাদের বাইরে থেকে করা দরকার।

কাটাটা টিপে খানিকটা রক্ত বের করে দেওয়া সেজন্যই ভাল, তাতে করে, অনেকগুলি জীবানুকে সেই রক্তের সঙ্গে সঙ্গে বের করে দেওয়া হয়। কিম্বা কোন জলের নীচে ধর্‌লেও খানিকটা কাজ হয়, কিন্তু এরকম ভাবে তাড়াবার বিপদ হলো কি, যেই তোমার তাড়ানো শেষ হয়ে গেল, অম্‌নি আর একদল এসে তার জায়গা জুড়ে বস্‌লো, সেই জন্য আমাদের কোন "পচন নিবারক" (antiseptic) অষুধ লাগানো দরকার। এই অষুধগুলির বিশেষত্ব হলো এই যে' এরা জীবানুদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে, কেবল তাই নয় সেগুলিত, মেরেই ফেলে, তারপর আরও নতুন জীবানু যাতে না আস্‌তে পারে সেজন্য তারা নিজেরা একটা বেড়া তৈরী করে রাখে। (অবশ্য চোখে দেখা যায় না) কিন্তু, এই বেড়ার উপর ও নির্ভর করা চলেনা, তার কারণ হলো, এই বেড়া এত পাত্‌লা যে একটু ছুঁলেই হয়তো ভেঙ্গে যাবে। কাজেই এ বেড়াকে পাহারা দিয়ে রাখ্‌তে হয়, সে জন্য কাটা ঘা "ড্রেসিং" করা দরকার।

'পচন নিবারক অষুধ' অনেক রকম আছে, সবগুলি অবশ্য তোমাদের জান্‌বার দরকার নেই। মাত্র কয়েকটার কথা বল্‌ছি। খানিকটা জলে, একটুকরা "পার্‌মেঙ্গানেট্‌ অব্‌ পটাশ" (Permanganate of Potassium) গুলে নিলে বেশ ভালো একটা অষুধ হয়; তা ছাড়া আমাদের ঘরোয়া টিংচার অব আয়োডিনও বেশ ভালো। প্রথমটা লাগাতে হ'লে, ঐ জলে ঘা'টা ধুয়ে ফেল্‌তে হয় আর দ্বিতীয়টা লাগাতে হলে, একটা তুলার তুলিতে করে ঠিক ঘায়ের উপরে ও তার আশেপাশের জায়গা গুলিতে লাগিয়ে দিতে হয়।

ডেসিং-এর মধ্যে 'লিণ্ট' ই হলো সব চেয়ে ভালো, লিণ্ট যদি ভালো করে দেখ তা হলে দেখ্‌বে যে এদের একদিক বেশ মোলায়েম আর একদিক দেখ্‌তে উলের মত। যে দিকটা দেখ্‌তে মোলায়েম সে দিকটা ঘায়ের উপর লাগাতে হয়! এ ছাড়া, আর একরকম ড্রেসিং কিন্‌তে পাওয়া যায়; তাদের নাম হলো 'গজ' (Gauze), এদের ভেতরে ও জীবাণুর ঢোকবার সাধ্য নেই, কাজেই 'গজ' অনায়াসেই লাগাতে পারা যায়।

তোমাদের আগেই বলেছি যে জীবাণু না আছে এমন জায়গা নেই, কাজেই তুমি কাটা ঘা' ড্রেস করবার আগে বেশ ভাল করে হাত ধুয়ে নেবে, কিন্তু সাবধান। সে হাত দিয়ে কিন্তু আর কিছু ধবোনা কারণ তাতেও ত' জীবাণু থাক্‌তে পারে, এমনকি' যতক্ষণ না ড্রেসিং শেষ হয়ে যায় ততক্ষণ অবধি তোয়ালেতে ও হাত মুছে না!

(ক্রমশঃ)

ইণ্টার-ট্রুপ-কম্পিটিসন

আমরা একটা ইণ্টার-ট্রুপ-কম্পিটিসন করবার চেষ্টা করছি। কম্পিটিসনটা হবে এই রকম। আষাঢ় মাস থেকে প্রত্যেক যাত্রীর সঙ্গে একটা করে কুপন দেওয়া হচ্ছে সে কুপনটীর দাম দেড় আনা। এখন, গ্রাহকদিগকে সারা বছর ধরে এই কুপনগুলি জমাতে হবে, জমিয়ে বছরের শেষে কুপনগুলি নিয়ে তাদের স্কাউটমাষ্টারকে দেবে। তিনি সেগুলি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলে আমরা তার প্রত্যেকটা কুপন পিছু দেড় আনা করে ট্রুপকে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু এর আর একটা নিয়ম আছে, এই টাকাটা শুধু পাবে সেই ট্রুপ যারা সবার থেকে বেশী কুপন পাঠাবে। আমরা সকলকে সুবিধা দিবার জন্য ট্রুপগুলিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছি :—

১। যাদের স্কাউট সংখ্যা ২০ জন স্কাউটের উপর

২। ... ১৬-২০ জন

৩। ... ১০-১৬ জন

৪। ... ১০ জনের কম।

এখন ধর, ১নং বিভাগে পড়ে এমন ট্রুপ আছে পাঁচটা। এখন এই পাঁচটার মধ্যে যারা সবার থেকে বেশী কুপন পাঠাবে তারাই সেই বিভাগের টাকাটা পাবে। আর

বাকী যারা থাকবে তাদের Consolation prize দেবার চেষ্টা করা হ'বে। এই রকমভাবে সব বিভাগের মধ্যেই এ প্রতিযোগীতা চলবে। তবে—

১নং—রা কুপন জমাবে অন্ততঃ ২৪০ (এক বছরে—অর্থাৎ মাসে ২০ খানা)

২নং—রা ... ১৪০

৩নং—রা ... ১১২

৪নং—রা ... ৯৬

১৩৩৯ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে এই কুপনগুলি যাত্রী আফিসে রেজেষ্টারী করে পাঠাতে হবে। এবার স্কাউটরা সব নিজেদের টুপের সবাইকে যাত্রীর গ্রাহক করতে চেষ্টা কর।

পাঁচফোড়ণ

জলধরাফাঁদ

তোমরা হয়তো জানো যে বৃষ্টির জলের থেকে ভাল জল সচরাচর খুব কমই মিলে। কাজেই এই বর্ষাকালে রোজ খানিকটা বৃষ্টির জল তোমরা অনায়াসে পেতে পার। মাটিতে একটা কাপড় টাঙ্গিয়ে তার ঠিক মাঝখানে একটা পাথর রাখ আর ঠিক তার তলায় রাখ একটা জল ধরবার পাত্র। বৃষ্টির যত জল কাপড়টার উপর পড়বে সব গড়িয়ে এসে পড়বে মাঝখানে আর সেখান থেকে চুইয়ে পড়বে জলের পাত্রে।

নারকোলের মালার উপর কাজ

সামান্য ঝুনো নারকোলের কত মালাইত' তোমরা ফেলে দাও, অথচ একটা ছোট্ট পেন্সিল কাটবার ছুরি পেলেই কিন্তু সেই মালার 'ভোল' একেবারে বদলে দিতে পার। সব্বার আগে বেশ ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তেল মেখে পুড়িয়ে নিতে পারলেই ভাল হয়।—দেখ' একটাও না ছোবড়া লেগে থাকে। ছবিতে দেখ কেমন সুন্দর সুন্দর ছবি খোদাই করা হয়েছে। সবার শেষে একটা কিছু 'পালিশ' লাগিয়ে দিলেই হলো।

ইণ্টারপেট্রল কম্পিটিসন্

১। প্রত্যেক পেট্রলকে দু'খানা করে খবরের কাগজ দেওয়া হবে। তারপর সময় দেওয়া হবে দশ মিনিট, এই সময়ের মধ্যে পেট্রলের একজনকে ইতিহাসের কোন বীর
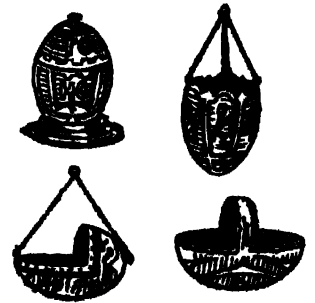
সাজাতে হবে (যেমন বাবর, প্রতাপসিংহ ইত্যাদি)। যাদের সাজানো সবচেয়ে ভাল হবে তারাই বেশী নম্বর পাবে।

২। ট্রুপের একজন করে ছেলেকে একটা আলোর সামনে দাঁড় করালে দেয়ালে তার একটা কালো ছায়া দেখতে পাওয়া যাবে, সেখানে একটা কাগজ রেখে, সেই ছায়ার উপর পেন্সিল বুলিয়ে গেলেই, সেই ছেলের একটা ছবি হবে। এরকম ভাবে ট্রুপের সব্বারই একটা করে ছবি তৈরী করে রাখলে স্কাউটমাষ্টারেরা বুদ্ধি খাটিয়ে অনেক খেলার বন্দোবস্ত করতে পারেন।

পেট্রল মিটিং-এর প্রোগ্রাম

তোমাদের মধ্যে অনেক পেট্রললীডার বোধ হয় পেট্রল ক্লাশ নেয়। তাদের সুবিধার জন্য নীচে একটা প্রোগ্রাম দেওয়া হলো। প্রথম প্রোগ্রামটায় শেখবার জিনিষ সবই দেওয়া হলো টেণ্ডারফুটের।

১।	আরম্ভ	২ মিনিট
২।	পেট্রল চাঁদা ও রেকড	৩ ,,
৩।	স্কাউট অভিবাদন	১০ ,,
৪।	,, আইন	১৫ ,,
৫।	ইউনিয়ন জ্যাক (গল্প)	২০ ,,
৬।	খেলাধুলা	১০ ,,
৭।	হুঙ্কার ও গান	১০ ,,
৮।	দড়ির প্যাঁচ	১৫ ,,
৯।	প্রশ্নোত্তর	১২ ,,
১০	প্রার্থনা প্রভৃতি	৩ ,,
		১০০ মিনিট

কাজের কথা।—পাঁচফোড়ণ যদি ভালো লেগে থাকে, তবে শীগ্‌গির একটা কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়, তারপর তোমার জানা যে দু' একটা ফোড়ণ আছে পাঠিয়ে দাও।
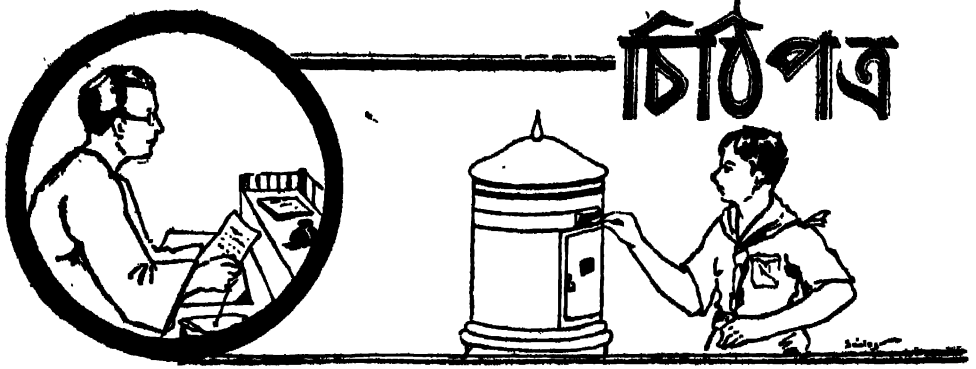
"যাত্রী" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন—

Proficiency badge গুলোর মধ্যে artist badge-টা সম্বন্ধে আমার একটা প্রশ্ন আছে। "Boy scout's tests and how to pass them"-এ আছে যে দু'ঘণ্টার মধ্যে ৩ খানা ছবি আঁকতে হবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ছবিগুলো পেন্সিলে আঁকলে হয় কিনা। আর শুধু sketch করলেই চলবে ?—না shade and light দিতে হবে। আশা করি এই ছোট প্রশ্ন খানাকে "যাত্রী"তে স্থান দেবেন। ইতি

নিবেদক— জ্যোতির্ম্ময় সেনগুপ্ত

৬ষ্ঠ-৩য় ট্রুপ, কলিকাতা।

বিদেশ

আমেরিকা। গত ফেব্রুয়ারী মাসে আমেরিকার বয়স্কাউট সঙ্ঘের জন্মোৎসব হয়ে গেছে। একুশ বছর ধরে তারা স্কাউটিং করে, স্কাউটিংকে তাদের নিজেদের মনের মতন করে গড়ে তুলে নিয়েছে। কিন্তু প্রথমে কি রকমে স্কাউটিং আমেরিকায় প্রবেশ করে, সেটা শুনলে একটু আশ্চর্য্যান্বিত হতে হয়। লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল ১৯০৮ সালে, ব্রাউনসি দ্বীপে তাঁর প্রথম ক্যাম্প করেন। তারপর ১৯১০ সাল থেকে আমেরিকান স্কাউটিং আরম্ভ হয়।

লণ্ডনের কোন ট্রুপের একটি স্কাউট তখন রাস্তায় খবরের কাগজ বিক্রি করত। পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে কাগজ বিক্রি করাই তার কাজ; সেই জন্য লণ্ডনের মতন জায়গার অধিকাংশ রাস্তাই তার জানা ছিল। সিকাগোর মিঃ উইলিয়ম বয়স্ একদিন লণ্ডনে তার পথ হারিয়ে ফেলেন। তিনি যাবেন ওয়েষ্ট এণ্ড বলে এক জায়গায়। তখন এই স্কাউটটি তাঁকে পথ চিনিয়ে দেয়। তার বুকে টেণ্ডারফুট ব্যাজটি লাগান ছিল। তাকে যখন বয়স্ কিছু বখ্সিস্ দিতে চান সে তা' নিতে অস্বীকার করে এবং জানিয়ে দেয় যে সে স্কাউট, —পরোপকার ক'রে তার জন্য পুরস্কারের প্রত্যাশা করে না। তার পর থেকে উইলিয়ম আমেরিকায় স্কাউটিং প্রচলিত করেন।—এই অজানা স্কাউটের নামে একটি ব্রোঞ্জের মুর্ত্তি সে দিন আমেরিকার স্কাউটরা প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্‌কে উপহার দেয়।

ফিজি দ্বীপ—ফিজিতে সে দিন ভয়ানক বন্যা হয়। ডাণ্ডুই লেবু বলে একটি জায়গার স্কাউটরা ওই জায়গা থেকে লোকেদের নৌকা করে দিলঘুসা বলে আর একটি জায়গায় নিয়ে গিয়ে আশ্রয় ও খাবার সংগ্রহ করে দেয়। দলে কিন্তু ছিল তারা মাত্র পঞ্চাশ জন। তারা কি রকম ভাবে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে আর্ত্তদের সাহায্য করতে নেবেছিল, তা শুনলে আশ্চর্য্যান্বিত হতে হয়। সারা রাত ধরে বাণের মুখে নৌকা টেনে নিয়ে গিয়ে

তারা বিপন্ন লোকদের নৌকায় তুলে আশ্রয় দেয়। অনেক সময় সেই ভীষণ স্রোতের মুখে সাঁতার কেটেও তাদের যেতে হয়েছিল। এই রকম ভাবে কাজ করে, সারা রাত ও সারাদিন বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রায় ৪০০ লোককে তারা বাঁচিয়েছিল। বাস্তবিক ইহাই কি আমাদের আদর্শ নয়?

লর্ড বেডেন পাওয়েল। অনেকেই বোধ হয় জানে না যে লর্ড বেডেন পাওয়েলের "গড্ ফাদার" ছিলেন রবার্ট ষ্টিফেন্সন্। আর রবার্ট্ ষ্টিফেন্সন্ ছিলেন জর্জ্জ ষ্টিফেন্সনের ছেলে। কোন্ জর্জ্জ ষ্টিফেন্সন জান? যিনি রেলগাড়ী বের করেছেন। সেই স্মৃতি মনে রাখবার জন্য ইউষ্টন্ ষ্টেশনে দু'টি ইঞ্জিন তৈয়ারী হয়েছে, একটির নাম "বয়স্কাউট" আর একটির নাম "গার্ল্ গাইড্"।

গার্ল গাইডদের নূতন হেড্ কোয়াটারস্। গার্ল্ গাইড্দের নূতন আস্থানা সেদিন বিলেতে তৈয়ারী হয়েছে। ইংলণ্ডের মহারাণী তার উদ্বোধন কর্লেন। তাদের নূতন হেড্ কোয়াটারস্টি নাকি খুব সুন্দর। খাবার ঘর, সেলাই করবার ঘর, মিটিং বস্বার ঘর সব আলাদা আর সুন্দর ভাবে সাজান। শুধু তাই নয়, কোন দেশ থেকে কি নিয়ে এসে বাড়িটা তৈয়ারী হয়েছে, শুনলে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। সাউথ আফ্রিকার কাঠ দিয়ে জানালা আর বোম্বের কাঠ দিয়ে দরোজা গুলি তৈয়ারী হয়েছে। দেয়াল আলমারীগুলি করা হয়েছে হংকং থেকে কাঠ নিয়ে গিয়ে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ পাঠিয়েছিল সাদা পাথর—ঘরের দেওয়ালের গায় লাগাবার জন্য। এই রকম করে সাংহাই, ফিজি, মরিসাস্, আরজেণ্টাইন প্রভৃতি নানা দেশ থেকে নানা জিনিষ নিয়ে এসে হেড্কোয়াটার্স্টি তৈয়ারী করা হয়েছে।

ভারতবর্ষ এই হেড্কোয়াটার্সে দিচ্ছে পাঁচশো পাউণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া সাতশো পাউণ্ড দু'খানি ঘরের জন্য। লণ্ডন দিচ্ছে তার ভাঁড়ার ঘরের আর 'রেঁস্তরা'র খরচ। ইয়র্কসায়ার ইলেট্রিক লিফট আর ডেন্‌বিগ্‌সায়ার সিড়িটি তৈয়ারী করে দেবে। এই রকম করে প্রায় সব দেশই এই বাড়িটা তৈয়ারী কর্বার খরচটা তুলে দিচ্ছে।

দেশ

জ্যাক্সন্ শীল্ড। বাংলার বিভিন্ন স্থানের স্কাউটদের মধ্যে প্রতিযোগীতার জন্য রায় বাহাদুর বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা একটি শীল্ড দান করেছেন। স্থির হয়েছে, শীতকালের মাঝামাঝি কোন একটা সময়ে এই প্রতিযোগীতা আরম্ভ হবে। প্রতিযোগীতাটাকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে, 'ফার্ষ্ট এড্' আর একটা হচ্ছে 'স্পোর্টস'। দু'টাতে জড়িয়ে যে টীম্ প্রথম হবে, তারা এই শীল্ডটি পাবে।

ক্যাম্প—চাটগাঁ লোকাল এসোসিয়েশন এবার মার্চ্চ মাসে রাঙ্গামাটীতে ক্যাম্প করে। তৃতীয় কলিকাতা'র স্কাউটরা ইষ্টারের সময় দার্জ্জিলিংএ ক্যাম্প করে। তার বিবরণ এই মাসেই বেরিয়েছে। সরিষা এসোসিয়েসনের ক্যাম্প এবার বালিতে হয়।

ডিষ্ট্রীক্ট কমিশনর। রায় বাহাদুর অম্বিকা চরণ দত্ত, ফরিদপুর লোকাল এসোসিয়েশনের ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনর নিযুক্ত হয়েছেন।

চট্টগ্রামের Capt. Smith ছুটি লইয়া চলিয়া যাওয়াতে তাঁহার জায়গায় Brother ambrose Dion অফিসিয়েটিং ডিষ্ট্রীক্ট কমিশনর হয়েছেন।

St. Paul's School এর স্কাঃ মাঃ মিঃ জ্যাকারায়া হুগলীতে আছেন। তাঁকে সেখানকার ডিঃ কমিশনর নিযুক্ত করা হয়েছে।

চীনা সাইক্লিষ্ট—ফুং টং মিং বলে একজন চীনা যুবক সাইকেলে পৃথিবীর চারধারে ঘুরে বেড়াবে বলে বেরিয়েছে। সে দিন তাকে কলিকাতায় এখানকার 'স্কাউট সাইকেল্' ক্লাব সাদরে অভ্যর্থনা করে। মিঃ বোস, প্রভিন্সিয়ল সেক্রেটারীও তাহাতে যোগদান করেন। চীনা ভাষায় সে তার নিজের অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে বর্ণনা করে এবং সেটা একজন চীনা রিপোর্টার ইংরাজীতে আমাদের শুনায়।

অলইণ্ডিয়া ও বেঙ্গল অলিম্পিক সুইমিং চ্যাম্পিয়নসিপ্—১৯৩২ সালে লস্ এঞ্জেলেসে অলিম্পিকের খেলাধূলা হবে। তার জন্যে ভারতবর্ষ থেকে সবচেয়ে ভাল সাঁতাড়ুকে পাঠাবার জন্য বন্দোবস্ত করা হয়। বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন সেই জন্য কলেজস্কোয়ারে বাংলার এবং সমগ্র ভারতের সাঁতারের প্রতিযোগিতা করে। কলিকাতার দ্বিতীয় সঙ্ঘের স্কাউটরা সেখানকার বেশির ভাগ কাজের ভার নিয়ে প্রতিযোগীতাটাকে সাফল্য মণ্ডিত করে তুল্‌তে চেষ্টা করেছিল।

বি—

———

লর্ড বেডেনপাওয়েল

আমাদের চীফ্ স্কাউট লর্ড বেডেন্‌পাওয়েল ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ছিলেন। বাল্যকালে তিনি চার্টার হাউসে শিক্ষা লাভ করেন এবং সেই সময় থেকেই সামরিক বিদ্যারও কিছু কিছু অভ্যাস করেন। বাল্যকাল থেকেই কি পড়ায়, কি খেলায়, কি বন্দুক ছোঁড়ায় সবেতেই তিনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। উনিশ বছর বয়সে তিনি লক্ষ্ণৌর ইংরেজ ফৌজের একজন সব্-লেফটেনেণ্ট হয়ে আসেন এবং ভারতে অনেক দিন কাটান। তারপর তিনি আফগানিস্থান এবং সেখান থেকে আফ্রিকার বোয়ার যুদ্ধে যোগদান করেন। ১৯০৯ সালে তিনি 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন। স্যার রবার্ট স্কাউটিং আরম্ভ করেন ১৯০৭ সালে। ব্রাউন্‌সি দ্বীপে প্রথম স্কাউট ক্যাম্প হয় এবং ১৯০৮ সালে সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিকে তিনি স্কাউটিং প্রচার করেন। ১৯১৪ সালে যখন মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন তা'তে তাঁর স্কাউটরা সব দিক থেকেই সাহায্য করে। তারপর এই যুদ্ধের পরথেকে স্কাউটিং পৃথিবী সর্ব্বত্রই প্রচলিত হয়। ১৯২০ সালে ইণ্টার-ন্যাশানাল জাম্বুরীতে পৃথিবীর ২৬টি জাতির প্রতিনিধিরা অলিম্পিয়াতে জড় হয়ে স্যার রবার্টকে "চীফ স্কাউট" বলে অভিনন্দিত করে। তারপর তিনি ১৯২১ সালে ভারতে আবার আসেন; তখন লর্ড চেমস্‌ফোর্ড ভারতবর্ষের বড়লাট ছিলেন। তাঁর সহায়-তায় ভারতে 'বয়স্কাউট' ও গার্ল্স আইড প্রচলিত হয়। তারপর গত বছরে জাম্বুরীর সময় স্যার ব্যাডেন পাওয়েলকে "লর্ড" উপাধি প্রদান করা হয়।

চীফ্ স্কাউটের একটি ছেলে ও দু'টি মেয়ে। তারাও স্কাউটিংএ খুব উদ্যোগী। লর্ড রবার্ট নিজে সব বিদ্যাতেই পারদর্শী। তিনি বাল্যকাল থেকেই খুব ভাল ছবি আঁকতে পারেন, খুব ভাল পোলোও খেল্‌তে পারেন এবং শীকারেও খুব পারদর্শী।

টেণ্ডারপ্যাড দীক্ষা

বাংলায় অনেক নতুন প্যাক হয়েছে। তাদের অবগতির জন্য নীচে টেণ্ডারপ্যাড দীক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এ'টা শ্রীযুক্ত অমর দেবের টেণ্ডারপ্যাড থেকে নেওয়া॥

এই অভিষেক কার্য্যটি কাবেরা খুব সুন্দর একটা উৎসবের সঙ্গে সম্পন্ন করে। এই উৎসবে কাবেদের পিতা ও আত্মীয়রা উপস্থিত থাকলে যথেষ্টই আনন্দ উপভোগ করতে পারেন আর তা ছাড়া নতুন কাবটির মনেও এর একটা সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী স্মৃতি থেকে যায়। এখন এই উৎসবটির কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য। প্রথমেই জেনে রাখা দরকার যে গভীরত্ব উপলব্ধি করে ও গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে এটা সম্পন্ন করা উচিৎ।

এই অভিষেক কার্য্যকেই আমরা দীক্ষা বলি।

প্রথমে এই দলভুক্ত নূতন ছেলেটীকে বা ভাবী কাবটীকে 'বৃহৎমণ্ডলীর' মধ্যে এনে তাকে "সভাশৈলের" নিকট আকেলার সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। আর যদি সেই প্যাক "কাব ক্যাপ" ব্যবহার করে তবে সেই নূতন কাবের ক্যাপটীকে পায়ের কাছে রাখতে হয়। এইবার আকেলা ও কাবের মধ্যে কতকগুলি প্রশ্নোত্তর হয়।

আকেলা—কাবেদের নিয়ম দুটী ও "সেলিউট" শিখেছ ও তাদের মানে বুঝেছ ?

কাঃ—হ্যাঁ আকেলা, আমি শিখেছি ও তাদের মানে বুঝেছি।

আ।—কাবেদের নিয়মদুটী কি ?

কাঃ—(১ম) কাবেরা বড়দের কথা মেনে চলে।

(২য়) কাবেরা নিজেদের খেয়ালে কিছু করে না।

আঃ—তুমি কি কাবেদের পবিত্র প্রতিজ্ঞা নেবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছ ?

কাঃ—হাঁ। আকেলা আমি নিজেকে প্রস্তুত করেছি।

তখন কাব্ সেলিউট করিয়া বলে—

আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি যথাসাধ্য ঈশ্বর, রাজা ও দেশকে ভক্তি করিব ও তাদের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিব।

কাবেদের নিয়ম সকল মানিয়া চলিব ও প্রতিদিন কাহারও না কাহারও উপকার করিব।

(এই প্রতিজ্ঞাটী নেবার সময় অন্যান্য কাবেদের এলাটে' দাঁড়াতে হবে।)

আঃ—আমি আশা করি তুমি এই প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী চল্‌বার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে ও মনে রাখ্‌বে যে তুমিও সমগ্র জগৎব্যাপী কাবেদের ভেতর একজন।

আকেলা এইবার তাকে কাব-ব্যাজটী দেবেন এবং তার সম্মানের জন্য কাব ক্যাপ্‌টী তাকে পরিয়ে দেবেন ও তার সঙ্গে বাঁহাত দিয়ে করমর্দ্দন বা সেকহ্যাণ্ড করবেন। কাব আকেলাকে ডান হাতে সেলিউট করে ধন্যবাদ জানাবে।

এই কাবটী যে সেই প্যাকেরই নতুন সভ্য ও তাদেরই ভেতর একজন এইটী জানাবার জন্যে সে তার দলের অন্যান্য কাবেদের দিকে গিয়ে কাব-সেলিউট ক'রবে। প্যাকের পুর'ণ কাবেরা ঐ নতুন কাবটীকে দলে নিয়ে আনন্দিত হয়েছে তা দেখাবার জন্য ও তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সেলিউট করবে। তারপর সকলে মিলে "গ্রাণ্ডহাউল" দিয়ে সে দিনকার মত কাজ শেষ করবে।

এই দীক্ষাটী দিনের কাজের শেষে হওয়া উচিত।

বাংলা দেশে দীক্ষার প্রথা নিম্নলিখিত ভাবে চলিত আছে ও এতে দেখা গেছে ছেলেরা বিশেষ আমোদ পায়। দীক্ষা প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের দেখ্‌তে পাওয়া যায় কিন্তু সবস্থানেই উল্‌ফ্‌কাবের বইয়েতে উল্লিখিত প্রথাকে মূলভিত্তি করে অল্প স্বল্প যোগ ও পরিবর্ত্তন করা হয়।

অন্য অন্য কাবেরা চারদিকে লুকিয়ে থাক্‌বে; আকেলা মাঝখানে এসে ছোট্ট একটি উফ্‌ (woof) করলেই তারা খুব আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে তাঁর চার পাশে গোল হয়ে বসবে—ঠিক নেকড়েদের বসবার অনুকরণ করে। প্যাকের একজন সিক্সার (প্রধান সিক্সার) নতুন কাবটীকে নিয়ে একটু দূরে বসে থাকবে। তারপর মুগলির কথা বইটির আকেলা বল্‌ছেন—"নেকড়েরা তোমরা জঙ্গলের লোক জঙ্গলের আইন জান........" এখান থেকে আকেলা বলছেন—"বেশ ভাল। ঠিক করেছ। মানুষ আর তার বাচ্ছারা খুব চালাক ..." ঐ অবধি অভিনয় কর্ত্তে হবে। তারপর আকেলা নতুন কাবটীকে সকলের মাঝখানে এনে তাকে প্রতিজ্ঞাটি কর্ত্তে বলবেন। সে কাবেদের সেলিউট করে প্রতিজ্ঞা কর্ব্বে। এ সময় অন্য কাবরাও দাঁড়িয়ে সেলিউট কর্ব্বে। তখন সিক্সার তাকে স্কার্ফ ও টুপি, এবং কাবমাষ্টার টেণ্ডারপ্যাড ব্যাজটি, পরিয়ে দেবেন। এরকম এক সঙ্গে চার পাঁচ জনকেও অভিষেক কর্ত্তে পারা যায়। তারপর আর সব কাবেরা চেঁচিয়ে বলবে..."কই তারা কই, —নতুন কবেরা কই, ঐ যে—ঐ যে,—বাঃ—বাঃ—' তারপর সকলে হাত তুলে গান কর্ব্বে আর তালে তালে সাম্‌নে ও পেছনে পা ফেল্‌বে। গানটি হচ্ছে—

আমাদের প্যাকেতে সুন্দর সব কাব
প্রথমে আকেলা চালায় চমৎকার
আছে বাঘেরা করে সে খাসা শীকার
আর আছে বালু সে শেখায় আইন

"ডিব" বলে আকেলা আমরা বলি সব "ডব"

এখন যাও সব শীকারে করো ভাল শীকার ॥ *

সব কাবেদেরই এটা গাইতে শেখা উচিৎ। তারপরই গ্র্যাণ্ডহাউল দিয়ে উৎসবটি শেষ করা হয়।

খোকনমনি ঘুমো

(শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়)

খোকন মনি ঘুমো,
রাত যে হ'ল অনেক ও'রে,
হুড়াহুড়ি আর কি ক'রে ?
অন্ধকারে পথে পথে বেড়ায় হুথোমথুমো.
যাদু আমার চুপটি ক'রে ঘু'মো,

উলু বনের ধারে,
যাওয়া আসা করছে কারা ?
আসছে বুঝি ছেলে ধরা ;
ঘুমিয়ে পড়,ও'রে খোকন,চোখটি বোজ'নারে।
আসছে কারা উলু বনের ধারে।

পিঠে তাদের ঝুলি !
একটি কথা কইলে পরে—
অমনি এসে নেবে ধ'রে ;
কোনও কথা শুনবে না'ক পিঠে নেবে তুলি।
আছে তাদের মস্ত বড় ঝুলি।

খেলার সাথী যত,—
পুষি,ভুলো, কাঠের ঘোড়া,
ঘুমিয়ে প'ল সবাই তারা ;
শেষ করেছে খেলা তাদের সব আজিকার মত
ঘুমিয়ে প'ল খেলার সাথী যত।

আকাশ ভরা তারা,
সবাই ঘুমায় একে একে
চাঁদা মামা তাইনা দেখে
ঢুলে পড়ে সবার মাঝে - ঘুমে হ'ল সারা।
একে একে ঘুমিয়ে পড়ে তারা।

তোমার চোখে ঘুম,
আসবে না কি খোকন ও'রে ?
জেগে আছিস্ কেমন ক'রে,
সারা জগৎ ঘুমিয়ে প'ল রাত হ'ল নিঝুম ?
আসবে নাকি তোমার চোখে ঘুম ?

চক্ষু দুটী বোজ'।
অন্ধকারে মিট মিটিয়ে,
থে'কে থে'কে আর তাকিয়ে ;
ছোট্ট দুটি চক্ষু দিয়ে—জানিনা কি খোঁজ !
এবার তোমার চক্ষুদুটি বো'জ।

খোকন মনি ঘুমো।
শুয়ে আমার কোলের পড়ে
ঘুমিয়ে পড় চুপটি করে ;
আমি তোমার মুখের প'রে দেব শতেক চুমো
যাদু আমার চুপটি করে ঘুমো।

---

* এই গানের স্বরলিপি পরে দেওয়া গেল।

ভগবানের কৃপায় যাত্রী আরও একটি বৎসর পার হয়ে আবার আজ নূতন বৎসরে পা দিয়েছে। মনে হয়, যাত্রীর পাঠকেরা স্বীকার করবেন যে গত বৎসরে যাত্রীর কার্য্যকলাপ সর্ব্বতোভাবে সুন্দর হয়েছে, আর গত সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় যে আশা ব্যক্ত করেছিলাম তা পূর্ণ হ'য়েছে। ডাক্তারসাহেব ও কটিককে এর জন্য আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, কারণ এ সফলতা তাঁদেরই চেষ্টার ফল। আর সেই সঙ্গে আমাদের তরুণ লেখকদের আর অন্যান্য যাঁরা আমাদের সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আশা করি ভবিষ্যতেও যাত্রীর প্রতি তাঁদের ভালবাসা অটুট থাক্‌বে।

তবে ডাক্তারসাহেব আমাদের জানিয়েছেন যে এবার তিনি দিন কতকের জন্য অবসর গ্রহণ কর্‌বেন! এক বৎসর ধরে তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে যাত্রীর জন্য পরিশ্রম করেছেন, কাজেই তাঁর উপর আর আর জোর চলে না। জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হোক, জীবনে তিনি সুখী হউন। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের কৌশিকদাকে আমরা আবার পেয়েছি। যাত্রীর পুরাতন পাঠকদের তাঁকে নিশ্চয় খুবই স্মরণ আছে। তাঁরই চেষ্টায় যাত্রীর মর্ত্ত্যে আগমন, আর যাত্রীর জন্য তিনিই প্রথম কয় বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। ছাত্রজীবন তিনি এই বৎসর এক প্রকার শেষ কর্‌লেন, তাই তিনি আবার যাত্রীর সহায় হতে রাজী হয়েছেন। আমরা তাঁকে আমাদের আন্তরিক সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

গতবারে যাত্রা আগের বছরের থেকে অনেক উন্নতি লাভ কর্‌লেও তার স্কাউট ভাইদের কাছে আশানুরূপ উৎসাহ না পাওয়ায় আমরা যতটা ভালো কর্‌তে পার্‌বো ভেবেছিলাম, ততটা ভালো করে তুল্‌তে পারিনি। যাত্রীর পাঠকেরা জানেন যে যাত্রীর আদর্শ

হলো বাংলার স্কাউটদের মধ্যে একটা আলোচনার ক্ষেত্র রচনা করা।—স্কাউটদের মধ্যে লেখক বাড়িয়ে তোলা। কিন্তু এ বিষয়ে সকলে সাহায্য না করলে আমাদের সাধ্য নাই যে আমরা আমাদের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখি। আমরা অবশ্য চাই না যে স্কাউট বা স্কাউটাররা তাঁদের সময় নষ্ট ক'রে যাত্রীর জন্য লেখেন, কিন্তু আমরা জানি যে আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁরা কেবল তাঁদের অবসর সময়েই যাত্রীর জন্য লিখলে যাত্রীর লেখার জন্য আমাদের ভাবতে হয় না। তাই আমরা ঠিক করেছি যে এবার আমরা লেখকদের একটা তালিকা করবো, পাঠকদের কে কোন বিষয়ে লিখতে পারেন আমাদের জানাবেন। পরে আমরা তাঁদের কার কি লিখতে হবে জানাবো।—অবশ্য তাঁরা আপনার থেকেও লেখা পাঠাতে পারেন। আর তাঁদের যে সব লেখা যাত্রীতে ছাপা হবে, তার জন্য প্রতি পৃষ্ঠা বাবদ দেড় টাকা করে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে স্থির করা হয়েছে।

এই ত গেল লেখার কথা। আমরা গতবার ট্রুপগুলিকে ক্যাম্পে কিছু কিছু সাহায্য করবার জন্য একটা কম্পিটিসনের ব্যবস্থা করেছিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন ট্রুপই এই প্রতিযোগীতায় যোগ দেয় নাই।—আমরা কম্পিটিসনটা এবারেও চালাবো ভাবছি।—এ মাসেই অন্যত্র এর আইন কানুন বেড়িয়েছে।

তা ছাড়া আমরা গ্রাহকদের লেখা প্রকাশ ও পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করে যাত্রীর বৈঠক খুলেছি। তা'তেও গতবার আশানুরূপ লেখা আসে নাই। আবার নিখিল-বঙ্গ-স্কাউটদের মধ্যে আলোচনার সুবিধার জন্য; স্কাউটদের আলোচ্য বিষয় প্রকাশের জন্য একটা নূতন বিভাগ (চিঠিপত্র) খোলা হয়েছে। তার মারফতে পাঠকেরা নানা রকম আলোচনাই করতে পারবেন।

এ রকম ভাবে যত রকমে সম্ভব যাত্রীকে আমরা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করতে চেষ্টা করছি। এখন পাঠকদের সহানুভূতি পেলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

কথা ও সুর—"আকেশলা" ও "বাঘেরা"

স্বরলিপি—অমর দেব

৪র্থ। ২য় প্যাক

+			0			+			0
মা	মা	মা	মা	রে	গা	মা	ধা	পা	মা
।	।	।	।	।	।	।	।	।	।।।
আ	মা	দের	প্যা	কে	তে	সু	ন্দর	সব	কাব
প্র	থ	মে	আ	কে	লা	চা	লায়	চমৎ	কার
বা	ঘে	রা	ক	রে	সে	খা	সা	শী	কার
আর	আ	ছে	বা	ল্	সে	শে	খায়	আ	ইন
"ডিব"	ব	লে	আ	কে	লা	ব	লি	সব	"ডব"
যাও	সব	শী	কা	রে	কর	ভা	ল	শী	কার

+	0		+	0		
পা	ধা	গা	নি	०	०	०
।।।	।।	।	।।।	।	।	।
সু	ন্দর	সব	কা	—	—	ব
চা	লায়	চমৎ	কা	—	—	র
খা	সা	শী	কা	—	—	র
শে	খায়	আ	ই	—	—	ন
ব	লি	সব	ড	—	—	ব
ভা	ল	শী	কা	—	—	র

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ট্রুপ, প্যাক. স্কাউট, কাব ও অফিসার্‌দের সংখ্যা।

১৯৩০

	ট্রুপ	প্যাক	স্কাউটার্‌স্	স্কাউট্‌স্	কাব্‌স্	রোভার্‌স্	লোঃ এঃ অফিসার্‌স্	মোট
আসাম	৯৯	৪০	১৪৪	১৯৮৩	৯২৮	১৫	৩৪২	৩৩১২
বেলুচিস্থান	১১	১২	২৫	২২৩	২০৭	৬	৭	৪৬৮
বাঙ্গালোর	৩১	৯	৪২	৫০৭	২০২	৫৮	২৫	৮৩৪
বাংলা	২৯৬	৮৯	৪৬৬	৫৭৯৯	১৬৬৪	২৬৫	১৪৪	৮৫৩৮
বিহার ও উড়িষ্যা	১৯৫	৯৫	৩৭৮	৪৫০১	২০১২	২৪১	৩৭৭	৪৩১৯
বম্বে	১২৫৪	১০৮	১৫৬৪	২৩০৪৮*	৪৮১৩	৯৪৮	৩২১	৩০৬৯৮
সেন্‌ট্রাল্ প্রোভিন্স্	৮৪৩	৫৯৭	১৫৮০	১৫৮০৩	১০৩২৪	৭০২	৩৯২	২৮৮০১
দিল্লী	৩৫	—	৩৫	৩৯৬	৫০	১৪	১০	৫০৫
হায়দ্রাবাদ্	৩৫	৪	৪৫	৫৮৮	১৫০	৫০	৫	৮৩৮
মাদ্রাজ	৬৪৪	১১৮	৮৬৭	৮৬২০	২০০৪	১৪৩৭	৯১	১৩০১৯
পাঞ্জাব	১০৭১	১৯৫	১৭২৬	২৭২৪৪	৪০১৫	১০৩১	৫৭	৩৪০৭৩
রাজপুতানা	৫২	৭	৫৬	৪৬৩	৮২	১০৭	১৭	৭২৫
ইউ, পি,	২১৬	২৭	১৯৬	৭১৬২	৪২৩	২২৮	৭৪	৮১৮৩

ইহা ছাড়া ভারতের বিভিন্ন ষ্টেটে ও স্কাউট, ট্রুপ ও প্যাক আছে। ভারতবর্ষের মোট ট্রুপ, প্যাক, স্কাউট ও কাবসংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল।

ট্রুপ	প্যাক	স্কাউটার্‌স্	স্কাউট্‌স্	কাব্‌স্	রোভার্‌স্	লোঃ এঃ অঃ	মোট
৫৯০০	১৫৭০	৮৭৬৫	১১৮০৭০	৩১১০১	৬৫৫৬	১৯২২	১৬৬৫৭২

* বোম্বাইতে সর্বশুদ্ধ ১০৭ জন sea scouts আছে।

বাংলা দেশের স্কাউট সংখ্যা ১৯২২—১৯৩০।

	লোকাল এসোসিয়েশন্	ট্রুপ	প্যাক	স্কাউট্স্	কাব্স্	অফিসারস্ (লোঃ এঃ অঃ ও স্কাউটরস্)	মোট
১৯২২	৭	—	—	১৪৬৯	৪০১	—	১৮৭০
১৯২৩	১২	—	—	১৫০৭	৪০৮	২১৬	২১৩১
১৯২৪	১৫	—	—	১৬২৯	৪৮৮	২৫৮	২৩৭৫
১৯২৫	২৫	৯৬	৩৩	২২০৭	৫৮৫	২৫৩	৩০৪৫
১৯২৬	৩৮	১৫৩	৫২	৩৩৮৪	৯৬১	৫২৪	৪৮৬৯
১৯২৭	৪৭	২০১	৬২	৪৫৮৭	১১৯৬	৬২০	৬৩৫৩
১৯২৮	৫৩	২৪৩	৬৮	৫৪১২	১২৬৮	৮৫১	৭৫৩১
১৯২৯	৫৫	২৮১	৭২	৫৮৯০	১৩৭৯	৮৫৫	৮১২৪
১৯৩০	৫৪	২৯৬	৮৯	৫৭৯৯	১৬৬৪	৮৭৫	৮৩৩৮

যাত্রীর নিয়মাবলী

১। যাত্রীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা, ভিঃ পিতে লইলে ২৷৴০ আনা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ আনা। কাহাকেও বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয় না। কেহ নমুনা চাহিলে ৵১০ পয়সার ডাক টিকিট পাঠাইয়া দিবেন। আষাঢ় হইতে বৎসর আরম্ভ, কেহ বৎসরের মধ্যে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইলে আষাঢ়ের সংখ্যা হইতে লইতে হইবে। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্বমাসের ২৭ তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

২। কোন মাসের "যাত্রী" না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন। আমাদিগকে ডাকঘরের উত্তরসহ ২২ তারিখের মধ্যে পত্র দিবেন। পত্রাদি লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর দিতে ভুলিবেন না।

৩। লেখকগণ দয়া করিয়া প্রবন্ধের নকল রাখিয়া পাঠাইবেন এবং প্রত্যেক প্রবন্ধের সঙ্গে তাহাদের নাম ও ঠিকানা দিয়া দিবেন। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না। সম্পাদক প্রয়োজন মত প্রবন্ধের স্থলে স্থলে পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও সংশোধন করিতে পারিবেন।

৪। বিজ্ঞাপনের হার—প্রতি মাসে ১ পৃষ্ঠা ৮৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৫৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা।

যাত্রীর বৈঠক ও উপহার

১। গ্রাহক গ্রাহিকারা বৈঠকের জন্য প্রবন্ধ, কবিতা, ধাঁধা ও প্রশ্ন প্রভৃতি অথবা প্রতিমাসে প্রকাশিত ধাঁধা ও প্রশ্নের উত্তর পাঠাইতে পারিবেন। প্রবন্ধ, কবিতা নিজেরা তৈরী করিয়া পাঠাইবেন। প্রবন্ধাদির ভালগুলি পরে পরে প্রতিমাসেই "বৈঠকে" প্রকাশিত হইবে। যাহাদের লেখা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাদের মধ্যে প্রথম চারিজন উপহার পাইবেন। বছরে দু'বার উপহার দেওয়া হইবে আর প্রতিমাসে যাহারা ধাঁধা ও প্রশ্নের ঠিক উত্তর পাঠাইবেন তাহাদের নাম পরের মাসের যাত্রীতে ছাপান হইবে।

২। "যাত্রীর বৈঠকে" প্রকাশের জন্য ধাঁধা ও প্রশ্ন আদি পাঠাইলে তাহার সঙ্গে উত্তর পাঠাইতে হয়। প্রশ্ন আদির উত্তর,প্রবন্ধ ও কবিতাদি কাগজের এক পিঠে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে ও প্রবন্ধের উপরে "যাত্রীর বৈঠক" এই কথাটি ও প্রবন্ধাদির নীচে নাম, ঠিকানা, বয়স ও গ্রাহক নম্বর লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

কর্ম্মসচিব "যাত্রী"—৫নং গভর্ণমেণ্ট প্লেস নর্থ, কলিকাতা।

৮ম বর্ষ] শ্রাবন—১৩৩৮ Belgachia [২য় সংখ্যা

— সম্পাদক —

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, বি, এ, (ক্যাণ্টাব), ব্যারিষ্টার-এট্-ল

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা। সডাক বার্ষিক মূল্য—২৲ টাকা

সূচী

	বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
১।	আজও তোদের ভাঙ্‌বে না ঘুম (কবিতা)	শ্রীজ্যোতির্ম্ময় সেন গুপ্ত	...	৪১
২।	বাহাদুর (বড় গল্প)	ক'টিক	...	৪২
৩।	রবিন্সন ক্রুশোর দেশ	শ্রীসুবিমল মজুমদার	...	৪৯
৪।	খেলাধুলা	খেলুড়ে	...	৫২
৫।	হুঁসিয়ার	বাঘেরা	...	৫৩
৬।	হাস্যকৌতুক	...	...	৫৫
৭।	হুঙ্কার—স্বাগতম	...	...	৫৬
৮।	প্রাণ বড় না মান বড় (গল্প)	...	...	৫৭
৯।	ইণ্টার ট্রুপ-কম্পিটিসন	...	...	৫৯
১০।	জালবোনা	...	...	৬০
১১।	পাঁচফোড়ন	...	...	৬৩
১২।	নিরুদ্দেশ (গল্প)	শ্রীসুবিনয় রায়	...	৬৫
১৩।	প্রচ্ছদপট পরিচয়	...	...	৭২

ইণ্টার ট্রুপ কম্পিটিসন কুপন

(৫৯ পৃষ্ঠা দেখুন)

যাত্রী—শ্রাবণ, ১৩৩৮।

দাম—দেড় আনা।

N. Bhose.

মালদহ ডিষ্ট্রিক্ট র‍্যালী

৮ম বর্ষ] শ্রাবণ—১৩৩৮ [২য় সংখ্যা

আজও তোদের ভাঙ্‌বে না ঘুম

(শ্রীজ্যোতির্ম্ময় সেন গুপ্ত)

(১)

আজও তোদের ভাঙ্‌বে না ঘুম
জাগ্‌বে নাকি কারো প্রাণ ?
থাকবি পৃথক আজও দু'ভাই
হায়রে হিন্দু মুসলমান
বিরোধ ভরে পরস্পরে
থাকবি আজও মিথ্যা ঘোরে
আজকেও কি ঘুচবে নাক'
তুচ্ছ তোদের অভিমান।
আজও তোদের ভাঙ্‌বে না ঘুম
জাগ্‌বে নাকি কারো প্রাণ ?

(২)

অবুঝ কেন তোমরা দু'ভাই
মরছো মিছাই বিরোধ করে ?
একই মায়ের সন্তান হায়
বিবাদ তবু পরস্পরে ?
দেখছ নাকি গভীর দুখে
জাগছে ব্যথা মায়ের বুকে
আজকেও কি পড়্‌বে নাক
দু'ভাই বাঁধা মিলন ডোরে ?
অবুঝ্ কেন তোমরা দু'ভাই
মরছ মিছাই বিরোধ করে ?

(৩)

বিরোধ আজি ভোল না তোরা
হিংসা দ্বেষ কর্ না জয়,
দ্বন্দ্ব যত যাক্ না ঘুচে.
ঈর্ষা মনে স্থান না লয়।
অহঙ্কারের উচ্চ চূড়া
ধূলায় ফেলে কর্ না গুঁড়া
হৃদয় মাঝে দেখ না চেয়ে
অভিমানের হউক লয়।

বিরোধ আজি ভোলনা তোরা
হিংসা দ্বেষ কর্ না জয়।
(৪)
উন্নত ঐ চিত্ত হতে
চক্ষে ফুটে উঠবে ভাতি
প্রাণের মাঝে উঠবে জ্বলে
অমল প্রীতির স্নিগ্ধ বাতি।

মলিনতার আঁধার রাশি
ঘুচ্‌বে সকল, ফুট্‌বে হাসি
আবার তোদের মলিন মুখ
উল্লাসেতে উঠবে মাতি।
উন্নত ঐ চিত্ত হতে
চক্ষে ফুটে উঠবে ভাতি।

নূতন উপন্যাস

বাহাদুর

(ক'টিক)

দুই

আগন্তুক

সেদিন কাবেরা হেয়ারস্ এণ্ড্ হাউণ্ডস্ খেলা খেল্‌ছিল। হেয়ারস্‌রা হলো শশক, তারা আগে আগে সাদা কাগজের টুক্‌রা ফেলে ফেলে যায়, আর হাউণ্ডস্ বা শিকারী কুকুরেরা সেই সাদা কাগজ দেখে দেখে গিয়ে শশকদের ধরে।

কাবেদের দুই হাঁটুই কাদায় ভর্ত্তি। ছোট্ট গলিটা থেকে চারদিক চাইতে চাইতে ছোট সাদা কাগজের চিহ্ন খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে তারা ছুটে বেরিয়ে এলো।

শিকারীদের একজন বল্‌ল, "বাপ্‌রে, কি গরম।"

"আরে অত ব্যস্ত কেন? চলো—না।" শিক্ষার শঙ্কর চক্রবর্ত্তী দলের ছেলেদের কথাবার্ত্তা শুনছিল, সে চীৎকার করে বল্‌ল, "আমরা কি সেজন্য দুঃখিত?"

"না—আ—আ।" গলিটার সেই আর একদিক থেকে আরম্ভ করে এদিক পর্য্যন্ত সমস্ত জায়গাটা ভরেই এক শব্দ হলো 'না—আ—আ।'

অসিতের অবস্থা কিন্তু বাস্তবিকই বেশ কাহিল হয়ে উঠ্‌ছিল। সারা জীবন সে কাটিয়ে এসেছে কলকাতা সহরে, এত দৌড়ঝাঁপ করা তার বরাতে কোনদিন হয়ে উঠেনি।—তা ছাড়া এতদূরও সে দৌড়য়নি কোন দিন। তার গায়ের খানিকটা গেছিল ছড়ে, কিন্তু তক্ষুণি তার মনে পড়ে গেল, কাবেদের দ্বিতীয় আইন—'কাবেরা নিজেদের খেয়ালে কিছু করে না।' সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধর্‌ল,—কিছুতেই অন্য কাবদের জানতে

দেবে না যে তার লেগেছে। কিন্তু তার পা ভীষণ ব্যথা করতে লাগ্‌ল, এই বুঝি ভেঙ্গে পড়ে। সে তবুও থাম্‌ল না। কিন্তু শেষে যখন তার দম ফুরিয়ে এল, তখন তার চলা অসম্ভব হয়ে উঠল।

বলে উঠ্‌ল, "না, আর পার্‌ছি না।"

সিপ্পার বল্‌ল, "উহুঁ পারতে হ'বে ভায়া। নাও ধর দিকিন।" সে একখানা হাত এগিয়ে দিল, বল্‌ল, "চল হেয়ার্‌সদের আমরা ধরবোই।—চল।"

মাঠের পাশেই একটা উঁচু আল।—সেই আলের উপর কয়েকটা সাদা কাগজ, তারপরেই হলো একটা বেড়া, তারপরেই দেখা যায় মাঠ। কাবেরা চিৎকার করে সেই আলের ঘাসের উপর দিয়ে উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌লো, ঘাস, পাতা, লতা, পাতা, হাতের কাছে যা পেল, তাই ধরে তারা উপর দিকে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, 'আল' পার হয়ে সাম্‌নের বেড়া ও তারপরেই একটা রাস্তা কিন্তু কাছে আর কোথাও সাদা কাগজ নাই।

"এই রে, ভুল পথ।"

শঙ্কর বল্‌ল, "এই রে বরাত খারাপ, চলো শীগ্‌গির ফিরতে হবে। এখনও হয়ত তাদের পেতে পারি।"—শীকারীর দল যে পথ দিয়ে এসেছিল, সে পথ দিয়ে ছুটে চল্‌লো। অসিত বসে পড়্‌ল, তার পা টন্ টন্ করছে, বুক খুব দ্রুত উঠ্‌ছে পড়্‌ছে—সারা শরীর কাঁপ্‌ছে।

সে হতাশ ভাবে বল্‌ল, "উঃ এরা এখনও দৌড়তে পারে।" সে বসে বসে ভাব্‌তে লাগ্‌লো, সবাই তাকে কী-ই না ভাব্‌বে। সে মনে মনে বল্‌ল, "কিন্তু কি করব, যতক্ষণ পেরেছি, ততক্ষণ ত চলেছি। যথাসাধ্য চেষ্টা ত' আমি করেইছি। আর ত পারিনা।"

সে উঠে দাঁড়াল। প্যাক হেডকোয়ার্টাসের দিকে চল্‌তে যাবে ঠিক এম্‌নি সময়ে এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল, যার জন্য নাকি তার সমস্ত ভবিষ্যৎটাই একরকম বদ্‌লে গেল।

"হুস্—স্—স্।" শব্দ করে একটা সাইকেল তার পাশ দিয়ে বিদ্যুতের মত বেরিয়ে গেল। সাইকেলওয়ালা সাহেবী পোষাক পরা—ভারী তাড়াতাড়ি চলেছে, যেন তার কতই কাজ—মাথায় টুপিও নেই। ঠিক এম্‌নি সময়ে একটা ভারী আজব কাণ্ড ঘটে গেল। বেড়ার পাশ থেকে একটা কুকুর বেরিয়ে হঠাৎ রাস্তায় উঠে এলো, সাইকেলটা পড়্‌লো ঠিক তার সাম্‌নে, ভদ্রলোক, কুকুরটাকে বাঁচাতে গিয়ে একেবারে 'ডেড্ ষ্টপ্' কর্‌লেন, আর তারি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে বেড়ার উপর যে শুয়ে পড়্‌লেন আর উঠ্‌লেন না। অসিত দূর থেকে এই অবস্থা দেখে নিজের পায়ের কথা ভুলে গেল, সে দৌড়্ দিয়ে সে দিকে ছুট্‌লো।

অসিত ভেবেছিল, যে ভদ্রলোক না মরে থাকলেও চোট্ পেয়েছেন যে খুবই সাংঘাতিক তাতে কোনই ভুল নেই। কিন্তু সে পৌঁছুবার আগেই ভদ্রলোক উঠে বস্‌লেন। —দু'হাতে মাথা চেপে ধরেছেন।

অসিত 'উপকার' করবার সুযোগ পেয়ে বল্‌লো, "আপনার কোন উপকার করতে পারি কি ?"

ভদ্রলোক চম্‌কে উঠে ছোট্ট ছেলেটির দিকে ভীতভাবে চেয়ে রইলেন। তারপর তাকে একবার বেশ ভালোভাবে দেখে নিয়ে রাস্তার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্য্যন্ত ভয়ে তাকিয়ে দেখলেন, ভাবখানা, যেন কেউ তাঁকে না দেখ্‌তে পায়।—তাঁর কপাল কেটে রক্তধারা গাল বেয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

অসিত আবার বল্‌ল, "আপনার কোন উপকার করতে পারি কি ? আপনার কপাল কেটে ভারী রক্ত বেরুচ্ছে, আমি বেঁধে দি ?"

ভদ্রলোক বল্‌লেন, "ধন্যবাদ।"—তাঁর স্বর দস্তুরমত কাঁপতে লাগল। ভাগ্যিস্‌ অসিত আসবার সময় তার পকেটে একটা মস্তবড় সাদা রুমাল রেখেছিল। তাড়াতাড়ি বের করে যে দিকটা ভিতরের দিকে ভাঁজ করা ছিল সে দিকটা কাটার উপর রাখ্‌ল, উপরটা রাখ্‌তে সাহস করলনা, পাছে কোন কিছু খারাপ গিয়ে ঘা'য়ে ঢোকে। কিন্তু এবার ব্যাণ্ডেজ করে কি দিয়ে ?—সঙ্গে তার কিছুই নেই। হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার নতুন 'স্কার্ফ'টার কথা। তাড়াতাড়ি সেটা খুলে নিয়ে একটা 'সরু ব্যাণ্ডেজ' করে সেই ক্ষতের উপরকার রুমালটার উপর দিয়ে নিয়ে পেছনে 'রিফ্‌নট্‌' দিয়ে বেঁধে দিল।

বল্‌ল, "আপনার ভারী লেগেছে। এই পাশের গাঁয়েই হলো আমাদের বাড়ী, চলুন আপনাকে সেখানে নিয়ে যাই। কাছেই ডাক্তারবাবু আছেন, একেবারে তাঁকে একবার দেখিয়ে নেবেন।"

ভদ্রলোক আর একবার রাস্তাটা ভাল করে দেখে বল্‌লেন, "না না, তার আর দরকার হবে না, হঠাৎ 'ডেড্‌ ষ্টপ্‌' করতে গিয়ে লাফিয়ে উঠ্‌লাম কিনা অনেকটা, কাজেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।"

অসিত কিন্তু এর মধ্যেই ভদ্রলোককে বেশ ভালো করে দেখে নিয়েছিল, ভদ্রলোক বাংলা কথা বল্‌লে হবে কি, তাতে বেশ একটু বিদেশী টান ছিল, তা ছাড়া চেহারা চলন বলন ত সব বিদেশীই। মনে মনে সে বল্‌ল, "ভদ্রলোক আর যাই হ'ন না কেন, বাঙ্গালী যে নন, তা আমি হলফ্‌ করে বল্‌তে পারি।"

ভদ্রলোক বাইসিকেলটা কুড়িয়ে নিয়ে বল্‌লেন, "রামপুর যাবো কেমন করে বল্‌তে পার ?"

অসিত খানিকটা ভেবে নিল, মনে মনে পথটা একবার ঠিক করে নিয়ে, যত ভাল করে সম্ভব ভদ্রলোককে বাত্‌লে দিল।

ভদ্রলোক বল্‌লেন, "ধন্যবাদ।"—কিন্তু সাইকেল চড়্‌তে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে অসিতকে বল্‌লেন, "এইয়ো বাচ্চা, কেউ যদি আমার কথা জিজ্ঞেস করে, তাহ'লে বলে দিও যে তুমি কাউকে এ পথে দেখনি—কেমন ?"

অসিত বল্‌ল, "বাঃ রে, তা কি করে হবে ? মিথ্যা কথা আমি বল্‌তে পার্‌বোনা।"

ভদ্রলোক চটে উঠ্‌লেন, পকেটে একটা হাত ঢুকিয়ে দিয়ে একটা টাকা বের করে বল্‌লেন, "নাও, ব্যস এবারে—"

অসিত বাধা দিয়ে হেসে উঠ্‌ল। বল্‌ল, "না গো মশাই, কাবের কাছে ঘুস্‌ চল্‌বে না। কাবেদের আইনে আছে—"

"ধেত্তেরি আইন। কাবেদের আইনের নিকুচি করেছে। বেশ খুসী হয় বলো যে আমি রামপুর যাচ্ছি, আমি তা হ'লে চল্‌লাম এখন সোজা ক'লকাতা, তারপর হাওড়া থেকে সোজা জাহাজে—কাল বিষ্যুৎবার বুঝেছো ? মনে থাক্‌বে ক'লকাতা আর হাওড়া ?—অ্যাঁ।"

অসিত মাথা নাড়্‌ল, ভদ্রলোকও লাফিয়ে বাইসিকেলে চড়্‌লেন।

অসিত মনে মনে বল্‌ল, "নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন রহস্য আছে। লোকটা চোর ডাকাত নয়ত ?"

গোয়েন্দা—অসিত তাড়াতাড়ি পকেট থেকে নোট বই বের করে ভদ্রলোকের পায়ের ছাপ বেশ ভালো করে এঁকে নিল, দু'দিকের মাপগুলি পকেটের স্কেল দিয়ে মেপে নিল, তারপর পায়ের আর যা কিছু বিশেষত্ব ছিল সব সে টুকে টুকে নিতে লাগল।—পায়ের দাগটা বেশ করে এঁকে নিয়ে অসিত ঘার বেঁকিয়ে একবার ভালো করে দেখে নিল।—ভাবখানা, সে যেন কীই না এক মস্ত বড় কাণ্ড করে ফেলেছে।

তারপর একহাতে নোটবই আর একহাতের পেন্সিল চুষ্‌তে চুষ্‌তে সে গম্ভীর ভাবে মাঠের উপর দিয়ে 'সর্টকাট' করে তাদের আড্ডার দিকে চল্‌লো।

এই 'সর্টকাট' কর্‌তে গেলে মস্ত বড় একটা মঠের কাছ দিয়ে যেতে হয়। মঠটা ভারী পুরোন, সেই সোজা উঠে গেছে মস্ত বড়, চারদিক ঘিরে একটা বড় পাঁচীল, তারপরে একটা রাস্তা, তার পরেই হলো একটা মস্ত বড় দিঘী।—দূর থেকে এই দিঘীটা দেখা যায়। অসিত দূর থেকে সামনের দিকে চেয়ে দেখে, একজন লোক একটা সাইকেল নিয়ে দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে।—তার মাথায় তখনও তার স্কার্ফ বাঁধা! বাঃ রে ভদ্রলোক ত' গেলেন রামপুর, সেত' একেবারে উল্টো দিকে, তবে, এ—এ—এখানে এলেন কোত্থেকে ?—অসিতের চোখ দুটো নেচে উঠ্‌লো, প্রাণও একেবার নেচে উঠ্‌লো, বল্‌লো, 'দাঁড়াও ভায়া দেখাচ্ছি মজাখানা।' সে পায়ের ব্যথা ভুলে গেল।—প্রাণপণ করে ছুট্‌তে লাগ্‌লো, ঐ দিক্‌কার পাঁচীল ডিঙ্গিয়ে সে এদিক্‌কার পাঁচীলে চড়ে একেবারে 'জমে' গেল।—ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি সাইকেলটা তুলে দীঘিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, শব্দ হলো, "ঝপ্‌ ঝপ্‌ ঝপাৎ।" তারপর ভদ্রলোক ঘুরে আস্তে আস্তে মঠের অন্য দিক্‌টায় চলে গেলেন। অসিত তাড়াতাড়ি নেমে এসে, আস্তে আস্তে দীঘির পাড়ে গিয়ে দেখ্‌ল যে পায়ের দাগ বেশ দেখা যাচ্ছে।—পকেট থেকে নোট বই বের করে বেশ করে মিলিয়ে দেখ্‌ল,

দুই পায়ের দাগই এক রকম।—এ সে লোক না হয়েই যায় না, সে আস্তে আস্তে আগন্তুকের পেছনে পেছনে ছুটলো। কিন্তু ভদ্রলোক কোথায়?—সে মঠের সারা বাগানটা খুঁজ্‌লো, যতগুলো 'তলা' ছিল সবগুলো সে একেবারে গরুখোঁজা করে খুঁজ্‌ল কিন্তু সে গেল কোথায়?—অসিত বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। নিরাশ হয়ে বেরিয়ে এসে, সে আর একবার দীঘির পাড়ে চলে এল; দেখে, সে পা' আবার দীঘির পাড়ে এসেছিল, কিন্তু সে যে উঠে গেছে এমন কোন দাগত' সে দেখ্‌তে পাচ্ছে না :—এ কী রহস্য!—সে ঠিক কর্‌লো, তার থেকে বুদ্ধিমান কারও কাছে সে একথা জানাবেই।

ভাঙ্গা দেয়ালটায় চড়ে বসে নোট বইটা পকেট থেকে খুলে নিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা সে বেশ ভাল করে লিখে রাখ্‌লো, তারপর আবার সে চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লো, হেড্‌-কোয়ার্টার্সের দিকে।

তিন

মঠের দীঘি

অসিত সহায়রামের কাছে সব কথা বল্‌ল।—সহায় গিয়ে ট্রুপ 'কোর্ট অব অনারে' তাকে নিয়ে গেল।

পথে অসিতের সিক্সারের সঙ্গে দেখা। সে চটে বল্‌ল, "কি হে অসিত ভায়া হঠাৎ মাঝপথে যে ডুব দিলে আর যে তোমার দেখা নেই? আকেলা আমায় আবার তোমার খোঁজে পাঠালেন।

অসিত বল্‌লো, "সত্যি বল্‌ছি, দেরীর জন্যে আমি মোটেই দায়ী নই। এমনি—"

সিক্সার হেসে ফেল্‌ল, বল্‌ল, "থাম, হয়েছে, এইবারে এক গল্প সুরু কর্‌বেত?—এত ও বানাতে জান বাবা?"

সহায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছিল, বল্‌ল, "আহা লালদন্ত শেষ অবধি শোনই, এক ভীষণ গল্প। এক ভদ্রলোক অসিতের চোখের সাম্‌নে একটা সাইকেল জলে ফেল্‌লেন, তারপর হঠাৎ কোথায় লুকোলেন তিনিই জানেন, শেষকালে যখন অসিত আবার পুকুর পাড়ে এলো তখন দেখ্‌লো তার পা জোড়া পুকুরের দিকে আবার গেছে, কিন্তু কেউ যে ফিরেছে, এমন কোন প্রমাণ নেই।"

সিক্সার হো হো করে হেসে উঠ্‌ল, "বাঃ বাঃ চমৎকার গল্প। ভীষণ রহস্য।—যা-ও। গুড্‌ বাই।" বলে হাত নাড়্‌তে নাড়্‌তে বাড়ীর দিকে ছুট্‌লো।

অসিত প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি।—তার চোখ জলে টস্‌ টস্‌ করে উঠ্‌লো, সে বল্‌ল, "সহায়দা তুমিও সত্যি বলে ভাব্‌ছো না?"

সহায় তাকে কাছে টেনে নিয়ে বল্‌ল, "আরে পাগল, তাই কি, তোদের সিক্সার দেখ্‌তিস্‌ কত কথাই না জিজ্ঞেস কর্‌তো।"

সেদিন কোর্ট অব অনারে ঠিক হলো, সহায়রাম তার পেট্রল নিয়ে জাল ফেলে সারা পুকুরটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজবে। যদি সাইকেলটা পাওয়া যায়, তা হ'লে, এর পরে কি করা হবে পরে ঠিক হবে এই কথা রইলো।

চার

সহায়ের কাণ্ড

শনিবার। ঠিক ছ'টায় সহায়রাম তার দলবল নিয়ে আস্‌বে! অসিত সেই রাত্রি ছ'টোয় উঠে এসে পুকুর পাড়ে বসে রইলো, চাঁদের আলোতে দূর থেকে দেখ্‌ল, পায়ের দাগগুলি ঠিক আছে।

আনন্দে তার প্রাণ নেচে উঠ্‌ল, আঃ দু'দিন আগে না সহায় দা এই পায়ের দাগ নিয়েই তাকে ঠাট্টা করেছিল!—কি মজাই হবে এবার।—সহায়দার মুখখানা দেখতে কেমন হবে মনে ক'রে সে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্‌ল। তারপর আস্তে আস্তে পকেট থেকে টর্চ লাইট ফেল্‌তে ফেল্‌তে মঠের মধ্যে গিয়ে ঢুক্‌লো, চারদিকের বাগানের ঝোপঝাড়গুলি বেশ ভালো করে খুঁজ্‌লো কোথাও কেউ লুকিয়ে আছে কি না।—মধ্যে মধ্যে কাঠবিড়ালী কখনো এ গাছ থেকে সে গাছে যায়; ঘাস নড়ে উঠে, সে থম্‌কে লাইট বন্ধ করে চুপ্ করে কান খাড়া করে দাঁড়ায়,—সেই লোকটা না ত?

আবার যখন গিয়ে মঠে ঢোকে আর মস্ত মস্ত পেঁচাগুলি ডাকে "হুট্—হুট্—হুট্" তার ইচ্ছা করে সেও খানিকক্ষণ তার সঙ্গে সঙ্গে ডাকে কিন্তু........

এম্‌নি করে রাত কাটে।

সে নাচ্‌তে নাচ্‌তে বেড়িয়ে এলো মঠ থেকে।—ভোরে সহায়রাম তার পেট্রলকে মার্চ্চ করিয়ে নিয়ে আস্‌ছে।—আনন্দে তার বুক ফুলে উঠ্‌লো সে গিয়ে খবর দিয়ে এলো, পায়ের দাগ এখনও আছে।

সহায়রাম তার পেট্রোল নিয়ে ছুটে এলো, কিন্তু পায়ের দাগ দেখে সহায় আর অসিত দুজনেই 'হাঁ' হয়ে গেল। সহায় হেসে বল্‌ল, "অসিতভায়া, এ যে তোমারই পায়ের দাগ।"

অসিত আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌ল, "কিন্তু—কিন্তু সে দাগ, সে দাগ কি হলো?"

সহায়রাম ঝুঁকে একবার পায়ের দাগটা দেখে কিছু বল্‌ল না, কেবল মুখ গম্ভীর করে বসে রইল। আর তার স্কাউটরা জাল ফেলে, জলে নেমে, ডুব্ দিয়ে অনেক রকমে খুঁজ্‌ল কিন্তু কোথাও সাইকেলের চিহ্নমাত্র নেই।—এ কি ভুতুড়ে কাণ্ড! না ভোজবাজী!

অসিত অবাক, খানিকক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে দিঘীর দিকে চেয়ে রইলো, সে নিজের চোখে দেখেছে যে লোকটা সাইকেলটা জলে.........অথচ, আজ তারই সাম্‌নে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো, কিন্তু সাইকেল......সাইকেল কই?

একজন বল্‌ল, "আমার মনে হয়, অসিত স্বপ্ন দেখেছিল, আর তারই গল্প আমাদের কাছে করেছে।"

সব চেয়ে ছোট স্কাউটটী বল্‌ল, "বাঃ রে, আমরা কি বোকা।—লোকটা নিশ্চয়ই ভোরবেলা এসে সাইকেলটা নিয়ে গেছে।"

অসিত বল্‌ল, "উহুঁ আমি নিজে দেখেছি......"

বীরেনের গায়ে জোরও যেমনি, মনে বলও তেমনি, খামখা কাদা ঘাঁটাঘাঁটি করে বেচারা ভারী দমে গেছিল, বল্‌ল, "তাহলে কি উড়ে গেল, না ভূতে নিল, এ-ওনা, ও-ওনা, —তবে ?"

যে ছেলেটা জলের নীচে ডুব দিয়েছিল, সহায় তাকে ডেকে বল্‌ল, "শক্ত কিছু দেখ্‌লে ?"

"উহুঁ সাইকেল ত কোথাও দেখ্‌লাম না।"

"অন্য কিছু দেখ্‌লে ? কোন বড় পাথর, কিম্বা কোন গাঁঠ্‌রী কিম্বা—" বলে সে জিজ্ঞাসুভাবে তার দিকে চাইল।

ছেলেটী খানিক ভেবে বল্‌ল, "না অত ত' দেখিনি। তবে সাইকেল যে নেই একথা—"

সহায়রাম বাধা দিয়ে বল্‌ল, "থাক, হয়েছে।" তারপর শিষ্ দিতে দিতে এগিয়ে চল্‌ল, ছেলেদের বল্‌লো, "তোমরা শীগ্‌গির সব ইণ্ডিয়ান ফাইলে দাঁড়িয়ে পড়। এ, পি, এল, হেড কোয়াটার্সে নিয়ে যাও, এক মিনিট পরে আমি আস্‌ছি।"

স্কাউটেরা অনেক দূর চলে গেলে, সহায়, হঠাৎ অসিতের দিকে ঘুরে বল্‌ল, "অসিত তোর কথাই সত্যি।" বলেই বোঁ করে ছুটে চলে গেল।

[ক্রমশঃ]

রবিন্সন্ ক্রুশোর দেশ

(শ্রীসুবিমল মজুমদার)

রবিন্সন্ ক্রুশোর নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ।—সেই যে একটা একরোখা ছেলে, তার বাবার বিলাতের বাড়ী হইতে পলাইয়া গিয়াছিল। তারপর নানা বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া এক বিজন দ্বীপে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিল।—আজ সেই দ্বীপটার কথাই বলিব।

দ্বীপটার নাম হইল Juan Fernandez. দক্ষিণ আমেরিকার ম্যাপ খুলিয়া দেখ ভ্যালপারেসো (Valparaiso) বলিয়া একটা বন্দর আছে প্রশান্ত মহাসাগরের পারে। দেখিবে, এই বন্দরটার প্রায় তিনশত পঁয়ষট্টি মাইল পশ্চিমে এই দ্বীপের শ্যামল উন্নত মস্তক মাথা উঁচু করিয়া যেন সকলকেই ইহার মনোরম বক্ষে ডাকিতেছে। দূর হইতে দেখিয়া বাস্তবিকই আনন্দ হয়।

সে মাথাটাকেই লক্ষ্য করিয়া Valparaiso বন্দর হইতে সমস্ত জাহাজগুলি ছাড়ে। ক্রমাগত আটদিন চলিয়া তবে এ দ্বীপটার নাগাল পায়।

দ্বীপটি ভারী চমৎকার। সমুদ্র হইতে প্রায় তিন হাজার ফিট্ উপরে উঠিতে হয়। ভোরবেলায় পৌঁছিয়া মনে হয় যেন, রূপালী কুয়াসাগুলি সারা দ্বীপটাকে একখানা মালা দিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে।

বন্দর হইতে মধ্যদিকে যতই এগোন যায় ততই মনে হয় এ দেশটা যেন একটা মস্ত বড় রঙ্গালয়ের রঙ্গমঞ্চ। তার দৃশ্যের পর দৃশ্য উঠিয়া যাইতেছে। তাতে আঁকা সবুজ ফার্ণ গাছ, ছোট ছোট ঝোপঝাড়, কুয়াসাঢাকা গাছগুলি, আর কুলুকুলু গীতবাহি নদী।—দেখিতে দেখিতে বিভোর হইয়া যাইতে হয়।

রবিন্সন ক্রুশোর আসল দ্বীপটার নাম Mas—a—Tierra. এই দ্বীপটার সাথে Santa clara ও Mas—a—Fuera মিলিয়া একত্রে বলা হয় Juan Fernandez. এ নামেরই একজন স্পানিয়ার্ড নাবিক দ্বীপটী আবিষ্কার করেন বলিয়া তাঁহার নামানুসারেই ১৫৬৩ সালে এ দ্বীপের নামানুকরণ করা হয়।

প্রথম দ্বীপটায় (অর্থাৎ Mas—a—Tierra) পৌঁছিয়া দেখিবে একটি স্মৃতি স্তম্ভ। তাতে লেখা আছে—

In Memory

OF

Alexander Selkirk.

MARINER.

A native of Largo, in the Country of Fife, Scotland, who lived in this island in complete solitude for four years and four months. He was landed from the Cinque Ports galley, 96 tons, 16 guns, A. D. 1704, and was taken off in the Duke, Privateer, 12th Feb, 1709. He died Lieutenant of H. M. S. Weymouth A. D. 1725, aged 47 years. This tablet is erected near Selkirk's lookout, by Commodore Powell and the officers of H. M. S. Topaze, A. D. 1868.

কিন্তু লোকে বলে যে আসলে নাকি রবিন্সন ক্রুশো (বা আলেকজন্দর সেলকার্ক) বলিয়া কেহই ছিল না।

এ দ্বীপটা এখন সভ্য জগতের কাছে প্রসিদ্ধ হইয়াছে চিংড়ীমাছের ব্যবসার জন্য। এখানকার প্রায় সকলেই চিংড়ীমাছের ব্যবসায়ী। আর কেনই বা হইবে না? কারণ, এখানে এমন দিনও ছিল যখন চিংড়ীমাছেরা সব দল বাঁধিয়া সমুদ্রের পারে পারে ঘুরিয়া বেড়াইত আর এখানকার লোকেরা সেগুলিকে লাঠি দিয়া টানিয়া পারে তুলিত। আজকাল ঠিক তত মাছ না থাকিলেও Chilean সরকারের খবরদারীতে মাছের চাষ নষ্ট হইবার জো নাই। একটা খালে সমস্ত মাছগুলিকে আট্‌কাইয়া রাখা হয়। কিন্তু তাদের থাকিবার কি সুবন্দোবস্ত! জল ত যদ্দূর সম্ভব ভাল রাখা হয়ই তার উপর যাহাতে মাছের গায়ে বেশী ইন্দুর না লাগে তাহার সুবন্দোবস্ত আছে।

প্রত্যেক পনর দিনে এখান হইতে একবার মাত্র জাহাজ বাইরে যায়। তখন খালটার বন্দরের নিকটার সব জল পম্প্‌ করিয়া তোলা হয় ও সেই খালে লোক নামাইয়া মাছ ধরা হয়। তারপর ছোট ছোট বাক্স করিয়া এ সব জাহাজে বাইরে চালান হয়।

এখানকার লোকেরা কিন্তু মাছের বাবদ দাম মোটেই বেশী পায় না। কারণ এক একটা চিংড়ী মাছ ভ্যালপারেসোতে তিন থেকে পাঁচ ডলার (অর্থাৎ ন' থেকে পনর টাকা) অবধি দামে হরদম বিক্রী হয়।—এরা হয় ত' পায় তার দশ ভাগের এক ভাগ দাম।

এখানে চিংড়ীমাছ ছাড়া অনেক পাখাওয়ালা মাছও দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি সমুদ্রের পারে পারে জলের উপর দিয়া উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়। তা ছাড়া অন্য অন্য মাছও যে এখানে না পাওয়া যায় তাহা নহে। এই ত' কয়েকদিন আগে একটা কড্ (Cod) মাছ ধরা হইয়াছে—তাহার ওজন হইবে প্রায় আধ মন।

এ দ্বীপে মাছ ছাড়া পাওয়া যায় গরু, শুয়ার ও ঘোড়া। তা ছাড়া পাখীও আছে

অনেক—ভারী সুন্দর দেখিতে, তাদের মধ্যে দুই রকমের পাখী ভারী চমৎকার গান করে। গুণ গুণ করিয়া কি যে গায়, তাহা তারাই জানে, অথচ সে সুর গাছে পাতায় বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক মধুর ঝঙ্কার তুলিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে।

দ্বীপটাতে এখনও তেমন লোকজনের বসতি নাই। কত কত বন প্রান্তর যে পড়িয়া রহিয়াছে তাহা কে বলিবে? বনে বনে পাওয়া যায়, প্রচুর সুন্দর সুন্দর তালগাছ (যা দিয়া বেশ চমৎকার লাঠি তৈরী করা হয়) সুন্দর সুন্দর সাদা ধব্‌ধবে গাছ, সাড়ি সাড়ি চন্দনের বাগান, আর প্রকাণ্ড সবুজ ফার্ণ গাছ। দেখিয়া মনে হয় এ বুঝি বা আর্য্য-ঋষিদের তপোবন। এখানে আসিলে ভয় হইতে আনন্দ হয় বেশী।

এ দ্বীপে কোন রকম গাড়ী নাই। লোকে ঘোড়ায় চড়িয়া বা হাঁটিয়াই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করে। আর সারা দ্বীপটাতে রাস্তা মাত্র একটা। যাতায়াত করিতে হইলে সে রাস্তা ধরিয়াই যাইতে হয়।

এখানে আমাদের গ্রাম্য পাঠশালার মত একটা স্কুলও আছে। একটা পাদ্রীহীন গির্জাঘরও এখানে আছে। এখানে বছরে একবার মাত্র একজন পাদ্রী আসিয়া থাকেন।

তা ছাড়া এখানে বায়স্কোপ বা থিয়েটার মোটেই নাই। এমন কি একট বাজারের মত বাজারও নাই যে লোকগুলো একটু হৈচৈ করিবে। কেবল একটা ঘর আছে, সেখানেই যাবতীয় জিনিষপত্র পাওয়া যায়।

এখানকার লোকেরা যেন এক একটা কর্ম্মঠতার অক্লান্ত ইঞ্জিন। যেখানেই যাও, শুনিবে মাছের চালান কবে যাইবে, কবে জাহাজ আসিবে ইত্যাদি।

হ্যাঁ, আর একটা কথা, নতুন কোন যাত্রী বন্দরে আসিলেই রবিন্‌সন্ ক্রুশো ও তার ভৃত্য শুক্রের (Friday) বেশে দুজন সে দেশের লোক আসে অভ্যর্থনা করিতে। অবশ্য কিছু বখ্‌শিস্ আদায় না করিয়া ছাড়ে না।

(খেলুড়ে)

গাইয়ে যোদ্ধা—সমান সংখ্যক দু'টো দল মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াবে ও প্রত্যেক দলের ছেলেরা পরস্পর হাত ধরাধরি ক'রে পাশাপাশি দাঁড়াবে। একটা সকলের জানা গান ঠিক করে নিতে হবে। ১নং দল ঐ গানটা গাইতে আরম্ভ করবে ও প্রথম লাইন গাইতে গাইতে একপা একপা করে অন্য দলের দিকে এগিয়ে যাবে ও দ্বিতীয় লাইনের সময় আবার পেছিয়ে আসবে। পেছিয়ে এসে নিজের লাইনে ফিরে এলেই দলের থেকে একজন ছেলে ছুটে বেড়িয়ে গিয়ে তার সামনে অন্য দলের দু'জন ছেলের হাত ছাড়িয়ে বেড়িয়ে যেতে চেষ্টা করবে। যদি সে যেতে পারে তাহ'লে যাদের হাত ছাড়িয়ে যাবে তারা বন্দী হবে। কিন্তু যদি তা না পারে ত' সে তাদের বন্দী হ'বে।—বন্দীরা সে দলে আর খেলতে পাবে না। এর পর দুই নম্বর দলটা ঠিক ঐ রকম করবে। এই রকম করে যে দলটা নষ্ট হয়ে যাবে তাদের হার হবে।

দৌড় করাঃ—ছেলেরা সব গোল হয়ে দাঁড়াবে, প্রত্যেক ছেলের মাঝে অন্ততঃ আট পা ব্যবধান থাকবে। ১নং ছেলের হাতে একটা বল বা কাঁইবিচীর থলে থাকবে ও ঠিক তার পেছনে "দৌড়বাজ" প্রস্তুত হয়ে থাকবে। "যাও" বললেই ১নং বল বা থলেটা দুই নম্বরকে ছুঁড়ে দেবে। দুই নম্বর তিন নম্বরকে দেবে তিন নম্বর দেবে চার নম্বরকে; এ রকম ভাবে বলটা ঘুরে ১নং এর কাছে আসবে। দৌড়বাজও সেই সঙ্গে দৌড়ুতে আরম্ভ করবে ও চেষ্টা করবে থলেটা এক নম্বর-এর কাছে ঘুরে আসবার আগে এসে পৌঁছুতে।

চাই মিঠাই—প্রত্যেক সিক্স এক একটা গোল চক্কর করে দাঁড়াবে। তারপর নিজের স্কার্ফ খুলে পায়ের কাছে রাখবে, তাহ'লে প্রত্যেক সিক্সই এক একটা স্কার্ফের

চক্করের বাইরে দাঁড়াবে। ১নং কাবের হাতে একটা এনামেলের থালা থাকবে। "যাও" বল্‌লেই সে থালাটা নিজের মাথায় বসিয়ে দেবে। তখন তারা 'চাই মিঠাই ভাবেন কি ছাই, নিয়ে নিন্‌না ছু' চার আনা'। গাইতে গাইতে চক্করের চারপারে ঘুরে আসবে। ১নং তার জায়গায় ফিরে এসেই ২নং-এর মাথায় থালাটা বসিয়ে দিয়ে চক্করের ভেতরে ঢুকে পড়্‌বে।—বাকী কাবেরা গাইতে গাইতে ঘুর্‌বে।—এম্‌নিভাবে যাদের আগে শেষ হবে তারাই জিৎবে।—মাথা থেকে থালা পড়্‌লে চলবে না কিন্তু।

হুঁসিয়ার

(বাঘেরা)

কাবেরা সব আপন মনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ বাঘেরা চীৎকার করে উঠ্‌ল, "হুসিয়ার।" মস্ত বড় বনে যে সব ছোট ছোট বাচ্ছারা হৈ চৈ করে একটা দারুণ কাণ্ড বাঁধাচ্ছিল, তারা সব এক মুহূর্ত্তে চুপ হয়ে গেল। সব যে যার জায়গায় এ রকম ভাবে বসে পড়্‌লো, দেখ্‌লে মনে হয়, বাঘেরা এবারে হুকুম কর্‌লেই হয়, তারা মরণের বুকেও ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে পারে। নেকড়েদের সবগুলি চোখ বাঘেরার দিকে, বাঘেরা কি বল্‌তে চায় তাই তাদের শুন্‌তে হবে বেশ ভালো করে।

মানুষ-প্যাকের কাবেরা এ কথাটা মনে রেখো। আকেলা কিম্বা বাঘেরা যখনই হুঁসিয়ার (এল্যার্ট) বল্‌বেন, তক্ষুনি, 'তোমাকে সৈনিকের মতন খাড়া হয়ে, গোড়ালী দু'টি জোড়া করে, হাত দু'পাশে ঝুলিয়ে দিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে হবে। তখন মাথা তুলে সোজা সাম্‌নের দিকে তাকাবে, অন্য কোন ও দিকে নয়।' বল্‌বামাত্রই হুঁসিয়ার যদি না হতে পার তা হ'লে হয়ত শীকারই মিল্‌বে না তোমার, এমন কি, প্যাকের শীকার ও তোমার জন্য নষ্ট হতে পারে। দূরে হয় ত' একটা হরিণ চর্‌ছিল, বাঘেরার চীৎকারে চম্‌কে উঠে কাণ খাড়া করে দাঁড়ালো, পরে একটু শব্দ হলেই আর রক্ষা নেই, হরিণকে আর সে তল্লাটে পা'বার যো নেই।

আমাদের প্যাকে ও তাই। বাঘেরা হুঁসিয়ার বল্‌লেন, তুমি মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে দেখ্‌ছো, কিম্বা, অন্য কিছু ভাব্‌ছো, বাঘেরা তার যা বল্‌বার বল্‌লেন, তুমি শুন্‌লেনা, পরে যদি কোন খেলা হয়, তা'তে তোমার দল যাবে হেরে, না হয়, যদি কোন শীকার কিম্বা রেস্‌ হয়, তা'তে তুমি থাক্‌বে সবার পেছনে পড়ে। কারণ কি কর্‌তে হবে তাই তুমি জান না।

হুঁসিয়ার হয়ে দাঁড়ানোও নেহাৎ সোজা নয়। সবাই কি আর ঠিক মত দাঁড়াতে পারে? ছবিতে দেখ, তিনজন কাব এ্যালার্ট হযেছে। আমরা যা করতে বলি, সবাই প্রায় তাই করেছে, কিন্তু ছবি তিনটি একবার দেখলে পরেই বুঝতে পারবে যে কোন কাব ঠিক এ্যালার্ট করে দাঁড়িয়েছে। কাজেই, যখন এ্যালার্ট হ'তে বলবেন, তখন দেখো, বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে না 'ভুঁড়ি' চিতিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ো, আর হুঁসিয়ার হয়ে চারদিক দেখবে, দলপতি কি বলছেন শুনবে।

হ্যাঁ আর একটা কথা, এখন যদি না এই খেলার সময়ই একটু হুঁসিয়ার হয়ে থাকতে শেখো, তবে, স্কাউট হয়ে সব সময়েই হুঁসিয়ার থাকবে কি করে? স্কাউটদের কিন্তু হুঁসিয়ার
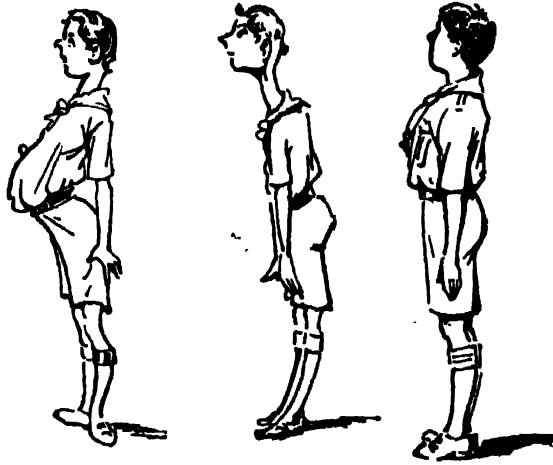
বলতেও হয় না, এক কাজ করবার সময়েই তাদের একটা কান, একটা চোখ, একটা হাত, একটা পা, হুঁসিয়ার হয়ে থাকে পরের কাজটা করবার জন্যে! রাস্তায় চলবার সময় তারা হুঁসিয়ার হয়ে চলে যাতে কিছুই না তাদের চোখ এড়াতে পারে,কেউ না অবিচার করে, সুযোগ পেলেই যেন তারা পরের উপকার করতে পারে। কাজেই কাবেরা স্কাউট হ'তে হ'লে এখন থেকেই হুঁসিয়ার হ'ও।

রাম :—যদু ভায়ার ভারী বদ অভ্যাস...

শ্যাম :—কি ?

রাম :—আমার সঙ্গে দেখা হ'লেই সে ফিরে ফিরে আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌বে

শ্যাম :—(ভাবিয়া) কিন্তু...তুমি জান্‌লে কি করে ?

রবিন মা'র কাছে চেয়েছিল হাতুরীটা ; মা ত' দিতে নারাজ।

বল্‌লেন, "উহুঁ কিছুতেই তুমি হাতুড়ী পাবে না, হাতুড়ী নিয়ে খেলা কর্‌তে গেলেই তোমার হাতে লাগ্‌বে।"

রবিন :—না মা, আমার হাতে মোটেই লাগ্‌বে না।—পেরেকত' আর আমি ধরছি না, পেরেক ধর্‌বে বিনু।

বড়লোক বন্ধু : যারা সত্যি সত্যিই ভিক্ষা পাবার উপযুক্ত আমি কেবল তাদেরই সাহায্য করি।

গরীব বন্ধু :—কিন্তু তা' বোঝ কেমন করে ?

উত্তর হইল : কেন ?—তারা দিতে চাইলেও নেয় না।

ব্যাঙ্কের কেরাণী : বন্ধু হে তুমিত থিযেটারে কাজ কর। দু একখানা ফ্রি পাস দিওনা হে।

থিয়েটারের কেরাণী : তুমিত ভায়া ব্যাঙ্কে কাজ কর, কয়েকখানা ফ্রি ব্যাঙ্ক নোট দিয়ে দিও।

গান ও হুঙ্কার

গতবারে আমরা এ বিভাগে কাবেদের গান প্রকাশ করিয়াছিলাম এবারে একটা হুঁঙ্কার দিতেছি। আপনাদের জানা গান ও হুঙ্কার থাকিলে অনুগ্রহ করিয়া এ বিভাগে প্রকাশের জন্য পাঠাইবেন।

হুঙ্কার—স্বাগতম্

পেট্রলগুলি চারদিকে লুকিয়ে থাকবে, স্কাউটমাষ্টার বাঁশী বাজালেই তারা নিজেদের নিজেদের দলের ডাক দিতে দিতে তাঁর দিকে ছুটে আস্‌বে। আগে থাকতেই ঠিক করে নিতে হবে, দলগুলি সেখানে এসে কি রকম করে দাঁড়াবে, তারপর সে রকম ভাবে দাঁড়ানো হ'লেই, অতিথিকে কাছে আনানো হবে। দলপতি বাঁশী বাজাবেন। সঙ্গে সঙ্গে স্কাউটরা আরম্ভ কর্‌বে—

স্বা—গ—তম্—সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পা দিয়ে মার্ক টাইম আরম্ভ কর্‌বে। শেষ হবে বাঁ পায়ে।

সব চুপ, মনে মনে এক দুই গুন্‌বে ; পরে আবার—

স্বা—গ—তম্ এবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ উরুতে বাঁ হাত দিয়ে চড় মারবে পরে ডান হাত দিয়ে ডান উরুতে, শেষ হবে বাঁ উরুতে।

সব চুপ—মনে মনে সবাই এক দুই গুণ্‌বে, পরে আবার—

স্বা—গা—তম্ এবারে তালে তালে হাততালি দেবে।

সব চুপ—এক দুই

দলপতি বল্‌বেন, "আমরা কি নেতিয়ে পড়েছি।"

সকলে—না।

দলপতি—আমরা কি সে জন্য সুখী ?

সকলে—হাঁ।

দলপতি—তবে সিংহের দল গর্জ্জন করুক।

সকলে—(সিংহের ডাক) গ্রাঁ-আঁউ।

দলপতি—তবে নেকড়ের দল চীৎকার করুক।

সকলে—(নেকড়ের ডাক) ঔ—ঔ।

দলপতি—সকলে এক সঙ্গে বল—

সকলে—স্বাগতম্ বন্ধু

স্বা—গতম্

প্রাণ বড় না মান বড়

বিলাতের নামজাদা রাজা আল্‌ফ্রেড আর বেঁচে নেই।—তাঁর ছেলে মেয়েরা সব মরে গেছেন, এখন যিনি রাজা হয়েছেন তাঁকে দেখে বুঝ্‌বার জো নেই যে তিনিই বীর আলফ্রেডের বংশে জন্মেছেন।—বারে বারে দিনেমার দস্যুরা এসে রাজ্য আক্রমণ কর্‌ছ, কোথায় তিনি যুদ্ধ করে শত্রুদের তাড়াবেন—তা নয়, তিনি করছেন কি টাকা পয়সা দিয়ে দস্যুদের খুসী রাখ্‌ছেন।—দস্যুরা সেবারকার মত চলে যায় বটে, কিন্তু সে টাকা ফুরিয়ে গেলেই আবার তারা আসে। এম্‌নি করে, আর ক'দিন চলে?—দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাজকোষ শূন্য হয়ে গেল, এর পরে যদি একবার দস্যুরা আসে তা হ'লে টাকা দেবার জো নেই।—রাজা কর্‌লেন কি, তাঁর প্রজাদের উপর এক ট্যাক্‌স বসালেন, প্রজারা মুখের গ্রাস ফেলে রেখে সেই ট্যাক্‌সের টাকা জোগাড় কর্‌তে লাগ্‌লো। রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস হলো না কারও।

কিন্তু পাঁকেও পদ্মফুল ফোটে, কাঁটার ঝোপেই হ'ল সুন্দর গোলাপ ফুলের বসতি। তেম্‌নি এই কাপুরুষ দলের মধ্যেও একজন সাঁচ্চা সেবক এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌লেন। তুচ্ছ প্রাণের বদলে কিনা ব্রাইথনথ্‌ দেবে আপন দেশের রক্ত;—একদল দস্যুর পায়ে ডালি! ব্রাইথনথের জমিদারী হলো বিলাতের এসেক্স প্রদেশে। সে তল্লাটে ভারী নামজাদা লোক তিনি। রাজা একবার ডাক্‌লেই তাঁর বাপদাদা চৌদ্দ পুরুষ প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করেছেন তাঁর জন্য। তিনি বীর বাপের বেটা, নিজের এলাকায় অন্যায় করে কেউ পালাবে তেমন তেমন সুযোগ তিনি দিতেন না। আশেপাশের লোকেরা সব তার বন্ধু, কেনা গোলাম্‌, তাঁর ডাকে ছুটে আসে বুকের রক্ত দিয়ে তাঁর উপকার করতে।

পরের বার দিনেমার দস্যুর জাহাজ এসে যখন লাগ্‌ল বিলাতের এক বন্দরে, রাজার কাছে বীর ব্রাইথ্‌নথ খবর পাঠালেন এবার তিনি কি করবেন এদের তাড়াবার জন্য রাজার কিন্তু চোখ খুল্‌লনা, তাঁরই একটা কথায় সারা দেশটা যে ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের মত এক মুহূর্ত্তে টুঁটি চেপে ধর্‌তে পারে বিদেশীদের, এ কথাটা তিনি বুঝ্‌তে পার্‌লেন না। ভীরু রাজা উত্তর দিলেন, "যত দিন বিলেতের লোকের টাকা আছে, ততদিন, তাই দেব, তারপর···

বীর ব্রাইথনথ্‌ তাঁর বন্ধুবান্ধব, প্রজাদের ডেকে বল্‌লেন, "ভাই সব, রাজা দিনেমার দস্যুদের তাড়াবার জন্যে দেবেন টাকা। রাজ ভীরু—বীর আলফ্রেডের বংশের কলঙ্ক। কিন্তু তোমরা বীর, তোমাদের বাপ পিতামহ বনে বনে জঙ্গলে জঙ্গলেও রাজাকে নিজের রক্ত দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।—তোমরা তোমরা কি দিবে বন্ধু?"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে শত শত খাপ থেকে তলোয়ার উঠে এসে সূর্য্যের কিরণে ঝক্‌মক্‌ করে উঠ্‌লো; একসঙ্গে শতশত বীর চিৎকার করে উঠ্‌ল, "রক্তধারা"।

[২]

সে দিন থেকে, বৃদ্ধ জমিদার, তাঁর সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধ শেখাতে লাগ্‌লেন, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই ছোট্ট দেশের এক একটী বীর হয়ে উঠ্‌লো। এক একটা সাঁচ্চা হীরের টুক্‌রো—সব রকমে চৌকস্‌।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে দিনেমার দস্যু এসে দেশ আক্রমণ কর্‌লো। যেম্‌নি চল্‌লো লুট্‌-তরাজ, তেম্‌নি জোর চল্‌লো অত্যাচার, দস্যুরা, ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল, গরু বাছুর কেটে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল, জ্যান্ত মানুষ ধরে ধরে পায়ের নীচে পিষে মার্‌তে লাগ্‌লো. কিন্তু সে বেশী দূর নয়। তাদের মস্ত মস্ত সাপের মত জাহাজগুলি যখন এসে দাঁড়ালো ব্ল্যাকওয়াটার নদীর মুখে, তখন তারা দেখ্‌লে এক নতুন দৃশ্য। দূরে অপর পারে একদল ছোট্ট সৈন্যদল রণসাজে তাদেরই অপেক্ষা কর্‌ছে। দিনেমাররা এই প্রথম বাঁধা পেয়ে থম্‌কে গেল। প্রথমটা বুঝ্‌তেই পার্‌লনা কি করবে। ছোট্ট একটা সেতু গেছে সেই ছোট্ট নদীর উপর দিয়ে, তারই অন্যদিকে এক শুভ্রকেশ বৃদ্ধ তাঁর বীরদের নিয়ে অটল ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন।

দিনেমার দলপতি খবর দিল, "জমিদার মশাই। মিছে কেন ঐ রণসাজ!—দিনেমার দস্যু কোনদিন হেরে বাড়ী যায়নি, টাকাদিলে আমরা আপনার জমিদারীর একটা কুটোও ছোঁবনা।"

বীর ব্রাইথ্‌নথ্‌ বুক চিতিয়ে উত্তর দিলেন "রে দস্যু, আজ বীরের রক্ত জেগে উঠেছে, আমাদের দেহে, ধন দিয়ে প্রাণ কেনবার দিন শেষ হয়েছে, আজ প্রাণদিয়ে মান রাখ্‌বো। প্রাণের মমতা করবার দিন আর নেই, ইংরেজেরা আজ তা বুঝ্‌তে পেরেছে।"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেতুর অপর পারে জড় হ'লো দিনেমার সৈন্য; নদীতে তখন ভরা জোয়ার—দুকুল ভাসিয়ে দেয় প্রায়। দুই দলের বীরেরা দু'দিক থেকে এগুতে লাগ্‌লো। কিন্তু দিনেমাররা টিঁক্‌তে পার্‌লো না এই ছোট দলটার মুখে। বারবারই তাদের হ'টে যেতে হলো; বারবারই তারা নিজের জায়গায় ফিরে যেতে বাধ্য হলো!

ব্রাইথ্‌নথ্‌ কিন্তু ছিলেন একজন বীরের মত বীর। তিনি দেখলেন, এম্‌নিভাবে যুদ্ধ কর্‌লে দিনেমাররা তাঁর সঙ্গে যদি হেরেও যায় তবুও তাঁর গৌরব রইলো কই, ইঁদুরকেত' যাঁতাকলে ফেলে মার্‌তে পারে যে সে-ই। কিন্তু বনে জঙ্গলে সিংহের মুখোমুখি পরে যে ভড়কে না যায় বীরত' বলি তা'কেই।—বীর বলে পাঠালেন, "তোমাদের বীরত্ব কেমন বোঝা গেছে। তোমরা নির্ব্বিঘ্নে এপারে চলে এসো, তারপরে এই মাঠে যুদ্ধ হ'বে, তখনই ভালো বুঝ্‌তে পারবো, কত ধানে কত চাল।"

মস্ত বড় মাঠে দু'দল সৈন্য মুখোমুখি দাঁড়াল। কিন্তু এবার কি আর ইংরেজেরা পারে? তাদের এক এক জনকে যুদ্ধ কর্‌তে হচ্ছে, চারজন দিনেমার দস্যুর সঙ্গে। তবুও তারা প্রাণপণে হাসিমুখে যুদ্ধ কর্‌ছে, বৃদ্ধ বীর তাঁর দলের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছেন,

অগুণ্তি সৈন্য বধ কর্‌ছেন, কিন্তু এমনভাবে আর কতক্ষণ চলে ?—একটা বর্শা এসে বিঁধ্‌ল তাঁর হাতে, এদিকে গায়ে ক্ষতও হয়েছে অনেক ; তিনি একবার চারদিকে চেয়ে দেখ্‌লেন তখনো তাঁর সৈন্যেরা বীরের মত জুঝ্‌ছে।—তিনি হাসতে হাসতে চোখ মুদ্‌লেন।

* * * *

এ রক্তেও কিন্তু রাজার চোখ ফুট্‌লো না। দিনেমাররা সেবারেও নিয়ে গেল দশ হাজার টাকা ; আর সারা দেশের একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস।

নতুন নিয়ম

ইণ্টার-ট্রুপ-কম্পিটিসন্

গত মাসে আমরা ইণ্টার-ট্রুপ-কম্পিটিসনের নিয়মাবলী ছেপেছি। এ মাসে নিয়মটা একটু বদ্‌লানো হ'লো। কম্পিটিসনটা হবে এই রকম। আষাঢ় মাস থেকে প্রত্যেক যাত্রীর সঙ্গে একটী করে কুপন দেওয়া হচ্ছে সে কুপনটার দাম দেড় আনা। এখন, গ্রাহকদিগকে সারা বছর ধরে এই কুপনগুলি জমাতে হবে, জমিয়ে বছরের শেষে কুপনগুলি নিয়ে তাদের স্কাউটমাষ্টারকে দেবে। তিনি সেগুলি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলে আমরা তার প্রত্যেকটা কুপন পিছু দেড় আনা করে ট্রুপকে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু এর আর একটা নিয়ম আছে, এই টাকাটা শুধু পাবে সেই ট্রুপ যারা সবার থেকে বেশী কুপন পাঠাবে। আমরা সকলকে সুবিধা দিবার জন্য ট্রুপগুলিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছি :—

১। যাদের স্কাউট সংখ্যা ২০ জন স্কাউটের উপর
২। ... ১৬-২০ জন
৩। ... ১০-১৬ জন
৪। ... ১০ জনের কম।

এখন ধর, ১নং বিভাগে পড়ে এমন ট্রুপ আছে পাঁচটা। এখন এই পাঁচটার মধ্যে যারা সবার থেকে বেশী কুপন পাঠাবে তারাই সেই বিভাগের টাকাটা পাবে। আর বাকী যারা থাক্‌বে তাদের Consolaton prize দেবার চেষ্টা করা হ'বে। এই রকমভাবে সব বিভাগের মধ্যেই এ প্রতিযোগীতা চল্‌বে। তবে—

১নং--রা কুপন জমাবে অন্ততঃ ১২০ খানা (এক বছরে—অর্থাৎ মাসে ১০ খানা)
২নং—রা ... ৯৬ ,,
৩নং—রা ... ৬০ ,,
৪নং—রা ... ৪৮ ,,

১৩৩৯ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে এই কুপনগুলি যাত্রী আফিসে রেজেষ্টারী করে পাঠাতে হবে। এবার স্কাউটরা সব নিজেদের ট্রুপের সবাইকে যাত্রীর গ্রাহক করতে চেষ্টা কর।—বড় বড় ট্রুপের মাত্র দশজন গ্রাহক করতে হবে। —ত্রিশজনের দশজনকেও গ্রাহক করতে পারবে না ?

জালবোনা

কাবেদের হোমক্র্যাফ্‌ট (Homecraft) ব্যাজ পেতে হলে একটা জাল বুন্‌তে হয়—কাবেরা ছোট ছেলে, তাদের খানিকটা জাল বুন্‌লেই হলো, কিন্তু এই জাল বোনার বিদ্যাটা জানা থাক্‌লে স্কাউটরা অনায়াসে বেশ সুন্দর সুন্দর সুতোর বা উলের থলে তৈরী করতে পারে।

জাল বোনার সব চেয়ে মজা হলো এই যে, একবার তৈরী করতে শিখ্‌লে পরে আরও করতে ইচ্ছা করে। তা ছাড়া জিনিষপত্রও যেমন কম লাগে, শিখ্‌তেও সহজ তেম্‌নি। জিনিষপত্র দরকার—

১। সুতো বা উল
২। ছ' ইঞ্চি স্কেল একটা
৩। একটা 'মাকু' কিম্বা পেন্সিল

প্রথম দুটো জিনিষের কথা আমার তোমাদের কাছে নতুন করে বল্‌বার কিছু নেই। কিন্তু তোমাদের অনেকেই হয়ত 'মাকু' কা'কে বলে তা জানো না।—তাঁতিরা কাপড় বুন্‌বার সময় একটা যন্ত্রে তাদের সুতো জড়িয়ে নেয় তারই নাম হল 'মাকু'। তোমাদের মধ্যে যারা জেলেদের কাছ থেকে, বা তাঁতিদের কাছ থেকে 'মাকু' জোগাড় করতে পার, তাদের ত' বেশ সুবিধেই হয়ে যাবে। আর যারা না পারো তারা আট ইঞ্চি লম্বা, পৌনে এক ইঞ্চি পাশ বেশ মোটা একটা পিজ্‌বোর্ড নিয়ে তার দুমাথায় দু'টো V এঁকে কেটে ফেল, Vর গোড়ার দিক্‌টা যেন পিজ্‌বোর্ডের ভেতরের দিকে থাকে। কাট্‌লেই দেখ্‌তে পাবে, এই পিজ্‌বোর্ডটায় উল বা সুতো জড়াতে কত সুবিধা। যারা অত পরিশ্রমও করতে চাও না, তারা অন্ততঃ একটা পেন্সিল জোগাড় করে নেবে।

প্রথম শেখ্‌বার বেলায়, বেশ মোটা দড়ি দিয়েই সুরু করো, তারপর হাত বেশ ঠিক হয়ে এলে, খুব সরু সুতো নিয়ে তৈরী করতেও কষ্ট হবে না।

জাল বুন্‌তে আরম্ভ করবার আগে দড়িটাকে, 'মাকুতে' জড়াতে হবে। দেখো, খুব বেশী মোটা না হয়ে যায়, তা হ'লে হয়ত কাজ করতে অসুবিধে হবে।

হ্যাঁ, বুন্‌তে আরম্ভ কর্‌বার আগে আর একটা জিনিষ দেখ্‌তে হবে। দেখো, তোমার স্কেলের 'পাশ' (breadth) যতটা, মাকুর 'পাশ' যেন তার থেকে বেশী না হয়ে যায়।

যে দড়িটাকে তোমার মাকুতে জড়িয়েছো, সবার আগে তার আগায় একটা ফাঁস করতে হ'বে। তারপর সেটাকে সুবিধা মত একটা পেরেকে ঝুলিয়ে দাও [১নং ছবি দেখ] এখন টেনে টেনে ফাঁসটাকে ইঞ্চিখানেক নামিয়ে নাও, তারপর দুই নম্বর ছবির মত,
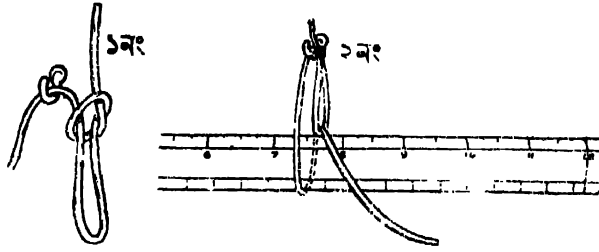
স্কেলটাকে সেই ফাঁসটার তলায় বাঁহাত দিয়ে ধরে মাকুটাকে তার উপর দিয়ে নীচের দিকে এনে পেছন দিয়ে উপর দিকে উঠে, প্রথম ফাঁসটার ভেতর দিয়ে সামনে টেনে আন্‌বে। কথাটা শুনতে যেমন শক্ত শোনাচ্ছে, আসলে যে ব্যাপারটা তত শক্ত নয়, তা দুই নম্বর ছবি দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারবে। —এখন মাকুটা ধরে বেশ একটু টেনে নাও যাতে স্কেল্‌টার মাথা থাকে আগের ফাঁসটার সঙ্গে লেগে, আর নতুন যে ফাঁসটা হলো, সেটা এসে লাগে তলার দিকে। বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুল সাম্‌নের দিকে, আর তার অন্য আঙ্গুলগুলি অন্য দিক দিয়ে বেশ ভালো করে ফাঁসটাকে আট্‌কে ধর। তারপর মাকুটাকে বুড়ো আঙ্গুলের তলা দিয়ে গলে নিয়ে গিয়ে প্রথম ফাঁসটা আর নতুন ফাঁসটার মধ্য দিয়ে টেনে এনে ঐ দড়িটার উপর দিয়ে আন্‌বে, তারপর বেশ শক্ত করে টেনে দিলেই হলো, দেখবে একটা 'সিট্‌বেণ্ড' গেঁড়ো পড়েছে। কিরকম ভাবে দড়িটা যাবে ৩নং ছবিতে তা তীর দিয়ে দেখানো
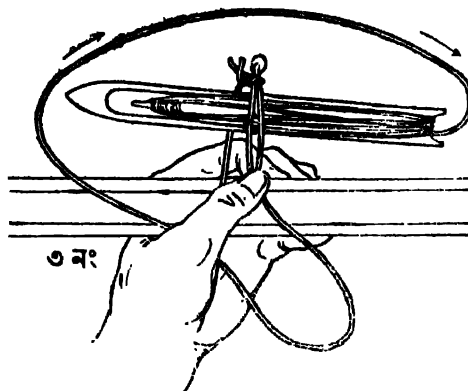
হয়েছে। মাকুটাকে কিন্তু সব সময়ই ঐ দড়িটার উপর দিয়ে টেনে আন্‌তে হবে

ভুল হ'বার মধ্যে একমাত্র ভুল হ'তে পারে। এই গেঁড়োটা হয় কি আগের ফাঁসটা থেকে নীচে নেমে যায় ;—৪নং ও ৫নং ছবি দেখ্‌লেই ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পার্‌বে।

এবারে স্কেলটাকে সড়িয়ে নাও, আর নতুন ফাঁসটা নিয়ে আগের মত লাগিয়ে দিয়ে আর একটা ফাঁস কর, এ রকম ভাবে কর্‌তে থাক্‌লে জিনিষটার চেহারা হবে কতকটা ৬নং ছবির মত। এ রকম ভাবে প্রায় কুড়িটা ফাঁস তৈরী কর্‌তে হবে। কুড়িটা হয়ে গেলে, সব্বার প্রথমে যে ফাঁসটা করেছিলে সেটাকে খুলে ফেল, তারপর এই ফাঁসগুলোর কতগুলির ভেতর দিয়ে একটা বেশ মোটা দড়ি গলিয়ে দাও [৭নং ছবি]।
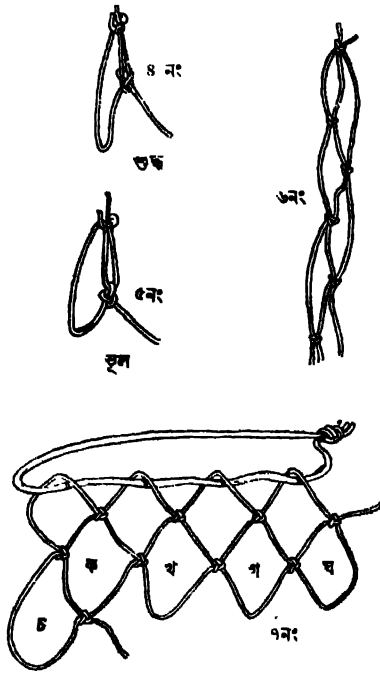
এবার ৭নং ছবির ক, খ, গ, ঘ, ফাঁসগুলির ঠিক তলায় স্কেলটাকে রেখে, বাঁ দিকে নতুন ফাঁস দিতে দিতে এগিয়ে যাও। চ ফাঁসটা এ রকম ভাবে নতুন করা হয়েছে। যখন, সে লাইনের সবগুলির তলায়ই একটা করে নতুন ফাঁস হবে, তখন আস্তে আস্তে দড়িটাকে খুলে নাও ও সমস্ত জিনিষটাকে উল্টে দাও, যাতে কাজ করতে কর্‌তে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে যেতে পার—মোটা দড়িটাকে নতুন ফাঁসের তলা দিয়ে গলিয়ে দাও। আবার আর এক সা'র নতুন ফাঁস কর। এ রকম ভাবে কুড়ি সা'র ফাঁস কর্‌তে হবে।

কুড়ি সা'র হয়ে গেলে, মোটা দড়িটাকে খুলে ফেল, আর জালটাকে বেশ করে মাটিতে ছড়িয়ে দাও। তারপর জালটা যত পাশ তার অর্দ্ধেক মোটা, এক টুক্‌রা পিজ্‌বোর্ড তার উপর রাখ, ও দু'দিকটা তার উপর পাট করে দাও [৮নং ছবি] এখন, একটা পেন্সিল

দিয়ে, দাগ দিয়ে দেখানো লাইনটা আঁকতে হবে। আর সেই লাইনে গিয়ে, ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ এই কয় জায়গায় এবার একটা করে গোঁড়া বাঁধতে হবে। একটা জিনিষ লক্ষ্য করবে

৮ নং
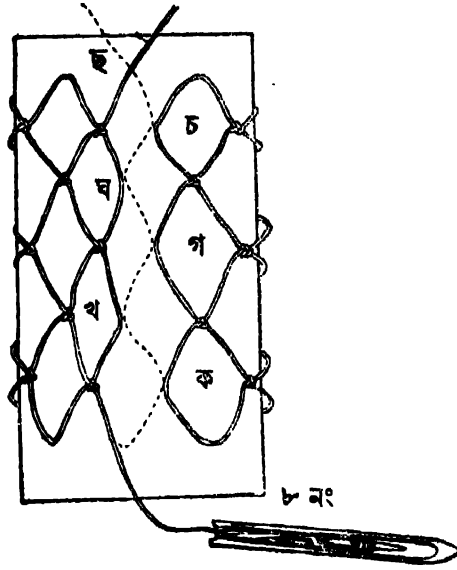
যে. ক, গ, চ আর খ, ঘ, ছ-র মধ্যে যেন এক ইঞ্চি ফাঁক থাকে। এবারে দেখবে, একটা দুদিক খোলা চোঙের মত জিনিষ হয়েছে।—এখন, এক দিককার সমস্ত ফাঁসগুলির ভেতর দিয়ে একটা সুতো গলিয়ে নিয়ে বেশ জোরে বেঁধে দাও, এটাই হবে থলের তলা। আর উপরকার ফাঁসগুলির ভেতর দিয়ে ফুট দু'য়েক লম্বা আরেকটা বেশ শক্ত সুতো গলিয়ে দাও, এখন এটাকে টানলেই থলের মুখ বন্ধ হবে। আর এটা বেশ একটা হ্যাণ্ডেলের কাজও চালাতে পারবে।

পাঁচফোড়ণ

আগুন! আগুন!!

কারও বাড়ীতে আগুন লাগলে শতকরা নব্বুই জন লোকই ঠিক করে উঠতে পারে না যে কি করবে।—সব্বার আগেই বাড়ীর বাসিন্দাদের সাবধান করে দেওয়া দরকার।

তোমাদের বাড়ী যদি ক'লকাতায় হয়, তবে তার পরেই গিয়ে সবচেয়ে কাছের fire alarm এর কাছে গিয়ে, কাঁচ ভেঙ্গে হাতল ধরে ঘুরিয়ে দিবে। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে।

আর যদি কারও কাপড়ে আগুণ ধরে যায়, তবে সাবধান, কখনো জল দেবে না, একটা কম্বল দিয়ে তাড়াতাড়ি ঢেকে দিয়ে মাটিতে গড়াতে থাক্‌বে।

সাবধান

ঝড়নাম্‌লে—

খুব পাতাওয়ালা গাছের নীচে দাঁড়িয়ো না।

কোন মাঠে বা সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে থেকো না, মাটিতে শুয়ে পড়ো।

জন্তু জানোয়ারের উপকার করা

কোন জন্তু জানোয়ারকে যদি দেখ যে সে ব্যথা পেয়েছে, তবে, সবচেয়ে আগের কাজ হলো তার মালিককে খবর দেওয়া, কারণ অন্য কাউকে দেখ্‌লেই সে যাবে কামড়াতে।

কুকুরের বেলা, এক খণ্ড দড়ি তার মুখের উপর দিয়ে নিয়ে টেনে একেবারে কানের পেছনে বেঁধে দেবে। তা হ'লে কুকুর আর কামড়াতে পার্‌বে না।

বিড়াল ধর্‌তে হ'লে ধর্‌তে হবে ঘাড়ের উপরকার চামড়া, আর, তলায় একটা হাত দিতে ভুলো না।

ঘোড়া ধর্‌তে হ'লে ধর্‌তে হবে, মাথা কিম্বা নাকে ; আর গরু ধর্‌তে হবে নাকের ছ্যাঁদায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে।

কাগজের ক্রিকেট

খেলাটার মজা হ'লো এই যে এটা তুমি এক্‌লা এক্‌লাও খেল্‌তে পার, কিম্বা আর একজন বন্ধুর সাথেও খেল্‌তে পার।

খেল্‌তে গেলে দরকার হবে,একটা পেন্‌সিল, একটুক্‌রা কাগজ,আর একখানা 'যাত্রী'।

সব্বার আগে, নীচের কথাগুলি টুকে নাও।

ক—১ খ—বোল্‌ড্‌ গ—৩, ঙ—৬ চ—৪, জ—৪ ট—কট্‌ আউট, ঞ—৬ ণ—২, ত—২ থ—৩, দ—রান্‌ আউট্‌ ণ—৫, প—১ ফ—২, ব—৩, ভ—, ম—লেগ্‌ আউট্‌ য—৬, র—৪, ল—২, শ—৩, ষ—৪, স—১, হ—ষ্টাম্পড্‌, ক্ষ—হিট্‌ উইকেট্‌।

এখন, সাদা কাগজে রুল করে, তোমার এগারো জন খেলোয়াড়ের নাম লেখ। তোমার বন্ধুকেও তেম্‌নি লিখ্‌তে বল ; যা তা নামও লিখ্‌তে পার (যেমন 'হব্‌স্‌' ইত্যাদি)।

খেলা আরম্ভ কর্‌তে হলে, সব্বার আগে তোমার কর্‌তে হবে কি একটা যাত্রী নিয়ে যে কোনো পাতা খুসী খুল্‌তে হবে, তারপর এক একটা করে বর্ণ পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌বে। আর যেমন কথাগুলি আস্‌বে, তেমন তেমন তোমার প্রথম খেলোয়াড়ের নামের পাশে নম্বর লিখ্‌বে। যতক্ষণ না সে আউট্‌ হয়ে যায়। এম্‌নি ভাবে তোমার সব খেলোয়াড় আউট হয়ে গেলে তুমি তোমার নম্বর যোগ দেবে। তার পরে তোমার বন্ধু খেল্‌লে, যার নম্বর বেশী হবে সে জিৎবে।

— —
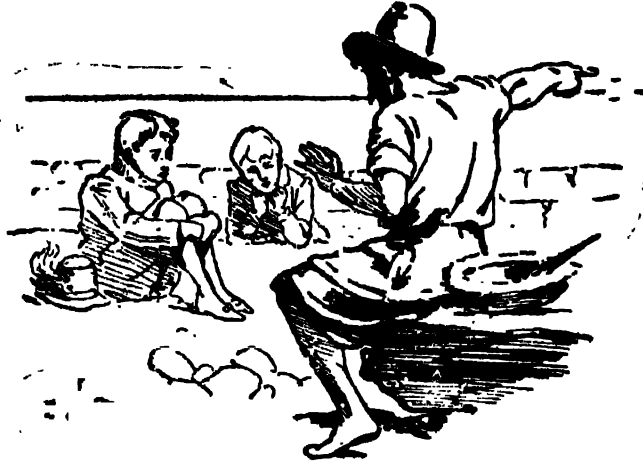
নিরুদ্দেশ

(শ্রীসুবিনয় রায়)

রমেশ ছেলেটা একটু পাগলাটে গোছের। শরীরে তা'র আশ্চর্য্য ক্ষমতা, চেহারাখানাও তেমনি বিরাট। বড়লোকের ছেলে, নিজের মোটর আছে, চালাতেও পারে খুব ভাল;—তাই বি-এ পরীক্ষা দিয়ে সে দিন রাত মোটর নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ যাচ্ছে হরিহরনগর, কাল ফাক্‌না, পরশু ভজহরিপুর—আবার তা'র পরের দিনই দেখ সে ফিরে এসেছে।

প্রমথ যে এক্সপার্ট ডিটেক্‌টিভ হয়েছে সেটা রমেশের বিশ্বাসই হয়না। জার্ম্মেণী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, সুইজারল্যাণ্ডের বড় বড় ডিটেক্‌টিভের আড্ডায় থেকে, তাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ভাল ভাল সার্টিফিকেট নিয়ে প্রমথ সেদিন বিলাত থেকে ফিরেছে। সরকারী ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেণ্টে তার ৮০০৲ টাকা মাইনের চাকরী পাবার কথা হচ্ছে। তবু রমেশ তা'কে হেসেই উড়িয়ে দেয়। প্রমথ মুচ্‌কি হেসে বলে, "একদিন বুঝবে ভায়া! ফাঁপড়ে পড়্‌লে শর্ম্মা ছাড়া আর গতি নাই। সবুরে মেওয়া ফলে!"

সেদিন সকালে আমরা প্রমথর বাড়ীর বৈঠকখানায় ব'সে গল্প করছি, এমন সময় রমেশ এসে বল্‌ল, "আজ ভাই হরিহরনগর যাচ্ছি। তুমি তো সেবার বলেছিলে, যখন যাব আমার সঙ্গে যাবে—চল না ভাই!" প্রমথ বল্‌ল "আজ আবার আমাকে পীরনগরে একটা কেসে যেতে হবে—বড় Interesting কেস্। তুমি ক'টায় রওয়ানা হবে?" রমেশ বল্‌ল "আমি ৮৷৷০ টায় যাব।" প্রমথ বল্‌ল "আমাকেও প্রায় ঐ সময়ই যেতে হবে।

দু'জনে এক সঙ্গে রওয়ানা হওয়া যাবে;—কি বল ? আমি আমার উইলিস্-নাইট্ সেডানখানা নেবো।" রমেশ বল্‌ল, "আচ্ছা তাই হবে। আমি আমার ফোর্ডেই পাড়ি দেবো, তা' হ'লে এখন চল্‌লাম ভাই; স্নান, খাওয়া-দাওয়া সেরে তো বের হ'তে হবে।"

ঠিক সাড়ে আটটার সময় রমেশ একটা ছেঁড়া কোট প'রে, পুরাণো তেলমাখা একটা টুপি মাথায় দিয়ে তার টু-সিটার ফোর্ডখানা নিয়ে প্রমথদের বাড়ীর সাম্নে হাজির হ'লো। প্রমথও তখন প্রস্তুত : শুধু পীরনগর থানার দারোগার কয়েকটা কাগজ নিয়ে আস্‌বার কথা, সে জন্য সে অপেক্ষা কর্‌ছে। খানিকবাদে দারোগা এসে হাজির হ'লো—কিন্তু কাগজপত্রের একখানা উকিলের বাড়ী ফেলে এসেছিল ব'লে আবার তা'কে কাগজ আন্‌তে পাঠান হ'লো। প্রমথ রমেশকে ডেকে বল্‌ল, "তুমি রওনা হয়ে পড় ভাই ; আমার যেতে কত দেরি হবে কে জানে ?" রমেশও তখনই রওয়ানা হ'য়ে পড়্‌ল। আমি প্রমথর সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে তা'র উইলিস্-নাইটে চড়ে বসেছিলাম ; কাজেই আমিও পিছনে পড়ে রইলাম।

যা হোক্ ; দারোগার ফির্‌তে বেশী দেরী হ'লো না ; রমেশ যাবার দশ-বারো মিনিটের মধ্যেই কাগজ শুদ্ধ এসে হাজির হ'লো। আমরা তাকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হয়ে পড়্‌লাম।

তখনও গরম পড়েনি, রোদের ঝাঁঝ মোটেই নাই। বেশ দিব্যি ফুর্ ফুরে হাওয়া বইছে ; আমরাও খুব আরামে চ'লেছি। সোজা রাস্তা, দুধারে মাঠ ; মাঝে মাঝে শুধু রাস্তায় একটু চড়াই-উৎরাই। কোন কোন জায়গায় রাস্তার কাছেই ছোট ছোট টিপি আছে ; কোন কোন জায়গার জমি উঁচু নীচু। ক্রমে দু-ধারের জমি একটু বেশী উঁচু নীচু হয়ে গেছে।

আমরা তখন পীরনগরের কাছাকাছি ; রাস্তা খুব সোজা তাই অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে। দূরে মনে হ'লো, রাস্তার ধারে নালার পাশে একটা মোটর কাৎ হ'য়ে পড়ে আছে। ক্রমে কাছে এসে দেখ্‌লাম এযে রমেশের মোটর! তখনই আমরা মোটর থেকে নেমে ছুটে দেখ্‌তে গেলাম ব্যাপারখানা কি ! মোটরটা বেশী কিছু জখম হয়নি ; শুধু বাঁ পাশের মাড্‌গার্ড দুখানা দুম্‌ড়ে গেছে আর Wind screenএর কাঁচটা ভেঙ্গেছে। রমেশকে কিন্তু কোথাও দেখ্‌তে পেলামনা। "রমেশ !" "রমেশ !" বলে কত ডাক্‌লাম্, কোনই সাড়াশব্দ পেলামনা।

পাশেই একটা টিপি ছিল, তার উপর চড়ে চারিদিকের দৃশ্য অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সেটার উপর চ'ড়ে আমরা চারিদিক দেখ্‌তে লাগ্‌লাম ; সঙ্গে বাইনোকিউলার ছিল তা' দিয়েও চারিদিক দেখ্‌লাম—রমেশের কোন চিহ্ন নাই।

ব্যাপারটা বড়ই আশ্চর্য্য মনে হ'লো। রমেশ রওয়ানা হবার ১০।১২ মিনিট পরেই আমরা রওয়ানা হয়েছি ; আমাদের গাড়ীর speedও অনেক বেশী। রমেশের accidentটা

হবার বড় জোর ৫।৭ মিনিট পর আমরা সেখানে পৌঁছেছি; অথচ রমেশের কোন পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না। যদি দৌড়েও গিয়ে থাকে, ৫।৭ মিনিটের মধ্যে সে অদৃশ্য হতেই পারেনা, কারণ চারিদিকে সমান জমি থাকাতে ৩।৪ মাইল পর্য্যন্ত বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর দৌড়েই বা যাবে কেমন ক'রে? Wind screenটা যে ভাবে ভেঙেছে, তা দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে রমেশ সেটার সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে—সম্ভবতঃ ত'ার মাথাটাই ঠুকেছে। তা' হ'লে সে অন্ততঃ কিছুক্ষণ মাথা ঘুরে পড়েছিল। ত'ার পরই উঠে তাড়াতাড়ি চলা ত'ার পক্ষে অসম্ভব হবে—দৌড়ান তো দূরের কথা। আর, কেনই বা সে দৌড়াতে যাবে? যদি দৌড়ে না গিয়ে থাকে তা'হলে তো এতক্ষণে বেশীদূরও যেতে পারেনি। তবে কেন তা'কে দেখা যাচ্ছে না? যদি বেশী রকম জখম হয়ে থাকে আর নিজে চল্‌তে না পারায় অন্য কেউ ত'াকে ব'য়ে নিয়ে গিয়ে থাকে, তা' হ'লে তো দেখাই যেত। অত বড় লাশ ব'য়ে নিয়ে যাওয়া কি কম কথা।

এই রকম নানা জল্পনা কল্পনা চ'লেছে, এমন সময় প্রমথ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "চল চল, শীগ্‌গির চল! বাঁ দিকের ঐ খাদটার দিকে দেখে আসি গিয়ে।" বাঁয়ে, প্রায় ৩০০ হাত দূরে একটা খাদ দেখে যাচ্ছে, সেটার দিকে আঙ্গুল দিয়ে প্রমথ দেখা'ল। আমরাও উচ্চবাচ্য না ক'রে তার সঙ্গ নিলাম। খাদের ধারে গিয়ে নীচের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম খাদ বেশী গভীর; নীচে একটা ছোট ঝর্‌না বয়ে গেছে। প্রমথ চেয়ে দেখে চিৎকার ক'রে উঠ্‌ল, "ঐ ঐ!" আমরাও চেয়ে দেখ্‌লাম, খাদের এক পাশে রমেশের গায়ের কোটটা আর টুপিটা প'ড়ে আছে।

তাড়াতাড়ি খাদের নীচে নাম্‌বার জন্য আমরা একটু পেছিয়ে গেলাম। এক জায়গায় মাটিতে ধাপ কাটা আছে দেখে সেখান দিয়ে আস্তে আস্তে নাম্‌তে লাগ্‌লাম। ধাপের মাটি নরম ছিল; তা'র উপর পায়ের দাগও ছিল। প্রমথ দাগ পরীক্ষা ক'রে বল্‌ল, "যে লোক এখান দিয়ে নেমেছে তার পা ছোট; কিন্তু পায়ের চেহারা দেখ্‌লে বোঝা যায় লোকটির বয়স অনেক। আরেকটি অস্পষ্ট দাগ দেখা যাচ্ছে সেও বয়স্ক লোকেরই; তবে, এ দাগ অনেক বড় পায়ের। এর কোনটাই রমেশের পায়ের দাগ হ'তে পারে না। আর, খালি পায়ে সে যাবেই বা কেন?" এই কথা বল্‌তে বল্‌তে আমরা নীচে নেমে পড়্‌লাম।

রমেশের কোট আর টুপি হাতে তুলে নিয়ে প্রমথ অনেকক্ষণ ভাল ক'রে দেখ্‌ল। কোটের পকেটে কিছুই নাই; একটা পকেট ছিঁড়ে গেছে। পাশ দিয়ে একটা ছোট ঝর্‌ণা বয়ে যাচ্ছে; তা'র জলে কোট আর টুপি ভিজে গেছে। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আশে-পাশে কোথাও পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছে না। প্রমথ বলল, "নিশ্চয়ই ঝর্‌ণার জলের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল: না হ'লে পায়ের দাগ গেল কোথায়? দেখে শুনে যা মনে হচ্ছে, দু'টি লোক রমেশকে বয়ে নিয়ে এই পথ দিয়ে গেছে। কিম্বা হয়তো উপর থেকে কেউ

ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে ; নীচে দুটি লোক ছিল, তারা ওকে তুলে নিয়ে চলে গেছে। পকেটে যা কিছু জিনিষপত্র ছিল তা লোক দুটি নিয়ে গিয়েছে ; কোটটা ফেলে রেখে গিয়েছে। টুপিটা তো মাথা থেকে প'ড়ে যাবেই। এখন চল, আবার উপরে গিয়ে আশেপাশের জমি পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক্।"

উপরে উঠে খাদের কিনারের জমি পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল, এক জায়গার মাটি খানিকটা যেন ধ'সে পড়েছে। ঠিক তারই নীচে খাদের মধ্যে কোট আর টুপি পাওয়া গেছিল। তখন স্পষ্টই বোঝা গেল, রমেশকে ঐখান দিয়ে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

আর একটু এগিয়ে, রাস্তার দিকে যেতে একটা হাতুড়ি পাওয়া গেল। একেবারে নতুন হাতুড়িটা, শুধু তার হাতলের উপর একটা আঙ্গুলের ছাপ রয়েছে। ছাপ দেখে প্রমথ বলল, "স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যে লোকটার পায়ের দাগ খাদের ধারে মাটির উপর পাওয়া গেছে, এ দাগ সেই লোকেরই হাতের আঙ্গুলের। পা যে ধরণের ধ্যাবড়া গোছের, হাতের আঙ্গুলও এর সেই রকমই ধ্যাবড়া—" কথা শেষ হ'তে না হ'তেই প্রমথ হঠাৎ চম্‌কে থেমে গিয়ে, চোখ বড় করে ব'লে উঠ্‌ল, "দেখেছ ?—এই দেখ ! হাতুড়ির উপর রক্তের দাগ। এখন কি আর কোন সন্দেহ আছে ? এ নিশ্চয়ই একটা খুনের ব্যাপার। চল শীগ্‌গির, আবার একবার খাদের মধ্যে নেমে দেখি, লোকগুলো যে দিকে রমেশকে নিয়ে গেছে সেই দিকে এগিয়ে আর কিছু দেখ্‌তে পাই কি না।"

তাড়াতাড়ি খাদে নেমে আমরা এগিয়ে যেতে চেষ্টা করলাম। একটু যেতে প্রমথ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"ঈ—ঈ—স্ !" চেয়ে দেখি প্রকাণ্ড এক জোঁক প্রমথর পায়ে কাম্‌ড়ে ধরেছে ! চারিদিকেই দেখি জোঁকে কিল্‌বিল। সাম্নেও যাবার উপায় নেই ; ঘন জঙ্গলে অন্ধকার। খাদ বেশী চওড়া নয়, তাই দু'ধারের গাছ নুইয়ে পড়ে ঘন জঙ্গলের সৃষ্টি হয়েছে তখন আর উপায় কি ? তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম।

প্রমথর পায়ের জোঁক ছাড়িয়ে আমরা তখনই সেই হাতুড়ি, কোট আর টুপি নিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে মোটর চালিয়ে পীরনগরের থানায় উপস্থিত হ'লাম। সেখানে পৌঁছে প্রথমেই থানার ইন্‌স্পেক্টারকে কোট, টুপি আর হাতুড়ি দিয়ে সব ঘটনা বলা হ'লো ; ডায়েরিতে সব কথা লেখাও হ'য়ে গেল।

তখনই ইন্‌স্পেক্টার বাবু ২।৩ জন কনষ্টেবল সঙ্গে নিয়ে আমাদের গাড়ীতে চ'ড়ে সেই জায়গায় ফিরে এলেন। সব দেখে শুনে তিনিও বললেন, "খুন যে হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কিন্তু, এ রকম রহস্যময় খুন আমি আমার জীবনে দেখিনি। এত বড় লাশকে মুহূর্ত্তের মধ্যে সরিয়ে ফেলা এক ব্যাপার ! আশে-পাশে কোথাও তো লুকাবার জায়গা নেই। ব্যাপারটা যা হয়েছে, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। হাতুড়ির ঘা মেরে, অথবা হাতুড়ি ছুঁড়ে মেরে প্রথমে রমেশ বাবুকে বে-দম করা হয়েছে। তখন মোটর খানায়

প'ড়ে যাওয়ায় রমেশ বাবুর মাথা wind-screenএ ঠুকে যায় : তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। তারপর তাঁকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে এত ঘটনা ঘটা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয়। *এখনই এ বিষয়ের তদন্ত হওয়া দরকার।"*

তখনই আমরা আবার থানায় ফিরে এলাম। তখন অনেক বেলা হয়েছে, তাই আমরা ডাকবাংলায় চ'লে গেলাম। স্নান খাওয়া সেরে বিষণ্ণ মনে আবার থানায় এ'লাম। ইন্‌স্পেক্টারবাবু তখন একটা পুরস্কারের 'নোটিশ' লিখ্‌ছিলেন—যে এ বিষয়ে খবর এনে দিতে পার্‌বে তাকে ১০০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রমথ তাঁকে বারণ ক'রে বল্‌ল, "দেখুন ইন্‌স্পেক্টারবাবু। অমন কাজও করবেন না। আগে খুব ভাল রকম্‌ খোঁজপাত নিজেদের ডিপার্টমেণ্ট থেকে করুন ; কল্‌কাতার সি-আই-ডি থেকে দু'টি পাকা লোক আনান্‌; আমি তাঁদের সব বাৎলে দেবো ; তা'রা এ বিষয়ে তদন্ত চালাক্‌। যদি দু' তিন দিনে কিছু না হয় তা' হ'লে শেষটায় নোটিশ যেতে পারে।"

ইন্‌স্পেক্টারবাবু বল্‌লেন, "আপনি স্বয়ং যখন উপস্থিত আছেন তখন আর ভাবনা কিসের ? কল্‌কাতা থেকে সি-আই-ডি আন্‌তে হ'লে অনেক দেরি—সরকারী ব্যাপার তো আর চট্‌ ক'রে হবার জো নেই। উপরওয়ালা থেকে নীচ পর্য্যন্ত সরকারী দপ্তর মাফিক্‌ হুকুম, নোট ইত্যাদি হবার পর অর্ডার বেরুবে ; ততদিনে এ কেস্‌ বাসি হয়ে যাবে। এমন serious case-এ এক মুহূর্ত্ত দেরি করা চলে না।"

এমন একটা রহস্যময় ব্যাপার কতক্ষণ আর চাপা থাকে ? বাড়ীতে, রাস্তায়, ডাকঘরে, ইস্কুলে, বাজারে, চা'য়ের দোকানে সে দিন শুধু একই কথা।

এ দিকে, আমরা আবার সেই খুনের জায়গায় ফিরে এলাম। সঙ্গে ইন্‌স্পেক্টারবাবু, দারোগা, ৮।১০ জন পুলিশ, একটি স্থানীয় ডিটেক্‌টিভ। প্রমথ যে ভাবে বাৎলে দিল সেই ভাবেই দুই তিন দলে ভাগ হয়ে সকলে তদন্তে চ'লে গেল। রাত্রি প্রায় ৮টার সময় সকলেই আবার ঘটনাস্থলে ফিরে এল—কোনই খবর নাই। নিরাশ হয়ে তখন সকলে রমেশের মোটরে থানায় ফিরে এলাম। প্রমথ অনেকক্ষণ চিন্তিত ভাবে মাথায় হাত দিয়ে থেকে বল্‌ল, "পুরস্কারের 'নোটিশটা' তা'হলে দিয়েই দিন্‌। রমেশের বাবা খুব বড়লোক ছিলেন—তিনি সম্প্রতি মারা গেছেন। ওদের কোন টাকার অভাব নেই ; ১০০০৲ ছেড়ে ৫০০০৲ টাকা পুরস্কারও দিতে স্বীকার কর্‌লে কোন ভাবনা নেই ; পুরস্কারের পূরো টাকা আদায় কর্‌বার ভার আমি নিলাম। বেশী টাকা পাবার লোভে অনেকেই এ বিষয়ের খোঁজ নেবে। খুনীর জানা লোক পুরস্কারের লোভেও খুনীকে ধরিয়ে দিতে পারে।"

তখনই ছাপ্‌তে দেওয়া হ'লো—৫০০০৲টাকা পুরস্কার" ইত্যাদি। রমেশবাবুর সম্বন্ধে যে সঠিক খবর দেবে, যা'র দ্বারা খুনীর সন্ধান পাওয়া যায়, অথবা রমেশবাবু জীবিত থাক্‌লে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়, সেই এ পুরস্কারটা পাবে।

পরদিন সকালেই পীরনগরের রাস্তায় ঘাটে দেওয়ালের উপর প্ল্যাকার্ড লাগিয়ে দেওয়া হ'লো—৫০০০৲ টাকা পুরস্কার—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

চারিদিকে হৈ-হৈ-রৈ-রৈ, থানার সাম্নেও বিস্তর লোক,—কোন খবর পাওয়া যায় কি না। প্রমথর সঙ্গে আমিও থানায় গিয়ে ব'সে আছি; সকলের মুখেই গভীর ভাবনার চিহ্ন। কত লোক আস্‌ছে যাচ্ছে, সকলেই খবর জিজ্ঞাসা ক'রে চ'লে যাচ্ছে। একটি লোক শুধু অনেকক্ষণ ধ'রে কোণায় দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় বড় পাগ্‌ড়ি, বড় চাপ দাড়ি, লম্বা গোঁফ, চোখে কালো ঠুলি, পরণে ধুতি, পাঞ্জাবী, হাতে মোটা লাঠি। অনেকক্ষণ তা'কে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখায় দারোগাবাবু তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন তার কি চাই। সে এগিয়ে এসে আস্তে চাপা গলায় বল্‌ল যে বাইরের লোকের সামনে সে কিছু বল্‌তে পারেনা; নিরিবিলি হ'লে বল্‌বে। তখনই বাইরের সব লোকদের বিদায় করা হ'লো; বাইরের দরজাটাও বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'লো।

লোকটি আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে, একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়্‌ল। মাথার পাগ্‌ড়ি খুলে, লাঠিটা রেখে সে দাড়িতে হাত দিল। হঠাৎ এক টানে দাড়ি গোঁফ খুলে ফেল্‌ল—সে গুলো ছিল নকল দাড়ি গোঁফ।—ওমা! এযে রমেশ!

তখন স্পষ্টগলায় সে বল্‌ল, "রমেশবাবুকে জীবিত এনে হাজির ক'রেছি—এখন ৫০০০৲ টাকার পুরস্কারটা দিন্‌তো আমায়!"

সকলে আমরা এত চম্‌কে গেছিলাম আর এত অবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম যে মিনিট খানেক আর কা'রোর মুখে কথা সর্‌ল না।

রমেশই প্রথম কথা বল্‌ল। প্রমথর দিকে চেয়ে, চোখ টিপে, মুচ্‌কি হেসে সে বল্‌ল "কিহে ডিটেক্টিভ সাহেব! খুনের ব্যাপারটা কি রকম একবার শুনিই না।"

প্রমথ বল্‌ল, "চল চল! আর চালাকি মেরো না। মিছামিছি এতগুলো লোককে হয়্‌রাণ করালে, এত খরচপত্র করালে। ৫০০০৲ টাকাতো পাবেই। তবে, সে টাকাটা তোমাকেই বের কর্‌তে হবে,—লক্ষ্মী ছেলের মত একখানা ৫০০০৲ টাকার চেক্ লিখে ফেলতো। সেই চেক্ ভাঙ্গান হ'লেই তোমায় ৫০০০৲ টাকা দেওয়া হবে। এখন বাড়ী যাই চল!"

তখনই আমরা তিন জনে ডাক বাংলায় ফির্‌লাম। প্রমথ বেচারার মুখ একেবারে কাঁচু মাচু, সে ফির্‌বার সময়ই বল্‌ল, "আমি ঠিক জানি তুমি গা ঢাকা দিয়েছিলে। রমেশ বল্‌ল, "আর চাল মেরো না দাদা! তোমার বিদ্যে সব বোঝা গেছে।"

ডাক বাংলায় ফিরে রমেশ সব ঘটনা খুলে বল্‌ল, "পথে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখ্‌লাম বন্ধু হিতেন ঘোষের মোটর থেমে আছে। নেমে হিতেনকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম ব্যাপার খানা কি! হিতেন বল্‌ল, 'সাম্নের টায়ার দুটো আরেকটু পাম্প করা দরকার; তাই দাঁড়িয়েছি।' আমিও দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম।"

"হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি জাগ্‌ল। তখনই কোটের পকেট থেকে সব জিনিষপত্র বের ক'রে নিয়ে পাশের পকেটটা টেনে ছিঁড়ে, কোটটা আর টুপিটা খাদের মধ্যে ফেলে দিলাম। তারপর মোটরটাকে আস্তে আস্তে ঠেলে নালায় ফেল্‌লাম; একটা হাতুড়ি দিয়ে Wind screenএর কাঁচখানাকেও ভাঙ্‌লাম। তাড়াতাড়িতে হাতটা একটু কেটে গেল, তাই রেগে হাতুড়িটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। তারপর হিতেনের মোটরে সোজা পাড়ি দিলাম। সে গেল হরিহরনগর—আমি পথে পীরনগরেই নেমে রইলাম—শুধু মজা দেখবার জন্য। তারপর যা' হ'লো তা' আর বলে দরকার কি? থানায় যা কিছু ঘট্‌ছিল সবই আমি সঙ্গে সঙ্গে জান্‌তে পেরেছি--আমার একটি চর থানায় দু'দিন হ'লো চাকুরি নিয়েছে। যখন দেখ্‌লাম ৫০০০৲ টাকা পুরস্কার, তখন আর লোভ সাম্‌লান গেল না। খুন তো হয়েছেই—তার প্রমানও তোমরা নাকি পেয়েছিলে—তবে, লাশটা উধাও হওয়া কোন কাজের কথা নয়; তাই এই জল-জ্যান্ত লাশখানা সশরীরে থানায় হাজির হ'লো। এখন ডিটেক্টিভ সাহেব কি বলেন?"—প্রমথর মুখে কথাটি নাই, বেচারা বল্‌বে আর কি?

প্রচ্ছদপট পরিচয়

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কলিকাতার ২য় সঙ্ঘের ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনর। তিনি বাংলাদেশের প্রথম বাঙ্গালী ডিঃ কমিশনর। ১৯১৬ খৃঃ অব্দে বাংলায় প্রথম স্কাউটিং আরম্ভ হয়। বসু মহাশয় তখন হইতেই স্কাউটিংএ যোগদান করেন। তখন কলিকাতার ডিঃ সিঃ ছিলেন মিঃ এন্ এম্ রস্। আর বসু মহাশয় ছিলেন ২য় ট্রুপের স্কাউট। তারপর ১৯১৮ সালে তিনি ঐ ট্রুপের স্কাউট-মাষ্টার হন। কিন্তু তখনও বাংলার স্কাউট সম্প্রদায় বেডেন পাওয়েল স্কাউট দলের সঙ্গে সম্মিলিত হয় নি। ১৯২০ সালে কলিকাতায় যে কন্‌ফারেন্স হয় বসু মহাশয় তার সেক্রেটারী হয়েছিলেন এবং সেই কন্‌ফারেন্‌সে ভারতবর্ষের সমস্ত স্কাউটসম্প্রদায় একত্র করে বেডেনপাওয়েল দলের সঙ্গে সম্মিলিত করা হয়। ১৯২১ সালে তিনি বয়স্কাউট এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ার সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। তখন স্যার আল্‌ফ্রেড্ পিক্‌ফোর্ড ছিলেন চীফ্ কমিশনর। বসু মহাশয় ও স্যার আল্‌ফ্রেড্ পিক্‌ফোর্ড দু'জনে মিলে ভারতবর্ষে বয়স্কাউট সঙ্ঘের যে উন্নতি সাধন করেছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। জেনারেল সেক্রেটারী হয়ে তিনি যা করেছেন, তার জন্য লর্ড রেডিং নিজে তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। আর ১৯২২ খৃঃ অব্দে চীফ্ স্কাউট স্যার রবার্ট তাঁকে মেডেল অফ্ মেরিট্ প্রদান করেন। কলিকাতা বয়স্কাউট ২য় সঙ্ঘের ডিঃ কঃ মিঃ জে, কার্কাহম্‌এর পর বসু মহাশয় কমিশনর হন। কিন্তু তিনি যখন ২।২য় ট্রুপের স্কাউটমাষ্টার ছিলেন, তখন তাঁর ট্রুপ যে রকম উন্নতি করেছিল, তাহা উল্লেখযোগ্য।

তাঁর ট্রুপে ছয়জন কিং স্কাউট ছিল। এটা একমাত্র তাঁরই পরিচালনার গুণে। কলিকাতার স্কাউট সংক্রান্ত এমন কোন ব্যাপার নেই, যার একটা না একটা ভার তিনি গ্রহণ না করেছেন। ১৯২৯ সালে তাঁর শরীর খারাপ হওয়াতে বিলাত যান। সেখান গিল্‌ওয়েল পার্কে তিনি কমিশনরস্ ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন। কেবল স্কাউটিং সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি এত খাটেন তাহা নয়। কলিকাতার সব রকম খেলাধূলা ব্যাপারেও তিনি আছেন। তিনি নিজেও একজন ভাল স্পোর্টস্‌ম্যান এবং খুব ভাল ঘোড়ায় চড়তে পারেন। ছেলেদের সঙ্গে তিনি যেমন মিশ্‌তে পারেন দেখ্‌লে অবাক হয়ে যেতে হয়, আর সবাই তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করে।

৮ম বর্ষ] ভাদ্র—১৩৩৮ [৩য় সংখ্যা
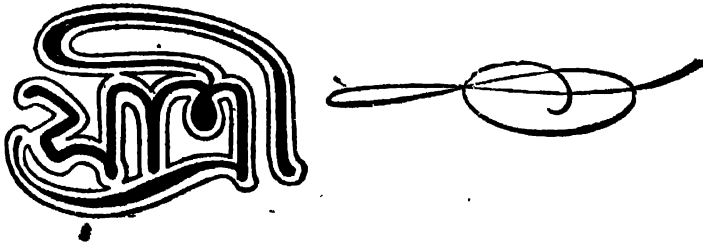
সেকেণ্ড বেঙ্গল ট্রেনিং প্যাক—১৯৩১ সন

— সম্পাদক —

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, বি, এ. (ক্যান্টাব), ব্যারিষ্টার-এট্-ল

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা

সডাক বার্ষিক মূল্য—২৲ টাকা

যাত্রী কার্য্যালয়—৫নং গভর্ণমেণ্ট প্লেস নর্থ।

ফোন—কলিকাতা ৪৭৪৫

সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	শরৎরাণী (কবিতা)	শ্রীভক্তিসুধা হার ...	৭৩
২।	হাওয়ার গান ...	শ্রীপুলিনবিহারী সেন ...	৭৪
৩।	বাহাদুর —	ক'টিক — —	৭৭
৪।	পরলোক —	শ্রীজ্যোতির্ম্ময় সেন —	৮৩
৫।	খেলাধূলা —	খেলুড়ে — —	৮৪
৬।	ক্যাম্পের পোষাক	শ্রীবিনয় ঘোষ -- —	৮৫
৭।	এ্যাক্‌সিডেণ্ট —	আংকেল — —	৮৭
৮।	নতুন গান (কবিতা)	শ্রীরামকানাই বৈদ্য —	৮৯
৯।	জাম্বুরীর গল্প —	শ্রীসত্য বসু — ---	৯০
১০।	বীরত্বের কাহিনী	গল্পে বুড়ো — —	৯৩
১১।	যাত্রীর বৈঠক —	শ্রীভবতোষ সান্যাল —	৯৬
১২।	স্কাউটিং —	মুগলী — —	৯৮
১৩।	ডাকহরকরা —	— —	১০০
১৪।	চিঠিপত্র —	— —	১০২
১৫।	শ্রীযুক্ত কে, জ্যাকারায়া	— —	১০৩
১৬।	প্রচ্ছদপট পরিচয়	— —	১০৩

ইণ্টার ট্রুপ কম্পিটিসন কুপন

(৫৯ পৃষ্ঠা দেখুন)

যাত্রী—শ্রাবণ, ১৩৩৮।

দাম—দেড় আনা।

N. Bhose.

জাম্বুরীতে বাংলার স্কাউট

(দাঁড়াইয়া) রেঃ এল্‌ফিক্‌, মনু গুপ্ত
(বসিয়া) সুনীল মিত্র; এস্‌, পি, চৌধুরী; সত্য বসু; এন্‌, জি, সিকদার; এফ, বেরী

৮ম বর্ষ] ভাদ্র—১৩৩৮ ৩য় সংখ্যা

শরৎরাণী

(শ্রীভক্তিসুধা হার)

সোনার আলো ছড়িয়ে দিয়ে
সুনীল আকাশে,
উজল করি রূপের আভায়
আজি কে আসে।

আঁচল খানি লুটায় সে কার
দিগন্তেরি গায়,
পড়্‌ছে ঝ'রে শিউলি রাশি
কার সে রাঙ্গা পায়।

কে এলো আ'জ হাসিয়ে ধরা
রূপের উচ্ছাসে,
আকাশ ভুবন উঠ্‌ল গেয়ে
কাহার প্রকাশে।

ওগো তুমি লুকিয়ে ছিলে
মেঘের আড়ালে,
আ'জ দু'হাতে সরিয়ে তারে
সামনে দাঁড়ালে

শরৎ-রাণী তোমার রূপের
মধুর আভাসে,
নবীন আশার স্বর্ণ-কমল,
হৃদে বিকাশে।

সোনার হাতের পরশে বন
চমকে উঠেছে,
কুন্দ কেলি, বাঁধন খুলি',
জুই যে ফুটেছে।

পুলক যেন উঠ্‌ছে কেঁপে
আকাশ বাতাসে,
মুগ্ধ মনের বন্দনা আজ
গাইব কি ভাবে।

———

হাওয়ার গান

(শ্রীপুলিন বিহারী সেন)

এর আগে আর একবার বেতার বিজ্ঞানের মোটামুটি ইতিহাস তোমাদের বলেছি। এবারে ক্রমে ক্রমে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাপারটা বল্‌ছি।

যদিও এর নাম বেতার কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটা তা নয়, কারণ যেখান থেকে গান পাঠান হয় সেখানে এবং যেখানে গান ধরা হয় সেখানে অনেকটা তারের দরকার হয়, খুব উঁচু খুঁটিতে তার খাটিয়ে রাখ্‌তে হয়। যেখান থেকে গান পাঠান হয় সেখানকার ঐ তারটি মুখ বল্লেই চলে, আর যেখানে শোনা যায় সেখানকার তারটি কাণ বল্লেই চলে, কারণ প্রথমটি 'গান' ছড়িয়ে দেয়, দ্বিতীয়টি গান কুড়িয়ে নেয়।

ব্যাপারটা বুঝ্‌তে হলে, গোড়ার কয়েকটা সহজ কথা বোঝা দরকার। কারণ বেতার কথাটা শুন্‌তে যেমন শক্ত শোনাচ্ছে আসলে ব্যাপারটা মোটেই তত শক্ত নয়। কারণ প্রত্যেকদিনই যখন আমরা দু'জন মুখোমুখি বসে বা দাঁড়িয়ে কথা বলি, তখন আমরা বেশ শুন্‌তে পাই, কিন্তু আমাদের মধ্যে কোন তার থাকে কি?—কাজেই রোজই আমরা আমাদের অনেক কাজ বেতারে চালাচ্ছি। এখন কথা হলো এই, যে আমরা যখন সাধারণ ভাবে গান গাই, বা কথা কই, সে গান বা কথাত' দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েনা, অথচ বেতারের বেলা এ অসাধ্য সাধন হয় কি করে? সে কথাটা বোঝ্‌বার আগে, আমরা শুনি কি করে, সেটা বোঝা দরকার। আমরা যে কি করে শুনি, তা অবশ্য খুব ভালো করে এ প্রবন্ধে বোঝান যাবে না, তাই মোটামুটি বল্‌ছি। আমরা যখন কথা বলি, তখন, আমাদের কথার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা শব্দ বেরিয়ে আসে। তোমরা বোধ হয় জান যে শব্দের বাহন হলো বাতাস।

তোমরা এ-ও জান যে, পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায়ই বাতাস আছে, তা না হ'লে আমরা বাঁচতাম না। এখন শব্দটা করে কি, আমাদের মুখের সামনের বাতাসটাকে এক ধাক্কা লাগায় ফলে বাতাসে একটা কাঁপুনির সৃষ্টি হয়। এই কাঁপুনি ধর্‌বার একটা যন্ত্র আছে আমাদের কাণে। সঙ্গে সঙ্গে সেই যন্ত্রটাও ঠিক্ সেরকম ভাবে কেঁপে উঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে পিয়ানোর রিডের মত কতগুলি লোম, সেই তালে তালে বেজে উঠে, আর তা'রা সবাই জড়িয়ে যা শব্দ ক'রে সেটাই আমরা শুন্‌তে পাই।

কিন্তু আমরা সাধারণতঃ যখন কথা ব'লে থাকি, তখন তার গতি সেকেণ্ডে মোটে ১১৩২ ফিট, অর্থাৎ বাতাস শব্দকে ১ সেকেণ্ডে ১১৩২ ফিট ব'য়ে নিয়ে যেতে পারে।

বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, চেষ্টা কর্‌লে এই শব্দকম্পনটাকে বৈদ্যুতিক কম্পনে বদ্‌লে নিতে পারা যায়। শুধু তাই নয়, খুব মিহি আওয়াজকে চেষ্টা কর্‌লে খুব জোরালো কর্‌তে পারা যায়। আর সেই রকম ভাবেই যন্ত্রপাতি তৈরী করে বেতারের কাজে লাগাচ্ছেন।

শব্দের বাহন যেমন বায়ু; বিদ্যুৎ, আলো, তাপ প্রভৃতির বাহন হ'লো 'ইথার' বলে একটা জিনিষ।

সেটা বাতাস নয়, এ অবধি বলা যেতে পারে, আসল পদার্থটা যে কি তা' আজ পর্য্যন্ত ঠিক জানা যায় নি, তবে, বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস যে সেই পদার্থ টী জগতের সমস্ত স্থান জুড়ে আছে এবং সেইটীকেই তারা "ইথার" বলেছেন।

কথা বল্‌লে বাতাসে যে কাঁপুনির সৃষ্টি হয় সেই কাঁপুনি যদি ৩০ থেকে ৩০,০০০ বার পর্য্যন্ত ১ সেকেণ্ডে হয় তা হ'লেই আমরা কাণে শুনতে পাব, নচেৎ পাব না। কিন্তু ইথারে যে ঢেউ তোলা হয় সেটা ওর চেয়ে অনেক বেশী, আর এই দ্রুত ঢেউকে যদি টেলিফোন যন্ত্রের ভেতর চালিয়ে দেওয়া যায়, তাহ'লে তা'র পাতটা ১ লক্ষ বারের চেয়েও বেশীবার কাঁপবে। কিন্তু এই দ্রুতকম্পনের ফলে দেখা যায় যে পাতটা একেবারেই নড়ে না, স্থির থাকে; তাই এই দ্রুতকম্পনটাকে কমিয়ে নিতে হয়, ৩০ থেকে ৩০০০০ বারের মধ্যে কাঁপুনিতে পরিবর্ত্তন ক'রতে হয়, তা না হ'লে আমরা শুনতে পাই না।

এখন টেলিফোন যন্ত্রে কি আছে সেটা দেখ্‌তে হবে। একটা চুম্বক লোহা আছে, তার গায়ে সরু তার জড়ানো আছে, তার দু'টীর প্রান্তভাগ বাইরে বার করা আছে, সেই দুইটী প্রান্ত বাইরের তারের সঙ্গে যোগ করতে হয়। সেই চুম্বকটার সাম্‌নেই একটি নরম লোহার পাত থাকে, যখন সেই তারপাকানো চুম্বকের সামনে নরম পাতলা লোহার পাতটী কাঁপ্‌তে থাকে তখন কাঁপুনি অনুযায়ী সেই তারের কুণ্ডলীতে বৈদ্যুতিক প্রবাহের সৃষ্টি হয়, আর পাতটাও যেই একবার চুম্বকের দিকে আর একবার চুম্বকের উল্টাদিকে অর্থাৎ একবার সাম্‌নে একবার পেছনে কাঁপে, বিদ্যুৎ প্রবাহও ঠিক সেই রকম একবার একদিক আবার একবার অপর দিকে চলাচল করে। যদি এই বিদ্যুৎ প্রবাহটা আবার ঠিক এইরূপ একটি যন্ত্রের চুম্বকের ওপর জড়ানো তারের কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে যায় তাহলে তার সামনের লোহার পাতটি ঠিক আগেকার কাঁপুনির মতই কাঁপ্‌তে থাকবে, তা'হলেই আগে যে শব্দ ক'রে যে কাঁপুনির সৃষ্টি করা হ'য়েছিল, পরে আর একটা যন্ত্রে সেই কাঁপুনির সৃষ্টি হ'লে আগের শব্দই শুন্‌তে পাওয়া যাবে।

যখন বেতারে গান বা খবর পাঠান হয় তখন টেলিফোনের মত একটি যন্ত্রের সামনে শব্দের কাঁপুনিকে কম কাঁপুনি বৈদ্যুতিকপ্রবাহে পরিণত করা হয়, পরে

সেটাকে যন্ত্র দিয়ে "বেশী কাঁপুনি" বৈদ্যুতিক প্রবাহে পরিণত ক'রে ইথারের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তারপর আবার যখন দ্রুত কম্পনটিকে 'কম কাঁপুনিতে'তে পরিণত করে টেলিফোন যন্ত্রের ভেতর চালিয়ে দিই, তখনই আমরা আগেকার গান বাজনা শুনতে পাই।

এখন কথা হলো, কম কাঁপুনিকে দ্রুত কাঁপুনিতে বদ্‌লে, আবার যদি কম কাঁপুনিতেই আনতে হয়, তাহলে লাভটা হলো কি ?—আসল ব্যাপারটার কথা আগেই বলেছি, আমরা আস্তে আস্তে যে কথা বলি তা ত' আর চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারেনা ?—কারণ কতদূর যেয়েই কাঁপুনি যায় থেমে, কাজেই কাঁপুনির বেগ দিতে হয় বাড়িয়ে, আর তা'তে করে অনেকদূর পর্য্যন্ত গান চলে যায়।

এখন, দ্রুত কাঁপুনি বৈদ্যুতিকপ্রবাহকে কি করে ধ'রে আমরা গান শুনতে পাই তার আলোচনা করা যাক্। আমরা ঐ ইথারে ছড়ানো গান ধরবার জন্যে "কৃষ্টাল" নামে একরকম পাথর কিম্বা "ভাল্‌ভ" ব্যবহার করে থাকি। আমরা আগেই বলেছি টেলিফোনের তারও যেমন একবার সাম্‌নের দিকে এগোল অম্‌নি একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ চুম্বকে জড়ানো তারে জন্মালো, আবার যেই পেছন দিকে সরে গেল (কাঁপ্‌তে গেলে তা' যাবেই) তক্ষুণি ঠিক তার উল্টাদিকে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহের উৎপত্তি হলো। এখন ঐ কৃষ্টালের একটা মজা এই যে, টেলিফোনের তারের একদিককার বৈদ্যুতিক প্রবাহটি এর ভেতর দিয়ে চ'লে যেতে পারে আর উল্টাদিক দিয়ে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ আসে সেটা যেতেই পারেনা। অতএব একদিককার ঢেউ কৃষ্টালের ভেতর দিয়ে যেয়ে ফোণের লোহার পাতটা ঠেল্‌বে, আর তখনই আস্তে বা জোরে শব্দটা কাণে যেয়ে লাগ্‌বে।

কৃষ্টালের সুবিধে ও অসুবিধে দু'ই আছে, সুবিধে এই যে এতে ব্যাটারী লাগেনা, অসুবিধে এই যে এতে বেশীদূর থেকে শোনা যায় না, কারণ ঢেউগুলো যখন ক্ষীণ হয়ে আসে তখন তারা কৃষ্টালের ভিতর দিয়ে যেতেই পারেনা।

বাহাদুর

(কটিক)

পাঁচ

নতুন লোক

সহায়ের কথা শুনে অসিত থ' হ'য়ে গেল, খানিকক্ষণ হাঁ ক'রে সহায়ের চলন্ত মূর্তির দিকে চেয়ে রইলো। তা'র কথার স্বপক্ষে প্রমাণ নেইত কিছুই, অথচ সহায়...তা' ছাড়া তা'রই দু'জোড়া পায়ের দাগ এলো কোত্থেকে! সে বসে পড়ল, বেশ ভালো ক'রে পায়ের দাগ গুলি দেখতে লাগ্‌ল, না, এ'তে কোনই সন্দেহ নেই, তা'রই জুতো প'রে তা'রই মত বাচ্ছাছেলে কেউ নিশ্চয়ই একবার নেমেছিল জলের দিকে, আর একবার উঠেছিল, তবে তবে...রাতে কি সে ঘুমের ঘোরে এ কাণ্ড করেছে। কিন্তু...সেই পায়ের দাগই বা গেল কোথায়?

সে আবার ভালো করে পাড়টা দেখ্‌তে লাগ্‌লো। হঠাৎ তার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল, সে হাততালি দিয়ে উঠ্‌ল, দেখ্‌ল, আগের পায়ের দাগগুলি কে যেন মুছে রেখেছে, জল থেকেই বোধ হয় কেউ উঠেছিল...স্কাউটদের পায়ের দাগে, অনেক দাগই আবছা হয়ে গেছে তবুও দাগ তুলে ফেল্‌বার যে চেষ্টা চল্‌ছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। আর মজা হলো, তার পায়ের দাগগুলি ঠিক ঐ মুছে ফেলা পায়ের দাগের পাশে। সহায়ের কথা সে কিছু কিছু বুঝতে পারল, কিন্তু, তার মত ছোট ছেলে আর বেশী কি করবে?

সহায় ছেলেটা ভারী আজব ধরনের। সে কোন রহস্যময় জিনিষ পেলেই লাফিয়ে উঠে, বেশ ভালো করে চারদিক থেকে দেখে, তারপর যতদিন না এর একটা মীমাংসা করতে পারে, ততদিন সে বিষয়ে তা'কে দিয়ে একটি কথাও বলাবার জো নেই। এবারেও তাই হলো। অসিতের কাছে বল্‌ল বটে অসিতের কথাই সত্যি, অন্য কারও কাছে, সে এ বিষয়ে একটি কথাও বল্‌লো না। কাজেই অসিত বেচারীর অবস্থা দিন দিনই বেশ সঙ্গীন হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কাবেরা তা'কে দেখ্‌লেই মুচকি হাসে, স্কাউটেরা ঠাট্টা করে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে শীতকাল এসে পড়্‌ল। স্কাউটরা প্রায়ই ছুটির দিনে সারাদিন কোথাও খেলা করে। আর শীতকালেই হলো সব চেয়ে সুবিধে। স্কাউটরা এক রবিবার ঠিক কর্‌ল চোর পুলিশ খেল্‌বে, সমস্ত রায়পুর গ্রামটার যেখান দিয়ে খুসী, চোরেরা পালাবার চেষ্টা করতে পারে। কাবেদেরও নেওয়া হ'লো। অসিত পড়্‌লো, সহায়ের দলে ; তারা পুলিশ। রায়পুরের একটা রাস্তা পাহারার ভার পড়্‌ল অসিতের উপর। ভারী নির্জন পথটা, দু'দিকের বেশ বড় বড় ধানের ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে, বেশ বড় একটা রাস্তা বরাবর বাজারের দিকে চলে গেছে।

অসিত, সবে মাত্র, একটা গাছের আড়ালে লুকিয়েছে, এমনি সময়ে একটা বেশ বড় লরি, সেখান দিয়ে ঝকর্ ঝকর্ করে চলে গেল। কিন্তু বোধ হয়,গজ দু'য়েক দূর অবধিও গেল না, ঠিক তার একটু সাম্‌নেই গিয়ে থাম্‌লো। ড্রাইভার হুঁসিয়ার হ'য়ে চারিদিক তাকিয়ে দেখ্‌লে। কেউ কাছে নেই দেখে, লরির উপরের একটা বাক্স একটু তুলে ধর্‌ল, ভেতর থেকে একজন লোক লাফিয়ে রাস্তায় পড়্‌ল্।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে চারিদিকটা একবার বেশ ভালো করে দেখে নিল। ভারী ছেঁড়া তার পোষাক, লাল দাড়ী গোঁফ, মস্ত বড় একটা মুখ, দেখ্‌লে পরেই কেমন একটা বিতৃষ্ণা জন্মে যায়, পিঠে আবার মস্ত বড় এক থলে। নির্জ্জন পথে কেউ নেই দেখে, আস্তে আস্তে সে হাঁট্‌তে আরম্ভ কর্‌ল।

অসিত সেই সেদিন থেকেই যে নতুন লোক দেখ্‌ছে, অমনি তাদের বাড়ীঘর, কেন আসা, সব খোঁজ নিচ্ছে, সেই সাইকেলওয়ালার একটা হদিস্ তা'র করতে হবেই। সে নিজের চোখে যা দেখেছে ..

নতুন একটা লোক, যখন চোরের মত ভয়ে ভয়ে চারদিক দেখে নিয়ে চল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল, অসিত তখন হেসে নিলো এক চোট্। তারপর আস্তে আস্তে রাস্তায় উঠে এসে, তা'র পেছন পেছন হাঁটতে লাগ্‌লো, পায়ে রবার সোলের জুতো, একটুও শব্দ হয় না। বাঃ একেই ত' বলে গোয়েন্দাগিরি। এম্‌নিতর সত্যি সত্যি একটা কাজের মত কাজ পেয়ে সে ভারী খুসী হয়ে উঠ্‌ল। লোকটার চলন্, বলন্, ধরন্, বেশ ভালো করে দেখ্‌ল, লোকটা ভবঘুরের দলের না হ'য়েই যায় না। কিন্তু সব চেয়ে মজার ব্যাপার

হ'লো তার ব্যাগটী। যেমনি বিরাট, তেমনি ছেঁড়া, একটা ছ্যাদা দিয়ে একটা পাঁঠার চামড়ার খানিকটা বাইরে ঝুলে পড়েছে। কিন্তু, ছালার ভেতরে নিশ্চয়ই মস্ত বড় একটা কিছু আছে—হয়ত' বা একটা বাক্স; আর তার ভেতর থেকে, কেমন যেন একটা শব্দ আসছে। ভেতরে জীবন্ত কিছু নেই তং?

এম্‌নি ভাবে কদ্দুর গিয়ে লোকটা হঠাৎ ঘুরে চাইলো। অসিত পড়ে গেলো মহামুস্কিলে, লোকটা যদি বুঝ্‌তে পারে, যে সে তার পেছন নিয়েছে, তা হ'লেত' ভারী বিপদ। কিন্তু ঘাবড়াবার ছেলে অসিত নয়।—শত হ'লেও ক'লকতার ছেলেত!

একটু এগিয়ে বল্‌ল, "নমস্কার মশাই, বল্‌তে পারেন ক'টা বেজেছে?"

লোকটার চোখ দিয়ে যেন আগুণ বেরুচ্ছে। ভদ্রলোক যখন দিব্যি ভাব্‌ছিলেন, সারা পথটাতে তিনিই একলা, ঠিক সে সময়েই কি না, একটা বাচ্ছা ছেলে ঠিক তার পেছন পেছন!

সন্দেহের চোখে চেয়ে থেকে বল্‌ল, "আট্‌টা।" অসিত এবার কি করে! লোকটাকে বেশ ভালো করে দেখে নিল, ঘড়ি ছাড়া, লোক যখন ঠিক সময় বলে দেয় তখন তার মধ্যে সন্দেহ করবার জিনিষ থাকে অনেকই। আবার লোকটাও চটেছো তার উপরে কম নয়।

অসিত হেসে বল্‌ল, "আহা রাগ করছেন কেন? আমরা চোর পুলিশ খেলছি কি না? এই এ ধারে লুকিয়েছিলুম, হঠাৎ আপনাকে দেখে…'

লোকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, মস্ত বড় দাড়ির ফাঁকে একটু হেসে বলল, "আঃ তাই বল, তোমাদের বাপু নতুন নতুন বেশভূষা দেখেই ত' চটে যাচ্ছিলাম। এ দিনে—"

"তা আর কি করবো। কিন্তু, সত্যি বল্‌ছি কাব হওয়া যা মজার, তা আপনি যদি হ'তেন…"

"তাই নাকি?"

অসিত এবার পকেট থেকে স্কিপিং রোপ (Skipping rope) বের করে স্কিপ্‌ করতে করতে বল্‌ল, "বাঃ রে, আপনার গাট্‌রী থেকে দেখ্‌ছি একটা পাঠার চামড়া ঝুল্‌ছে।"

লোকটার মুখে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল, কিন্তু সে এক মুহূর্ত্ত। সে আবার হেসে বল্‌ল, "কেন ভায়া কিনবে নাকি?"

"উহুঁ, ঠিক তার উল্টো। রায়পুর যাচ্ছেন ত?"

"নিশ্চয়ই।'

"এর আগেও নিশ্চয়ই গেছেন।"

লোকটার মুখে আবার আর একটা সন্দেহের ছায়া পড়্‌ল, অসিত কিন্তু স্কিপ ক'রেই চলেছে। লোকটা আবার একটু হেসে কি বল্‌তে যাবে, হঠাৎ অসিত তার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌ল, "মাপ করবেন, আমারও বাড়ী সে গাঁয়েই কিনা, তাই বল্‌ছি।"

"অ।"

"সেই সেখানে যে 'পূর্ণ হাঁট' ব'লে একটা হোটেল আছে না?"

একগাল হেসে সে বল্‌ল, "আরে তাই বল, পূর্ণ হাঁট?—সেখানেত' ক'বার আমি থেকে গেছি।"

এবারে মনে মনে হাসবার সময় হলো, অসিতের! রায়পুরে পূর্ণহাট ত' দূরের কথা, 'প' দিয়েই কোন হোটেল নেই।...আসল ব্যাপারটা কি?

কিন্তু ঠক্‌বার ছেলে অসিত নয়। সে চট্‌পট্‌ বলে চল্‌ল, "সেই হোটেলটা বাঁয়ে রেখে, মোড় ঘুরে একটু এগিয়ে গেলেই আমাদের বাড়ী, সেই বাড়ীতে মা আছেন—"

"তা আমি কি কর্‌বো" - লোকটা একটু অস্থির হয়ে উঠ্‌ছে।

"কাল রাত্তিরে আমাদের মাংস হয়েছিল কিনা একটা আস্ত পাঁটা;—তার ছালটা আছে, যদি কেনেন!"

"ওঃ এই, বেশ বেশ আমার মনে থাক্‌বে।" অসিত আর একবার রাস্তাটা ব'লে দিয়ে আপন মনে স্কিপ করতে লাগলো, লোকটাও আপন মনে এগিয়ে চল্‌লো।—লোকটাও মোড় ঘুরে যেই অদৃশ্য হয়েছে অম্‌নি অসিতের নোটবুক্‌ বেরিয়ে এল, একটা পায়ের দাগই যদি না সে জোগাড় করতে পারে, তবে এতক্ষণ লোকটাকে দাঁড় করালো কি কি করতে?—সে বসে পড়ে একমনে পায়ের দাগটা টুকে নিতে লাগলো। বেশ সুন্দর করে এঁকে নিলো। সে একবার মিলিয়ে নিচ্ছে, ঠিক এমন সময়ে তার পেছন দিক্‌কার ক্ষেত থেকে সহায় বেরিয়ে তার পাশদিয়ে দৌড় দিয়ে গিয়ে সামনের ক্ষেতে নাম্‌লো। যাবার সময় তার কানে কানে বল্‌লো, "সাবধান।"

অসিত চম্‌কে উঠ্‌লো, হাত থেকে নোট বইটা গেল পড়ে। সে হঠাৎ বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লোনা ব্যাপারখানা কি!—সহায়দা তবে কি, লোকটার কথা জানে?—না চোরেরা আস্‌ছে এদিক পানে? না...সহায়দার সঙ্গেও সম্বন্ধ আছে।

সে আস্তে আস্তে সহায়ের পথে চল্‌ল, ক্ষেতে নেমে দেখে সহায় একটা আলের উপর দিয়ে প্রাণপনে দৌড়চ্ছে।—সেই লোকটা যে রাস্তা দিয়ে যাবে, বরাবর তারই দিকে।—অসিত ও ছুট্‌লো তার পিছু পিছু, ব্যাপারখানা কি। একি কোন নতুন রহস্য না, সহায়দা......

সহায় যখন রাস্তার কাছাকাছি, তখন ও সে অদ্ধেক পথ আস্‌তে পারেনি।—কিন্তু মাঠটার শেষ প্রান্তে এসে সহায় দাঁড়িয়ে রইলো, এই সুযোগে অসিত খানিকটা পথ এগিয়ে এলো। দেখলো সহায় পকেট থেকে নোটবই বের করে তার কয়েকটা পাতা ছিঁড়্‌ছে টুক্‌রো টুক্‌রো করে।

অসিত পৌঁছুবার আগেই সহায় তীরের মত ছুটে বেড়িয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সে শুন্‌লো একটা ধাক্কার শব্দ, তার পরেই সহায়ের গলা, "বড় দুঃখিত!" তারপরই সব

চুপ, ব্যাপারখানা কি ?—সে উঁকি দিয়ে দেখে সহায়ের চিহ্নও নেই।—সেই লোকটা একবার চারদিক ভালো করে দেখে নিচ্ছে।—সারা মুখখানা তা'র রাগে লাল হয়ে উঠেছে।

ছয়

সহায়ের স্বপ্ন

সেদিন অনেক চেষ্টা করেও সহায়ের দেখা আর মিল্‌লো না, পরদিন ভোরবেলা, অসিত যখন তার খোঁজে বোর্ডিং-এ এল, তখন পর্য্যন্ত সে উঠেনি, অসিত বেচারী আর কি করে ?—তারই এক বন্ধুর সাথে বসে বসে গল্প করতে লাগলো। প্রায় আট্‌টার সময় সহায় ঘুম থেকে উঠ্‌লো, দুই চোখ তার ফোলা—লাল হয়ে উঠেছে।

অসিত তার হাত দু'খানা ধরে বলল, "ব্যাপারখানা কি সহায়দা, চোখ ফুলে উঠেছে।"

সহায় বল্‌ল "আমার ঘরে আয়, সব বল্‌ছি।" সে অসিতকে নিয়ে আমার ঘরে ঢুকে বল্‌ল, "রমেন তুইও আয়। ভারী মজার কাণ্ড হয়েছে।"

সহায়ের ঘরে তিন জন তিনখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বস্‌লাম।

সে বলে চল্‌লো, "কাল ভাই ভারী স্বপ্ন দেখেছি। কাল চোর পুলিশ খেলবার সময় কাণ্ড হলো কি, হঠাৎ ধাক্কা লাগ্‌লো একটা গুণ্ডা গোচ লোকের সঙ্গে।—উঃ কি শক্ত তার হাঁড়গুলো। আমি তাড়াতাড়ি মাপ করবেন বলেত আরেক দিকের ধানের ক্ষেতে গিয়ে ঢুকে পড়লুম।"

অসিতের কাছে সব কথাই শুনেছিলুম, তাই আর কিছু বল্‌লাম না, চুপ করে শুন্‌তে লাগলাম্‌, সে বলে চল্‌লো, "কিন্তু ঢুকে পড়ে সেই যে বসে পরলাম আর উঠতে পারলাম না, মাথাটা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করে উঠ্‌তে লাগলো, সারা শরীর কেঁপে উঠ্‌তে লাগলো, আস্তে আস্তে শুয়ে পড়্‌লাম। তারপর...তারপর যে সব ঘটনাগুলি ঘটেছে...সেগুলি কি সত্য না স্বপ্ন, আমি এখনও ঠিক করে উঠ্‌তে পারিনি। হঠাৎ যেন আমার মাথাটা বোঁ বোঁ ক'রে কে ঘুরিয়ে দিল, হঠাৎ মনে পড়্‌ল লোকটাকে কোন রকম সন্দেহ করেই ধাক্কা লাগিয়েছিলাম, বোধ হয় কতকটা ইচ্ছা করেই যেন তার সঙ্গে আমার কলিশনটা হয়েছিল।...কিন্তু কিন্তু কেন যে হয়েছিল, তা ঠিক মনে করে উঠ্‌তে পারলুম না। মনে হল সত্যি...ঠিক মনে করতে পারছিনে। আমি টল্‌তে টল্‌তে যেন উঠে দাঁড়ালাম, রাস্তায় এসে চারদিক চাইতে লাগলাম, হঠাৎ চোখে পড়্‌লো এক টুকরা সাদা কাগজ।......খুব জোরে একবার হেসে উঠ্‌লাম, মনটা আনন্দে ভরে উঠল, আসল ব্যাপারটা জলের মত সহজ হয়ে গেল, সেই কাগজের দিকে এগিয়ে গেলাম; কিছুদূর গিয়ে আর একটা কাগজ...আর একটা...আর একটা...এম্‌নি ভাবে কাগজ ধরে ধরে যেখানে গিয়ে উঠ্‌লাম, সেটা হলো সেই মঠের দীঘ।—দেখ্‌লাম,

দিঘীর উপর ভাসছে কয়েক টুক্‌রা কাগজ। মনে পড়ে গেল লোকটার ছেঁড়া পকেটে কাগজের টুকরা গুলি ঢুকিয়ে দেবার জন্যই তার সাথে ধাক্কা লাগিয়েছিলাম, আর কাজটা ফতে করেছি বেশ সুন্দর ভাবে। কিন্তু লোকটা জলে নাম্‌ল, অথচ লোকটা যে উঠে চলে গেছে তেমন তেমন কোন চিহ্ন দেখ্‌লাম না। সেখান দিয়ে উঠ্‌লে পরে জলের দাগত' থাক্‌ত পাড়ে। চারদিক দেখ্‌লাম.........''

অসিতের চোখ দুটো জ্বল জ্বল কর্‌তে লাগ্‌লো, সে হাততালি দিয়ে বলে উঠ্‌লো, "কেমন ?...কেমন সহায়দা ?—আমার কথাতো বিশ্বাস করোনি।"

আমি সব কথাই জান্‌তাম। উৎসুকভাবে সহায়ের মুখের দিকে চাইলাম।

সহায় হেসে বল্‌ল, "মোটেই না ভায়া, তোমার কথা এই হতভাগা ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করেনি।—সে কথা সেদিনও বলেছিলাম। শুধু কি তাই ?—তুমি যে সেদিন খালি পায়ে গিয়েছিলে এবং তোমার যে একজোড়া জুতো হারাণো গেছে তাও বোধ হয় আমি ছাড়া কেউ জানেনা।"

অবাক হয়ে অসিতের পায়ের দিকে চাইলাম। সত্যই তার পায়ে এক জোড়া নতুন জুতো। অসিত বল্‌ল, "কিন্তু সহায়দা সে পাটি জুতোত' হারিয়েছে, যেদিন পুকুর ছাঁকা হলো সে দিন ; আমি খুলে রেখেছিলাম পুকুর পাড়ে।"

"ঠিক, সেদিনই হারিয়েছিল বটে। কিন্তু তুমি যখন বল্‌ছো তখন হারায়নি, হারিয়েছিল তার অনেক আগে। পাছে কোন রকম শব্দ হয় এই ভয়ে তুমি একহাতে টর্চ্চ আর এক হাতে জুতো নিয়ে মঠে ঢুকেছিলে। আর আমাকে দেখে যখন চলে এস, তার আগেই মঠে বসেছিলে খানিকক্ষণ, তারপর ঘুরেছিলে মঠের চারিদিক আর একবার, আর সেই বারেই জুতোটা তোমার হারায়। তুমি জুতোজোড়া রেখে গিয়েছিলে। আর তার ফলে যে পায়ের দাগ দেখাতে তুমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে তার বদলে এলো তোমার পায়ের দাগ। যে একাজ করেছে সে তোমাকেও খুঁজতে কসুর করেনি, কেবল আঁধার ছিল বলেই পারেনি। সে দিনকার লোকটা যদি তোমার জুতোর দিকে দেখ্‌ত তাহলেই বাঁধ্‌ত মুস্কিল।—হয়তো সেও এই দলেরই। ভাগ্যিস্‌ বেচারা পালাবার জন্যই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল বেশী, তাই তুমি বেঁচে গেলে।"

আমরা সহায়ের অদ্ভুত ক্ষমতার কথা জানতাম, তবুও তার এই আজব কথা শুনে আশ্চর্য্য হলাম নেহাৎ কম নয়।

বল্‌লাম, "সহায়, বেশ তুমিত সব দেখলে, এখন কি থিওরী ঠিক করেছো ?"

সহায় বল্‌ল, "সে শুনবে'খন, তার আগে আমার স্বপ্ন শেষ কর্‌তে দাও।"

আমরা চুপ করলাম, সে বলে চল্‌লো, "চারদিক দেখলাম কারও কোন চিহ্ন নেই। অথচ সে লোকটা যে একটা জ্যান্ত কিছু পিঠে করে ভেতরে ঢুকেছে সে বিষয়ে মোটেই সন্দেহ নেই, অথচ জলের নীচে সে থাক্‌বেই বা কই ? তাড়াতাড়ি চলে এলাম। কিন্তু

কাল সারারাত তা'র চারদিকে ঘুর্‌লাম, কারও কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না। রহস্য দেখছি ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছে।"

আমি বল্‌লাম, "তাহলে এত বেশ পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে জলের নীচে নিশ্চয়ই একটা ঘর টর আছে। কারণ দু'দুটো লোক, একটা সাইকেল, একটা থলে এসব জিনিষত' আর অদৃশ্য হ'য়ে জলে পড়ে থাক্‌তে পারে না।"

সহায় বলল, "বেশ ধরে নিলাম, একদল লোক এসে মঠের দীঘির নীচে এক বাড়ী করেছে। তারা সেখানে কিছু কিছু জিনিষপত্র নিয়ে যায়। প্রায়ই বিদেশী ধরণের লোক, কিন্তু তারা এত জায়গা থাকতে এখানে কেন?"

অসিত বল্‌ল, "ঠিক একথাটাই আমিও ভাবছিলাম...অথচ।"

সহায় বল্‌ল "কিন্তু তা বলে আর চুপ করে বসে থাকা যায়না। অই লোকগুলি সত্যি সত্যি......"সহায় চুপ কর্‌ল। অসিত বল্‌ল, "আচ্ছা সহায়দা আজ রাত্রে আর একবার।.."

সহায় যেন কি ভাবছিল, হঠাৎ চম্‌কে উঠে বল্‌ল, "ঠিক হয়েছে তোরা যা, আমি বেরুচ্ছি।" বলে তাড়াতাড়ি সার্টটা নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল, আমরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।—সহায়রাম নিজেই আমাদের কাছে এক হেঁয়ালী!

(ক্রমশঃ)

পরলোক

(শ্রীজ্যোতির্ম্ময় সেন)

সে ছিল বিশ্বাসী—গভীর বিশ্বাসী। পরলোকে তা'র ছিল পরম আস্থা।

একদিন সে এসে আমায় বল্লে—"বন্ধু, তুমি সব কথাই উড়িয়ে দিচ্ছ, কিন্তু যদি তোমার আগে আমার মৃত্যু হয়—তবে ঠিক জেনো আমি আস্‌ব......ঠিক পরলোক থেকে আস্‌ব......তখন দেখ্‌ব তোমার মুখে এ হাসি ফুটে ওঠে কি না।"

সত্যিই সে চলে গেল আমার আগে। বছরের পর বছর চলে গেল—আমি তা'র প্রতিজ্ঞার কথা একরকম ভুলে গিয়েছি।......নিশীথ রাত্রি...শুয়ে আছি, কিন্তু ঘুম আর আসে না; মুক্ত জানালার দিকে অর্থহীন চাহনিতে চেয়ে রয়েছি—হঠাৎ একি?

এযে সেই।...জানালার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অতি ধীরে তার মাথাখানা দুলাইতেছে। উঃ দাঁড়াবার ভঙ্গিটী কি করুন!......দুরন্ত সাহস আমাকে উত্তেজিত ক'রে তুলছে।

...মাথা তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছায়ামূর্ত্তির পানে চাইলাম। ছায়ামূর্ত্তি তেমনি নির্ব্বিকার ভাবে মাথা দোলা'তে লাগ্‌ল......অসহ্য!

......সহ্য করতে পার্‌লাম না!......তীব্রকণ্ঠে তা'কে প্রশ্ন কর্‌লাম—"কি কেমন আছ?...তোমার কথাই ঠিক।...পরলোক আছে।...কি রকম লাগ্‌ছে সেখানে?"...কতক গুলি অসম্বদ্ধ কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু সে নীরব। জানালায় দাঁড়িয়ে সে করুণভাবে মাথা দোলাতে লাগ্‌ল।

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে আমি হেসে উঠ্‌লাম, "হাঃ! হাঃ! হাঃ!"...চেয়ে দেখলাম ছায়ামূর্ত্তি শূন্যে মিলিয়ে গেছে।

(খেলুড়ে)

ভাই যাত্রী,

বর্ষা এসে পড়্‌লো। বেশীর ভাগ সময়ই আজকাল ঘরে বসে কাটাতে হবে, তাই ঘরের ভেতরে বসে খেল্‌তে পারা যায় এম্‌নিতর খেলাধূলা পাঠালাম।

কান আছে ত'?

প্রত্যেকেই এক একটা করে পেন্সিল আর কাগজ নিয়ে বসে পড়। স্কাউটমাষ্টার যাবেন দূরে সরে। তারপর সেখান থেকে তিনি কয়েক মিনিট পর পর কয়েকটা শব্দ কর্‌বেন। তোমরা সবাই বসে বসে লিখ্‌বে কিসের শব্দ শুন্‌লে। যে সবচেয়ে বেশী লিখ্‌তে পার্‌বে জিৎবে সেই। স্কাউটমাষ্টার শব্দ কর্‌বেন এই রকম, যেমন, বেল বাজানো, হাততালি দেওয়া, বাঁশী বাজান, ছাপা, কাশি দেওয়া, বই উল্টান, পয়সার শব্দ ইত্যাদি।

এ'টাতে যখন বেশ একটু সড়গড় ভাব আস্‌বে, তখন, কাগজ পেন্‌সিল, আগে নেবে না, স্কাউটমাষ্টার এক সঙ্গে অনেকগুলি শব্দ করে যাবেন, সবগুলি শেষ হয়ে গেলে তোমরা লিখ্‌বে।

অন্ধকারের অন্তরেতে

চোখ বেঁধে দেওয়ার মত মজার জিনিষ নেই! তাহ'লেই সব অন্ধকার। দু'জনকে দু'ধারে চোখ বেঁধে দাও। হেড্‌কোয়াটার্সের দু' মাথায় দু'জন হামাগুড়ি দিয়ে চল্‌ছে। মধ্যে টুপি, টুল, এম্‌নি ছোটখাট সব জিনিষপত্র রেখে দিয়ে তোমরা সবাই চুপ করে চা'র দিকে বস। সাবধান! একটি শব্দও যেন না হয়, বাঁশী বাজান হলো, একজন বল্‌ল, 'অন্ধকার' অন্যজন বল্‌ল অন্তরেতে'। বাস্‌ দু'জনে শুন্‌তে পেল দু'জনের কথা। দু'জনে দু'জনকে ছুঁতে চেষ্টা কর্‌বে, যে আগে ছুঁতে পার্‌বে সেই জিৎবে। মধ্যে মধ্যে খেলোয়াড়দের চেহারা বাস্তবিকই বেশ মজার হয়ে উঠ্‌বে, সাবধান তখনও যেন তোমাদের কেউ টুঁ শব্দটী না করে। এও খেলার আর একটা অঙ্গ কি না!

পাখী ডাকে

গোল হ'য়ে সবাই ব'স। মাঝখানে একটা ছেলে, তারও চোখ বাঁধা। সে হঠাৎ একজনকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে একটা পাখীর নাম বল্‌বে, তা'র তক্ষুনি সেই পাখীর ডাক অনুকরণ কর্‌তে হবে (পার্‌বোনা বল্‌লে চল্‌বে না।) সেই ছেলেটা তখন বল্‌বে, পাখীর ডাক অনুকরণ কর্‌লো কে। যদি ঠিক বল্‌তে পারে, তবে তা'রা জায়গা বদ্‌লাবদ্‌লি কর্‌বে। এম্‌নি ভাবে খেলা চল্‌বে।

আজ এই থাক। ইতি—

ক্যাম্পের পোষাক

(স্কাউটার শ্রীবিনয় ঘোষ)

অমিয়,—

এবার ক্যাম্প থেকে ফিরে বোধ হয় তোমার অসুখ বিসুখ করেনি। যা শীত, বোধ হয় বেশী ঠাণ্ডা ছিল বলেই, ক্যাম্পটাও বেশ জমেছিল। তোমার ফার্ষ্ট ক্লাস টেষ্টের কতদূর কি করলে? ক্যাম্পে থাক্‌তে থাক্‌তে শেষ কর্‌লেই ভাল হত। কারণ ক্যাম্পে যত শীঘ্র আমরা এগুলো শেষ করতে পারি, ফিরে এসে আর হয় না। আচ্ছা অমিয় বলত ক্যাম্পে কোন জিনিষটা তোমার সব চেয়ে ভাল লাগত? থালা হতে করে খাবারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা, না রাত্তিরে মুড়ি সুড়ি দিয়ে আগুণের ধারে বসে ক্যাম্পফায়ারে গান গাওয়া! নিশ্চয় বল্‌বে, ক্যাম্পফায়ারটাই সবচেয়ে ভাল। হাঁ ঠিক তাই। আচ্ছা এবার

যখন ক্যাম্পে যাবে,—তোমাকে একটা জিনিষ তৈয়ারী করতে শিখিয়ে দিচ্ছি,—সেটা ব্যবহার করবে।

একটা সাটিনের প্রায় তিনগজ কাপড় যোগাড় করতে হবে।—বেশ রঙ্গিন কাপড় হ'লেই ভাল। কিংবা পুরণ কম্বল হলেও চলবে। তারপর সেটাকে ছবিতে যে রকম দি'চ্ছ সে রকম ভাবে কাটতে হবে।
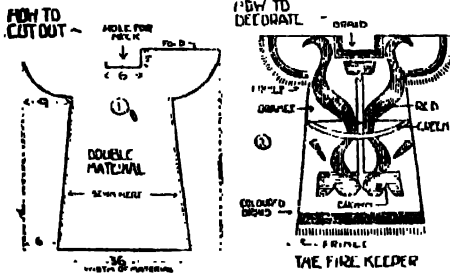
তোমার গলা যতখানি, ঝুল যতখানি এই সব একটু দেখে কাটলেই, বেশ মাপের মতন হবে। তারপর হাতের আর ঝুলের ধারগুলি সেলাই করে নেওয়া যেতে পারে। এত' হল একটা সাদাসিধে জামা। এর উপর কি রকম কাজ করতে হবে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমাদের সোল্ডার নট যে ফিতে দিয়ে হয় সেই রকম নানা রংএর ফিতে যোগাড় করে জামার গায় বসিয়ে দিতে হবে। যেখানে সেখানে বসিয়ে দিলে ভাল হবে না। বেশ ভাল ডিজাইন (Design) করতে পারলেই ভাল হয়।

আর এক রকম করেও জামাটা তৈয়ারী করতে পারা যায়। কাপড়টাকে আর কাটতে হ'বে না। ম'ধ্যখানে শুধু মাথাটা গলবার মতন করে কাটতে হ'বে। সেটার চারধারে ভাল করে সেলাই করতে হ'বে। আর ওই রকম রঙ্গিন ফিতে দিয়ে নানা রকম ছবি জামার গায় আঁকলে বেশ সুন্দর একটা জামা তৈয়ার হবে। ইতি—

———

এ্যাক্‌সিডেণ্ট ! এ্যাক্‌সিডেণ্ট !

(আকেলা)
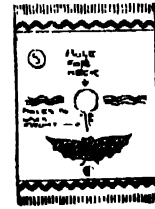
গেলবারে আমাদের শরীরের সবচেয়ে বড় শত্রুর বিষয় বলেছি, এবারে এ্যাক্‌সিডেণ্টের সময় সবচেয়ে যে জিনিষটা কাজে লাগে সে জিনিষটার কথা বল্‌বো।—কারও হাত পা ভাঙ্‌লে কিম্বা কেটে গেলে কিম্বা অন্য কোন রকম জখম হ'লে সবচে' বেশী কাজে লাগে এক টুক্‌রা রুমাল। বড় রুমাল আড়াআড়ি ভাবে ভাঁজ করে ফেল্‌লেই হলো, তাহ'লেই দুখণ্ড ত্রিকোণ কাপড় মিলবে। তার একটা তলা, দু'টা দিক, আর একটা কোণ আছে দেখ্‌বে।
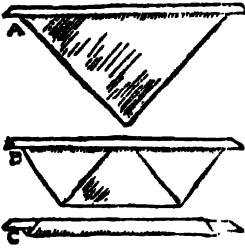
এই ত্রিকোণ কাপড়খানিকে বলে "ত্রিকোণী ব্যাণ্ডেজ" (Triangular Bandage, ব্যাণ্ডেজ দু'রকমের—সরু আর মোটা। মোটা ব্যাণ্ডেজ করতে হ'লে প্রথমে কোনাটাকে তলার মধ্যস্থলে আনতে হয় (ছবি ২নং—B) তারপর দুভাগে ভাঁজ করলেই মোটা ব্যাণ্ডেজ মিলবে আর মোটা ব্যাণ্ডেজকে আর একবার ভাঁজ করলেই সরু ব্যাণ্ডেজ মিল্‌বে (৩নং ছবি—C)

ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হ'লেই গেরো বাঁধতে হয়, কিন্তু যা-তা গেরো দিলে রোগীর পক্ষেও অসুবিধে আবার খুলতেও কষ্ট বেশ। সেই জন্য ডাক্তারেরা বিশেষ গেরো বাঁধেন তার নাম হলো রিফ নট * (Reefknot) ভুল গেরো বাঁধলেই তাকে বলা হয় গ্র্যানি নট। এই গেরো ফস্‌কে যেতে পারে। কাজেই কখনও গ্র্যানি নট বাঁধবে না। রিফ নট বাঁধা হয়ে গেলে ব্যাণ্ডেজের আগাগুলি ব্যাণ্ডেজের তলায় ঢুকিয়ে দিতে হবে।

এই ব্যাণ্ডেজ নানান জায়গায় ব্যাণ্ডেজের জন্য কাজে লাগানো যেতে পারে। তার মধ্যে প্রধান গুলি নীচে বলা হলো।

মাথার জন্যে—ব্যাণ্ডেজের তলার খানিকটা (প্রায় ১ইঞ্চি) মুড়ে নেও তারপর
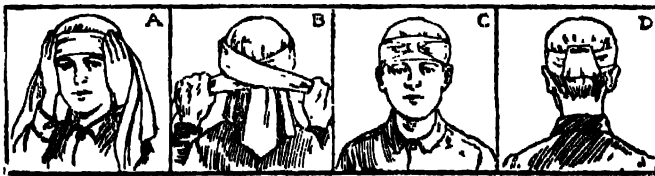
ব্যাণ্ডেজটা এমন ভাবে কপালের উপর রাখ, যাতে মুড়োন দিকটা কপালের উপর, ঠিক

---

* স্কাউটেরা সবাই রিফনট জান।

চোখের ভ্রূর উপরে এসে পড়বে আর আগাটা পেছন দিকে ঝুলে পড়বে। এবারে দু'দিকের দু'কোন, ব্যাণ্ডেজের কোণের উপর দিয়ে নিয়ে কাণের উপর দিয়ে কপালের উপর এনে বেঁধে দাও। এখন এক হাতে রোগীর মাথাটা ধরে, আর একহাতে ব্যাণ্ডেজের কোন ধরে জোরে নীচের দিকে টান, তারপর কোনাটা ঘুরিয়ে নিয়ে মাথার উপর পিন দিয়ে এঁটে দিতে হবে। (ছবি দেখ)

কপাল, মাথার ধার, বক্ষ, গাল, কিম্বা শরীরের যে সমস্ত জায়গাগুলি গোল (যেমন হাত পা ইত্যাদি)। তাদের জন্যে সরু ব্যাণ্ডেজ করে, রোগী যে জায়গায় চোট পেয়েছে ব্যাণ্ডেজের মাঝখানটা সেখানে রাখতে হবে, তারপর সেই অঙ্গের চারদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে রিফনট দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

ঘাড়ের জন্য—একটা ব্যাণ্ডেজ নিয়ে তার তলাটা মুড়ে দাও। তারপর ব্যাণ্ডেজটা এ রকম ভাবে রাখ যেন ব্যাণ্ডেজের কোণটা আহত ঘাড়ের উপর গলার দিকে থাকে। এবারে দুই দিকের দুই কোণ হাতের উপর দিয়ে নিয়ে রিফ নট বাঁধতে হবে। তারপর আর একটা ব্যাণ্ডেজ নিয়ে তার একটা দিকের একটা কোণ অনাহত ঘাড়ের উপর এমন ভাবে রাখ যে ব্যাণ্ডেজের কোণটা যেন যে হাতে ১নং ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছে, সে বগলের দিকে থাকে। তারপর তার আর একটা দিক, আহত হাতের তলা দিয়ে নিতে হবে। এর পরে আবার সে কোণটাকে টেনে উপর দিকে আহত ঘাড়ের উপর ১নং ব্যাণ্ডেজের কোণের উপর দিয়ে নিয়ে ঘাড়ের পেছনে অন্য দিকের কোণের সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে। এখন ১নং ব্যাণ্ডেজের কোণটা ২নং এর উপর দিয়ে বেশ করে টেনে নিয়ে পিন দিয়ে এঁটে দাও। কিন্তু সবচেয়ে সহজ হলো ছবির মত সরু ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বেঁধে দেওয়া (ছবি দেখ)

উরুর জন্য ঃ—ঠিক ঘাড়ের মত (ছবি দেখ)

হাঁটুর জন্য—একটা ব্যাণ্ডেজের তলাটার খানিকটা মুড়ে দাও। তারপর ব্যাণ্ডেজটাকে এমনভাবে হাঁটুর উপর রাখ যেন তার কোণটা থাকে উরুর উপর, আর তলাটা থাকে হাঁটুর ঠিক নীচে, এখন দু'দিকের কোণ দু'টিকে পায়ের পেছনে আড়াআড়ি ভাবে টান দিয়ে উরুর উপর এনে বেঁধে দাও। (ছবি দেখ) এখন কোণটাকে টেনে এনে তলার সাথে পিন দিয়ে এঁটে দিতে হবে।

কনুয়ের জন্য—ঠিক হাঁটুর মতই ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হবে কেবল, ব্যাণ্ডেজটা রাখতে হবে হাতের পেছন দিকে, আর হাতের সামনে এনে আড়াআড়ি ভাবে টেঁখে নিতে হবে।

পায়ের জন্য—পা'টা এমন ভাবে ব্যাণ্ডেজের উপর রাখ যা'তে পায়ের আঙ্গুল-

গুলি ব্যাণ্ডেজের আগার দিকে থাকে। তারপর আগাটাকে এনে পায়ের উপর রাখ।

তারপর একদিকের একটী আগা ব্যাণ্ডেজের আগার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাবে, ঠিক এ রকম ভাবে অন্য দিকের আগাটাকেও করবে, তারপর দু'দিক রিফনট দিয়ে বেঁধে দেবে। (ছবি দেখ)

হাতের জন্য—ঠিক পায়ের মত।

(ছবি দেখ)

(ক্রমশঃ)

নতুন গান

(শ্রীরামকানাই বৈদ্য)

আয়রে ভাই, ধান কাটিগে,
কচাকচ্ কচাকচ্ কচাকচ্।
বাম হাতে ধরে গুছি,
ডান হাতে ধরে কাঁচি
গোরা পেরে মারব পোঁচ
　　ফসাফস্ ফসাফস্ ফসাফস্।
গুছিগুলি একে একে,
　　রাখ্‌ব ভুঁয়ে ভাগে ভাগে
গুছিয়ে নিয়ে বাঁধব আটি,
　　টপাটপ টপাটপ টপাটপ
মাথায় করে সন্ধ্যে বেলায়,
আনব বাড়ী, করব পালা
শুকিয়ে গেলে মলব ধান
　　গজাগজ্ গজাগজ্ গজাগজ্ *

---

* বাবমাষ্টার ট্রেনিং ক্যাম্পে পঠিত।—ক্যাম্পফায়ারে বেশ হয়।

জাম্বুরীর গল্প

(সত্য বসু)

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও বন্ধুগণ,—

আজ আপনারা আমাকে জাম্বুরীর গল্প বল্‌বার সুযোগ দিয়ে যে সম্মান দেখালেন, তাঁর মর্য্যাদা আমি রাখ্‌তে পারবো কিনা জানি না। গল্পটা যাতে আপনাদের ভাল লাগে তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করবো, জানিনা কৃতকার্য্য হ'তে পারবো কিনা।

জাম্বুরীটা কোথায় হয়েছিল, তা বোধ হয় আপনাদের সবাই জানেন।—জাম্বুরী হয়েছিল বিলাতের বার্কেনহেড প্রদেশের 'এরোপার্ক' (Arrowe park) ব'লে একটা জায়গায়। কাজেই বাংলা থেকে বেশ খানিকটা দূরে,—যেতে অনেক টাকার দরকার। কি রকম ভাবে যে আমি টাকার জোগাড় করেছিলাম সে কথা না বলে শুধু এইটুকু আমি বল্‌তে চাই যে শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের (প্রভিন্সিয়াল অর্গেনাইজিং সেক্রেটারী) কাছে উৎসাহ দেখালে এসব সামান্য বিষয়ের জন্য বসে থাক্‌তে হবেনা। বাস্তবিকই আমাদের পাথেয়ের বেশীর ভাগ টাকাটাই জোগাড় করেছিলেন বসু মহাশয়।

টাকার জোগাড় হয়ে গেলে, বাদবাকী যা একটু বন্দোবস্ত করা সে সব ঠিক ক'রে একদিন(19th June 1929) ট্রেনে ওঠা গেল। বাংলা থেকে যাচ্ছি বেরি, সুনীল ও আমি। মান্দ্রাজ অবধি বেশ আসা গেল।—এখান থেকে কলম্বো গিয়ে জাহাজ ধরতে হবে। সেখানে গিয়ে শুনলাম যে জাহাজ এখনও আসেনি, কুয়াসার জন্য আসতে দু'দিন দেরী হবে। কোথায় থাক্‌তে পারা যায় জিজ্ঞাসা করায় জাহাজ কোম্পানীর লোক Y. M. C. A. —এর নাম বল্‌ল।—বাস্তবিকই ভারী সুন্দর জায়গাটা—খাওয়া দাওয়াও খুবই ভাল। সেখানকার সেক্রেটারী সাহেব আমাদের খুবই আদর যত্ন করলেন।—কলম্বোতে আরও অনেক ভারতীয় স্কাউট ছিল -U. P. ও মান্দ্রাজ থেকে একদল স্কাউট সেখানে জাহাজের অপেক্ষা করছিল, তারাও Y. M. C. A.—এতে এলেন। কলম্বোতে থাক্‌বার সময় সেখানকার D. C. C., Mr. Westrop ও জাম্বুরীতে সিংহল স্কাউটদলের নেতা Mr. D'sarein আমাদের সমস্ত সহরটা বেশ ভালো করে দেখান, সেজন্য আমরা তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ।—কলম্বো সহরটাও বেশ ভালো করে দেখা হয়ে গেল, জাহাজও এলো, সবাই মিলে হৈ হৈ করতে করতে জাহাজে উঠ্‌লাম।—উঠে দেখি জাহাজে আরও স্কাউট—

তাঁরা অষ্ট্রেলিয়া থেকে আসছেন, দলে ভারী পুরু, দুশো জন।—দেখ্‌তে দেখ্‌তে সবার সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হ'তে লাগ্‌ল।
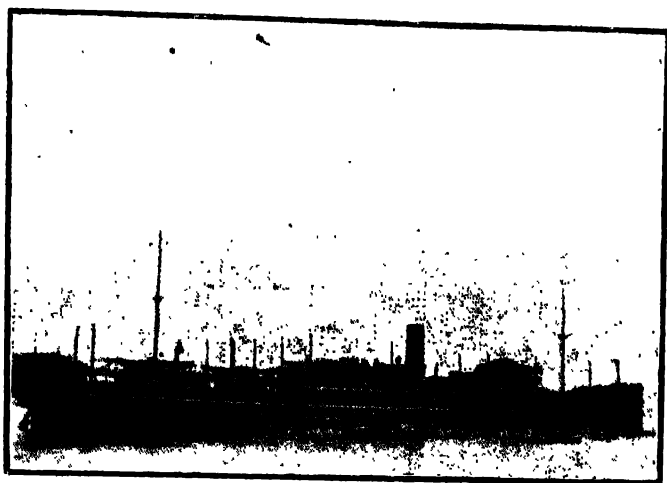
আমাদের জাহাজ।

এদিকে প্রথম জাহাজ চড়্‌বার মজা বুঝতে লাগ্‌লেম। জাহাজ একবার এদিক, আর একবার ওদিক, কখনও বা উপর দিকে, কখনও বা নীচেরদিকে, নৃত্য আরম্ভ করল, সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের মাথা ঘুরতে লাগল, বমি হতে লাগ্‌ল, এক কথায় সি সিক্‌নেস্‌ (Sea Sickness) বেশ বরে উপভোগ করতে লাগ্‌লাম।

এম্‌নিভাবে বমি কর্‌তে করতে ছ'দিন পরে এডেন এসে পৌছন গেল। বন্দরে নামতে দেওয়া হবেনা, কি যেন অসুখের জন্য। দেখ্‌লাম S. S. Rowlpindi. জাহাজখানা দাঁড়িয়ে আছে, তাতে যাচ্ছেন, ভারতের চিফ স্কাউট, লর্ড আরউইন। আমরা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে একটা খবর পাঠাব ঠিক করছি, ঠিক এম্‌নি সময়ে জাহাজ দিল ছেড়ে, অবশ্য 'মুস্কিল-আসান' তক্ষুনি হয়ে গেল। বেতারে খবরটাকে পাঠিয়ে দিলুম, উত্তরও এলো কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই।

এডেন বন্দর পার হয়ে পোর্টসেড এ এসে পৌছন গেল, আমরা সবাই ঠিক করলাম যে এবার মিশরের নামজাদা সহর 'কায়রো' দেখে নিব।—সব বন্দোবস্ত ঠিক হ'লো, Thos' Cook & Co. মাত্র তিন পাউণ্ড নিয়ে আমাদের পোর্টসেড থেকে কায়রো অবধি পৌছে দেবে, সব দেখিয়ে আনবে' আর খাবার দাবারও দেবেই।

যখন সুয়েজ এ পৌছলাম তখন ভোরবেলা, বন্দর থেকে রেলগাড়ী করে কায়রো সহরে পৌছন গেল। সেখানকার Shepheard's হোটেল হলো নামজাদা, সেখানে চা খাওয়া গেল। তারপর উটের পিঠে চড়ে, পিরামিড, Sphinx. দেখ্‌তে চল্‌লাম। চারদিকে বালি, মাঝখান দিয়ে দলের পর দল স্কাউট চলেছে উটের উপর—ভারী সুন্দর দেখায়।—সেখান-

কার Mena House হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করে, পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের সেরা আশ্চর্য্য দেখে, কায়রোতে ফিরে আসা গেল, তারপর তার চমৎকার স্থাপত্য বিদ্যা, গৃহকার্য্য দেখ্তে লাগ্লাম।—সেখানকার প্রাচীন দুর্গ, বাজার, জু, যাদুঘর সব দেখানো হ'ল।
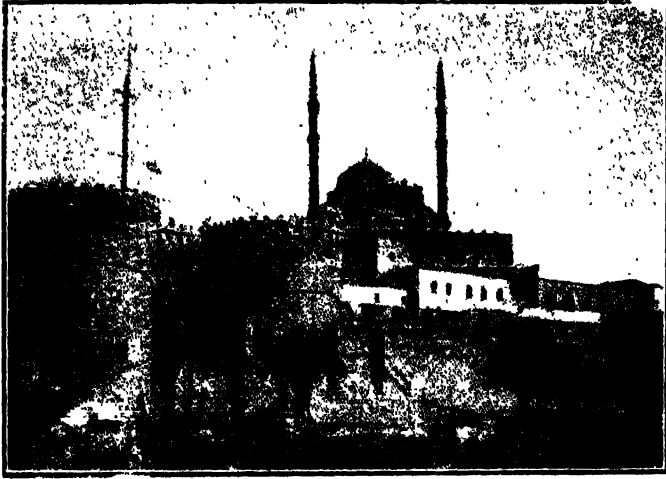
কায়রোর প্রাচীন দুর্গ।

যাদুঘরটা ভারী সুন্দর,—নাবজাদা তুতানখামেনের 'মমি' দেখ্লাম ;—সোনা দিয়ে বাঁধানো।—ভারী চমৎকার। ফিরবার পথে দেখ্লাম নতুন কায়রো সহর তৈরী হচ্ছে, চমৎকার চমৎকার ছবির মত বাড়ীই হলো তার বিশেষত্ব।—আবার এসে জাহাজে উঠা গেল।

আমাদের জাহাজেই U. P.র মিঃ রায় ছিলেন, বিলেত গিয়ে কোথায় থাক্বো আলোচনা উঠ্তেই তিনি বল্লেন যে এসব বিষয়ে কিছুই ভাব্না করতে হবেনা, তিনিই সব ঠিক করে দেবেন। কাজেই Tilbury ষ্টেশনে এসে যখন নাম্লাম, তখন অবশ্য ইম্পিরিয়াল হেড্কোয়ার্টারের বড় বড় লোকেরা সব আমাদের অভ্যর্থনা কর্‌তে এলেন, কিন্তু আমরা আর তাদের সঙ্গে Earl's court (যেখানে বাইরের স্কাউটদের থাক্তে দেওয়া হয়েছে) সেখানে গেলামনা, মিঃ রায়-এর সঙ্গে চল্লাম। Tilbury থেকে Liverpool ষ্টেশনে পৌছন গেল।—মিঃ রায় বল্লেন যে চৈনিক হোটেলেই (Chinese Restaurant) নাকি সবচেয়ে ভাল খাবার মিল্বে।—কিন্তু সেখানে যাবার রাস্তা তিনি বেমালুম ভুলে গেছেন। ষ্টেশন থেকেই বেড়িয়ে একজনকে পথের কথা জিজ্ঞেস কর্‌বো ভাব্ছি, সাম্নেই দেখি একজন কনষ্টেবল—তাকেই জিজ্ঞেস কর্‌বো ভেবে এগিয়ে এসে দেখি যে কনেষ্টবলটি একজন মহিলা।—তিনি একটী বাস ধরে যেতে বল্লেন, কোন কোন রাস্তা দিয়ে কি রকম করে যেতে হবে সব বল্লেন। সে বাসে চড়ে, রাস্তার পর রাস্তা পার হয়ে Charring Cross ষ্টেশনের কাছে পৌছন গেল।—মিঃ রায় এখানে এসেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন এবার নাকি, রাস্তা ঘাট সব তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে।—যাক্

চৈনিক হোটেলেত আসা গেল। আর বিলাতের বুকে বসে ভাত ডাল দিয়ে একেবারে স্বদেশী খানা পেট ভরে খাওয়া গেল।

সেখান থেকে বেরিয়ে মিঃ রায় আমাদের নিয়ে এলেন Regents park-এ, বল্লেন, তিনি এখন তাঁর পুরণ' Landlady-র কাছে যাবেন, তাঁকে বল্লে,আমাদের থাকবার খাবার আর কোন ভাব্না করতে হবেনা :—আমাদের রেখেত' গেলেন,এদিকে ঘড়িতে ন'টা বেজে চল্লো, না হলো সন্ধ্যা, না এলেন মিঃ রায়। এদিকে দুই কালা আদমি দেখে পার্কের লোকেরা সব আমাদের চারদিকে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে।—কোত্থেকে আস্‌ছি, কি খাই, এম্‌নিতর নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস কর্‌ছে, প্রশ্নের চোটে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ছি।—পেটেও ভাত সব হজম হয়ে চল্‌ল।—এমন সময় দেখি মিঃ রায় একজন বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে আস্‌ছেন।—বৃদ্ধা মহিলা আমাদের দিকে চেয়ে একগাল হেসে বল্‌লেন, যে তিনি আমাদের জন্য খাবার সব ঠিক করে রেখেছেন, একবার কেবল দয়া কর্‌লেই হয়, পেটে জায়গা আছে বেশ, কাজেই তক্ষুনি রাজী :—সেখান থেকে খেয়ে দেয়ে যেখানে আমাদের থাকবার জায়গা করা হয়েছিল, সেখানে গেলাম। * (ক্রমশঃ)

বীরত্বের কাহিনী

(গল্পে বুড়ো)

বীরত্বের কথা শুনতে সকলেরই ভাল লাগে তাই আজ আমি তোমাদের কাছে একটা বীরত্বের কাহিনী বল্‌ব বলে ঠিক করেছি।

এক ইংরাজ লেখক লিখ্‌ছেন :—যুদ্ধের সময় আমাকে front-এ যেতে হয়। আমার সঙ্গে এই সময় Flanders এ Grenediar Guards এর এক কাপ্টেন এর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি আমায় British সৈন্যের বীরত্বের কথা বল্‌লেন। তিনি বল্‌লেন, "আমি অনেক সৈন্য দেখেছি, তাদের প্রথমে মনে হয় যে সাধারণ লোক। কিন্তু পরে তাহারা বীরত্বের ভূরি ভূরি প্রমান দেখিয়েছে।"

আমি বল্লাম "এটা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।"

তিনি বল্‌লেন, "খুব সহজেই এটা বোঝা যায়। Loos এর যুদ্ধে আমি অনেকের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছি,-তারা অশ্রুতপূর্ব্ব বীরত্বের কাজ করেছে। আমি কয়লাখনির কুলিদের পাশে, আর চাষাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। তাদের, আমি অনেক বীরত্বের কাজ

---

* স্কাউটার্‌স্ ক্লাবে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে।

করতে দেখেছি, তা দেখে আমার বুক অহঙ্কারে ফুলে উঠ্‌ত। আদেশ শুনে তা'রা হাস্‌তে হাস্‌তে, গাইতে গাইতে অগ্রসর হত, যদিও তারা জান্‌ত, খুবই সম্ভব তারা আর ফিরবে না। এক সময়ের কথা মনে আছে, কর্ণেল একটা কাজের জন্য কুড়িজন Volunteer চেয়েছিলেন —কাজটায় নির্ঘাত মৃত্যু। সেই Companyর ১২০ সেনাই Volunteer হতে প্রস্তুত হয়েছিল। একটা গল্প বলি শোন। Loos এর যুদ্ধে আমরা একেবারে front এ ছিলাম, কাজেই আমাদের সব সময়েই যুদ্ধ করতে হত। সেই সময় আমার Battalion এ একজন সৈন্য ছিল, যার সঙ্গে আমার আগে থেকে চেনা ছিল, তার নাম ছিল Tomkin (টম্‌কিন্)। সে আমাদের জমিদারীতে কাজ কর্‌ত। যুদ্ধ যখন আরম্ভ হল' তখন দলে দলে, যুবক বৃদ্ধ সৈনিক হতে আরম্ভ কর'ল কিন্তু Tomkin পিছুপাও হয়ে রইল। শেষকালে তাকে জোর করে সৈনিক করা হল। সকলেই তখন ওকে ভীরু বল্‌ত, যুদ্ধের সময় সে কোন বীরত্বের চিহ্ন দেখায় নি, তবে সে তার কর্ত্তব্য সর্ব্বদা করত। চারিদিকেই যুদ্ধ হচ্ছে আর হাজারে হাজারে লোক মর্‌ছে। এই সময় অর্ডার এলো চার্জ কর, আমরাও চার্জ করে ছুটে চললাম। এতে আমরা অনেক এগিয়ে পড়্‌লাম, কাজে কাজেই জার্ম্মানদের বাধ্য হয়ে পিছু হঠ্‌তে হ'ল। তারপরে কয়েকদিন খুব গোলাগুলি চল্‌ল। এতে জার্ম্মানরা ট্রেঞ্চ ছেড়ে পালাতে লাগ্‌ল, আমরাও তখন আবার তাদের চার্জ কর্‌লাম। তারপর আর কি, বেয়োনেটের গুঁতো খেয়ে অনেক জার্ম্মান্ সাবাড় হলো, আর বাদবাকী পলায়ন কর্‌ল। তারপর দিন ভয়ানক ব্যাপার হয়ে দাঁড়া'ল। জার্ম্মানরা আমাদের উপর গুলিবৃষ্টি আরম্ভ কর্‌ল। এতে আমাদের ভয়ানক ক্ষতি হল। আগের দিনের ব্যাপার উল্‌টে গেল, আমাদেরই পালাবার জোগাড় কর্‌তে হ'ল। এর মধ্যে Tomkin কে আমি অনেকবার দেখেছিলাম, তখন তাকে কখনও ভয় পেতে দেখ্‌লাম না বরং সে বেশ সাহসের সঙ্গেই তার কর্ত্তব্য কর্‌ছিল। দিনের শেষে দেখা গেল অনেক আহত ও নিহত হয়েছে, আর সকলেই মাটীতে পড়ে রয়েছে ; তাদের সেবার কোন ব্যবস্থাই হয়নি। সেদিন অমাবস্যা, কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। যদি ও আমরা জান্‌তাম অনেকের শুশ্রূষার দরকার তবুও আমরা তাদের জন্য কিছু কর্‌তে পার্‌লাম না। ভোরে যাদের সাহায্য দরকার তাদের সাহায্য করতে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। যা যা দেখলাম তা বলে কষ্ট দিয়ে কোন লাভ নেই। খানিক খোঁজার পর Tomkin কে দেখতে পেলাম। সে এক কোনায় গুঁড়ি মেরে জড়সড় হয়ে বসেছিল, ওকে দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে ওর খুব লেগেছে।

"আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম্, Tomkin তোমার কি খুব লেগেছে?

"ও বল্‌ল, হ্যাঁ একটুও লেগেছেই, ডান হাতটা ভেঙ্গে গেছে, পা'টোও গুঁড়ো হয়েছে। কিন্তু বাঁ পাশে যে গুলিটা লেগেছে, তাতেই সবচেয়ে বেশী কষ্ট হচ্ছে।

"আমি বললাম, Cheer up Tomkin, একটুক্ষণ দাঁড়াও, এক্ষুনি তোমায় dressing

station এ নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি। সেখানে তোমায় শুশ্রূষা করবে। এই বলে আমি লোক আনতে যাচ্ছিলাম এমন সময় Tomkin আমায় ডাকল।

"ডেকে আমায় বল্‌ল, আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে আমায় রেখে অন্যদের আগে সাহায্য করুন।

"Tomkin তোমায় রেখে যাব! তুমি কি বলছ?

"Tomkin বল্‌ল, হ্যাঁ অনেকের আমার চেয়ে বেশী আঘাত লেগেছে। এই Harry Scott, Bill Lewis, Tom Liggins তাদের অনেক বেশী লেগেছে। তাদের আগে সাহায্যের ব্যবস্থা করুন।

"না না Tomkin, তোমার খুব লেগেছে, তোমায় এক্ষুণি Dressing station এ নিয়ে যেতে হবে।

"আমায় ক্ষমা করবেন, আমি জানি তারা আমার চেয়ে বেশী আহত। তাদের আগে সাহায্য করে আমার কাছে আসবেন।

"সে ও রকম ব্যগ্র দেখে আমিও সঙ্কোচ বোধ করলাম না, শুধু আর একবার জিজ্ঞাসা করলাম তুমি ঠিক জান Tomkin?

"সে তখন খুব আস্তে আস্তে বল্‌ল, হাঁা। আমি ঠিক জানি আমার কিছু হবে না। ওদের আগে সাহায্য করুন, এই আমি চাই"—এই সময় officerটির গলা কেঁপে উঠল আর ভারী হয়ে উঠল।

আমি বললাম, "তারপর।"

তিনি বল্‌লেন, "ঘণ্টা খানেক ধরে আহতদের Dressing station এ নিয়ে গেলাম, তারপর Tomkin এর কাছে ফিরে এলাম।"

—আবার তার গলা ভারী হয়ে উঠল।

আমি বললাম্ "তাকে পেলে?"

"হাঁ; কিন্তু সে মরে গিয়েছিল।"

আমি জানি কেন তার গলা ভারী হয়েছিল কারণ তা আমারও হয়েছিল তাছাড়া আমার চোখ জলে ভরা ছিল। আমি বললাম "বীরত্বের কথাই বটে।"

পাঠকগণ একবার একথা ভেবে দেখ একজন সবল লোক নিজের প্রাণ না বাঁচিয়ে অনেকের প্রাণ বাঁচাল। সে কখনও বুঝতে পারেনি যে সে বীরত্বের কাজ করছে।

———

ভূতুড়ে বাড়ী—গল্প

(শ্রীভবতোষ সান্যাল)

সেদিন বিকালে হঠাৎ ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে বেজায় শীত। আমাদের কিন্তু তাতে আনন্দ বই দুঃখ হ'লনা। আমি, ভুতে, দাসু আর ক্যাবলা, দোতালার ছোট্ট একটি ঘরে আসর জমিয়ে দিলাম। তারপর মহা চীৎকার করে গল্প সুরু হ'ল। এই সময় কে যেন আমাদের ঘরে ঢুকলো। দেখি আমাদের চাকর ছটু সিংকে দিয়ে মা আমাদের জন্যে গরম গরম চিনে বাদাম ভাজা আর প্রচুর মুড়ি পাঠিয়েছেন। আমরা মহা আনন্দে ভোজ লাগিয়ে দিলাম। এই সময় আর একজন কে ঘরে ঢুকলো। দেখ্‌লাম্ তিনি বড়দা। বড়দা ঘরে ঢুক্‌তেই আমরা তাঁকে একটা গল্প বলার জন্যে ধরে বসলাম। বড়দা জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসের গল্প শুন্‌বি ?" আমরা সোল্লাসে বল্লাম্ "ভূতের গল্প।" বড়দা গল্প বল্‌তে সুরু করলেন।...... .....

"প্রায় পাঁচ বছর আগে আমি সেবার এখানে চাকরী করতে আসি। এখানে তখন আমার এক বন্ধু থাকতেন। তাঁর নাম 'সুরেশবাবু'। আমি তাঁর বাড়ীতেই উঠলাম। ৪।৫ দিন কেটে যাবার পর আমার আর বেশীদিন বন্ধুর বাড়ীতে থাক্‌তে ইচ্ছে হ'লনা," এই খ'নে বড়দা একটু থাম্‌লেন। তারপর কিছুদূরে একটা পোড়ো বাড়ী দেখিয়ে বল্লেন, "আমি ঐ বাড়ীটা ভাড়া নেবার চেষ্টা ক'রলাম। তোমরা হয়ত ভাবছ যে আমি কেন ঐ পোড়ো বাড়ীটা নিতে গেলাম। এর কারণ ও বাড়ীটে এখন খারাপ হলেও আগে বেশ দেখ্‌তে ছিল। একদিন বেড়াতে বেড়াতে বাড়ীওয়ালার নিকট উপস্থিত হ'লাম। বাড়ীটা চাওয়াতে কেন জানি তিনি খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। যাহোক আমি বাড়ীটা খুবই সস্তায় পেলাম। বন্ধুর নিকট বাড়ীর কথা বলাতে তিনি ও বাড়ীটায় যেতে আমায় বারণ কল্লেন। বল্লেন, 'ওটা ভূতের বাড়ী'। আমি কিন্তু না-ছোড়-বান্দা। পরদিন অনেক

নিষেধ সত্বেও আমি ঐ বাড়ীটায় চলে আস্‌লাম। সেদিন রাত্রে কিছুই হ'লনা। সকালে উঠে দেখি বন্ধু উপস্থিত। তাঁর সঙ্গে চা পান করে বেড়াতে বেরুলাম। সেদিন দুপুরে তাঁর ওখানেই খেলাম। বাড়ী ফির্‌লাম সেই সন্ধে ৭ টায়। আগের দিন রাত্রে কিছু না হলেও সেদিন কেন জানি আমার গা-টা ছম্‌-ছম্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল। রাত্রে শোবার সময় বালিশের নীচে টর্চ্চটা রেখে দিলাম।...কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেদিন কিছুতেই ঘুম এল না। কেবল এপাশ ওপাশ কর্‌তে লাগ্‌লাম......তখন রাত দশটা। সবে মাত্র তন্দ্রা এসেছে। হটাৎ কিসের একটা আওয়াজ শুনে ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠে বস্‌লাম। তারপরই আরম্ভ হ'ল অট্টহাসি। বাপ্‌রে সেকি ভয়ানক অট্টহাসি! মনে হ'ল খাটের তলা থেকে আওয়াজটা আস্‌ছে। খাটের তলায় দেখ্‌লাম গাঢ় অন্ধকার। তাড়াতাড়ি টর্চ্চ বের ক'র্‌তে গিয়ে দেখি তা'র ব্যাটারি নেই। ভয়ানক আশ্চর্য্য হ'লাম। শোবার সময় আমি ব্যাটারি ঠিক করে রেখেছিলাম কিন্তু কে নিল? যাহোক তখন সে সমস্ত ভাব্‌বার সময় নেই। —ভয়ে আমার সারা গা হিম হয়ে গেছে। আর কোন উপায় না দেখে আমি পালাবার জন্য দরজার দিকে দৌড়্‌লাম। সেখানে গিয়ে দেখি কি সর্ব্বনাশ; দরজা বাইরে থেকে বন্ধ!

আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। হটাৎ কে যেন আমাকে চেপে ধর্‌ল। আমি তার কাছ থেকে রেহাই পাবার জন্যে অনেকক্ষণ বৃথা চেষ্টা কর্‌লাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলোনা। লোকটি প্রবল বেগে আমায় মাটিতে চেপে ধর্‌ল। চিৎকার ক'রে কাউকে ডাক্‌বার চেষ্টা করলাম। কিন্তু গোঁ গোঁ আওয়াজ ভিন্ন আর কিছুই শোনা গেলনা। কতক্ষণ এরকম ভাবে ছিলাম জানিনা। যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখলাম দরজা খোলা, সূর্য্যের আলো ঘরে ঢুক্‌ছে। সেই দিনই সেখান থেকে লম্বা।" আমাদের শরীর ছম্‌ ছম্‌ করে উঠ্‌ল। কেবল পাশ থেকে ছোট্ট চোখ মিটি মিটি ক'রে হাবু বল্‌ল, "স্বপ্ন নয়ত?" —সারা ঘরে একটা হাসির হর্‌রা পড়ে গেল।

স্কাউটিং

(মুগ্‌লী)

কেমন করে যে একটা নতুন জিনিষ হঠাৎ জগতে এসে দেখা দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো খুবই তাড়াতাড়ি, সে কথা তোমাদের বলেছি। এখন কথা হ'লো এই যে একটা নতুন জিনিষ যে হলো, এর আস্‌বার দরকারটা কি ছিল, লেখা-পড়ার যে প্রণালী চলিত ছিল, তাকে একটু বদ্‌লে দিলেই ত হতো। এই প্রশ্নটার উত্তর কিন্তু লর্ড রবার্ট নিজেই দিয়েছেন।—মানুষের জ্ঞান যেমন বেড়ে যাচ্ছে,দিকে দিকে যেমন সভ্যতার পূর্ণ বিকাশের উন্মেষ হ'য়ে আস্‌ছে, ছেলেদের মনটা যত এগিয়ে গেছে; মাষ্টার মশায়দের ত ততটা হয়নি। তাঁরা মনের এই দ্রুতবিকাশের সঙ্গে তাল রেখে উঠ্‌তে পারেন নি।—যাতে করে ছেলেদের এই নতুন প্রানটা পুরাতনের চাপে পড়ে না শুকিয়ে যায়, তারই জন্যে দরকার এই স্কাউটিং। যাতে করে একটা সাঁচ্চা মানুষ করে তাকে তুল্‌তে পারা যায় তারই হলো এ একটা চেষ্টা। যাতে করে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ছেলেরা তাদের দেশের খাটী কর্ম্মী হ'য়ে উঠ্‌তে পারে; ভগবানকে প্রাণভরে ভাল-বাসতে, ভক্তি করতে শেখে; নিজেদের সুখ সুবিধা যাতে পরের জন্য ত্যাগ করতে পারে; তারা যাতে কাজে কথায় বা চিন্তায় কখনও না হিংসা পরবশ হয়ে উঠে; যাতে তারা সূক্ষ্ম-দর্শীতা, বাধ্যতা ও আত্ম নির্ভরতার ভেতর দিয়ে নিজেরাই নিজের চরিত্র গড়ে তুল্‌তে পারে; তারই চেষ্টা করছে স্কাউটিং। তাদের এমন সব জিনিষ শেখানো হয়, যাতে পরের বিপদে তা'দের পেছপা' না হতে হয়, এমন সব হাতের কাজ শেখানো হয়, যা' পরে তাদের দরকারে লাগ্‌তে পারে। শুধু তাই নয়, যাতে তাদের দেহ বেশ কার্য্যক্ষম ক'রে তুল্‌তে পারে, যাতে করে বিশ্বব্যাপী যে শান্তিপিয়াস দেখা দিয়েছে তার সবচেয়ে বিরাট দলটার যেন, কাজে কথায় চিন্তায় সে একজন বেশ উপযুক্ত সভ্য হয়ে উঠ্‌তে পারে তারই হ'লো এ একটা প্রয়াস। জিনিষটার আবার এম্‌নি মজা যে যাতে করে তোমাদের মনের মত কাজ গুলি তোমরা করতে পার, যাতে করে তোমাদেরি প্রিয় কাজের ভেতর দিয়ে সমস্ত উদ্দেশ্যটাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পার তারই ব্যবস্থা আছে এতে।

বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে কি আনন্দ, নিজের হাতে রেঁধে বেড়ে খাওয়ায় কত ফুর্ত্তি, গাছের উপরের শেওলা দেখে উত্তর দক্ষিণ বল্‌তে পারায় কেমন মজা। দূরে যদি কেউ দাঁড়িয়ে থাকে, তবে তার কাছে খবর পাঠানোর হাঙ্গাম নেই কিছু। আর সেই স্বাধীন কুকি, ভীল, সাঁওতালদের মত গাছপালা, পশুপক্ষী চিন্‌তে পারা;

—কোন কোন ফল খাবার মত, কোন কোনটায় আছে বিষ ছড়ান, কোন জন্তুর কেমন স্বভাব, নতুন জায়গায় গিয়ে আকাশের সূর্য্য চন্দ্র তারা দেখে দিক্ ঠিক করে নেওয়ার বাহাদুরীই বা কত!

বিপদ আপদে ভয় না পাওয়ার মত দরকারী গুণ আর নেই। দেশলাই নাই বা রৈল, হাঁড়ীপানা মুখ ক'রনা, দুখানা কাঠ জোগাড় করে ঘসে' ঘসে' আগুন ধরাও খানিকটা, উনুন কর মাটি খুঁড়ে, থলে থেকে চা বের করে তৈরী করে আরামসে খেয়ে নেও; কত মজা, কত ফুর্ত্তি। শরীরটাকে এম্‌নি করে তৈরী কর্‌বে যেন যত বিপদই মাথার উপর দিয়ে যাক্‌না কেন নেতিয়ে না পড়্‌তে হয় কিছুতেই। বিড়ি চুরুট থেকে দূরে থাক্‌বে, আর কখনও নিজের ঢাক নিজে পেটাবেনা। কিন্তু যখন পরের কথা বল্‌বে তখন বল্‌বে যত ভাল করে বল্‌তে পার।

স্কাউটের রোজ একটা করে উপকার কর্‌তে হয়, তাতে ক'রে তার বন্ধুদল যায় বেড়ে; "বসুধৈব" হয়ে পড়ে তার "কুটুম্ব।" 'তৈরী থেকো' হলো তার আদর্শ, না সে ঘাব্‌ড়ে যায় নিজের বিপদে, না পরের বিপদে। দেশের একজন ভাল নাগরিক হতে, নিজের সমাজের উন্নতি কর্‌তে সে চেষ্টা করে প্রাণপণ।

আর একটা মজার জিনিষ আছে স্কাউটিংএ—সেটা হলো ক্যাম্পিং—মস্ত মস্ত নদীতে সাঁতার কাটা, বিরাট বিরাট মাঠে ছুটে ছুটে খেলা করা—বনের মাঝে গাছের তলে কিম্বা ক্যাম্পফায়ারের ধারে বসে নিজের ভবিষ্যৎকে রাঙ্গিয়ে তোলা—আঃ কি আনন্দ!

ওয়ারেণ্ট—নিম্নলিখিত অফিসাররা এবার ওয়ারেণ্ট পেয়েছেন ;—

স্কাউটার জিতেন্দ্র নাথ দাস—গ্রুপ স্কাউটমাষ্টার। রেঃ জন ব্রাউন, স্কাঃ মাঃ বারাক্‌পুর ওয়েস্‌লিয়ন মিশন স্কুল। রাম মোহন ভট্টাচার্য্য, এঃ স্কাঃ মাঃ, আদর্শ ভ্রাতৃ সমাজ ট্রুপ। রায় বাহাদুর অম্বিকা চরণ দত্ত, ডিঃ কমিশনার, ফরিদপুর। তরণীসেন সরকার, স্কাঃ মাঃ রিফর্মেটরী ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়ল স্কুল ট্রুপ। অমৃতলাল মাইতি, স্কাঃ মাঃ তমলুক হ্যামিল্টন স্কুল ট্রুপ। টেরেন্স হিলিয়র্ড্‌র, এঃ স্কাঃ মাঃ লা মার্টিনেয়র ট্রুপ।

ট্রুপ ও প্যাক—নিম্নলিখিত ট্রুপ ও প্যাকগুলি এবার রেজিষ্টার করা হয়েছে—

ট্রুপ, ময়মনসিংহ—ডেফ্‌ এণ্ড ডাম্ব্‌ স্কুল, ট্রুপ ; এ, বি রেলওয়ে প্রাইমারী স্কুল ট্রুপ।

,, বীরভূম—রামপুর-হাট ইউনিয়ন হাই স্কুল ট্রুপ। অষ্ট্রেলিয় ব্যাপটিষ্ট্‌ মিশন ট্রুপ।

,, কলিকাতা—সেণ্ট পল্‌স্‌ স্কুল ট্রুপ।

প্যাক্‌, কলিকাতা—ট্রেনিং ও মডেল স্কুল প্যাক্‌। আদর্শ বাণী মন্দির প্যাক্‌।

মুক্তধারা—কলিকাতা ২য় সঙ্ঘের ২য় ট্রুপের স্কাউটরা তাদের বাৎসরিক উৎসব জুলাই মাসে করেছিল। সেই উপলক্ষে, ট্রুপের স্কাউট্‌ ও স্কাউটমাষ্টার সবাই মিলে রবিবার "মুক্তাধারা" নাটকখানি আমাদের দেখিয়েছিল। তাদের নিজেদের চেষ্টায় যে এই রকম একটি শক্ত বই ষ্টেজে দাঁড় করতে পেরেছিল, তাতেই তাদের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রামমোহন লাইব্রেরীর হলে উৎসবটি হয়। শ্রীযুক্ত জে, এন, বসু মহাশয় সভাপতি হয়েছিলেন এবং কলিকাতার অনেক গন্যমান্য ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। আসছে মাসে তাদের ট্রুপের বিবরণী দেওয়া হবে।

মেডেল অফ মেরিট্‌—আমরা সকলেই বোধ হয় মিঃ জ্যাকারায়াকে জানি। তিনি আগে ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসার। এখন হুগলি কলেজের প্রিন্সিপাল হয়েছেন। কলিকাতায় থাকতে তিনি ২য় সঙ্ঘের সহ ডিঃ কমিশনার ছিলেন।

সেণ্টপল্স্ স্কুলে তাঁর নিজের ট্রুপ ছিল। তিনি স্কাউটিং সংক্রান্ত যা করেছেন তার জন্য তাঁকে "মেডেল অফ্ মেরিট্" প্রদান করা হয়েছে। বাস্তবিকই তিনি ইহা পাবার উপযুক্ত। তিনি নিজেও যেমন পণ্ডিত, অপরকে শিখাইবার জন্য তাঁর তেমনি চেষ্টা। আমাদের কলিকাতা ২য় সঙ্ঘ থেকে তাঁর একটা অভ্যর্থনার আয়োজন করা হচ্ছে।

ট্রেনিং ক্যাম্প—২৫ শে জুলাই থেকে ২৯শে জুলাই পর্য্যন্ত ঢাকুরিয়া লেকের ধারে কাবমাষ্টার্স্ ট্রেনিং ক্যাম্প হয়ে গেল। বাংলা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ২৫ জন ক্যাম্পার এসেছিলেন। সবাই বেশ ভাল করে কাবিং শিখে নিয়েছেন এবং আশা করা যায়, যে যার নিজের কর্ম্মস্থানে ফিরে গিয়ে তাদের ভিতর কাবিং প্রচলিত করবেন। বেহালা শিক্ষাসঙ্ঘের মিঃ ফ্রেঞ্চ ছিলেন এই কাম্পের আকেলা।

স্কাউটমাষ্টারস ট্রেনিং ক্যাম্প এবার অক্টোবর মাসের শেষে হবে।

সাঁতার—এবার সন্তরণবীর শ্রীমান্ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে ৭৫ ঘণ্টা জলে থাকবেন বলে নেমেছিলেন। প্রায় ৬৪ ঘণ্টা থাকবার পর অবসাদগ্রস্থ হওয়ায় ডাক্তারেরা তাঁকে জল থেকে তুলে নেয়। তাঁর সাঁতার দেখবার জন্য কলিকাতার প্রায় সবাই হেদুয়াতে যেত। তাদের ভিড় সামলাবার জন্য আর চারিধারে সব রকম বন্দোবস্থ করবার জন্য কলিকাতার স্কাউটরা হেদুয়াতে দু'দিন দু'রাত মোতায়েন ছিল।

পথের ধারে—গত ২০এ জুন, শনিবার তারিখে স্কাউটার জগৎপ্রসন্ন গাঙ্গুলী ও স্কাউট যামিনীপ্রসন্ন সরকার, ভবানীপুরের পোড়াবাজারের মাঠ থেকে একজন কলেরা রোগীকে তুলে নিয়ে ক্যাম্বেল হাসপাতালে ভর্ত্তি করিয়ে দেন।—এই রোগী একজন তীর্থযাত্রী, তাঁর সঙ্গে তাঁর পত্নী ও ছোট একটী পুত্র।—বিপদের উপর বিপদ বেড়ে উঠ্ল, ভদ্রলোক হাসপাতালে মারা গেলেন। স্কাউটদের কাজ বাড়্লো, তারা দু'জন, তাদের পাথেয় যোগাড় করে, অনাথা বিধবা ও ছোট পুত্রটীকে বাড়ীতে দিয়ে আসেন।—নিজেদের সুখ সুবিধা আরাম পরিত্যাগ করে তাঁরা যে স্বার্থত্যাগ দেখিয়েছেন, তা সকল স্কাউটদেরই আদর্শস্থল।—আমরা এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

———

আর্টিষ্ট ব্যাজ
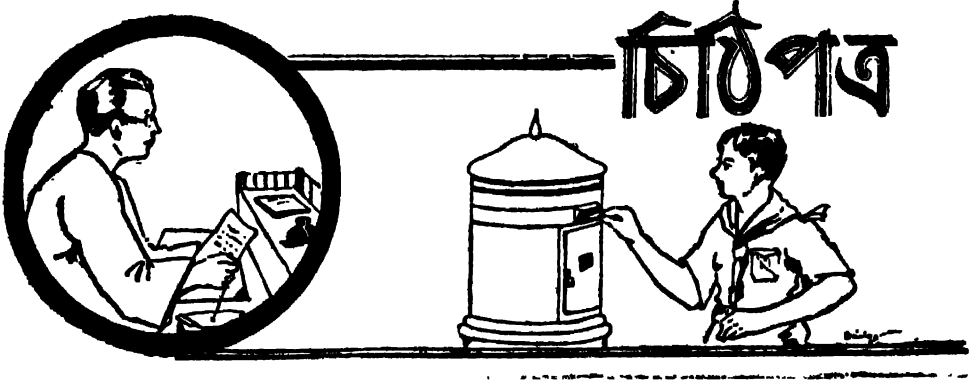
শ্রীমান্ জ্যোতির্ম্ময় যে প্রশ্ন পাঠাইয়াছে, তাহার উত্তর সে নিজে ভাবিলেই পাইত। একটা ছবি যদি তুলির রং দিয়া আঁকা হয়, তাহা হইলে যে দেখিতে খুবই সুন্দর হয় সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, আবার পেন্সিলড্রইং এর পূর্ণবিকাশ হইল সেড্ দেওয়ার ওস্তাদীতে, কাজেই সেড্ না দিলে ছবিটা দেখিতে সুন্দর হইবে না। অনেক সময় জিনিষটা যে কি তাহাই বোঝা যাইবে না। যাহা হউক, এবৎসর হইতে এই ব্যাজ-টার আইন কানুন একটা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। নীচে নতুন নিয়মটা দিতেছি—

আর্টিষ্ট—(অন্য অন্য ব্যাজের মত লোকাল এসোশিয়েসনেই পরীক্ষা দেওয়া হইবে।)

দেখাইতে হইবে যে নিম্নলিখিত কোন একটা বিষয়ে পরীক্ষার্থীর অনুরাগ আছে, এবং সে সেই বিষয়ে বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করিয়াছে—

১। অঙ্কন বিদ্যা :—ড্রইং, পেন্টিং, কাঁচের ও কাঠের উপর কাজ ইত্যাদি।

২। নক্সার কাজ :—দেয়ালের কাগজের (Wall paper) জন্য নক্সা : বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা, কাঁচ চিত্র ইত্যাদি।

৩। স্থাপত্য বিদ্যা :—মডেলিং, মাটির বাসন তৈরী ইত্যাদি।

৪। ভাস্কর্য্য বিদ্যা :—কাঠ, পাথর খোদাই ইত্যাদি।

এই বিভাগ গুলির কোন বিভাগেই কেহ কিছু নকল করিয়া দিতে পারিবে না, এবং তাহার নিজের "আত্মসম্মানের উপর" বলিতে হইবে যে কাজটা তাহার নিজের।

আকেলা

শ্রীযুক্ত কে, জ্যাকারায়া

মিঃ কে, জ্যাকারায়ার নাম শুধু কলকাতার নয়, ভারতবর্ষের অনেক স্কাউটই, তাঁর নাম শুনেছে।—তাঁর Scout Lore বলে একখানা ছোট্ট বই আছে, ভারতবর্ষে স্কাউটিং করবার পক্ষে ভারী সুন্দর বই। জ্যাকারায়া সাহেব ১৯১৮ সাল থেকে কলকাতার সেণ্ট পলস্ স্কুল ট্রুপের স্কাউটমাষ্টার ছিলেন, এর মধ্যে কেবল এক বছরের জন্য ত্রিবাঙ্কুরে গিয়েছিলেন। ১৯২২ ও ১৯২৩ সালে ইনি উড্ব্যাজ কোর্স নেন ও উড্ব্যাজ লাভ করেন। তারপর অনেক বার স্কাউটার্স্ ট্রেনিং ক্যাম্প চালাতে সাহায্য করেছেন। ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে ইনি কলকাতা ২য় সঙ্ঘের সহকারী ডিষ্ট্রীক্ট-কমিশনার ছিলেন।—সম্প্রতি তিনি চুঁচুঁড়ায় আছেন।

তিনি যখন কলকাতা ছেড়ে যান তখন তাঁ'কে বয়স্কাউট সমিতির পক্ষ থেকে 'মেডেল অব্ মেরিট' দেওয়া হয়। গত ১৭ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতা ২য় সঙ্ঘের স্কাউটার্স্ ক্লাব তাঁকে একটি অভিনন্দন ও একটী স্বর্ণনির্ম্মিত অঙ্গুরীয়কে Swastika badge আঁকিয়ে সেটা তাঁ'কে উপহার দিয়ে তাদের শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

আমরাও তাদের সঙ্গে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রচ্ছদপট পরিচয়

এবারে ডাকহরকরায় ট্রেনিং ক্যাম্পের কথা লেখা হইয়াছে। তাহারই একটা গ্রুপ ফটো প্রচ্ছদপটে ছাপান হইল।

যাত্রীর নিয়মাবলী

১। যাত্রীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা, ভিঃ পিতে লইলে ২√০ আনা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ আনা। কাহাকেও বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয় না। কেহ নমুনা চাহিলে ৶১০ পয়সার ডাক টিকিট পাঠাইয়া দিবেন। আষাঢ় হইতে বৎসর আরম্ভ, কেহ বৎসরের মধ্যে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইলে আষাঢ়ের সংখ্যা হইতে লইতে হইবে। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্বমাসের ২৭ তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

২। কোন মাসের "যাত্রী" না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন। আমাদিগকে ডাকঘরের উত্তরসহ ২২ তারিখের মধ্যে পত্র দিবেন। পত্রাদি লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর দিতে ভুলিবেন না।

৩। লেখকগণ দয়া করিয়া প্রবন্ধের নকল রাখিয়া পাঠাইবেন এবং প্রত্যেক প্রবন্ধের সঙ্গে তাহাদের নাম ও ঠিকানা দিয়া দিবেন। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না। সম্পাদক প্রয়োজন মত প্রবন্ধের স্থলে স্থলে পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও সংশোধন করিতে পারিবেন।

৪। বিজ্ঞাপনের হার—প্রতি মাসে ১ পৃষ্ঠা ৮৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৫৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা।

যাত্রীর বৈঠক ও উপহার

১। গ্রাহক গ্রাহিকারা বৈঠকের জন্য প্রবন্ধ, কবিতা, ধাঁধা ও প্রশ্ন প্রভৃতি অথবা প্রতিমাসে প্রকাশিত ধাঁধা ও প্রশ্নের উত্তর পাঠাইতে পারিবেন। প্রবন্ধ, কবিতা নিজেরা তৈরী করিয়া পাঠাইবেন। প্রবন্ধাদির ভালগুলি পরে পরে প্রতিমাসেই "বৈঠকে" প্রকাশিত হইবে। যাহাদের লেখা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাদের মধ্যে প্রথম চারিজন উপহার পাইবেন। বছরে দু'বার উপহার দেওয়া হইবে আর প্রতিমাসে যাহারা ধাঁধা ও প্রশ্নের ঠিক উত্তর পাঠাইবেন তাহাদের নাম পরের মাসের যাত্রীতে ছাপান হইবে।

২। "যাত্রীর বৈঠকে" প্রকাশের জন্য ধাঁধা ও প্রশ্ন আদি পাঠাইলে তাহার সঙ্গে উত্তর পাঠাইতে হয়। প্রশ্ন আদির উত্তর, প্রবন্ধ ও কবিতাদি কাগজের এক পিঠে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে ও প্রবন্ধের উপরে "যাত্রীর বৈঠক" এই কথাটি ও প্রবন্ধাদির নীচে নাম, ঠিকানা, বয়স ও গ্রাহক নম্বর লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

কর্ম্মসচিব "যাত্রী"—৫নং গভর্ণমেণ্ট প্লেস নর্থ, কলিকাতা।

৮ম. বর্ষ] ছুটীর সংখ্যা—১৩৩৮ [৪র্থ-৫ম সংখ্যা

— সম্পাদক —

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, বি, এ, (ক্যাণ্টাব), ব্যারিষ্টার-এট্-ল

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা। সডাক বার্ষিক মূল্য—২৲ টাকা

[illegible] কার্য্যালয়—৫নং গভর্ণমেণ্ট প্লেস নর্থ। ফোন—কলিকাতা ৪৭৪৯

সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	যাত্রী	...	শ্রীজ্যোতির্ম্ময় সেনগুপ্ত	১০৫
২।	বন্ধু	...	শ্রীবলেন্দ্রনাথ দত্ত	১০৬
৩।	গান	...	...	১১১
৪।	কোকিল	...	...	১১২
৫।	পূজার ছুটী	...	শ্রীসতীশচন্দ্র মোদক	১১৪
৬।	স্কাউটিং	...	কিম	১১৭
৭।	খেলাধূলা	...	খেলুড়ে	১২১
৮।	জাম্বুরীর গল্প	...	শ্রীসত্য বসু	১২২
৯।	কাবেদের বই	...	...	১২৭
১০।	কিপ্‌টে	...	শ্রীজ্যোতিরঞ্জন রায়	১২৯
১১।	বাহাদুর	...	ক'টিক	১৩৭
১২।	শ্বেত চামেলীর ফুল		শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪২
১৩।	চিঠিপত্র	...	...	১৪৩
১৪।	বেতারযন্ত্র তৈরী	...	...	১৪৪
১৫।	প্রাচীন মিশরের দেবদেবী		শ্রীজ্যোতির্ম্ময় সেনগুপ্ত	১৪৭
১৬।	হাতের কাজ	...	শ্রীফণীন্দ্রভূষণ গুহ	১৪৮
১৭।	অচিন পথের যাত্রী		শ্রীখোকন গুপ্ত	১৫০
১৮।	ডিসিপ্লিন	...	এস, জুগ্‌	১৫৭
১৯।	চিত্রকর	...	শ্রীবিনয় ঘোষ	১৬০
২০।	চিত্র	...	শ্রীমণ্টু	১৬১
২১	যাত্রীর বৈঠক	...	...	১৬২
২২।	ডাকহরকরা	...	...	১৬৩

ইন্টার ট্রুপ কম্পিটিসন কুপন

(৫৯ পৃষ্ঠা দেখুন)

যাত্রী—আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩৩৮।

দাম—দেড় আনা।

N. Bhose.

৮ম বর্ষ] আশ্বিন—১৩৩৮ [৪র্থ সংখ্যা

(শ্রীজ্যোতির্ম্ময় সেনগুপ্ত)

বহু দূরে যেতে হবে আর কেন ব'সে তবে,

সময় যে যেতেছে তোমার ;

ধ্রুব-তারা লক্ষ্য করি ভাসাও জীবন তরী

ভগবান তব কর্ণধার ।

জয় আর পরাজয় কিছুই তোমার নয়,

—ফলাফল সকলি তাঁহার ;

লাভ ক্ষতি তাঁরি দান মান আর অপমান ;

—কর্ম্মে মাত্র তব অধিকার ।

উঠুক গর্জ্জিয়া সিন্ধু নাহি ভয় এক বিন্দু

হোক শত অশনি পতন,

প্রাণপণে দৃঢ় করি সত্যের পতাকা ধরি—

থাক স্থির বীরের মতন ।

দুর্গম উন্নতি পথে নির্ভয়ে প্রফুল্ল চিতে—

অগ্রসর হও নিরন্তর,

আসে মৃত্যু লও বরি' অমর হইবে মরি'

রবে কীর্ত্তি যুগ যুগান্তর ।

বন্ধু

[শ্রীবলেন্দ্রনাথ দত্ত]

(১)

সেপ্টেম্বারের মাঝামাঝি। বেলা চারটে, একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে। হিন্দুস্কুলের ছুটি হইয়াছে। এক কোনে রেলিং ধরিয়া একটি প্রথম শ্রেণীর ছাত্র মলিন মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তা'র পরনে একটি সামান্য মলিন ধুতি ও গায়ে একটি অর্দ্ধমলিন খদ্দরের পাঞ্জাবী। তা'র পায়ে একজোড়া ডর্বি জুতা। সে বোধ হয় বৃষ্টির জন্যই অপেক্ষা করিতেছে।

এমন সময় একটি ঘোড়ার গাড়ীর সহিস তাহার কাছে আসিয়া বলিল, "এই যে সুবোধবাবু—আমাদের দাদাবাবু গাড়ীতে বসে আছেন, আপনাকে ডাক্‌ছেন।" ছাত্রটির নাম সুবোধ গাঙ্গুলী ; সুবোধ এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল, তারপর বলিল, "রহিম, বৃষ্টি পড়্‌ছে ; আমি কি করে গাড়ীর কাছে যাব ?" রহিম বলিল, "তাত' জানিনা ; দাদাবাবু আমায় ডাক্‌তে বললেন, তাই আমি ডাকতে এসেছি।" "আচ্ছা চলো", বলিয়া সুবোধ তার কোঁচাটা মাথায় দিয়া হাতের বইগুলোতে কাপড় চাপা দিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

সুবোধ নামিয়া গাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সুশীল বলিয়া উঠিল, "এই যে সুবোধ, গাড়ীতে উঠে বোস্ ভাই। মা তোকে আজ একবার যেতে বোলেছেন।" মার কথা শুনে সুবোধ গাড়ীতে উঠিতে গেল, কিন্তু পাদানে পা দিতে গিয়া পায়ের জুতা পিছলে রাস্তার সিঁড়ি দিয়া কাদার উপর পড়িয়া গেল।

সুবোধকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া সুশীল তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া সুবোধকে তুলিল। সুবোধের সাদা মুখ তখন লাল হইয়া উঠিয়াছে—সে লজ্জায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ভাই সুশীল, তুই যা, আমি হেঁটে যাব। কাপড়ে কাদা লেগে গেছে এই কাদা নিয়ে উঠ্‌লে গাড়ী কাদা হযে যাবে।" "আরে কিছু হবে না", বলে সুশীল একরকম জোর করিয়া তাহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া নিজে তার পাশে বসিল। সুবোধ বলিল, "কাপড় নষ্ট হয়ে গেল, আমাকে মেসের সামনে নামিয়ে দিয়ে যাস্। গিয়ে কাপড়টা কেচে দোব, সন্ধ্যের ভিতর শুকিয়ে যাবে, তখন তোদের বাড়ী যাব।" সুশীল এর আর কি প্রতিবাদ করিবে,—সে সুবোধের অবস্থা জানে। তাহাই হইল ; সুবোধকে মেসের সামনে নামাইয়া দিয়া গাড়ী চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পরে সুবোধ সুশীলদের বাড়ীতে গেল। সুবোধ বলিল, "ভাই মার সঙ্গে তাড়াতাড়ি করে দেখা করে আসি, টেষ্ট আস্‌ছে আমার পড়্‌তে হবে ত।" সুশীল উত্তর

দিল, "আরে তুই বুঝি সেই জন্য এসেছিস্। মা ত তোকে ডাকেননি। তুই আমাদের বাড়ী আসতে চাস না তাই মার দোহাই দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছি।" "তাহলে এখন যাই ভাই", বলে সুবোধ চেয়ার থেকে উঠে, ঘর থেকে বাহির হইয়া যাইতেছিল এমন সময় বছর আষ্টেকের একটি মেয়ে ঘরে ঢুকিল। তাহার গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, পিঠের উপর বিনুনি করা চুল, পরনে একখানি শান্তিপুরী সাড়ী, আর তার হাতে একখানি শিশুশিক্ষা বই। সে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিল, "ওমা, সুবোধদা আসতে না আসতেই চল্লে যে, দাঁড়াও একটু চা খেয়ে যাও, ওমা ভুলে গেছি তুমি আবার চা টা খাও না।" মেয়েটি সুশীলের বোন;—নাম অনিমা। সবাই তাকে অনি বলেই ডাকে। সুবোধ কি বলিতে যাইবে, এমন সময় ভজুয়া আসিয়া খবর দিয়া গেল, "দিদিমনি মা একবার ডাকছেন।" অনি ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

সুশীল বলিল, "কেমন যাও, এইবার যাও দেখি, অনির আব্দার না শুনলে মনে আছে ত কেমন তিন দিন কথা কয়নি।" "না ভাই অনিকে বোল আমার একজামিন আসছে, আজ আর থাকতে পারবো না।" বলিয়া সুবোধ ঘর থেকে বাহির হইয়া গেল। সুবোধ সুশীলের কথাটাকে অন্য রকম ভাবে ধরিল। সুশীল যত চেষ্টা করিত সুবোধকে নিজেদের মতন করিতে, সুবোধ কিন্তু তত দূরে সরিয়া যাইত, কে যেন তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিত যে সে গরীব আর সুশীলরা বড়লোক।

সুবোধদের বাড়ী জামতাড়ায়; পাঁচ বৎসর বয়স হইতে সে পিতৃহীন। ঘরে তার বিধবা মা ছাড়া আর কেহ নাই। এক দূর সম্পর্কের কাকা তাদের ভরণ পোষন চালাইতেন। তিনিই সুবোধকে খরচ করিয়া লেখা পড়া শিখিতে পাঠাইয়াছিলেন। সুবোধকে তিনি নিজের পুত্রের মত স্নেহ করিতেন। তিনি জামতাড়া পোষ্ট-আফিসে সামান্য চল্লিশ টাকা বেতনের চাকুরি করিতেন, তাহা হইতে কুড়ি টাকা সুবোধের কলিকাতার খরচই যাইত আর অবশিষ্ট কুড়ি টাকায় স্বামী, স্ত্রী ও সুবোধের মার খরচ চলিত।

(২)

টেষ্ট একজামিন শেষ হইয়া গেল। সুবোধ ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করিল। সুশীলও বেশ ভাল ভাবে প্রথম বিভাগে পাশ করিল। সুবোধ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, সুশীলের আনন্দ দেখে কে। সে তৎক্ষণাৎ মাকে এ সুখবর দিল।

তার পরের দিন বৈকালে সুশীল সুবোধের মেসে গিয়া দেখিল, সুবোধের সিট্ খালি। অন্যান্য লোকের কাছে খবর লইয়া সুশীল জানিল যে সুবোধ সেই দিন সকালের ট্রেনে বাড়ী গিয়াছে, আর বিশেষ কিছু খবর পাইল না। সুশীল ব্যাপার কি ভালরূপে জানিবার জন্য মেসের ম্যানেজারের কাছে গেল। তিনি বলিলেন যে সুবোধ কাল রাত্রে একখানি তার পাইয়াছে যে তার মার ভারি অসুখ তাই সে সকালের ট্রেনে বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। ম্যানেজার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা বাবা সুবোধ কি তোমার কেউ হয়?"

সুশীল বলিল, "কেন বলুন ত" ? বৃদ্ধ ম্যানেজার মহাশয় তাঁর রূপার চশমাটা নামাইতে নামাইতে বলিলেন, "না বাবা আমার পাঁচটা টাকা তার কাছে পাওনা আছে কিনা, তাই তার এ জিনিষগুলো রেখে দিয়েছি।" ঘরের কোনে একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ ও একটি কাপড়ের পুঁটুলির দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইলেন। সুশীল একটু চটিয়া বলিল, "আপনি পাঁচটা টাকার জন্য তার এত সব জিনিষ আটকে রেখেছেন।" ম্যানেজার মশাই একটু স্বর চড়াইয়া উত্তর দিলেন, "তোমার যদি এত দরদ তো নিয়ে যাও না পাঁচটাকা দিয়ে দেখি।" সুশীল, "আচ্ছা আমি আসছি" বলে মেস হইতে বাহির হইল।

সটান বাড়ী গিয়া সে মার কাছে সব খুলিয়া বলিল। মার কি জানি কি মনে হইল, ছেলের এ আব্দার অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া দিলেন। টাকা পাইয়া সুশীল মহা আনন্দে ভজুয়া চাকরকে লইয়া মেসে গেল। ম্যানেজারত, টাকার আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, টাকা পাইয়া মহা আনন্দে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও ছোক্‌রা তোমার কি কেউ হয় বাবা ?" সুশীল বলিল, "ও আমাদের সঙ্গে পড়ে, আমার বন্ধু।" ম্যানেজার মশাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শুধু বন্ধু বোলনা বাবা, ফাস্ ফেরেণ্ড, ফাস্ ফেরেণ্ড ; ফাস্ ফেরেণ্ড না হলে কি কেউ এত করে। এইত চাই তবেই ত বন্ধু।" তারপর ম্যানেজার মশাই কবে কোন বন্ধুর কি উপকার করিয়াছিলেন একটা লম্বা ফর্দ্দ করিয়া দিলেন। সুশীল আর অপেক্ষা না করিয়া ভজুয়াকে সুবোধের জিনিষপত্র তুলিতে বলিয়া বিমর্ষ মুখে বাড়ী চলিয়া গেল।

(৩)

তার দিনকয়েক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা সুশীল তার পড়িবার ঘরে বসিয়াছিল,। টেবিলের উপর বাংলা সিলেক্‌সন্ খানা খোলা পড়িয়া আছে,কিন্তু মন তার রাস্তার জানালার দিকে। সে ভাবিতেছে কাল টাকা জমা দিবার শেষ দিন, আর আজ এখনও সুবোধের দেখা নেই। সে কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না, আস্তে আস্তে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময় ভজুয়া চাকর একখানা পোষ্টকার্ড দিয়া গেল। চিঠি সুবোধ লিখিয়াছে।

ভাই সুশীল,

তোমাকে আমার এই প্রথম পত্র লেখা। পরীক্ষার খবর বেরোবার দিন রাত্রে একখানা টেলিগ্রাম পেলুম, মার ভারি অসুখ, তাই তার পরের দিন সকালেই এখানে চলে এসেছি। এসে দেখলুম মা অনেকটা ভাল আছেন কিন্তু কাকাবাবু ওদিকে শয্যাগত। কাকাবাবু তিন চার দিন ভুগে ইহলোক ত্যাগ করলেন। একজনকে সারাতে এসে ভাই আর একজনকে হারালুম। যাকগে যিনি চলে গেছেন তাঁকে ত আর ফিরিয়ে আনতে পারবো না, মিছে দুঃখ করে কি হবে। তুমি এখন কেমন পড়াশুনা করছো ? আমার

বোধহয় একজামিন দেওয়া হবেনা কারণ কাকাবাবু মারা গেলেন আর টাকা কে দেবে? গরীবের শেষ দুর্দ্দশা এমনই হয়। যাক্, তুমি, মা, অনি সব কেমন আছ খবর দিবে।

ইতি

সুবোধ।

সুশীল ঠিক করিল সুবোধকে যেমন করিয়াই হোক পরীক্ষা দেওয়াইতেই হইবে। কিন্তু ত্রিশটা টাকা এখন সে কোথায় পায়? সে একবার ভাবিল মার কাছে চাহিয়া লইবে, তার পর সে ভাবিল সে দিন সুবোধের নাম করিয়া পাঁচ টাকা লইয়াছে আবার চাহিলে হয়ত পাইবে না। ভাবিতে ভাবিতে তার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে সুবোধ স্কুলে ফ্রী পড়িত। সে পনর টাকা না হয় বাদ যাইবে কিন্তু ইউনিভারসিটি ত আর টাকা ছাড়িবে না। এ পনর টাকা সে কোথায় পাইবে? অনেক ভাবিয়াও সে কোন উপায় করিতে পারিল না।

সুশীল এক রকম প্রায় অনিদ্রায় রাত্রি কাটাইল। পরের দিন সকালে উঠিয়াও সেই ভাবনা।—অন্যমনস্ক ভাবে নিজের আংটীটা ঘুরাইতেছিল, হঠাৎ আংটীটার দিকে নজর পড়িতেই সে বলিয়া উঠিল, "এই তো, এই আমার সহায় হবে।" অমনি তা'র গলার চেন হারের কথাও মনে পড়িয়া গেল।

সেদিন স্কুলের পথে গাড়ী কলুটোলার মোড়ে দাঁড় করাইয়া সুশীল গলির ভিতর ঢুকিল। ভিতরে একটু যাইতেই একটা স্যাকরার দোকান দেখিতে পাইল। সে দোকানের সম্মুখ দিয়া দুই তিনবার আনাগোনা করিল, কারণ তাহার বড় ভয় হইতেছিল বাপ মা যদি জানিতে পারেন যে আংটি ও হার বিক্রয় করিয়াছে তাহা হইলে অত্যন্ত তিরস্কার করিবেন বা অন্য কিছু ভাবিতে পারেন: কিন্তু ভাবিতে লাগিল আমি যদি পিছাইয়া যাই তাহা হইলে সুবোধের পরীক্ষা দেওয়া হইবে না। সামান্য তিরস্কারের ভয় সুশীল করিল না, এই টুকু ত্যাগ সে বন্ধুর জন্য করিতে পারে। তবে তার বেশী ভয়, তাঁহারা অন্য কিছু ভাবিতে পারেন, আবার মনে হইল অন্যকিছু ভাবিবার মত ত' আমি কিছুই করিতেছি না। যাক সে আর অপেক্ষা না করিয়া একটু ভয়ে ভয়ে দোকানে ঢুকিয়া পড়িল। দোকানদারের কাছে আংটি ও হার বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করাতে তাহার ভীত মুখ দেখিয়া দোকানদার একটু সন্দেহ করিল। তার পর যখন অনেক জেরা করিয়া বুঝিল যে না, চোরাই মাল নয় তখন তাহাকে দাম জিজ্ঞাসা করিল। সুশীল বলিল, "আমার পনর টাকার দরকার, পনর টাকা দিলেই হইবে।" দোকানদার সুযোগ পাইয়া তাহাকে পনর টাকা দিয়া বিদায় করিল।

সে স্কুলে ফিরিয়া গিয়া সুবোধের টাকা জমা দিতে গেল। মাষ্টার মশাইরা অনেকে অনেক আপত্তি করিলেন কিন্তু হেডমাষ্টার মশাইয়ের নিজের কোন আপত্তি ছিল না।

তিনি সুবোধের উপর স্কুলের ভবিষ্যৎ অনেকটা আশা করিতেন। যাক্ সুশীল টাকা জমা দিয়া গাড়ীতে উঠিল। এইবার বাড়ী ফিরিতে হইবে, তাহার বুক ঢিপ ঢিপ করিতে, লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল যদি বাবা কিংবা মার চোখে পড়ে সে কি কৈফিয়ৎ দিবে? ভয়ে ভয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়বার ঘরে গিয়া সুবোধকে চিঠি লিখিতে বসিল। লিখিল—

ভাই সুবোধ,

আশাকরি তুমি ভাল আছ। আমরা সকলে বেশ ভাল আছি। তুমি শীঘ্র চলিয়া আসিবে। তোমার টাকা আমি জমা দিয়া দিয়াছি। তুমি মেসে না থাকিতে পার আমাদের বাড়ীতে থাকিবে। তোমার মা কেমন আছেন? তুমি আর বিলম্ব করিও না পত্র পাঠ রওনা হও।

ইতি তোমার স্নেহের

সুশীল।

দু'দিন পরের কথা, সুশীলের প্রতিক্ষণে সুবোধের পায়ের শব্দ শুনিতে পায়, স্বপ্ন দেখে, সুবোধ আসিতেছে। এমনি করিয়া রাত ন'টা বাজে। রাত্রের ডাক আসিয়াছে, ভজুয়া একটী ছোট্ট চিঠি লইয়া আসিল।

সুবোধ লিখিয়াছে—

ভাই সুশীল!

মা ভাল আছেন। তুমি লিখেছ, তুমি আমার টাকা জমা দিয়ে দিয়েছ, জানি তোমার পয়সা আছে, তুমি বড়লোক, তা বলে এ গরীবকে এরকম করে অপমান করবার কি দরকার ছিল? আমি তোমার কাছে এ রকম ব্যবহার কখনও আশা করিনি। আবার তুমি লিখেছ—তোমাদের বাড়ীতে থাকাতে, তা ভাই আমার মত গরীবের পক্ষে ঐ মেসের এঁদোপচা ঘরই যথেষ্ট।

ইতি সুবোধ।

সুশীলের সারা দেহখানা একবার কাঁপিয়া উঠিয়া স্থির হইয়া গেল। সে সম্মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে বসিয়া রহিল।—চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

—•—

ক্যাম্পফায়ারের তালে তালে

গান

একটা নূতন গান নীচে দেওয়া হল। ক্যাম্পফায়ারে বেশ সুন্দর হয়

এক যে ছিল রাজা
তা'র হলোরে সখ ভারী
দেখতে হবে কেমন লাগে
বাঘের পিঠে চড়ি
(রে ভাই) বাঘের পিঠে চড়ি।

সেপাই শান্ত্রী সবাই মিলে
আন্‌লোরে বাঘ বড়,
রাজা মশাই চড়্‌ল তা'তে
করে ভারী দড়
(রে ভাই) করে ভারী দড়।

ঘণ্টা খানেক পরে তারা
এলো রে ভাই ফিরে,
বাঘের পিঠের রাজা কেবল
গেছেন ভেতরে
(ও ভাই) বাঘের পেটের ভেতরে।

গাইবার নিয়ম—এ গানের স্বরলিপি দেওয়ার দরকার করেনা, গানটা পড়ে একটু গুণ গুণ করে গাইতে গেলেই বুঝতে পারবেন। গানটার সঙ্গে সঙ্গে একটু আধটু অঙ্গ ভঙ্গী করলে ভাল হয়। প্রথম লাইনে, 'রাজা' বলবার সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতের তেলো কোমরের কাছে আনতে হবে, (কিন্তু কোমরে লাগবেনা) হোমড়া চোমড়া লোক দেখাতে হলে যেমন করতে হয়। 'বাঘ'টাও দেখান যেতে পারে, শীকার ধরবার ভঙ্গী করে। 'চড়ি'—র সময় ঘোড়ার রাশ ধরে যেমন এগোয় তেমনিতর। সেপাই শান্ত্রীর হাতে থাকে লাঠি, কাজেই তাদের বেলা লাঠি ধরবার ভঙ্গী করা দরকার। 'দড়'—বলবার সময় বুক চিতিয়ে দিতে হবে। 'ফিরে' বলবার সময় হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে এক আঙ্গুল দিয়ে কেন্দ্র থেকে নিজের দিকে দেখাতে হবে। ভেতরে দেখাবার সময়, নিজের মুখের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে হবে। আর পেটের সময় পেটে হাত দিলেই চলবে।

আমার প্যাকে যে রকম অঙ্গ ভঙ্গীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাই দিলাম। স্কাউটারেরা অবশ্য নিজেদের খুসীমত অঙ্গ ভঙ্গী করতে পারেন।

পেট্রোলের নাম

কোকিল

গতবার আমরা পেট্রোলের নাম দিতে আরম্ভ করেছিলাম কিন্তু পরে নানা কারণে বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। এবারে আবার দিচ্ছি। কাবেদের Observer ব্যাজের জন্যও এ গুলি দরকারে লাগতে পারে।

এবারে যে পাখীটির কথা বলবো, তার নাম তোমরা সবাই জান, বসন্তকাল দেখা দিতে না দিতেই কালো কোকিল গাছে গাছে দেখতে পাওয়া যায়। ছোট্ট শরীরটি, তা'রই সমান প্রায় তা'র লেজ। কাজেই এম্‌নি দেখতে মনে হয়, লেজটা বুঝি একটু বড়। ঠোঁটটীও আবার একটু অন্য ধরনের, দেখতে অতি সাধারণ হ'লেও, একটু ভালো করে দেখলে দেখতে পাওয়া যায়, এর ঠোঁটে বাজ পাখীর ঠোঁটের আভাস আছে বেশ, তাই ছোট ছোট পাখীরা এ'কে ভারী ভয় করে। তোমাদের মধ্যে যারা পশুপক্ষী দেখলেই বেশ দূর থেকে খুঁটিয়ে দেখতে ভালোবাস, তা'রা দেখবে, এ'র ঠোঁটটার রং হচ্ছে সবুজ।

কোকিলের চোখদুটি ভারী সুন্দর চমৎকার লাল, আমরা সাধারণতঃ লাল বলতে যা বুঝি মোটেই সে রকম নয়। ভোরবেলা সূর্য্যিদেব পূব গগণে উঠবার সময় যে রংয়ে সারা আকাশখানা রাঙিয়ে তোলেন, সেই মনোরম রূপ দেখতে পাই আমরা কোকিলের চোখে। পা দুখানা দেখ, ছোট্ট ছোট্ট দু'খানা পা, চারটে করে আঙুল। এই আঙুল আর ঠোঁট দিয়ে এদের কীট পতঙ্গের ফলারটা চলে বেশ। বিশেষ করে 'বিছা' জাতীয় কীটই হ'লো এদের প্রিয় খাদ্য।

সব চেয়ে মজার হলো এদের ডিম পাড়া ব্যাপারটা। মাদী কোকিল মাটিতে ডিমটা পাড়ে।—ছোট্ট একটা ডিম, ডিমটা মুখে নিয়ে মাদী কোকিল, মদ্দাটাকে আগে পাঠিয়ে দেয় একটা পাখীর বাড়ীর কাছে, পাখীটা যখন মদ্দাটার সঙ্গে ঝগড়া করতে থাকে, সেই ফাঁকে মাদীটা, তার ডিমটা এনে পাখীর বাড়ীতে রেখে দেয়। * তারপর ডিমে তা' দিয়ে বাচ্ছা ফুটিয়ে তোলে সেই পাখীটাই। এ জন্যে সংস্কৃতে এর নাম "পরভৃত" ও "পরপুষ্ট", কাজেই, তারা ঘরবাড়ী তৈরী করে না; বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তা' বলে মাদী কোকিল যে একেবারে ডিমের কথা ভুলে যায় তা নয়। অনেকে দেখেছেন যে বাচ্ছা হবার পরে খাবার দেওয়া, উড়্‌তে শেখান, বাসায় এনে রেখে যাওয়া, এসব কাজগুলি একটা মাদী কোকিল করে দিয়ে যায়।—কাজেই অন্য অন্য পাখীদের মত বাচ্ছাদের ভালোবাসে এরাও।

বাচ্ছাগুলিও ভারী তোখোড়। জন্মাবামাত্রই, সমস্ত বাসাটাই তা'র দখল করা চাই, আর আর যে সব বাচ্ছাগুলি আছে বাসায়, সেগুলিকে ঠেলে বাইরে ফেলে দিয়ে, যে ডিমগুলি ফোটেনি সেগুলিকে গড়িয়ে ফেলে দিয়ে সে নিজেই বাড়ীর কর্ত্তা হয়ে বসে।

এরা পরের বাড়ীতে ডিমটা রেখে দেয় বলেছি বলে তোমরা মনে কোরনা যে এরা সব সময়েই একলা একলা থাকে, অনেক সময় এদের দলে দশবারোটাকেও এক সঙ্গে থাক্‌তে দেখা গেছে।

কোকিলদের কিন্তু দেখ্‌লেই বলা যায় কোনটা মাদী আর কোনটা মদ্দা। মদ্দাটা হয়, ভারী সুন্দর কালো রংয়ের, আর মাদীটা হয়, ধূসর রংয়ের, আর তার সারা গায়ে থাকে সাদা সাদা দাগ আর ফুট্‌কি।

এবারে ডিমের কথা বলা যাক। ডিমটা দেখ্‌তে ভারী ছোট। রংটা হয় লাল্‌চে আর ধূসরের একটা অদ্ভুদ্‌ সমন্বয়। কিন্তু যারা এ সব বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন, তারা বলেন যে কোকিলের ডিমের রং যে কি, ঠিক করে বলা যায় না। কারণ যে পাখীর বাড়ীর মধ্যে ডিমটা রাখা হয়, এদের ডিমের রংটাও হয় কতকটা তা'র রংয়ের মতই।

কোকিলের ডাক অবশ্য সবাই জান। সুন্দর একটা কু-উ-উ। কোকিলের ডাক কিন্তু সব সময়ই একরম থাকে না, প্রথম প্রথম বেশ সুন্দর লাগে কিন্তু বসন্তের শেষ ভাগে ডাকটা কর্কশ হয়ে আসে। এসম্বন্ধে ইংরেজি কয়েকটা কবিতা আছে। নীচে দিচ্ছি। বাংলায় এরকম কিছু থাক্‌লে আমাদের জানালে উপকৃত হ'ব।

1. In April
come he will
In May
He Sings all day
In June
He alters his tune.
In July
He prepares to fly
In August
Go me must.

---

* এ বিষয়ে মতভেদ আছে।

2. In April the Coo-coo can Sing her song by rote.
In June oft time She can not sing a more.
At first koo, koo ; koo, koo, sings till can She do
At last, kooke, kooke, kooke, six kookes to one koo.

আমাদের এখানে অবশ্য এপ্রিল মাসে কোকিল আসে না।

কোকিলের বিষয় প্রায় সবই ব'লেছি, কেবল একটা জিনিষ বলা হয়নি।—কোকিলকে খাঁচায় পুরে রাখলে ভারি মুস্কিল, বেচারারা পরের বাসাই বা পাবে কোথায় যাতে ডিম্‌টা রাখ্‌তে পারে, কারণ তাদের নিজেদেরত' আর তা' দেবার অভ্যাস নেই।

এবার কোকিলের উপকারীতা সম্বন্ধে বলা যাক। কোকিল কীট পতঙ্গ যে কত খায় তার ইয়ত্তা নেই। বিশেষ করে বিছা জাতীয় কীটই হলো তাদের প্রধান খাদ্য। এ জাতীয় পোকাগুলি মধ্যে মধ্যে শস্য খেতে ঢুকে শস্য নষ্ট করে। কাজেই এদিক দিয়ে দেখ্‌লে কোকিল আমাদের উপকার করে যথেষ্ট।

মনে রেখো, কোকিলেরা মিষ্টি কথাই বলে বেশী।

পূজার ছুটী *

[শ্রীসতীশচন্দ্র মোদক]

পূজা এল। ছুটী হ'বে ব'লে সকলেই মহা আনন্দিত। মা আসছেন—কার না আনন্দ হয়? এই ছুটীতে কত লোক দেশে এবং কত লোক বিদেশে যাবে তার ঠিক নাই। যারা প্রবাসী তারা দেশে ফির্‌বে—তাদের সেই পুরাতন, সেই চির পরিচিত বাড়ী, মাঠ, নদী, বাল্যের ক্রীড়াভূমি—সেই সব মনে পড়ে তাদের মন কতই না অধীর হচ্ছে। আর যারা দেশে আছে তারা বেড়াতে যাবে—পশ্চিমে হাওয়া খেতে বিদেশে যাবে। পাহাড়ের সাগরের তীর্থক্ষেত্রের কত বিচিত্র ছবি তাদের মনে আস্‌ছে—পূজার সময়টায় রেলে, ষ্টীমার ষ্টেশনে ভীড় খুব বেশীই হয়। আর বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কি অসুবিধা হয় তা বলা যায় না। নিজের জিনিষটী ঠিক জায়গায় রেখে এই সময় যাত্রীদের বেশ ভালরকমই আমরা সাহায্য করতে পারি। সকলেই সেটী করতে পারে—কিন্তু অনেকেই তা করেনা। আমাদের কিন্তু তা না করলে চল্‌বেনা—যেখানে সুবিধা সত্ত্বে আমরা পরকে সাহায্য না করি—সেখানে আমরা স্কাউটের আদর্শ থেকে দূরে চলে যাই। গাড়ীতে উঠে নিজে একটু দাঁড়িয়ে গিয়ে বৃদ্ধ বা স্ত্রীলোকদের বস্‌বার জায়গা ক'রে

* পূজার ছুটীতে স্কাউটেরা কি কি করতে পারে লেখক সে কথাই বল্‌ছেন।

দেওয়া—আমাদের যতটা সাধ্য ততটা সাহায্য করা, আমাদের একটী প্রধান কর্ত্তব্য। প্রত্যেক ষ্টেশনেই আমরা অপরের জিনিষপত্র উঠিয়ে নাবিয়ে দিতে পারি। আর প্রায়ই দেখা যায় যাঁরা স্বার্থপর তাঁরা নিজের জিনিষপত্র বস্‌বার জায়গায় রেখে দেন বা এমনভাবে বসেন যে অপরের বস্‌বার স্থান থাকা সত্ত্বেও অনেককে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হয়—এই গুলির যতটা সম্ভব প্রতিকার করবার চেষ্টা করা—আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। অবশ্য যাতে ঝগড়া-ঝাঁটী একটুও না হয়—খুব বিনীতভাবে এগুলি করা উচিত।

আর বিদেশে গিয়ে প্রথমেই প্রধান প্রধান স্থান, হোটেল, ভাড়া-পাওয়া যায় এমন বাড়ী, ধরমশালা, ডাকঘর, ডাক্তারখানা, ডাক্তারের বাড়ী, হাসপাতাল ইত্যাদি কোথায় আছে তার সন্ধানটা আগে ক'রে নেওয়া আমাদের খুবই উচিত—কারণ প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায়—অনেকেই এই সব-এর খোঁজ করেন। আমাদের পঁহুছিবার পর যাঁরা আস্‌ছেন—তাঁদের এই সকল সন্ধান ব'লে দিয়ে, দেখিয়ে দিয়ে বা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে একটু সাহায্য করে তাঁদের একটু স্বচ্ছন্দ দেওয়া আমাদের "পূজার ছুটীর কাজের" প্রধান অঙ্গ হবে।—বিদেশে গিয়ে অনেকেই অসুখ বিসুখে পড়ে লোকাভাবে বড়ই কষ্ট পান—তখন ডাক্তার ডেকে ঔষুধ এনে দিয়ে বা অন্য রকমে যথা সম্ভব যাত্রীদের সাহায্য করলে আমরা "বিশ্বমানবের বন্ধু" এটা সকলেই বুঝ্‌বেন। অবশ্য নিজে খুব সাবধান হ'য়ে রোগীর সেবা করা উচিত।

বিদেশ যদি পাহাড়ে দেশ হয়…তবে…এই সময়টায় বেশ ভাল লাগে। সকালে খুব খানিকটা বেড়িয়ে এসে ক্ষুধাটা বাড়িয়ে নিতে যেন ভুল না হয়; সেখানে গিয়েও সকাল বেলা যেন মুখ ধুয়েই জিওমেট্রির প্রপোজিসন বা তি তস্, অঙ্ক নিয়ে মাথা না ঘামাই।* এগুলো যদি নিতান্তই করতে হয় ত খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরবেলা খানিকক্ষণ। স্নান ক'রে খেয়ে দেয়ে বন্ধু বান্ধবদের চিঠিপত্র লেখা বা একটু খবরের কাগজ পড়া ইত্যাদি কাজগুলি করে ফেলতে হ'বে। বিকেল বেলা পাহাড়ের উপর উঠে ব'সে একটা অতি সুন্দর কাজ করা যায়। কি বল দেখি?—গান গাওয়া? হাঁ সেটাও বেশ কাজ—মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস আর অবাধে প্রাণের খোলা গান—সেটাত খুবই ভাল।—আর কি? ওঃ—খেলা করা, সেটাত আছেই, খুব ভাল। প্রাণটীকে মাতিয়ে তোলা—প্রকৃতিমায়ের প্রকৃত ছেলে হ'য়ে বনে জঙ্গলের পশু পক্ষীর মত খেলা ক'রে জীবনটাকে অনুভব করা—আঃ—সেটা যে আমাদের কত দরকার তা বলা যায় না। আর কি করা যায় জান? একটী খাতা, একটী পেন্সিল আর এক টুকরা রবার নিয়ে পাহাড়ের উপর গিয়ে বস্‌বে। এই সময়টায় প্রায়ই বেশ হাওয়া বয়…আর স্তূপাকার মেঘগুলো বড় চমৎকার খেলা করে। তারা এই সময়টায় বহুরূপী হয়। শরতের বৈকালিক মেঘের খেলা—আহা হা …খোলা…পাহাড়ের উপর ব'সে যে দেখেছে…সেই বুঝেছে অনন্ত বিশ্বে কত সৌন্দর্য্য, কত মাধুর্য্য ভগবান আমাদের জন্য সৃষ্টি ক'রে রেখেছেন। তাই বল্‌ছি সেই মেঘ-

গুলোর ছবি…কাগজে একটু তুলে নেবার চেষ্টা করা খুব ভাল। প্রথম প্রথম ভাল হয়না · সেও বড় মজা. .দেখলুম মেঘের মধ্যে একটা বাঘ…আঁকতে গিয়ে হ'য়ে গেল একটা গোল আর তার চারটে পা…সে একটা ভারি হাসির মত কিছু…কিন্তু সেগুলিও নষ্ট না ক'রে তারিখ দিয়ে আর নীচে দুচার ছত্র মনের ভাব লিখে রাখতে হয়—রোজ… এই রকম করলে ১৫।২০ দিন পরে হাতটা মন্দ হয়না…তখন কতকটা ধাতে আসে। এই মেঘের খেলা—একখানা মেঘ ..যেন একটা বাঘ লাফিয়ে যাচ্ছে…মিনিট খানেক পরে—যাঃ কি হ'ল…বাঘটা হরিণ হ'য়ে গেল…আরে ওটা বুঝি হরিণ ..ওটা ত' হাতী…দুর ! ওই দেখ…ওটা একটা পাহাড়…ওটা একটা সিঁদুরের দ্বীপ…বাঃ কি চমৎকার সোণালির কাজ করা চাঁদোয়া। মেঘের এই খেলা থেকে আঁকবার হাতটা তৈরী ক'রে নিতে হয়। মন প্রাণ বিভোর করা এমন মডেল আর কোথায় পাওয়া যায় ? আর সন্ধ্যার পর যেদিন চাঁদ ওঠে, সেদিন যে কি মন মজিয়ে দেয় তা আর বলা যায়না। এই জিনিষটা আরও ভাল লাগে নদীর ধারে ..এই যেমন কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে বা সাগরের ধারে।—পুরী যারা গেছে তারা এটা উপভোগ করেছে।

এই সময়কার আর একটা কাজ হলো ফুল আর পাতা সংগ্রহ ক'রে শুকিয়ে একখানা ভাল খাতায় সেগুলি যত্ন ক'রে আঠা দিয়ে মেরে রাখা, তাহ'লে বিদেশের বেশ সুন্দর একটা স্মৃতিচিহ্ন থেকে যায়। তাতে তারিখও দেওয়া যেতে পারে…আর সেই সঙ্গে তাদের নাম, গুণ, ফুল-ফল-পাতা,-শিকড়-কাণ্ড ইত্যাদির মাপ, অন্যান্য বৈশিষ্ট ইত্যাদি একটু বিচার করে দেখে লিখে রাখ্‌তে হয়—আর ..সেগুলো কোন কোন কাজে লাগে…তাতে ওষুধ পত্তর হয় কিনা তা জেনে নিতে হয়।

আমি আর একটা কাজ কর্‌তাম…রকম রকমের রং বেরং-এর পাথর সংগ্রহ করতাম…যেমন মিউজিয়মে থাকে। ঠিক সেই রকম .কোনওটাতে বালি বেশী… কোনটাতে লোহা আছে…কোনওটাতে চূণ বা অভ্র…বেশ চমৎকার সংগ্রহ হয়। আচ্ছা তোমরা কখনও এরকম ক'রেছ ? ..এবার পূজার ছুটীতে ক'রে দেখ।

সমুদ্রের ধারে হ'লে আরও মজা…ঝিনুক, শামুখ, শাঁখ যে কত সহস্র রকম পাওয়া যায় তা বলা যায়না। বেড়াতে গিয়ে সেইগুলি সংগ্রহ করা. .আর তা থেকে আবার খেলনা তৈরী করা…সেও দুপুর বেলার বেশ একটা কাজ…আর সময়টাও দেখ্‌তে না দেখ্‌তেই কেটে যায়।

আরও একটা কাজ আছে। আমাদের "দেশের" গাছ পালার সঙ্গে নূতন স্থানের গাছপালার তফাৎ কি…বাল্যকালের বাড়ীঘর দোরের সঙ্গে সেখানকার তুলনা ক'রে সেগুলি বেশ করে মনে রাখবে…আর সেখানকার আচার-ব্যবহার গুলোও বুঝে নিতে যেন ভুল না হয়। আর মস্ত বড় একটা কাজ…ক্যাম্প-ফায়ারে-বড় মজা লাগে—যদি সেখানকার গান, সেখানকার ক্যারিকেচার, সেখানকার আমোদে-প্রমোদের নক্‌সাটা যদি

মনে গেঁথে নাও। ঠিক সেই ভাষা, সেই স্বর, সেই সুর, সেই হাবভাব সব সঠিক নকল ক'রে নিতে পার। ভাষাটা শিখে নেওয়ায় খুবই উপকার হয়। এইটে কখনও যেন ভুলে না যাই যে প্রত্যেক জায়গার লোকেরই একটা বৈশিষ্ঠ আছে। তাদের ভিতর একটী না একটী অতি চমৎকার গুণ থাকে...সেইটা কি তা জেনে নেবার চেষ্টা করা উচিত আর সেটী শিখে নেওয়া উচিত।

নানাস্থানে নানাপ্রকার জিনিষ তৈরীর কৌশল আছে...কল কারখানা ..যখন যেখানে যাবে সবই তন্ন তন্ন ক'রে জেনে নেবে আর দ্রষ্টব্য স্থান গুলির একটীও যেন বাদ না পড়ে।

বিদেশে যারা যাবে তাদের ত' কথা হ'ল মোটামুটী এই...আর যারা দেশে যাবে... তাদেরও কাজ বড় কম নয়। দেশবাসীদের মধ্যে অভাব-অভিযোগ কি...দেশের উন্নতি কিসে হয় .যাতে তা প্রবর্ত্তিত হয় . যাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় সত্যকার শিক্ষার বিস্তার হয়...পরোপকারেচ্ছা যাতে সকলের মনে বলবতী হয়, তা নিজের উদাহরণ দিয়ে, নিজের কাজ দিয়ে সকলকে দেখিয়ে দিয়ে দেশের উন্নতি করবার উপায়টী করে দেওয়া চাই। আমাদের বয়স যতই কম হ'ক্‌না আমাদের শক্তি যতটুকুই হ'ক্‌না— ঠিকভাবে কাজ করতে পারলে এতেই সকলকে মুগ্ধ ক'রে আমাদের দলে সকলকে টেনে এনে...আমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘ পরিপুষ্ট করতে নিশ্চয়ই পারব।

নিত্য ডায়েরী রাখতে যেন ভুল না হয়। পূজার ছুটী মোটে মাস খানেক—কিন্তু এই এক মাসেই ঠিকভাবে কাজ ক'রে সত্যিকার জীবনের যে একটী স্বাদ পাওয়া যায় তাতে আর সন্দেহ নাই— আর সেইটেই আমাদের ভবিষ্যত জীবন গড়ে তোলবার একটী প্রধান সম্বল। ছুটীর এই সময়টা যেন ছুটী ভেবে আলস্যে না কাটাই। *

স্কাউটিং

(কিম্)

মুস্কিল বাঁধে অনেক সময় বাবাকে নিয়ে। তিনি কিছুতেই দিতে চান না তোমাকে এই হাফ্‌প্যাণ্ট পরা ছেলেগুলোর দলে। কাজেই তাকে এমন করে বল্‌তে হবে যাতে ক'রে তিনি না দিয়ে পারেন না।

তাঁ'কে বলো, যে স্কাউটিং হচ্ছে ছেলেদের অবসর সময়ে ভারী মজার কতগুলি দরকারী কাজ কর্‌বার একটা উপায়। যা'রা এদের দলে ভর্ত্তি হয়, তা'রা অনেক কিছু শেখে ;—বনজঙ্গলের, পশুপক্ষীর কথা ; প্রাথমিক প্রতিবিধানের কথা ; সাঁতার ও জলে

* নূতন দেশে নূতন নূতন পশুপক্ষীর হাবভাব লক্ষ্য করাও বেশ কাজ। যাঃ সঃ

ডোবা মানুষ তোলার উপায়, রান্না, ক্যাম্পিং ; সিগ্ন্যালিং ; ম্যাপ তৈরী করা (সার্ভে) ; আর কি করে ভাল নাগরিক হ'তে পারা যায়,—তা'র কথা। এদের যাঁরা শেখান, তা'দের কেউ পয়সা পান্‌না। সবাই ভারতকে, বাংলাকে, ভালবাসেন বলে, দেশের কাজের জন্য তৈরী করে তুল্‌তে, ছেলেদের ভার নেন।

স্কাউটিং যে শুধু ছেলেদের শিখিয়েই খালাস তা নয়, ছেলেরা সত্যি সত্যি যাতে জ্ঞান কাজে লাগায় তার দিকে দৃষ্টি রাখে। এ'তে করে সমাজেরও উপকার হয় যথেষ্ট। সেবার আসামের বন্যায় স্কাউটেরা যথেষ্ট সাহায্য করেছিল, আর একবার পিয়ন ধর্ম্মঘটে কাজ চালিয়ে দিয়েছিল স্কাউটরা, সেবার হাল্‌সা রেলওয়ে দুর্ঘটনায়ও স্কাউটদের খাঁকী সার্ট প্যাণ্ট বাদ পড়েনি, কয়েকদিন আগে সুইমিং ক্লাবের সাহায্যও করেছে এঁরা, সাইকেল প্রতিযোগীতায়ও এরাই ছিল সাহায্য করবার লোক। এম্‌নি ভাবে অনেক জায়গায়ই তা'রা দেখিয়েছে যে তাদের উদ্দেশ্যই হলো দেশের ও দশের সেবা করা।

স্কাউটিং দেশ-কাল-পাত্র-ভেদ মানেনা। ধনী বলেই যে শুধু স্কাউট হতে পার্‌বে আর গরীবেরা স্কাউট হতে পার্‌বে না এমন কোন কথা নেই ; এর উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রত্যেক ছেলেই যাতে দেশের 'উপযুক্ত' হ'য়ে উঠ্‌তে পারে, তারই জন্য প্রানপণ চেষ্টা করা

এই যে প্রতি বছর শত শত ছেলে স্কাউট হচ্ছে, তারা যে এ থেকে শুধু আনন্দই পাচ্ছে তা নয়। তারা আনন্দ থেকে আর ও অনেক জিনিষ বেশী পাচ্ছে। প্রত্যেক ছেলে নিজেকে 'ভাল' কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে, পরেরা যেন তাঁ'র কথায় বার্ত্তায়, চলনে ধরনে ধারনে কোথাও না একটু খুঁত ধর্‌তে পারে তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌ছে।— সত্যি সত্যি কি রানা প্রতাপ, রাজা অশোক, চৈতন্য, নানক, বিবেকানন্দ এঁরা আমাদের সাম্‌নে ভারতের বিরাট সত্য মূর্ত্তি তুলে ধরেন না ? অথচ ঠিক তেম্‌নিতর ভারতের সত্যি ছেলে, উপযুক্ত ছেলে হ'তে আমরা ক'জন চেষ্টা করি ? অথচ স্কাউটিং যদি ঠিক মত করে যাওয়া যায়, দেখ্‌বে স্বভাব কত মধুর হবে, হৃদয়ে কত তেজ পাবে, প্রাণে সত্যের প্রতিষ্ঠা হবে।

তোমার বাবা জানেন যে প্রত্যেক লোকের বিপদ হয়—

১। নিজের চরিত্রের দোষগুণগুলি নিজের বশে আন্‌তে, যাতে করে, তা'দের খারাপ গুলিকে নষ্ট করে ভাল গুলিকে এমন করে তুল্‌তে যাতে ভবিষ্যতে দরকার হ'লেই আর ভাব্‌তে না হয়।

২। অন্যঅন্য লোকের সঙ্গে সমান ভাবে মিল্‌বার সময়

৩। নিজের গুণ গুলিকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে কাজে লাগানোতে।

স্কাউটিং-এ দলে দলে ছেলেরা যোগ দিচ্ছে শুধু এই তিনটি জিনিষ বেশ ভালো করে শেখান হয় বলে। স্কাউটিং-এ ছেলেরা নিজেদের বেশ ভাল করে বুঝ্‌তে পারে, নিজেদের জগতের জন্য তৈরী করে তোলে।

তোমার বাবা জানেন ছেলেদের অবসর সময়ের কাজের উপরে তাদের সমস্ত ভবিষ্যত নির্ভর করে। এই সময়ের কাজ একজনকে গড়ে তুলতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে অধঃপাতে নিয়ে যেতে পারে :—যদি না জগদীশচন্দ্র অবসর সময়ে কাঠের কাজ শিখতেন, ফুল ফল নিয়ে পরীক্ষা না করতেন, তা'হলে কি আজ তাঁর যন্ত্রপাতিগুলি তৈরী করে উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানে যুগান্তর আনতে পারতেন ?—যদি না রবীন্দ্রনাথ সেই ছোটবেলা-সময় পেলেই যেখানে সেখানে গল্প কবিতা লিখবার চেষ্টা করতেন তা'হলে কি আজ এত বড় হ'তে পারতেন ?—যদি না এডিসন তাঁর অবসর সময়ে রাসায়নিক মাল মসলা নিয়ে পরীক্ষা করতেন তা'হলে কি এত বড় জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হ'তে পারতেন ?—যদি না স্যার রবার্ট বেডেন পাওয়েল তাঁ'র অবসর সময়ে বনে বনে মাঠে ঘুরে ঘুরে প্রকৃতি দেবীর খেলা না দেখতেন তাহ'লে কি আজ ছেলেদের মনের মতন করে এমন একটা জিনিষ গড়ে তুলতে পারতেন ?

স্কাউটিং প্রত্যেক ছেলের মনে তা'র দেশের জন্য গৌরব জাগিয়ে তোলে। তা'র আগে যে সব মহাত্মারা তাঁর দেশের মুখ উজ্জ্বল করে গেছেন, যাতে কোথাও না তাদের সে সম্মান অক্ষুণ্ণ হয়, তাই হয় স্কাউটের চেষ্টা।

আর একটা জিনিষ স্কাউটিং করে। সমস্ত দেশকে এক করতে গেলে সকলেরই সকলকে ভাইয়ের মত দেখতে হয়, সেই জিনিষটা স্কাউটিং-এ জাগিয়ে তোলে, দুনিয়ার সবাই হ'য়ে পড়ে তার 'ভাই'। জীবন রণে সে সবাইকেই পায় তার দলে।

এ সব গুণগুলি ছেলেদের মনের উপযোগী খেলা,ও কাজের ভেতর দিয়ে শিখিয়ে তোলা হয়।

ছেলেদের দিক থেকে দেখতে গেলে স্কাউটিং তাদের দেয় একটা 'দল', যা নাকি ছেলেরা খুবই চায় : তাদের দেয় একটী চমৎকার পোষাক ; তাদের কল্পনায় বুলিয়ে দেয় অপুর্ব্ব এক রং ; আর এ তা'দের দেয় হাটে মাটে, উন্মুক্ত উদার হাওয়ার মধ্যে তা'দের বিলিয়ে দেবার সুযোগ, যা নাকি স্কুলের লেখাপড়া ও বাড়ীর শাসনের চাপে হাঁপিয়ে উঠে।—মুক্তির আভাস পেয়ে তাদের মন খুসিতে ভরে উঠে।

বাবার দিক থেকে দেখতে গেলে, এ দেয় ছেলের স্বাস্থ্য ; এ শেখায় কার্য্যতৎপরতা, সহিষ্ণুতা আর হাতের কাজ ; ছেলের মধ্যে জাগিয়ে তোলে সংযম, সাহস, শৌর্য্য ও দেশ-প্রেমিকতা ; এক কথায় বলতে গেলে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে গেলে যা যা দরকার তাই।

স্কাউটিং-এ প্রত্যেক ছেলের সাধারণ প্রতিভা পরীক্ষা করা হয় এবং সে দিকেই তা'কে চালিত করা হয় যাতে সে নিজেই সুযোগ পায় নিজেকে গড়ে তুলতে। আমাদের শিক্ষা চার ভাবে দেওয়া হয়—

১। চরিত্র গঠন—ব্যাজ পেতে হলে যা যা শিখতে হয়, তা'তে চরিত্রের উন্নতি হয় যথেষ্ট।

২। হাতের কাজ—নিজস্ব সখের মধ্য দিয়া যাতে সে সে বিষয়ে পারদর্শীতা লাভ করতে পারে (ব্যাজও আছে)।

৩। দেশের জন্য উপকার করা—যেমন ফায়ার ব্রিগেড, এম্বুলেন্স

৪। স্বাস্থ্য—নিজেদের দেহের দিকে নজর দেওয়া, কি করে তা উন্নত করা যায় সে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়।

এম্‌নি ভাবে ধর্ম্মের বা জাতের উপর 'হাত' না দিয়ে স্কাউটিং ছেলেদের সত্যিকার মানুষ হ'তে সাহায্য করে।

দুই

মেফ্‌কিঙ্‌

১৮৯৯ সালের কথা বল্‌ছি। আফ্রিকার ঘোর জঙ্গলের মাঝখানে ছোট মেফ্‌কিঙ্‌ গ্রাম—শত্রুতে ঘিরে ফেলেছে। সেখানকার লোকেরা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে এমনতর কাণ্ড কোন দিন ঘট্‌তে পারে। কিন্তু যখন ব্যাপারটা সত্যি সত্যি মূর্ত্তিমান মৃত্যুর রূপ নিয়ে দেখা দিন, তখন, আর তাদের বিস্ময়ে অবাক হবার সময় নেই। প্রায় সাত শত মেয়ে, ছোট ছেলে; হাজার খানেক সে দেশের লোক, এদের রক্ষা কর্‌তে হবে। বাইরে প্রবল শত্রু, ভেতরে খাবার যা আছে তা' দিয়েই চালাতে হবে।

প্রত্যেককেই সৈন্য হতে হ'ল। কেউ ছিল গয়লা, কেও বা ছিল কেরাণী, আবার কেউ বা ছিল চাষা,জন্মে বন্দুক দেখেনি কোন দিন, ড্রিলের নামও শোনেনি কখনও, এদের নিয়েই যুদ্ধ আরম্ভ কর্‌তে হলো। লোক কিন্তু ক্রমেই কম্‌তে লাগ্‌ল, কাজেই নতুন লোকের চাহিদা গেল বেড়ে। যুদ্ধ কর্‌বার জন্য,খবর নেবার আন্‌বার জন্য। এ সময়ে স্যার এড্‌ওয়ার্ড সেসিল সাহেব ছেলেদের এক জায়গায় জড় করালেন, ড্রিল করালেন,পোষাক দিলেন,সবাই প্রায় একটা করে সাইকেল পেল।—তারপর? তারপর তারা সেই ভীষণ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে; চারদিকে গোলাগুলি পড়ছে, ফাট্‌ছে দারুণ শব্দ হচ্ছে; নির্ভয়ে তারা খবর দেওয়া নেওয়া কর্‌তে লাগ্‌ল, লোকেরা বুঝল, না, শেখালে ছেলেদের দিয়ে ও কাজ হয় যথেষ্ট।

আমাদের দেশেও ছেলেদের বীরত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় ভুরি ভুরি। বীর বাদল-সিংহ অগুন্তি মোগলসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্‌তে ভয় পায়নি, বীর জালিম, শত্রুর হুম্‌কী শুনে পেছপাও হয়নি। তোমাদের যদি বলি ঠিক এরকম অবস্থায় কাজ কর্‌তে, তোমরাও হয়ত ভয় পাবেনা, কিন্তু বাদল, জালিম, মেফকিঙ্‌-এর ছেলেরা এত বীরত্ব দেখাতে পেরেছিল, তারা এরকম বিপদে পড়ে কি কর্‌তে হয় তা জান্‌তো বলে; বিপদের সময় কি কর্‌তে হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে কি করে সৈন্যের সম্মুখীন হতে হয় তারা সে শিক্ষা পেয়েছিল বলে।

দেশের কখন কি বিপদ আসে কে জানে? দেশের উপকার কর্‌তে পারার মত আনন্দ আর নাই,তারই জন্য তৈরী হওয়া আমাদের দরকার। স্কাউটিং সেই মেফকিঙের ছেলেদের আদর্শ থেকে গড়ে উঠেছে,কাজেই এ আমাদের দেশের বীর সন্তান হতে সাহায্য করবে যথেষ্ট।

তাছাড়া, যুদ্ধের সময় ছাড়াও দেশের উপকার করতে পারা যায় যথেষ্ট। তাই আমি তোমাদের শান্তি স্কাউট হতে বলছি, যাতে করে তোমরা দেশের উপকার করতে পার সব সময়েই।

(খেলুড়ে)

১। ছেলেরা সিক্স হিসাবে আলাদা আলাদা পেছন পেছন সারদিয়ে দাঁড়াবে। কিছু দূরে তাদের প্রত্যেকের সামনে দাগ কাটা এক একটা চক্করের মধ্যে কতকগুলো করে জিনিষ থাকবে (বড় ধরণের জিনিষ, যেমন চেলা করা কাঠ এরকম হলেই ভাল হয়)। "যাও" বল্লেই ১নং ছেলে দৌড়ে গিয়ে ঐ জিনিষ গুলো দুই হাতে তুলে নিয়ে ফিরে আসবে ও সে গুলো এক একটা করে ২নং কে দেবে। ২নং আবার ঐ রকম এক একটা করে ৩নং

কে দেবে। এরকম করে ৬নং জিনিষ গুলো পেলেই দৌড়ে ফিরে গিয়ে যথাস্থানে সে গুলো রেখে আসবে। কোনও জিনিষ কারুর হাত থেকে পড়ে গেলে যার হাত থেকে পড়ে যাবে সেই খালি সেটা কুড়ুতে পার্বে। যে দল আগে শেষ কর্বে তারাই জিতবে।

২। আগের মতন "ইণ্ডিয়ান ফাইলে" ছেলেরা দাঁড়াবে। প্রত্যেক সিক্সের গজ খানেক সামনে কতকগুলো করে আলু থাকবে ও প্রত্যেক সিক্সার একটা করে চামচে হাতে নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে থাকবে। আরও খানিকটা দূরে প্রত্যেক সিক্সের সামনে আর একটা করে গোল দাগ কাটা থাকবে। "যাও" বল্লেই সিক্সাররা দৌড়ে গিয়ে একটা আলু সেই চামচেয় তুলে নেবে ও হাত লম্বা করে বাড়িয়ে রেখে নিজের নিজের সিক্সের চারধারে ঘুরে গিয়ে

দূরের দাগকাটা গোল চক্করের ভেতর আলুটা রেখে এসে চামচেটা ২নং কে দেবে। সেও ঐরূপ কর্ব্বে। যদি আলুটা চামচে থেকে পড়ে যায় তা হ'লে যেখানে আলুগুলো ছিল সেখানে ফিরে এসে আবার গোড়া থেকে তাকে ছুটতে হবে। এরকম ভাবে যে সিক্স আগে শেষ কর্ব্বে তাদেরই জিৎ।

৩। আগেরই মতন ছেলেরা আবার দাঁড়াবে। কিছু দূরে প্রত্যেক সিক্সের সামনে একটা করে রুমাল ও একটা করে টুপি বা কাঁইবিচির থলে থাকবে। "যাও" বল্‌লেই ১নং ছেলেরা দৌড়ে গিয়ে রুমালটা তুলে নিয়ে নিজের নিজের দলের পেছনে এসে দাঁড়াবে ও রুমালটা দলের সামনের ছেলেকে (অর্থাৎ ২নংকে) চালান করে দেবে। সে দৌড়ে গিয়ে রুমালটা রেখে টুপি বা থলেটা নিয়ে আসবে। এই রকম ভাবে খেলা চল্‌বে ও যে দল আগে শেষ কর্ব্বে তারাই জিতবে।

জাম্বুরীর গল্প

(শ্রীসত্য বসু)

আগে বলেছি যে স্কাউটদের Earle's Court locality-তে থাকবার জায়গা দেওয়া হয়েছিল। মিঃ রায় না এসে পড়্‌লে আমাদেরও সেখানে যেতে হতো, অবশ্য অসুবিধে খুব বেশী কিছু ছিলনা। টিলবারী (Tilbury) ডকে স্যার আল্‌ফ্রেড্ পিক্‌ফোর্ড, রেভাঃ বাটারওয়ার্থ্ প্রভৃতি 'ওভারসি' (Oversea) ডিপার্টমেন্টের হোম্‌রা চোম্‌রা-রা বাইরের স্কাউটদের খাবার থাকবার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছিলেন। ডক থেকে লিভারপুল ষ্ট্রীট দিয়ে মেট্রোপোলিটন ইলেকট্রিক রেলওয়ে দিয়ে সোজা আর্ল্‌স্ কোর্ট। স্কাউটরা ডক থেকে জিনিসপত্র শুদ্ধ নামিয়ে নিয়ে লিভরপুল ষ্ট্রীটে গিয়ে ট্রেণে তুলে দিয়ে তবে ফিরতো। আবার এদিকে, আর্ল্‌স্‌কোর্টে নাম্‌লেই স্কাউটরা ছুটে আসত সাহায্য করতে। জায়গাটা ভারী মজার; চারদিকে মস্ত মস্ত গ্যালারী, তাতে বেশ বিছানা করে ঘুমোন যায়, নামমাত্র পয়সা দিলে খাবার দাবারও মিলে বেশ ভালই। শুধু কি তাই?—সেখানেই, টেলিগ্রাফ্ অফিস, রেলওয়ে বুকিং অফিস, সংবাদ ব্যুরো, গাইড্—সব এখানে ছিল। তাছাড়া জায়গা দেখবার কথা বল্‌লেই হলো, ওভারসি ডিপার্টমেন্টের 'আতিথ্য পরিষদ' সব ব্যবস্থা করে দেবে, চাই কি দরকার হ'লে একজন স্কাউট গাইডও সঙ্গে দিয়ে দেবে। আমাদের সঙ্গে মান্দ্রাজ থেকে Mr. Oaklay এসেছিলেন বলেছিলাম তিনি তাঁর দলবল নিয়ে এখানে উঠেছিলেন।

এই গেল আর্ল্‌স্‌কোর্টের কথা। আমরা যেখানে ছিলাম তার নাম হলো

"হাইজিয়া হাউস" (Hyggeia House) এখানে আমাদের প্রত্যেক সপ্তাহে ভোরবেলার জলখাবারের ও থাকবার জন্য তিরিশ শিলিং করে দিতে হতো। এ্যারো পার্কে আমাদের যাবার কথা ছিল ২৫ শে তারিখে। কিন্তু ২৪শে তারিখে লণ্ডনের বিখ্যাত চার্চ ওয়েষ্টমিনষ্টার এবে-তে (Westminster abbey) স্কাউটদের জন্য একটা বিশেষ প্রার্থনার বন্দোবস্ত ছিল, স্যার আল্‌ফ্রেড আমাকে বাংলার পক্ষ থেকে যোগ দিতে বল্‌লেন, আর এ্যারোপার্কে টেলিগ্রাম করে দিলেন যে আমরা পরের দিন যাব।—ভারী সুন্দর লাগ্‌ল সেদিনটা। প্রায় দু'হাজার স্কাউট এক সঙ্গে প্রার্থনা কর্‌ল,— তারপর আস্তে আস্তে এক একদল নিজের দেশের পতাকা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

পরদিন। লণ্ডন থেকে ট্রেণে চড়ে প্যাডিঙ্‌টন পৌছন গেল, চিফ্‌স্কাউট আমাদের সঙ্গেই এলেন। সুনীলকে তাঁদের মোটরে দিয়ে দিলুম, আর আমি জিনিষপত্র নিয়ে বাসে চড়ে এ্যারোপার্কে চল্‌লাম।—অন্য সময়ে বাস পার্ক অবধি যায়না, কিন্তু জাম্বুরীর জন্য বার্কেনহেড্‌ কর্পোরেশন, সস্তা ভাড়ায় (৩ পেনী) স্কাউটদের এ্যারোপার্ক অবধি পৌছে দেবার বন্দোবস্ত করেছিলেন। এ্যারোপার্কে একটা মস্ত বড় 'হল ঘর' ছিল। মিটিংগুলি প্রায়ই সেখানে হ'ত, কাজেই চিফস্কাউটও সেখানেই থাক্‌তেন। স্কাউটরা এখানে পৌছুলেই তাদের যেতে হ'তো এই এ্যারোহলে সারবন্দী হয়ে, সেখানে একটা খাতায় প্রত্যেকের নাম সহি করতে হতো, তারপর চার্ট দেখে তাদের টেন্ট কোথায় বলে দেওয়া হতো, দরকার হলে গাইড সঙ্গে দেওয়া হতো।—পথে দেখ্‌লাম, সে রকম অনেকগুলি চার্ট টানানো। কাজেই নিজের নিজের জায়গায় পৌছুতে কোনই গোলমাল হলোনা। সেখানে গিয়ে দেখলাম কয়েকটা টেন্ট আর বাঁশ প্রভৃতি পড়ে রয়েছে। আমি আর সুনীল টেন্ট গুলি খাটালাম।—শোবার বিছানার মধ্যে ওরা কম্বল প্রভৃতি সবই দিয়েছিল। জিনিষপত্র বেশ গুছিয়ে নেওয়া গেল, স্থানীয় স্কাউটরা এসে বারবার জিগ্গেস কর্‌তে লাগল তারা কোন কাজে লাগতে পারে কিনা।

বাস্তবিক আজ জাম্বুরীরা কথা বল্‌তে দাঁড়িয়ে যে কথাটা মনে পড়্‌ছে সেটা হলো এই যে আপনারা এবার জাম্বুরী যাবার সুযোগ পেয়েও যে সুযোগ হারালেন, তেমনতর সুযোগ আর মিলবে কিনা বলতে পারিনা। স্কাউটিং আজ একুশ বছর ধরে চলে আস্‌ছে, পৃথিবীর সব জায়গায়ই এর আদর হয়েছে, এর পূর্ণবিকাশ হবার বয়স হয়ে এসেছে, তারই কথা মনে রাখবার জন্যই এই বিপুল সম্মিলন। এত লোক, স্কাউটদের কার্য্যদক্ষতা, নানা রকম দেখবার এত জিনিষ হয়ত একসঙ্গে আর কোনবার দেখতে পাবেন না।

ক্যাম্পে ঢুকে যেদিকে চান দেখতে পাবেন ক্যানভাসের সব ঘর বাড়ী, মাইলের পর মাইল ঠিক সোজা খাড়া হয়ে আছে। আর তারি মধ্যে বাস কর্‌ছে পঞ্চাশ হাজার স্কাউট। উত্তর থেকে দক্ষিণে হ'ল এক মাইল লম্বা ও পূব থেকে পশ্চিমে হ'ল আধ

মাইল লম্বা, একটা মস্ত বড় সহর আর কি। সারা ক্যাম্পটাকে আট ভাগে ভাগ করা হয়েছে, তার ভিতর দিয়ে যে রাস্তা গুলি গেছে তাদের নামকরণ হয়েছে ক্যাম্পের নামে নামে। সে আট ভাগের প্রত্যেকটাকে আবার ছোট ছোট ক্যাম্পে ভাগ করা হয়েছে, তাদের নাম দেওয়া হয়েছে সাব্‌ক্যাম্প। যেমন গোটা ভারতবর্ষ ক্যাম্পটাকে ভাগ করা হয়েছে; বাঙ্গলা, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, বোম্বাই ইত্যাদিতে। আবার প্রত্যেক সাব্‌ক্যাম্পের সামনে যেটুকু জায়গা ছিল, তাতে ক্যাম্পাররা তাদের বিশেষত্ব দেখাতে কসুর করেনি।

ভারতীয় স্কাউটদের থাকবার জায়গা—কুঁড়ে ঘরটা মান্দ্রাজের স্কাউটদের করা।

যেমন পাঞ্জাবেরা করেছিল খাইবার পাশ, মান্দ্রাজের স্কাউটরা করেছিল একটা কুঁড়ে ঘর, বাংলার আমরা করেছিলাম এক ধান ক্ষেতে এক বাঘ। রেভাঃ এলফিক্, বার্কেনহেড বাজার থেকে বাঘটা এনেছিলেন, আসলে যে জিনিষটা কি, তা অবশ্য বোঝা মুস্কিল হয়েছিল। কিন্তু বিলাতে তাই যথেষ্ট।

আর প্রত্যেক সাব্‌ক্যাম্পেরই একজনকে পাহারায় থাকতে হত রাত্রে, এই ছিল আমাদের ক্যাম্পের নিয়ম। আপনারা হয়ত ভাবছেন, এই যে মস্ত বড় ক্যানভাসের সহরটা গড়ে উঠেছিল এর জিনিষ পত্রই বা মিল্‌ত কোত্থেকে, আর চিঠি পত্রই বা আসত কি করে। আপনারা শুনলে আশ্চর্য্য হবেন যে সেখানে খুঁটি নাটি জিনিষ কেনবার দোকান থেকে আরম্ভ করে বাজার, পোষ্টাফিস, ব্যাঙ্ক, প্রেস, টেলিফোন অফিস, রেঁস্তোরা অবধি সবারই ব্যবস্থা ছিল, যাতে করে বাইরে থেকে যারা গেছেন তাদের যেন কোন রকম অসুবিধে না হয়। তাছাড়া চারদিকে শতশত রোভার্‌স্, স্কাউটস্ ঘুরছে তাদের ডেকে কাজের কথা বললেই হয়। আমরা যে তাদের অতিথি, আমাদের অসুবিধা হলে যে তাদেরই নিন্দা হবে সে জ্ঞানটা দেখলাম তাদের পূর্ণমাত্রায় আছে।

তা ছাড়া প্রত্যেক দিন দু'বেলা করে ওভারসি বিভাগের কর্ত্তারা প্রত্যেক টেন্টে এসে এসে [illegible] নিয়ে যেতেন কারও কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা, কেমন লাগছে;—এই

সব। অন্যের কথা ছেড়ে দিলে, চীফ স্কাউটকেও সব সময়েই ঘুরে বেড়াতে দেখ্‌তে

পিটার বেডেন পাওয়েল চিফ স্কাউটের ছেলে।

পেতাম, দিনের যে কোন সময় খোঁজ কর্‌লে তাঁকে জাম্বুরী টেণ্টের একটা না একটায় দেখ্‌তে পাওয়া যেত। অতিথির জন্য যত্ন, তাদের সর্ব্বতোভাবে খুসী কর্‌বার চেষ্টা, এই ভাবটা অতি সুন্দর, অতি মনোরম, মনকে বাস্তবিকই আনন্দে ভরে তোলে।

রোভার্সদের কথা বলেছি। সমস্ত ব্যাপারটা চালিত হয়েছিল রোভার্সদের দিয়ে। তারা পুলিসের কাজ থেকে আরম্ভ করে কি কাজ যে না করেছে তা বলা যায় না, তাদের অনেকেই জাম্বুরীতে যে কি কি দেখান হলো তাই জানতে পারেনি। অনেকের হয়তো সারা বছরের ছুটীটাই এরকম ভাবে পরের সেবায় কাটিয়ে দিতে হয়েছে।

অসুখ বিসুখ হলে হাসপাতালে যেতে হতো, সেখানকার ভারটা নিয়ে ছিলেন গার্ল গাইডরা, কিন্তু হাসপাতালে থাক্‌তে হয়নি বিশেষ কারও। কেবল একটী ছেলের এপেন্‌ডিসাইটিস্‌ হয়েছিল, সেই শুধু হাসপাতালে গিয়েছিল।

আমাদের টেণ্টগুলি কি রকম ভাবে যে ভাগ করা হয়েছিল বলেছি, এবারে কর্ম্ম-কর্ত্তাদের কতগুলি দল ছিল তা আমাদের ক্যাম্প হুকুমেই বেশ সুন্দর ভাবে দেওয়া ছিল, নীচে দিচ্ছি।

The Jamboree Camp Chief is responsible to the Chief Scout for all that goes on in the camp.

He has a staff of seven :—

1. **Supplies**—To issue rations to sub-camps, and to distribute baggage to sub-camps.

2. **Wardens**—Entrances and exits, seating at theatre, stewards at rallies etc.

3. **Health**—Latrines, water supply, refuse, hospital, first aid.

4. **Amusements**—Rallies, theatre, camp fires.

5. **Headquarters**—Distribution, information, cousins, transport Scouters, post office, telephones.

6. **Hostels**—Accomodation of staff and unattached scouts.

7. **Religious observances**—Organisation of all religious service.

Standing orders-এর মধ্যেও কয়েকটাতে বেশ একটু বিশেষত্ব ছিল, সেগুলি দিচ্ছি।

Camp fires—Owing to the large numbers present it is necessary to hold a separate camp-fire for each sub-camp. Suitable items will move from one camp-fire to another, under head-quarter arrangements, so that all may see and hear them.

Small platforms and spotlights will be available at each site so that the performers may be seen well.

Cousins—British scouts will be attached to all Foreign and Over-seas contingents as cousins : as far as possible they will speak the language of the contingent. Full use should be made of them for enquiries etc.

যাহোক তার পর আরম্ভ হ'লো Excursion Trips, আমরা স্কাউটদের নিয়ে West kirbyতে Sea Scout Display দেখ্লুম, Sun Light Soap works দেখলুম, লিভারপুল Crewe Railway Docks দেখলুম, আরও অন্যান্য দেখ্বার মত জায়গা, যেমন, Crystal Palace, Buckingham Palace প্রভৃতি দেখ্লাম একটা বেশ লক্ষ্য করবার মত জিনিষ দেখ্তে পেলাম। সর্ব্বত্রই আমাদের বেশ ভালো করে সমস্ত জিনিষ বুঝিয়ে দেওয়া হলো ;—যেন আমরা কোম্পানীর এপ্রেণ্টিস আর কি !

এই সমস্ত ব্যাপারগুলি ঠিক করে তুল্তে, সমস্ত ব্যাপারটীকে এমনভাবে নিখুঁত করে গড়ে তুল্তে যে কত চিন্তা, কত শিক্ষার দরকার হয়েছিল, তা ভাব্তে গেলেও আশ্চর্য্য বোধ হয়।

[ক্রমশঃ]

কাবেদের বই

এক সময়ে আমাদের এই ভারতবর্ষেরই এক জঙ্গলে শের খাঁ বলে একট প্রকাণ্ড কেঁদো বাঘ শিকারের চেষ্টায় লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বেড়াতে বেড়াতে সে একটা ফাঁকা জায়গায় একজন কাঠুরের কুঁড়ে দেখতে পেলে, আর ভাবলে যে যদি একটা ঘুমন্ত লোককে টেনে নিয়ে যেতে পারি—ওঃ তা'হলে কি মজাটাই না হয়! আরও চমৎকার হয়, যদি এক আধটা নাদুন্ নুদুস্ ছেলে পাই।

খুব জোরাল পশু হ'লেও এ বাঘটা ছিল ভয়ানক ভীতু; সেজন্য কখনও ফাঁকা জায়গায় সামনাসামনি কোন মানুষের সাম্‌নে যেতে সাহস কর্ত্ত না।

কাজে কাজেই সে খুব চুপি চুপি গুঁড়ি মেরে তার শিকারের দিকে একদৃষ্টে লক্ষ্য রেখে কুঁড়ের সাম্‌নে কাঠুরে যেখানে আগুন পোয়াচ্ছিল, সেই দিকে এগোতে লাগল। এতেই সে এত নিবিষ্ট হয়ে গিচল, যে সে কোথায় যে পা বাড়াচ্ছে, তাও দেখছিল না। ফলে হল এই, যে সে কতকগুলো জলন্ত কাঠে ওপর পা বাড়িয়ে দিলে।

দারুণ যন্ত্রণায় সে এমন গর্জ্জন করে উঠ্‌ল, যে কুঁড়ের সকলে চম্‌কে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এল, আর তাকে ক্ষুধার্ত্ত অবস্থাতেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালাতে হল।

এই গোলমালে কাঠুরেদের একটি ছোট্ট ছেলে ভয়ে তাড়াতাড়ি পাশের ঝোপটাতে লুকোতে গিয়ে প্রকাণ্ড ধূসর একটা নেকড়ের সামনে পড়ল। এ নেকড়েটা কিন্তু খুব সাহসী ও দয়ালু ছিল। সে যখন দেখলে যে ছেলেটা তাকে দেখে একটু ভয় পাচ্ছে না, তখন কুকুরেরা যেমন করে তাদের ছানাদের নিয়ে যায়, ঠিক তেমনি করে ছেলেটাকে মুখে করে তার গুহায় নিয়ে গেল।

গুহায় মা-নেকড়ে ছেলেটাকে খুব আদর করে অন্য সব ছানাদের সঙ্গেই রেখে দিল। আর তার নাম দিলে "মুগ্‌লী"।

এই ঘটনার অল্পক্ষণ পরেই "ট্যাবকী" বলে একটা খ্যাকশেয়াল সেই পা পোড়া বাঘ শেরখাঁর কাছে এসে বলতে লাগল "ও ব্যাঘ্রমশাই শুন্‌ছেন,সেই বাচ্চা ছেলেটা কোথায় গেছে তা আমি জানি। আপনাকে এ খবরটা দেওয়ার পুরস্কার স্বরূপ, তাকে যখন আপনি আহার কর্ব্বেন, তখন তার থেকে ভাল দেখে দু'একখণ্ড মাংস নিশ্চই আপনি আমাকে দেবেন, কি বলেন?—ঐ যে পাহাড়ের তলায় ছোট্ট গুহাটা রয়েছে, ওই ওরই ভেতরে সেই ছেলেটা আছে।"

খেঁকশেয়ালরা অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির জানোয়ার। কেবল কুঁড়ের মত তাদের পরিত্যক্ত হাড়গোড় বা শুক্‌নো চামড়া প্রভৃতি চেটে বেড়ায়।

ট্যাবকী এই কথা বলবার পর শেরখাঁ সেই গুহাটার মুখে গিয়ে, ভেতরে ঢুকতে গেল।

কিন্তু তার প্রকাণ্ড শরীরের পক্ষে গুহার ফোকরটা ছিল ভয়ানক ছোট, কাজেই শুধু তার মাথাটাই সে ভেতরে ঢোকাতে পারলে। নেকড়েটা এ ব্যাপার জানত, কাজেই সে নির্ভয়েই বাঘটার প্রতি অগ্রাহ্যভাব দেখাতে লাগল।

নেকেড়েটা তাকে বেশ দুকথা শুনিয়ে দিয়ে, সেখান থেকে সরে পড়তে বল্লে, আর এ কথাও বলে দিলে যে যদি খিদে পেয়ে থাকে ত' অন্যের অধিকারের জিনিস এ রকম করে চুরী কর্ত্তে না এসে নিজে শিকার করে খাক্ ; তবে জঙ্গলের নিয়ম অনুসারে, মানুষ যেন সে আর না মাত্তে যায় কারণ তাতে লাভের মধ্যে হবে এই, যে একটা মানুষ মাল্লে আরও অনেক লোকজন এসে জঙ্গলের সব পশুদের তাড়া করে বেড়াবে।

রাগে, অপমানে শের খাঁ গর্জ্জন করে উঠল আর ছেলেটাকে না দিলে সে তাদের একবার দেখে নেবে এই সব বলে ভয় দেখাতে লাগল। কিন্তু এতে একটুও ভয় না পেয়ে নেকড়ের সঙ্গে সঙ্গে মা নেকড়েও বাঘটাকে নিজের চরকায় তেল দিতে বলে বল্লে, যে তারা ঠিক করেছে ছেলেটাকে মানুষ কর্ব্বে আর শের খাঁ যেন মনে রাখে যে ঐ ছেলেটার হাতেই তার একদিন মৃত্যু হবে।

ছেলেটা সেই থেকে নেকড়ের সঙ্গেই রয়ে গেল আর তাদের দলেরই একজন হয়ে বড় হতে লাগল। সকলে তাকে "মুগলি" বলে ডাকৃত আর নেকড়েদের কাছ থেকে সে জঙ্গলের বিষয়—কি করে লুকোতে হয়, কি করে শিকার কর্ত্তে হয়—সব শিখতে লাগল।

দলের সর্দ্দার ছিল এক প্রবীন নেকড়েবাঘ—"আকেলা" সে সভাশৈলের উপর শুয়ে থাকত, আর দেখত যে দলের সব ছোট ছোট নেকড়েরা দলের নিয়মগুলি ঠিক ঠিক মেনে চলছে কিনা।

শের খাঁর শরীরটা ছিল আগাগোড়া ডোরাকাটা—ধারাল নখ ও দাঁতই ছিল তার প্রধান অস্ত্র। কিন্তু ছেলেদের মধ্যে গুণ্ডা ও দস্তকারী ছেলেদের মত, এও ছিল অত্যন্ত ভীরুস্বভাব, এবং সাধারণতঃ একটু কায়দায় ফেলতে পারলেই, এদের সব বীরত্ব ছুটে যায়।

ট্যাবকীটা ছিল একটা অত্যন্ত নীচ ও জঘন্য প্রকৃতির শেয়াল। সে কেবল সকলকে খোসামুদী করে করে সন্তুষ্ট কর্ত্তে চেষ্টা করত, এবং নিজে না খেটে, তাদের পাত কুড়িয়ে খেয়েই সে সন্তুষ্ট থাকত। ঠিক এই রকম ছেলেদের ভেতরও দেখা যায়, যে, কয়েকজন আছে যারা নিজে খেটে কিছু পাবার চেষ্টা করে না ; ভুলিয়ে বা খোসামোদ করে এর ওর কাছ থেকে এটা সেটা বাগাতে পারলেই তারা খুব খুসী।

কিন্তু যাদের কথা তেমাদের বললুম এরা ছাড়া জঙ্গলে আরও অনেক প্রাণী আছে।

মুগলি যখন বড় হল তখন তাকে সভা শৈলে এনে নেকড়ে দলে ভর্ত্তি করে নেওয়া হল। নেকড়ে দলে ভর্ত্তি হওয়া মানে তাকে দলের নিয়ম কানুন সব শিখতে

হবে। কাজেই "বালু" বলে প্রবীন, বিজ্ঞ, মোটাসোটা ও নিদ্রালু এক ভালুককে তাকে জঙ্গলের সব আইন কানুন শেখাতে বলে দেওয়া হল।

আর "বাঘেরা" বলে খুব সাহসী, বলিষ্ঠ, চতুর, শিকারী, একটা প্রকাণ্ড কাল চিতাবাঘ, মুগলিকে শিকার করা ও সন্ধানী লোকের যা সব জানা দরকার এবং জঙ্গলের নানা প্রকার বিষয়ে অন্যান্য কাজ শেখাবার ভার নিল।

নেকড়ে দলের বাচ্ছা নেকড়েরা যখন দলের নিয়ম কানুন ও গুপ্ত বিষয়গুলি শেখে, তখন তাদের "টেণ্ডারপ্যাড" বলা হয়।

এদের 'টেণ্ডার-প্যাড' বলা হয় কেন জান? কারণ তখনও এরা কি করে শিকার কর্ত্তে হয় বা কি করে ঠিক ভাবে খেলতে হয়, তা ভাল করে আয়ত্ত কর্ত্তে পারে না এবং খেলা ধূলা, বা শিকার করতে গিয়ে মিছামিছি ছুটাছুটি করে ও হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে, ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ও তাদের নরম থাবাগুলি যন্ত্রণায় টাটিয়ে ওঠে। কিন্তু ক্রমশঃ তারা এ সব শিখে ফেলে ও তাদের পাও তখন বেশ শক্ত, ও সব কাজে অভ্যস্ত হয়ে যায়; তখনই তাদের আসল "উল্‌ফ কাব" বলা হয়। *

কিপ্‌টে

[শ্রীজ্যোতিরঞ্জন রায়]

ইটন স্কুলের হেডমাষ্টার ডক্টর বেণ্টন বল্লেন, "আমি পাঁচ পাউণ্ড দিলাম। চাঁদার খাতায় তা লিখে নাও।" এতে ছেলেদের হাততালি আর চিৎকারে হলটা ফাটে আর কি! ছেলেরা বলাবলি করতে লাগল, "হেডমাষ্টার ত খুব ভাললোক।" এ্যথালেটীক এ্যাসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট্ হোরার্ট্ বল্‌ল, "এবারকার স্পোর্টসের কাপটা নিশ্চয়ই ইটন পাবে। তাকে কে রাখে দেখ্‌ব।" তিন বছর ধরে ইটন এই স্পোর্ট্‌স্‌এ সেকেণ্ড হয়ে আসছে। ফার্ষ্ট একবারও হতে পারে নি। এই এ্যাথালেটীক স্পোর্ট্‌সে প্রতিবার আটটা স্কুল যোগ দিত, এবারেও যোগ দিয়েছে। এবার ইটন স্কুলের ছেলেরা প্রতিজ্ঞা করেছে যে প্রথম হতেই হবে। সেই জন্য স্পোর্ট্‌সে স্কুলের যে সব ছেলে দৌড়বে তাদের ভাল করে শেখাবার জন্য এক জন শিক্ষক রাখা হবে, আর যা যা জিনিস দরকার তা কিন্‌তে হবে এইজন্য হলে মিটিং করা হল। এর জন্য টাকার দরকার, কাজেই চাঁদা তোলবার জোগাড় হল। ডক্টর বেণ্টনই প্রথমে চাঁদা দিলেন আর অন্য সকলকে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে বল্লেন। সব ছাত্ররাই খুব উৎসাহ দিলে, কাজে কাজেই খুব তাড়াতাড়ি চাঁদা উঠ্‌তে লাগলো।

---

* শ্রীযুক্ত অমর দেবের "টেণ্ডারপ্যাড" হইতে

ইটন স্কুল বোর্ডিং স্কুল। বিলাতের অধিকাংশ স্কুলই বোর্ডিং স্কুল। একই কম্পাউণ্ডে বোর্ডিং আর স্কুল ছিল। আর বোর্ডিং-এর এক একটা ঘরে দুই তিনজন করে ছেলে থাকত।

চাঁদা তুলবার ভার জর্জ ওয়ালটন্, হ্যারি ডেভিস্, উইলফ্রেড হার্মার, জন এ্যাস্‌ওয়ার্থ আর ফক্সি করের উপর পড়েছিল। এরা সবাই এক সোমবারে কি রকম চাঁদা উঠেছে সেই বিষয় আলোচনা করতে ওয়ালটনের ঘরে এসে জুটল। এক একজনের ঘাড়ে এক এক জায়গায় চাঁদা তুলবার ভার ছিল। সকলেই খুব খেটেছিল কাজেই ফলও আশাতীত হয়েছিল। সব ছেলেই যথাসাধ্য চাঁদা দিয়েছে, কেউই বাদ পড়েনি। ওয়ালটনকে বেশী খাটতে হয়নি। তার ঘাড়ে মাষ্টারদের কাছ থেকে চাঁদা তোলবার ভার ছিল। ডক্টর বেণ্টন ছাড়া দ্বিতীয় শিক্ষক মিঃ ব্ল্যাক দুই পাউণ্ড, এমনকি জার্ম্মান টিউটারও এক পাউণ্ড চাঁদা দিয়েছেন। ওয়ালটন চাঁদার খাতাটা পড়বার পর ডেভিস্ বল্ল, "তাহলে সবাই চাঁদা দিয়েছে না?"

এ্যাসওয়ার্থ বল্ল, "কিপটে বুড়ো ছাড়া আর সকলেই চাঁদা দিয়েছে, লিষ্টের ত্রিসিমানায় তার নাম-গন্ধও নেই"

"তাই নাকি! ওয়াল্টন্ তাকে চাঁদা দিতে বল নি?"

"আমি বলেছিলাম ত।"

"ও কি বলল?"

"সেই চির পুরাতন কথা—আমরা যাতে সফল হই তাই তার একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু যদিও চাঁদা দিতে সে চায় কিন্তু সে তা দিতে অক্ষম, এই জন্য আমরা তাকে যেন ক্ষমা করি।" হ্যারি বিরক্তি ও রাগের সঙ্গে বল্ল, "ধোৎ এত ত মাইনা পায় তবু কিন্তু দেবে না।" এ্যাসওয়ার্থ বল্ল, "আচ্ছা এবার এর মজাটা টের পাবে। এই বছর ত' আমার স্কুলের শেষ বছর। গোড়া থেকে দেখে এলাম কই তাকে ত কোন কালে পয়সা খরচ করতে দেখিনি। তার মাইনে এদিকে ৫০০ পাউণ্ড। ওয়াল্টনের চাঁদার খাতায় দেখ ওছাড়া আর সকলেই চাঁদা দিয়েছেন এমন কি দ্বারোয়ান পর্য্যন্ত আধ ক্রাউন্ দিয়েছে, তার আবার এদিকে মস্ত পরিবার আছে। কিন্তু কিপটে এবারও ট্যাঁক থেকে পয়সা বের করল না।"

ডেভিস্ বল্ল, "সত্যি, ওকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। যে শিক্ষক স্কুলের ভাল মন্দর দিকে চেয়েও দেখেনা তাকে স্কুল থেকে তাড়াতে হয়।"

ফক্সি বল্ল, "আচ্ছা বেটাকে খুব বিরক্ত করলে হয় না। বেশী চটালে পর কিপটে আপনিই সরে পড়বে।"

এই রকম অনেক তর্কাতর্কি হবার পর ত' সভা ভাঙল। সবাই তখন আশ মিটিয়ে কিপটেকে গালাগালি দিচ্ছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ফক্সি কতগুলো ছেলেকে বলছিল, "কিপ্‌টেকে যেন তেন প্রকারেণ জব্দ করতেই হবে। বেটা চাঁদা দেবেনা। কালকেই যদি কেউ ওকে বিরক্ত করে তবে বেশ হয়।"

মার্সরি বল্‌ল, "ওকে ছাড়াই ত অনেক টাকা উঠেছে, তাহ'লে ওকে জ্বালিয়ে কাজ কি? তার এবার আমাদের জিৎ বাঁধাগৎ, কারণ একেই আমরা স্পোর্টে অন্যান্য স্কুলের চাইতে অনেক ভাল তার উপর আবার একজন Trainer আসবে।"

কিন্তু সবাইএর কানে এই সদুপোদেশ গেলনা, তাই সেইদিন রাত্রিতে অন্যদের চাইতে সাহসী গোটা চার পাঁচ ছেলে চুপি চুপি সভা করল। এরই ফলে তারপর দিন দেখা গেল যে সেই মাষ্টারের দরজার সামনে এক নোটিস্ টানান—

বছরের মাইনে	৩০০ পাউণ্ড
চাঁদা	০০০০০ পাউণ্ড

তারই নিচে লেখা—'দাতাকে সকলেই ভালবাসে কিন্তু কৃপণকে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু করেনা।' শিক্ষক যখন এইটে পেলেন তার আগে অনেক ছেলেই দেখেছিল কিন্তু কেউই ছিঁড়ে ফেলে নি। তিনি সবটা পড়লেন, তারপর কোন গোলমাল না করে দরজা থেকে সরিয়ে আগুণে ফেলে দিলেন। তিনি এই ঘটনার কথা হেডমাষ্টারের কাছে উল্লেখও করলেন না, সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেল। এই কিপ্‌টের নাম উইলিয়াম্ গ্রেটন্। তিনি ক্লাসে গম্ভীর, ধীর ধৈর্য্যশীল ব্যক্তি ছিলেন আর বাইরে নীরব ও শান্ত ছিলেন। তিনি ক্বচিৎ কথা বল্‌তেন। এই দু'শো ছাত্র কাজে কাজেই তাকে পছন্দ করত না। এরকম স্বভাব কারই বা ভাল লাগে? তাঁর কাপড় চোপড় পরিষ্কার হলেও তালি লাগান ও শতচ্ছিন্ন। তাই দেখেই ছেলেরা ঠিক করল এ নিশ্চই ভয়ানক কিপ্‌টে। নিজের জন্য বা পরের জন্য টাকা খরচ করতে সমান নারাজ। এই জন্য মিঃ গ্রেটনকে কেউই পছন্দ করত না। যদি কেউ তাকে খুব ভাল করে লক্ষ্য করত তাহলে দেখ্‌ত যে সবাই তাকে অপছন্দ করে বলে তার এতে ভয়ানক কষ্ট হয়।

এই ঘটনার পর দু' তিন দিন চলে গেল, একদিন সকালবেলা মিঃ গ্রেটন্ একটা পার্শেল পেলেন। সেটা খুলে দেখলেন তার ভিতরে একটা বড় পাথর রয়েছে, আর তাতে লেখা রয়েছে "ওহে কৃপণ ইহা স্পর্শ করিয়া স্বর্ণেতে পরিণত কর।" মিঃ গ্রেটন পাথরটা নিয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে বসে রইলেন। তিনি যে আঘাত পেয়েছেন বাইরে তার কোন চিহ্ন দেখালেন না। ডক্টর বেণ্টন এবারও কিছু জান্‌তে পারলেন না। কিন্তু তৃতীয়বার অন্যরকম ঘটল। ডক্টর বেণ্টন একদিন স্কুল বস্‌বার আগে দৈবাৎ অঙ্কের ক্লাসে ঢুকে দেখেন বোর্ডে এই লেখা আছেঃ———

"কে যদিও কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পায় তবুও খরচ করে না? কে ইষ্টনকে সাহায্য করবে না? কে এক আধলাও চাঁদা দেবেনা?—সে ঐ কিপ্‌টে বুড়ো।"

ডক্টর বেণ্টন এটা পড়লেন, তারপর রাগে আর দুঃখের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় মিঃ গ্রেটনের সঙ্গে দেখা হল। তিনি যে কখন চুপি চুপি এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছেন ডক্টর বেণ্টন তা টেরও পাননি। ডক্টর বেণ্টন তার দিকে এমন ভাবে তাকালেন যে তা দেখে মনে হল তিনিই যেন দোষী, তিনিই যেন বোর্ডে লিখেছেন।

তিনি বল্লেন, "মিঃ গ্রেটন আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। আমার স্কুলের কোন ছেলে এরকম নরাধমের মত কাজ করতে পারে তা আমার ধারণাই ছিল না।"

মিঃ গ্রেটন্ দুঃখের সঙ্গে বোর্ডের দিকে তাকালেন। তারপর, তার মুখ এক অদ্ভুত দয়া পূর্ণ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। "আপনার আসবার আগে যে এটা মুছে দেওয়া হয়নি সে জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। ছেলেরা বুঝ্‌তে পারে না যে তারা কি করছে। যদি তারা আমাদের মত বুঝ্‌তে পারত তাহলে তারা কখনই এরকম করত না। ডক্টর বেণ্টন আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে এর জন্য কাউকে কিছু তিরস্কার করবেন না বা সাজা দেবেন না।

ডক্টর বেণ্টন বল্লেন, "কি! এবিষয়ে কাউকে কিছু বলব না! আপনি কি মনে করেন যে আমি এরকম পাষণ্ডর মত কাজ সহ্য করব, আর সেই বদ্‌মাসকে কিছুই সাজা দেব না? কখনও না, এর জন্য যদি স্কুলের সবাইকে তাড়িয়ে দিতে হয় তাই দেব। সাজা না দেওয়ার চেয়ে স্কুলবন্ধ করাও ভাল। দশটার সময় যদি আমার ঘরে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন, তাহা হলে বড় ভাল হয়। হাঁ! হাঁ! আর একটা কথা, এইটে আপনি মুছে ফেলবেন না, আপনি বরং এই ঘরে চাবি দিয়ে দিন, যাতে কেউ আর এ ঘরে ঢুকতে না পারে। দিন্ আমি চাবিটা নিয়ে যাচ্ছি।"

এই ঘটনা সকালবেলা প্রার্থনা হবার আগে ঘট্‌ল। প্রার্থনার সময় সবাই দেখ্‌ল ডক্টর বেণ্টনের জায়গায় মিঃ ব্ল্যাক দাঁড়িয়ে। তিনি সবাইকে বল্লেন, "ডক্টর বেণ্টন বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে মিঃ গ্রেটনের ক্লাসে সব ছেলেকেই যেতে বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে আজ আর অঙ্কের ক্লাস হবেনা।

মিঃ গ্রেটন যখন ডক্টর বেণ্টনের কাছে গেলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ছেলেদের আপনাকে অপমান করবার কারণ কি?"

তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বল্লেন, "আমি চাঁদা দিই নি বলে ছেলেরা আমায় শাস্তি দিতে চায়।" ডক্টর বেণ্টন ভুরু কুঁচকিয়ে বল্লেন, "আপনার চাঁদা না দেবার কারণ আমি জানি ও না দেবার কারণকে সম্মান করি। কিন্তু আমি দোষী ছেলেকে বের করে দিতে চাই। আচ্ছা এই বোর্ডের যে লেখা আছে সেটা কার হাতের লেখা তা কি আপনি বুঝ্‌তে পেরেছেন?"

মিঃ গ্রেটন্ খানিকক্ষণ আম্‌তা আম্‌তা করে বল্লেন, "এত ছেলের মধ্যে হাতের লেখা চেনা খুব শক্ত ব্যাপার। —না আমি হাতের লেখা চিন্‌তে পার্‌ছি না।"

ডক্টর বেণ্টন্ তার দিকে সন্দিগ্ধ নয়নে চেয়ে বল্লেন, "হায়! ছেলেরা যদি বুঝ্‌তে পারতো আপনি তাদের কিরকম ছেড়ে দিচ্ছেন তা হলে কখনই এই কাজ করতো না। অঙ্কের ঘরের আজ আমার দরকার আছে কাজেই আজ অঙ্ক হবে না।"

ঠিক বারোটার সময় ভিতর থেকে দরজা খুলে গেল।—মিঃ হেণ্ডি ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে উৎসুক ছেলেদের বল্লেন, "এক এক জন করে ঘরে ঢুক্‌বে, সকলকেই ঢুক্‌তে হবে। কার্টার তুমিই প্রথম ঢোক।" কার্টার ঘরে যেতেই মিঃ হেণ্ডি দরজা বন্ধ করে দিলেন। কার্টার ঢুকে দেখলেন ডক্টর বেণ্টন ঘরে বসে আছেন, তাকে দেখেই কার্টার নমস্কার করল।

তিনি বল্লেন, "কার্টার চিরকাল আমি তোমায় ভদ্র বলেই জানি, আর স্কুলের সকলকেই তাই ভাবি। তোমাদের বাঁ ধারে বোর্ডে যা লেখা আছে, তা পড়ে কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।" কার্টার আদেশ মতই কাজ করল। দক্ষিণ দিকের জান্‌লা থেকে আলো এসে ঠিক তার মুখের উপর পড়ছিল, কাজেই ডক্টর বেণ্টন তার মুখের ভাব সবই বুঝ্‌তে পার্‌ছিলেন। কিপ্‌টে লেখা দেখেই তার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। সেও ত কতবার কিপটে বলেছে। কিন্তু এ থেকে বেশ বোঝা গেল যে সে এর আগে আর কখনও এইটে দেখেনি। ছেলেদের মধ্যে কেউ মাথা গুঁজে হাস্‌ল, কেউ গম্ভীর ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আর কেউ কার্টারের মত লজ্জিত হয়ে উঠ্‌ল্। এই রকম তিন্‌টে অবধি চল্‌ল। স্কুল যারা কামাই করেছে তারা ছাড়া সকলেই সেই ঘরে গেছিল।

সেদিন বিকাল বেলা সকলেই কি শাস্তি হবে তাই ভাব্‌ছিল। দোষী বার হলে তাকে ত তাড়িয়ে দেওয়া হবেই। তা হলেও তিন জন ছেলে জান্‌ত যে কে দোষী, তারা কিন্তু একবারও মুখও খুল্‌লো না। খালি মাঝে মাঝে সবাই যা বলছিল তাতে যোগ দিচ্ছিল। কাজেই তারা যে কিছু জানে এ কথা কেউই টের না।

এর পরদিন প্রার্থনায় ডক্টর বেণ্টন মিঃ গ্রেটনকে অপমান করা কি রকম নিষ্ঠুর ও ছোটলোকের কাজ হয়েছে তাই বুঝিয়ে দিলেন। শেষে তিনি বল্লেন, "মিঃ গ্রেটন কেন চাঁদা দেন নি তা জান্‌বার তোমাদের কোন দরকার নেই। যদি দোষী ছাত্র এখানে এসে দোষ স্বীকার করে তাহ'লে মিছামিছি সময় নষ্ট কর্‌বার কোন দরকার নেই।" এর পর ঠিক এক মিনিট সব চুপ। ডক্টর বেণ্টন ছেলেদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু কেউই এসে দোষ স্বীকার কর্‌ল না। তখন তিনি বল্লেন যে দোষী ছাত্র এই ঘরেই আছে, আর সে যদি এসে দোষ স্বীকার না করে তা হ'লে প্রত্যেককে তার ফল পেতে হবে। যতদিন না সে বা আর কেউ তার নাম আমার কাছে প্রকাশ না করে ততদিন স্কুলে কেউ কোন খেলা খেল্‌তে পাবে না। শুধু স্বাস্থ্যের জন্য যেটুকু প্রয়োজন ততটুকুই পার্‌বে। আর যদি একমাসের মধ্যে তাকে বার না করা যায় তাহ'লে স্পোর্ট্‌সে স্কুল যোগদান করতে পারবে না।

এ কথায় সবাই রাগে গজ্ গজ্ করতে লাগ্‌ল। সকলেই তখন শাস্তির কথা বল্‌তে লাগ্‌ল। সেইদিন ক্লাসের আগে, সময়ে, ক্লাসের পরে, সকালে, বিকালে, রাত্রে সবাই এই বিষয়েই আলোচনা কর্চ্ছিল। বেশীর ভাগই বলছিল যে শাস্তিটা অন্যায় হয়েছে, এরকম শাস্তি দেওয়া উচিত হয়নি।

* * * *

দুদিন ধরে যেমন রোজ স্কুল চল্‌ত সে রকমই চলতে লাগল। মিঃ গ্রেটনের কোন পরিবর্ত্তন হ'ল না। তিনদিন পরে ডক্টর বেন্টন প্রার্থনার সময় সকলকে ডেকে বল্লেন, "আমি তোমাদের একটা সত্যি ঘটনা বলব। বছর কয়েক আগে এই স্কুলেরই মত একটা স্কুলে কতকগুলি চুরি হয়েছিল। কে যেন শিক্ষকদের, ছাত্রদের ঘরে ঢুকে টাকাকড়ি, ঘড়ি, এমন কি কাপড় চোপড় পর্য্যন্ত চুরি করল। হেডমাষ্টারের বাড়ী থেকে অনেক দামী দামী জিনিষ চুরি গেল। স্যায়েন্সের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি অনেক জিনিষও পাওয়া গেল না। শেষকালে একদিন রাতারাতি স্যায়েন্সের জন্য যে, নূতন বাড়ী হয়েছিল সেটা কে পুড়িয়ে দিল। তখন ডিটেকটিভ লাগান হল, তারা ক'দিন পরে সেই স্কুলের এক ছাত্রকে দোষী প্রমাণ করল। তখন সেই ছাত্র ভয় পেয়ে আগাগোড়া স্বীকার করল। এই জগতে বড় ভাই ছাড়া আর তার কোন আপনার লোক ছিল না। সে এক ল' কলেজে পড়ছিল সে এই কুসংবাদ শুনে তাড়াতাড়ি তার ভাইয়ের স্কুলে এলো। এই বড় ভাই এতদিন কষ্টেসৃষ্টে নিজের আর তার ভায়ের খরচ চালাত। কাজেই তার ভাইএর অসৎ কাজে সে ভয়ানক আঘাত পেল। এই বড় ভাইএর নিজেদের বংশের নামকে কলুষিত কর্ব্বার ইচ্ছা ছিল না। সে বল্ল যে এই চুরিতে যার যত ক্ষতি হয়েছে, সে তাই পূরণ কর্ব্বে আর শুধু তাই নয়, স্যায়েন্সের বাড়ীটা পুড়ে যেতে যা ক্ষতি হয়েছে তাও পূরণ কর্ব্বে। স্কুলের ট্রাষ্টিরা তার ভাইএর এই কথা শুনে সেই ছাত্রকে জেলে দিল না। এর আর এক কারণ ছিল, সেই ছাত্রটীর পিতা ছিলেন, স্কুলপ্রতিষ্ঠাতাদিগের মধ্যে একজন। কাজেই তার পিতার সম্মানরক্ষার্থে তাকে আর জেলে না দিযে ছেড়ে দিল। সেই চোরকে তারপরে আর ইংলণ্ডে দেখা যায় নি। সেই ল'য়ের ছাত্রটী যে বুদ্ধিমানের কাজ করেছিল, তা আমি বলি না। কারণ নিজের আত্মীয়ের প্রতি যে দায়িত্ব জ্ঞান, তারও একটা সীমা আছে। কিন্তু আমি বলি তাদের বংশের নামকে কলুষিত হবার হাত থেকে রক্ষা করে সে খুব মহৎ ও উদার লোকের মত কাজ করেছে। সে ভেবেছিল যে সে কালে এক বড় উকিল হবে কিন্তু তা আর হয়ে উঠ্‌ল না, তাতে বড় দেরী হয়ে যাবে। সে ছিল গণিতশাস্ত্রে পণ্ডিত, তাই সে এক স্কুলে এসে শিক্ষকতা কর্ত্তে লাগ্‌ল। আর টাকা শোধ কর্ত্তে লাগ্‌ল। সেইদিন হতে সেই যুবক, বীরের মত টাকা শোধ কর্ব্বার চেষ্টা কর্ত্তে লাগল। এতদিনে সে সব টাকাই শোধ করেছে, কিন্তু এর জন্য তাকে ভয়ানক কষ্ট কর্ত্তে হয়েছে। সে নিজের জন্য কিছুই বল্‌তে গেলে খরচ করেনি। সে কারুরই সঙ্গে বল্‌তে গেলে মেশেনি। তার

যখন নেহাৎ দরকার হত তখন সে কাপড় বদ্‌লাত। আমি জানি অনেকেই তাকে কিপ্‌টে আর ছোটলোক বলে ;—যদিও তার হৃদয় দয়ায় আর মহত্বে পরিপূর্ণ। কেউ আবার তাকে টাকার কুমীর বলে, অন্য লোকেরা যে যা বলে বলুক, আমি কিন্তু তাকে মহৎ ও আত্মোৎসর্গকারী বলি। এই বীর যুবক বার বছর ধরে এ রকম কষ্ট সহ্য করেছে। এর পর তোমরা যখন শতচ্ছিন্ন, নোংরা আর পুরাণো কাপড় পড়া লোক দেখে ঠাট্টা কর্ব্বে ও তাকে অপমান কর্ব্বে তখন যেন মনে এই শতচ্ছিন্ন কাপড়ের মহত্বের কথা মনে পড়ে। ডক্টর বেণ্টন যখন শেষ কর্লেন তখন তার গলা কেঁপে উঠ্‌ল। কিন্তু তিনি নিজেকে সামলিয়ে বল্‌লেন, "তোমরা এখন যেতে পার।"

ছেলেরা সব গম্ভীর ভাবে আস্তে বেরিয়ে গেল। ছেলের বলাবলি কর্চ্ছিল, "ল'য়ের ছাত্রটী নিশ্চয় মিঃ গ্রেটন।"

সে দিন মিঃ গ্রেটন কোন ক্লাস নিলেন না। দুপুরে খাবার সময় সকলে জান্‌তে পার্‌ল যে তার ভয়ানক অসুখ হয়েছে, আর তাঁর ঘরে নার্স আর ডাক্তার ছাড়া কাউকেই যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

এই সময় এক ছাত্র তার ঘরে বিছানার উপর শুয়ে খুবই কাঁদছিল। তার মন দুঃখে পুড়ে যাচ্ছিল। সে তখন বুঝ্‌তে পার্চ্ছিল যে সে মিঃ গ্রেটনের প্রতি কি রকম অন্যায় করেছে। সে মনে মনে ঠিক করেছিল যে তার সহপাঠীদের কাছে বিদায় গ্রহণ না করেই সে চলে যাবে। এই ছাত্রটী যখন হেডমাষ্টারের বাড়ীর দিকে গিয়ে তার ভেতরে প্রবেশ কল্ল, তখন প্রায় ঘুমাবার সময় হয়ে এসেছে।

যখন সে এসে ডক্টর বেণ্টনের ঘরের সামনে দাঁড়াল, তিনি বল্লেন, "এ্যাস্‌ওয়ার্থ ভিতরে এসো, আমি ভাব্‌ছিলাম যে তুমি আসবে।"

এ্যাসওয়ার্থ সোজাসুজি ভাবে সব স্বীকার কল্ল।

সে বল্ল, "স্যর আমি যে কি করেছিলাম তা আমি বুঝ্‌তে পারি নি।"

ডক্টর বেণ্টন বল্লেন, "এ্যাস্‌ওয়ার্থ আমি লেখাটা পড়তেই তোমায় দোষী ঠাউরে-ছিলাম, কিন্তু কি কর্ব্ব কোন প্রমাণ ছিল না। আর আমার মনে হয় মিঃ গ্রেটনও তোমার হাতের লেখা চিন্‌তে পেরেছিলেন, কারণ তাকে সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন কল্লেই তিনি তার ঠিক উত্তর দিতেন না। তিনি চান্‌নি যে তুমি যে দোষী এটা আমায় জানান্‌।"

এতে দুঃখ আর লজ্জায় এ্যাস্‌ওয়ার্থের মাথা নীচু হয়ে এল।

ডক্টর বেণ্টন বল্‌তে লাগ্‌লেন, "এ্যাস্‌ওয়ার্থ তোমায় আমি চিরকাল আমার সবচেয়ে ভাল ছাত্র বলে মনে কর্ত্তাম, আর তুমিই শেষকালে এই জঘন্য কাজটা কল্লে। তোমার এই ব্যবহারে আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়েছে। তুমি নিশ্চয় জান আমার শুধু একটী উপায় আছে ?"

"হাঁ স্যার।"

"স্কুলের ভালর জন্য তোমাকে তাড়িয়ে দিতেই হবে। কাল সকালে প্রার্থনার সময় এই খবরটা সমস্ত স্কুলকে বলব।"

"আমিও এই মনে করেছিলাম, আর আপনি যদি অনুমতি দেন ত তখন আমি স্কুলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর্ব্ব।"

বলাবাহুল্য ডক্টর বেণ্টন এতে সম্মতি দান কল্লেন। পরদিন সকাল বেলা প্রার্থনার সময় ডক্টর বেণ্টন বল্লেন, "কাল রাত্রে দোষী ছেলে নিজে এসে তার দোষ স্বীকার করে স্কুলের সম্মান রক্ষা করেছে। সেই ছাত্রকে তাড়িয়ে দিতে হবেই, তাকে এই রকম শাস্তি দিতে হচ্ছে বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। সেই ছাত্রটীর নাম জন্ এ্যাস্ওয়ার্থ, সে দোষ স্বীকার করাতে স্কুল এখন স্পোর্টসে যোগদান কর্ত্তে পারবে।"

ডক্টর বেণ্টনের কথা শেষ হবার পর এ্যাসওয়ার্থ তার জায়গায় দাঁড়িয়ে ধীর ভাবে সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কল্ল।

* * * *

তার পর অনেকদিন কেটে গেছে। আজ ইষ্টন স্কুলের মহা আনন্দের দিন—তারা স্পোর্টসে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।—আজ তা'দের সবচেয়ে মনে পড়ছে এ্যাস্ওয়ার্থ আর মিঃ গ্রেটনের কথা।—আজ তাদের চোখে জল আসছে তাদের দু' জনের জন্যই।

৮ম বর্ষ] কার্ত্তিক—১৩৩৮ ৫ম সংখ্যা

বাহাদুর

(কটিক)

সাত

রাত একটা

পূর্ণিমা শেষ হয়ে গিয়েছে, অমাবস্যার কাছাকাছি একটা দিন ; চারিদিকে ঘোর আঁধার, জমিদারবাড়ীর বাড়ীগুলি দেখায় প্রেতের মত। সমস্ত রাত্রিটাই যেন একটা ঘোর দুঃস্বপ্ন, দেখ্‌তেও ভরসা হয় না, সারা গা শিউরে উঠে। শুয়ে শুয়ে ভোর বেলার কথা ভাব্‌ছি। বাপরে! এই ঘোর আঁধার কিনা সেই মঠের দিঘীর কাছে? কিন্তু... কিন্তু...সহায়রাম যা বল্‌ল, তা'তেত' বেশ বোঝা যাচ্ছে অসিত ভায়ার কথাই হলো ঠিক, পুকুরের ভেতরে লোক যায় ঠিকই, কিন্তু বাইরে আসে না। তবে...'ঠক ঠক ঠক।" চমকে উঠ্‌লাম, উঠে বিছানায় বস্‌লাম, এই নিশুতি রাত! আমাদের দরজায়! খাটের কাছেই বাঁশের একটা ছোট লাঠি ছিল, সে খানাকে বাগিয়ে ধরে দরজার দিকে এগোতে লাগ্‌লাম। অতি সাবধানে দরজা খুলে যা দেখ্‌লাম, বিস্ময় তা'তে আরও বেড়ে গেল। সেই অন্ধকারে, এক মস্ত বড় টর্চ্চ হাতে শ্রীমান অসিত!

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লাম, "অসিত এত রাত্রে?"

সে একটু হেসে বল্‌ল, "হ্যাঁ,দরকার আছে,বেড়িয়ে আসো,এক জায়গায় যেতে হবে।"

সারা গা শিউরে উঠ্‌ল, যা ভাব্‌ছিলাম, এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে যে ভয় করছিলাম। বল্‌লাম, "এত রাত্রে কোথায় যাবোরে?"

"সব জানবে'খন বেড়িয়ে আসো।"

ভয় আছে যথেষ্ট, কিন্তু ডাকছে ঐ এক ছোট্ট বাচ্ছা ছেলে, বয়স, বোধ হয় আমার অর্দ্ধেকের থেকে একটু বেশী হবে। কাজেই উপায় নাই···

দোরটা ভেজিযে দিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম্। অসিত আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাগানে নামলো, সহায়ের ঘরের পাশ দিয়েই পথ, ঘরে দেখলাম আলো জ্বলছে। অসিত বললো, "সেকি! সহায়দা এখানে? দেখি।" বলে সে আস্তে আস্তে জানালায় উঠে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলো, আমি দেখলাম, সহায়রাম এক কাঁথা গায়ে দিয়ে জানালার দিকে পা দিয়ে একখানা বই পড়ছে, টেবিলের উপর মোমটা পুড়ে পুড়ে কমে আসছে। একটু পরেই অসিত হো হো করে হেসে উঠল।—একলাফে নেমে বলল, 'চমৎকার চমৎকার সহায়দা।"

আমি বললাম, "ব্যাপার কিরে?"

সে বলল, "বলবো'খন, তার আগে, আর এক নতুন খবর শোন।"

অন্ধকারে পাশাপাশি চললে চলতে অসিত বলতে লাগলো, "ভোরবেলা সহায়দার কথাবার্ত্তা শুনে যেন আমার কেমন কেমন মনে হ'তে লাগল। সহায়দা এরকম করছে কেন?···এই দলে নয়ত!—প্রথমদিন আমাকে যে ভাবে সাবধান করে দিয়েছিল, যে ভাবে দৌড়ে গিয়ে লোকটার সঙ্গে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছিল এতে আমার সন্দেহ হচ্ছিল গোড়া থেকেই। তারপর তাঁর স্বপ্নের কথা শুনে মনে আরও সন্দেহ হলো। যতবার আমি রাত্রে পাহারা থাকবার কথা কই, ততবার সে অন্য কথা পাড়ে, শেষকালে বেরিয়ে গেল ছুটে। আমার ভারী সন্দেহ হলো, এক দৌড়ে সেই মঠের দিঘীর পাড়ে চলে গেলাম। মাঠের দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। বোধ হয় মিনিট পনর থাকতে হ'লো তারপরই শুনলাম, একটা মোটর গাড়ীর শব্দ, দেখলাম ছোট্ট টু সিটার একখানি গাড়ী, নম্বর ১৯২০, গাড়ীটা এসে থামলো ঠিক দিঘীটার পাড়ে, দু'জন ভদ্রলোক বেরুলেন, একজনের হাতে একটা প্রজাপতি ধরবার জাল, আর আর একজনের হাতে ছোট্ট একটা ডিম রাখবার সুন্দর কেস, প্রথম ভদ্রলোক, একটা প্রজাপতির পেছন পেছন জাল নিয়ে ছুটলেন আর দ্বিতীয় ভদ্রলোক সেই কেসটাকে খুলে একটা আম গাছের তলায় রাখলেন, তারপর কাপড় কেচে নিয়ে তড়তড় করে উঠে গেলেন। গাছপালার মধ্যে যে একটা বাসা লুকিয়েছিল, তা এতক্ষণে বুঝলাম। ভদ্রলোক বাসায় হাত দিয়ে চারদিকে একবার চাইলেন, তারপর দেখলাম কি বের করে যেন তাড়াতাড়ি পকেটে লুকিয়ে ফেললেন। কিন্তু আমার চোখ—হ্যাঁ।"

আমি তার মাথাটা ধরে একটু আদরের ঝাঁকুনী দিয়ে বললাম, "তা হ'লে এর মধ্যে বুদ্ধিও আছে বল? হ্যাঁ তারপর?"

সে বলতে আরম্ভ করল, "ভদ্রলোকেরা তারপর মোটরে চড়ে ত' পালালেন।

আমার কেন যেন একটু আজব আজব মনে হ'তে লাগ্‌ল, কথা নেই বার্ত্তা নেই ভদ্রলোকেরা এসে নাব্‌লেন এখানে, তারপর খুঁজলেন না, দেখ্‌লেন না, অথচ বরাবর গিয়ে উঠ্‌লেন গাছটায়, নীচে একটা ডিম রাখবার কেস আছে তবু রাখ্‌লেন ডিমটা পকেটে। ওরা চলে যাবার পরে আমি গিয়ে গাছে উঠ্‌লাম। উঠে, দেখি, পাখীর বাসায় দুটো ডিম, তা'র তলায় একটা কার্ড তা'তে লেখা 'রাত একটা'। ব্যাপারটা এবারে জানা গেল। দলের কেউ গাঁয়ে থাকে, সে তার যা বল্‌বার লিখে ওদের জন্য এখানে রেখে যায়, ওরা ও ওদের যা বল্‌বার লিখে রেখে যায়। ব্যস, ঠিক করলাম, রাত একটায় আজ আস্‌বোই সহায়দাকে জানানো হবে না, কারণ... ।"

ব্যাপারটা বোঝা গেল। কিন্তু অসিত সহায়কে সন্দেহ করছে!...আমরা আজ দু'তিন বছর ধরে এক সঙ্গে পড়ে আস্‌ছি, তাতে কোন দিন দেখিনি সহায় কখনও অন্যায়ের পক্ষ নিয়েছে। দেখি...

যতই মঠের দিক এগোচ্ছি. অন্ধকার যেন বাড়ছে ততই, কি হবে কে আস্‌বে, সহায় তার বই পড়া ফেলে চলে আস্‌বে কিনা। অথচ অসিত সন্দহ কচ্ছে।

ঢন্ ঢন্ ক'রে রাত বারোটা বাজ্‌ল, অন্ধকার বলে সাবধানে চারদিক দেখে দেখে যেতে হচ্ছে, আরও প্রায় মাইল খানেক পথ বাকী। দুজনে নীরবে গেলাম। যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন জমিদার বাড়ীর ঘড়িতে ঢন্ করে সাড়ে বারোটা বাজ্‌ল, আমরা নীরবে দেয়ালের পাশে সেই ঘন অন্ধকারে দিঘীর পাড়ের দিকে উঁকি দিয়ে রইলাম।

অসিত কানে কানে বল্‌লো, "আরও আধ ঘণ্টা এমনি ভাবে বসে থাক্‌তে হবে। ভাগ্যিস্ ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে না।—মুস্কিল হচ্ছে যে টর্চ্চটা ফেলে যে একটু চারধার দেখে নেবো তারও 'জো' নেই, এখানকার লোকটি যে কোথায় লুকিয়ে আছে কে জানে ?"

—আসলে কিন্তু দেরী করতে হলো না বেশীক্ষণ। একেবারে টুঁ শব্দটী না করে, একটী ছোট্ট মোটর গাড়ী এসে দীঘির পাড়ে থাম্‌লো, হেড লাইটটা একবার জ্বালিয়ে দিয়ে দু'জন যাত্রী নেমে পড়লো, তারপর আবার সেই আঁধার......

অসিত বল্‌লো, "সেই লোকদু'টো...সেই।"

হঠাৎ শুনলাম, তারা কথা কইছে...কিন্তু আর ত কোন লোক দেখ্‌ছি না। দিঘীর পাড়ে বসে তারা অন্য আর একজন কার সঙ্গে যেন নিতান্ত ব্যগ্রভাবে কথা কইছে।

...চম্‌কে উঠলাম,—হঠাৎ একটা হুইসিল...ঠিক বিটের পুলিশদের মত—লোক দু'টো লাফিয়ে উঠে, এক দৌড়ে মোটরকারে পৌঁছল, তারপর এক মিনিট...সেই অন্ধকারে যে মোটর গাড়ী কোথায় উড়ে পালাল তা কেউ জানে না, দূরে...দূরে জ্বল্‌তে লাগ্‌লো, পেছনের লাল বাতীটা।

মিনিট পাঁচও বোধ হয় হয় নি...একটা লোক পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো,

এসে যেখানে লোকটুটো বসেছিল, সেখানে বসে পকেট থেকে টর্চ্চ বের করে সুইচ টিপে জ্বালাল।

অসিত লাফিয়ে উঠ্‌ল, চেঁচিয়ে বল্‌ল, "সহায় দা সহায় দা ?"

সে কি...সহায়কে দেখ্‌লাম, শুয়ে শুয়ে পড়ছে। অথচ।...

আমরা এক দৌড়ে সহায়ের কাছে এসে পৌঁছুলাম, সে একটু মিষ্টি হেসে বল্‌লো, "এসো।"—যেন হালুয়া আর লুচি তৈরী।

বল্‌লাম, "সে কি সহায়রাম, এইমাত্র দেখে এলুম..."

অসিত আমার দিকে চেয়ে রইলো, বল্‌লো, "সে কি রমেনদা, তুমি আসল ব্যাপারটা টের পাওনি ?"

আমি অবাক্ হয়ে বল্‌লুম, "না—মোটেই না।"

"বাঃ রে—আমি এত জোরে হেসে উঠলুম পর্য্যন্ত।—সহায়দা করেছে কি, বেরিয়ে গেছল ঠিক সাড়ে দশটায়, তোমাদের এগারোটায় লাইট্‌স আউট, আমি গেছি সাড়ে এগারোটায়। তোমার মনে আছে কি না জানি না, সহায়দা একদিন ক' ঘণ্টায় কতটা মোম পো'ড়ে সব বলেছিলেন, সে হিসাবে দেখ্‌লাম অন্ততঃ এক ঘণ্টা না পুড়্‌লে অতটা খয়ে যেতে পারে না, কাজেই মোমটা নিশ্চয়ই তা'র আগে জ্বালান, অথচ সহায়দা এখানে থাকলে আগে জ্বালাবার দরকার ছিল না কিছুই, কাজেই সহায়দার পাশ বালিস..."

সহায় তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বল্‌ল, "বাঃ এই ত চাই।"

অসিত বল্‌লো, "কিন্তু আপ্‌নি..."

সহায় একটু মুচ্‌কি হেসে বল্‌লো, "রাত একটা...।"

অসিত অবাক্ হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে একটু টেনে বল্‌লো, "অ...র্থা—ৎ ?"

"ঐ এক উত্তর,—রাত একটা।"

ঢং ক'রে বড় ঘড়িটায় একটা বাজ্‌লো।

(ক্রমশঃ)

শ্বেত চামেলীর ফুল

(শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়)

কুঁচবরণ কন্যা তাহার মেঘবরণ চুল
তার জন্যে আনতে যাব শ্বেত চামেলীর ফুল।
যক্ষ রাজার দেশে আছে শ্বেত চামেলীর বন ;
সেখান থেকে ফুল এনে আজ রাখব তাহার পণ।
যক্ষ রাজার দেশে যাব তাই করেছি সাজ ;
শ্বেত চামেলীর ফুল আনিতে তাই চলেছি আজ।
মাগো ! ভেবোনাকো তুমি ;
আমারে আজ বিদায় দিও মুখখানি মোর চুমি।

ঘরের মাঝে রাজকন্যা একা বসে ভবে ;
রাজকন্যার পণ রাখিতে কে যে সেথায় যাবে।
রাজকন্যা জানে না মা একা ঘোড় সওয়ার,
আমি যে আজ বাহির হ'লাম হাতে তলোয়ার !
যক্ষরাজার দেশেতে আজ আনতে যাব ফুল ;
রাজকন্যার দুটি কানে দুলিয়ে দেব দুল।
মাগো ! ভেবোনাকো তুমি ;
আমারে আজ বিদায় দিও মুখখানি মোর চুমি।

যক্ষ রাজার দেশে যাব' অনেক দিনের পথ ;
অনেক আছে নদীনালা অনেক পর্ব্বত।
পেরিয়ে যাব ধু ধু করা তেপান্তরের মাঠ
বুক ফুলিয়ে পেরিয়ে যাব ডাইনি বুড়ির হাট।
একা যাব ; সঙ্গে আমার থাকবেনা কেউ আর'
হাতে শুধু থাকবে আমার খোলা তলোয়ার।
মাগো ! ভয় করোনা তুমি ;
আমারে আজ বিদায় দিও মুখখানি মোর চুমি।

আমার ঘোড়া কেমন তেজী কেমন তাহার দাপ
সাতটা নদী পার হবে সে একটি দিয়ে লাফ।
তার পরেতে আসবে যখন ডাইনি বুড়ির বন ;
ঘন আঁধার জমাট বাঁধে যেথায় সারাক্ষণ ;
দিনের বেলায় চর্‌ছে সেথায় কতই জানোয়ার,
আমি সে বন পার হ'ব মা একা ঘোড় সওয়ার।
মাগো ! ভয় করোনা তুমি ;
আমারে আজ বিদায় দিও মুখখানি মোর চুমি।

বনের পরে আছে পাহাড় আকাশেতে ঠেকে,
আমার ঘোড়া তার উপরে উঠবে এঁকে বেঁকে।
মেঘের পরে মেঘ উঠিবে পাহাড় ঘিরে ঘিরে !
আমার ঘোড়া পাহাড় হ'তে নাম্‌বে ধীরে ধীরে।
রাজ কন্যার মুখটি মনে পড়্‌বে বারে বার,
তার কথাটি ভেবে আমি পাহাড় হব পার।
মাগো ! ভয় করোনা তুমি ;
আমারে আজ বিদায় দিও মুখখানি মোর চুমি।

সমুদ্দুরের পারে আছে যক্ষ রাজার দেশ ;
পাহাড় সমান ঢেউ উঠেছে নাইক তাহার শেষ।
জলের মাঝে কর্‌ছে খেলা মস্ত অজগর
মাথায় তাহার মানিক জ্বলে, লক্ষ ফণা তার
সমুদ্দুরের জলের মাঝে করছে তোলাপাড়।
মাগো ! ভয় করোনা তুমি ;
আমারে আজ বিদায় দিও মুখখানি মোর চুমি

সমুদ্দুরের তলে মাগো আছে যে সুড়ঙ্,
দেয়ালে তার মানিক গাঁথা কতই রঙ্‌বেরঙ্।
সুড়ঙ্ পথে উঠব গিয়ে যক্ষদেশের কূল ;
সেখান থেকে আনব তুলে শ্বেত চামেলীর ফুল।
একা ঘরে বসে বসে ভাবিছে রাজবালা ;
তার গলাতে পরিয়ে দেব শ্বেত চামেলীর মালা।
মাগো ! ভেবোনাকো তুমি ;
আমারে আজ বিদায় দিও মুখখানি মোর চুমি।

একা একা রাজার মেয়ে গালে রেখে হাত,
শ্বেত চামেলীর ফুলের কথা ভাবিছে দিন রাত ;
দুই চোখে তার জলের ফোঁটা করছে যে টুলটুল ;
তার জন্যে আনতে যাব শ্বেত চামেলীর ফুল।
জান কি মা কোন জিনিষটি আনব তোমার তরে ?
রাজকুমারী এনে দেব তোমার কোলের পরে।
মাগো ! ভয় করোনা তুমি :
আমারে আজ বিদায় দিও মুখখানি মোর চুমি।

—o—
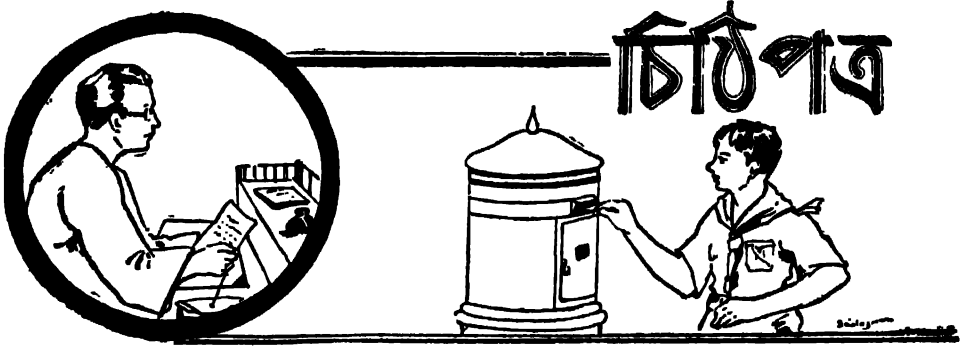
"যাত্রী" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, Miner Badge পাইতে হইলে ৬ মাস mineএ কাজ করিতে হয়, কিন্তু কলিকাতায় ইহা একপ্রকার অসম্ভব। তজ্জন্য ঐ Badgeএর জন্য ৬ মাস mineএ কার্য্য করার পরিবর্ত্তে অন্য কোন বিষয়ে পরীক্ষার্থী হওয়া যায় কি না তাহা জানাইলে অত্যন্ত বাধিত হইব। ইতি—

নিবেদক
জ্যোতির্ম্ময় সেনগুপ্ত

বেতার যন্ত্র তৈরী

(শ্রীপুলিন সেন)

গতবারে বেতারের ব্যাপার কিছু কিছু বলেছি, এবারে কি করে বেতার যন্ত্র তৈরী করতে পারা যায় তাই বলছি।

এই সেট্‌টী যেমন সস্তা, তেমন তৈরী ক'রতেও কোন গোলমাল নেই, এইটী ক'রতে হলে দরকার ১/৮ পাউণ্ড ২৬নং insulated wire, একটী crystal detector, ৪টী terminal, ব্যস এতেই সব হয়ে যাবে, ১/৮ পাউণ্ড তার, প্রায় ।/০ দাম; ৪টী terminal প্রায় ॥০, crystal detector ১৲ এবং crystal galena ১টী ।৵০ এই সর্ব্বশুদ্ধ ২৵০ খরচ, আর ২টী clip চাই।

যাই হোক প্রথমে ১টা গেলাস নেবে যার মুখের diameter প্রায় ৩ ইঞ্চি। গ্লাসের ওপরে তারটী জড়াতে আরম্ভ কর, একটু পাক দিয়ে দেবে অর্থাৎ তারটাকে ২।৩ প্যাঁচ twist করে দেবে, এই রকম ১০বার জড়ানো হবে, ২বার; ১৫ বার, একবার; ৬বার জড়ানো হবে ২ পাক করে, তার পর প্রথমের এবং শেষের ২টী end আলাদা করে বার করে রেখে দেবে, তারপর গেলাসের ওপর থেকে coilটী বার ক'রে নেবে, coilটী উপরোপর জড়ানো হবে, গায়ে গায়ে পাশাপাশি দিতে হবে না, যেমনভাবে লাটাইয়েতে সুতো জড়াও ঠিক সেই রকম একের ওপরে একটা জড়াবে তবে ঐ প্রত্যেক ১০ বারে ১৫ বারে এবং ২বারে একটা করে "পাক" (twist) দিয়ে রাখবে, পরে coilটী যাতে খুলে না যায় তার জন্যে তাকে বেশ করে বাঁধতে হবে, এবারে একটী ৬×৪" কাঠের ওপর ৪টী গর্ত্ত করে নেবে, তার ছবি অন্যত্র দিচ্ছি, A. E. P_1. P_2 এই ৪টীতে ৪টী terminal এঁটে দাও, crystal detectorটী C_1, C_2তে এঁটে
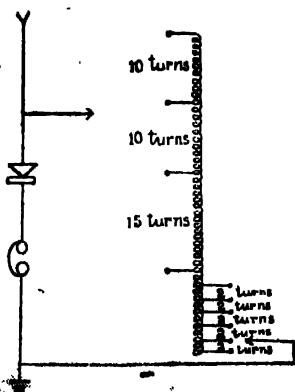
Fig. 1.

Fig. 2.

দাও, coilটী একটী ছোট কাঠ দিয়ে এঁটে দাও ছবির যে যায়গায় আঁটা রয়েছে। এবারে জোড়বার পালা, প্রথমে একটী insulated তার নিয়ে ২টো end চেঁচে ফেল তারপর সেটী A terminal ও C_1 এ এঁটে দাও,আর এক টুকরো তার নিয়ে P_1 C_2 তে এঁটে দাও, আর এক টুকরা তার নিয়ে E এবং P_2 তে আঁট, বাকী একটু flexible wire নিয়ে C_1 এ আঁট এবং অন্য end একটা clipএ লাগিয়ে দাও, সেই রকম আর একটা তার নিয়ে Eতে লাগিয়ে দাও এবং আর একটী end, clipএ লাগিয়ে দাও, ব্যস্ যন্ত্র তৈরী হয়ে গেল, এর Theoretical diagramটা দিলুম,(Fig. 1.)
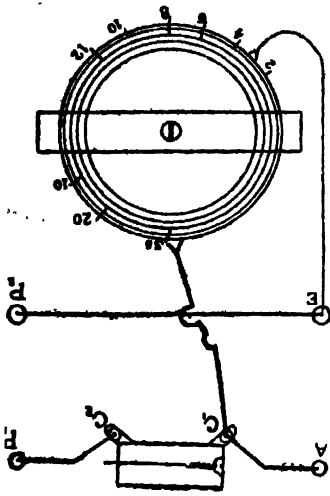
এবারে কি ক'রে tune করতে হয় তা' বলব, কিন্তু সেটা বলবার আগে Aerial, earth কি ক'রে fit করতে হয় তা বলছি, ৫০ কিম্বা ৩৫ ফিট একটী লম্বা insulated কিম্বা Bare copper wire নাও, তারটা একটু মোটা হওয়া চাই, দুটো end দুটো aerial insulatorএ বাঁধ, তারপর একটা endএর থেকে ইঞ্চি কতক বাদ দিয়ে আর একটা insulated wire জোড়া দেবে, সেই দ্বিতীয় wireটী কত লম্বা হবে তার ঠিক নেই কারণ Aerial ছাদে লাগান হবে, বাকী সেখান থেকে ঐ wireটী নিয়ে আসতে হবে, যেখানে বসে শোনা হবে সেখান পর্য্যন্ত। ঐ wireটী যন্ত্রের A চিহ্নিত জায়গায় লাগিয়ে দিতে হবে, তবে দেখতে হবে যে ঐ wireটী এবং Aerialটী কোনও রকমে কোন জিনিষে না ঠেকে থাকে। কেবল Aerial insulator ছাড়া এখন Aerial খাটাতে হ'লে সাধারণতঃ ২টী বাঁশ দরকার হয়, কিন্তু যখন সবই সস্তায় হচ্ছে তখন এটীও যাতে সস্তায় হয় তাই দেখতে হবে, ছাদে একটী বাঁশ দিয়ে Aerialএর যে পাশ থেকে আর একটা তার নেমে এসেছে যন্ত্র পর্য্যন্ত, সেটী বেঁধে দেবে বাঁশে, কারণ আর একটা end ছাদের পাঁচীলে বা অন্য কোথাও বেঁধে দেবে। দেখতে হবে ঠিক পাশের ছবির মত (Fig. 3.) Aerialটী sloping হবে,

Fig. 3.

বাকী Earthএর কথা এবার বলি, একটী insulated wire নিয়ে বাড়ীতে জলের যে lead pipe আছে তাতে বেশ ক'রে ঝেলে দাও, পরে insulationটা তুলে দিয়ে, বাকী আর একটা end, E চিহ্নিত terminalএ এঁটে দাও, এবারে P_1 ও P_2তে Head Phone লাগিয়ে দিয়ে গান শুনতে আরম্ভ করে দাও।

এই Setটী যেমন সস্তা তেমন ভাল, তোমরা হয়ত বিশ্বাস করবেনা কিন্তু আমি নিজে এই Setটী তৈরী করে পরীক্ষা করে দেখেছি যে এটীতে ৩০ মাইল পর্য্যন্ত বেশ শোনা যায় এবং আমি বাজারের একটা ৪২৲ টাকা দামের Set নিয়ে compare করে দেখেছি যে এটী কোন অংশে তার চেয়ে খারাপ নয়।

যাক্ এবারে কি ক'রে tune করতে হয় বলি, Aerial, Earth, Phone সমস্ত লাগিয়ে দিবে Head phoneটী মাথায় এঁটে ফেল, তারপর crystalএর ওপরে cat-whisker অর্থাৎ যেটী crystalএর উপরে ছোঁয়ান যায় সেটি আস্তে আস্তে ছোঁয়াও, এই রকম ভাবে crystalটির প্রত্যেক জায়গায় খুব আলগাভাবে ছুঁইয়ে দেখবে কোন্ খানটীতে জোরে শব্দ পাওয়া যাচ্ছে তারপর প্রথম clipটি বড় বড় tappingএ এক এক করে লাগাবে, প্রথমে ১০ turn পরে পরের ১০, turn পরে ১৫ turns লাগাবে এবং দ্বিতীয় clipটি ছোট ছোট tappingএ পর পর লাগিয়ে যাবে, দেখবে যে প্রত্যেকটি try করতে করতে একটা জায়গায় খুব জোরে এবং খুব সুন্দর ভাবে শোনা যাচ্ছে। ব্যস্ একেই বলে tune করা।

তোমাদের এবারে বেতার ইতিহাস, বিজ্ঞান বেশ অল্পের মধ্যে বল্লুম, ক্রমে ক্রমে Valve set কি করে তৈরী করতে হয় পরে বলব।

তোমরা যারা যারা এই setটি তৈরী ক'রবে তারা আমাকে লিখবে কেমন Result পাও। এই Setটি ক'লকাতা থেকে ২০।২৫ মাইলের মধ্যে camping হলে নিয়ে যেয়ে বেশ আমোদ উপভোগ করা যায়, তবে Aerialটি একটা কাঠের reelএ জড়িয়ে নেবে, আর Earthটি, Campএ গেলে পর তো আর জলের কল পাবে না, তখন একটা ১ হাত খানেক lead pipe নিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলবে, তারপর তাতে তার লাগালেই Earth হল, Aerial অনেক রকমেই হতে পারে, Tentএর চারিপাশে Aerialএর তারটি জড়িয়ে দিলেই হবে, কিম্বা গাছে খাটালেও হবে, যদি tentএ জড়াও তাহলে দেখবে যে tentটি যেন বেশ শুক্‌নো হয়।

আমি ক্রমে ক্রমে এবিষয়ে আরও অনেক কিছু ব'লব, যাক্ যে setটি বল্লুম তার Result কেমন হয় তা' "যাত্রীর" মারফৎ জানালে খুব সুখী হব।

প্রাচীন মিশরের দেবদেবী

(জ্যোতির্ম্ময় সেনগুপ্ত)

নদীর তীরে লক্ষ লক্ষ শিল্পী দিনের পর দিন মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর অটুট ধৈর্য্যের সহিত একটা স্তম্ভ গড়িতেছে। কিন্তু শেষ আর হয় না। কত লোক প্রাণপণ খাটিতেছে, জলের মত অর্থ ব্যয় হইতেছে। কত বালক যৌবনে পদার্পণ করিল। কত যুবক প্রৌঢ় হইল, কত প্রৌঢ়, কালের শীতল অঙ্কে ঢলিয়া পড়িল। কিন্তু নদীর তীরে যে স্তম্ভ গড়া হইতেছিল তাহা আর শেষ হয় না। শেষে একদিন মন্দির গড়া শেষ হইল।

প্রায় ছ' হাজার বৎসর আগেকার কথা। সেই ছ' হাজার বৎসর আগেকার গড়া মিশরের পিরামিড্ এখনও অটুট অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। সমস্ত জগৎ বিস্ময়ে অবাক হইয়েছে। কেনই বা বিস্মিত হইবে না ?—ইহার চাইতে বড় বাড়ী এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে নির্ম্মিত হয় নাই। তবু ত তখন বিদ্যুৎএর সৃষ্টি হয় নাই, বিজ্ঞানেরও এত উন্নতি হয় নাই, আর হয় নাই আধুনিক কলকজা। সমস্তই মানুষকে হাতের সাহায্যে করিতে হইয়াছে।

আজ ইয়োরোপের সভ্য জাতিরা বলিয়া থাকেন এত টাকা আর এত পরিশ্রম করিয়া পিরামিড্ গড়ার কোনও প্রয়োজন ছিল না ! কিন্তু মিশরীরা সেরূপ মনে করে নাই। কোনও সৌন্দর্য্যপিপাসু লোক সেরূপ মনে করিতে পারে না। ভারতবর্ষে তাজমহল ভারতীয়গণের অতীত সামর্থ্যের পরিচয় দেয়। তাজমহল সাজাহানের অতুলনীয় অক্ষয় কীর্ত্তি। বিশ্বজগতে এমন আর একটা তাজমহল নাই, কেহ করিতে পারে নাই। তাজমহল যেমন ভারতের গৌরব, মিশরের পিরামিড্ তেমনিই মিশরের গৌরব। ছ' হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিশরের রাজা ফারাও খুপুর মৃত্যুর পর তাঁহাকে এই পিরামিডের মধ্যে শায়িত করিয়া মিশরীরা তাহাদের মৃত সম্রাটের প্রতি শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিল। এই পিরামিড ছাড়াও মিশরীরা অনেক পিরামিড গড়িয়াছিল, বহু মন্দির স্থাপন করিয়াছিল। সেই সকল মন্দিরে হাজার হাজার দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। আমরা ভারতবাসীরা নাকি ধর্ম্মপ্রাণজাতি, দেবদেবী লইয়াই আমাদের বাস। তাই এই প্রাচীন মিশরীদের দেবদেবী সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলটা বেশী হওয়াই সম্ভবপর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন মিশরীদের দেবদেবী সংখ্যায় অনেকগুলি, আর রকম বেরকমের ;—কারও সঙ্গে কারও সামঞ্জস্য নাই। এর কারণ যুগের পর যুগ ধরিয়া অনেক নূতন নূতন জাতি আসিয়া মিশর জয় করিয়াছে। এই সব জাতির ভিন্ন ভিন্ন দেবতা। কালে এই সব দেবতাদের কতক কতক একত্র হইয়া মিশরের নূতন জাতীয় দেবতাদের সৃষ্টি।

আমাদের দেবতাদের ন্যায় প্রাচীন মিশরীদের দেবতারা কেউ অমর নয়। মিশরীদের

এক এক দলের এক একটী দেবতা। দলের মধ্যে কেবল সেই দেবতারই পূজা চলিত। তিনিই সেই দলের রক্ষাকর্ত্তা, ত্রাণকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা আবার শাস্তিদাতা।

যীশুখৃষ্ট জন্মাবার দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিশরে দেবদেবীর নামে কতকগুলি পশুপক্ষীর পূজা হইত। এর পরের যুগে যখন মানুষের আকারের দেবতা দিয়ে নতুন নতুন জাতি মিশরে উপস্থিত হইল তখন পশুপক্ষীর পূজাটা উঠিয়া গেলেও সম্পূর্ণ গেল না। লোকে মানুষের শরীরের উপর পশুপক্ষীর মুণ্ড বসাইয়া নূতন নূতন দেবতার মূর্ত্তি গড়িয়া তাহার পূজা করিতে লাগিল।

কুমীরমুখো দেবতা সেবেক্, শিয়ালমুখো দেবতা আনুবিষ, সিংহীমুখী দেবী সেখমেত, গোমুখী দেবী আইসিস্, আর বাজমুখো দেবতা হোরাস্ এই যুগের প্রধান দেবদেবী। কুমীরমুখো দেবতা সেবেক্ একজন জলদেবতা। শিয়ালমুখো দেবতা আনুবিস হইলেন যমপুরীর পাহারাদার। মরবার পর লোকের আত্মাটীকে বহিয়া লইয়া গিয়া সেটীকে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করেন এবং পাপ-পুণ্যের গুরুত্ব অনুসারে আত্মাদের থাকিবার স্থান ঠিক করিয়া দেন। মড়ক লাগিলে ইহার কাজ খুবই বেশী। এর পর গোমুখী দেবী আইসিস আর বাজমুখো দেবতা হোরাস, শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। ওসিরিস নামে আর একজন দেবতার কথা শুনিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহার আকৃতি সম্বন্ধে কোনও তথ্য জানা যায় নাই। ওসিরিস্ হইলেন পিতা, আইসিস্ মাতা আর হোরাস্ পুত্র। ওসিরিস্ নাকি খুব ভাল দেবতা ছিলেন। তিনি কৃষির দেবতা। সেট্ নামক এক সয়তান দেবতা ওসিরিস্‌কে হত্যা করেন। মৃত্যুর পর ওসিরিস্ যমপুরীর ভার পান; এবং সেখানেই ধর্ম্মরাজ যমের কাজ করিতে থাকেন। আইসিস দেবী ওসিরিসের স্ত্রী। ইনি জগজ্জননী ও সর্ব্বমঙ্গলা। কখনও কখনও ইনি চন্দ্রমা বলেও পূজা পাইয়াছেন। সেইজন্য তার মুকুটে একটী পূর্ণচন্দ্র আঁকা থাকে। হোরাস্ মিশরের শিশু দেবতা। ইনি যৌবনে ওসিরিসের হত্যাকারী সেট্‌কে ন্যায় যুদ্ধে বধ করেন; এবং পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। এঁদের পরেও বহু দেবদেবী মিশরে অধিষ্ঠিত হন্। তাদের কথা পরে বলিবার আশা রহিল।

হাতের কাজ

(শ্রীফণীন্দ্র ভূষণ গুহ)

স্কাউটদের একটা গুণ স্বাবলম্বী হওয়া এবং সবরকম কাজে—মানে হাতের কাজে তাহাদের interest নেওয়া। ইংরাজীতে একটা কথা আছে hobby, বাংলায় ইহার প্রতিশব্দ কি হইতে পারে জানি না বোধ হয় বলা যাইতে পাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেয়াল—খুসির কাজ। যেমন কাহারো সখ ছবি আঁকা। আর্টিষ্টের পক্ষে অবশ্য ইহা

hobby নয়, পাটের ব্যবসায়ের দালাল অথবা ডাক্তারবাবু যদি তাহাদের কাজের অবসরে ছবি আঁকিয়া নিজেদের মনোরঞ্জন করে ইহা তাহার পক্ষে hobby.

আর্টিষ্টের hobby হইবে তিনি যদি অবসর সময় বাগান করিয়া তাহাতে আনন্দ পান। কিন্তু যে কৃষি ব্যবসায়ী তাহার পক্ষে বাগান করা hobby নয়, কাজেই কথা দাঁড়াইল, যাঁহার যেই ব্যবসা, উপজীবিকা, সেটা hobby নয়।

ইংরেজদের একটা গুণ আছে hobby. আমাদের ভিতরে এই গুণটি বড় দেখা যায় না। ইংরেজরা ছেলে বয়স হইতেই তাহাদের বিদ্যালয়ে পড়াশুনার বাইরে এমন একটি আবেষ্টন পায় যাহার ফলে তাহার অধীত বিষয়ের বাহিরেও নানা কাজে তাহাদের দৃষ্টি থাকে।

এই hobbyই অনেক সময় তাহাদের জীবনের প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। কাহারো বাতিক আছে পুরনো ডাক টিকিট সংগ্রহ করা; কাহারো বাতিক কীট পতঙ্গ ইত্যাদির জীবন যাত্রা লক্ষ্য করা, অনেক সময় হয়ত তাঁহারা শুধু hobby বা স্ফূর্ত্তি হিসাবে এসব বিষয় গ্রহণ করেন কিন্তু এই স্ফূর্ত্তি হইতেই তাঁহারা জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করেন।

আমাদের যে আফিসের বড়বাবু, উকীল বাবু, ডাক্তার বাবু, ব্যবসায়ের দালাল তাহারা কেবল তাহাই; নিজেদের বিষয়ের বাহিরে তাহাদের প্রযত্ন দেখা যায় না।

স্কাউট হইবে এমন, যাহাতে তাহার সর্ব্ব বিষয়ে প্রযত্ন থাকে। রন্ধন বিদ্যাটা বেশ একটা hobby. স্কাউটদের অবশ্য ইহা একটা অবশ্য শিক্ষনীয় বিষয়। রন্ধন বিদ্যাটা যেমন স্কাউটদের স্বাবলম্বী করিবে তেমন তাহাদের আরো কতকগুলি হাতের কাজে প্রযত্ন থাকা ভাল, যেমন ছুতার মিস্ত্রির কাজ। চিত্র বিদ্যাটাও তাহাদের কিছু আয়ত্ব থাকা ভাল, তাহারা যে বড় একটা কিছু আর্টিষ্ট হইবে তাহা নয়, তাহাদের জানা উচিত পেন্সিল স্কেচ্ কি করিয়া করিতে হয়; ক্যাম্পিং এ স্কাউটদের নানা যায়গায় যাইতে হয়, তখন অবসর কাল কাটাইবার একট প্রধান উপায় পেন্সিল স্কেচ্ করা। পকেটে একটি ছোট নোট বুক রহিল এবং একটি পেন্সিল; বন্ধু বান্ধবদের প্রতিকৃতি (portrait) আঁকা, সুন্দর সুন্দর দৃশ্য চিত্র করা নিশ্চয়ই খুব আনন্দের ব্যাপার হইবে।

যাহাদের কোনো অকেজো (অবশ্য সব সময় অকেজো নয়) বিষয়ে interest নেই, তাহাদের সময় কাটাইতে হয় তাস পিটাইয়া অথবা তৃতীয় শ্রেণীর নভেল পড়িয়া। হাতের কোনো কাজ জানিলে, বা ভাল কিছু hobbyতে সখ থাকিলে, সেটা তাহাকে অবসর সময়ে মনোরঞ্জনে করিবে এবং নিরলস করিবে।

তাশ পিট নতে এবং নভেল পড়াতে আনন্দ আছে কিন্তু হাতের কাজের যে আনন্দ তাহা নির্ম্মল; স্কাউটদের একটা গুণ সর্ব্বদা alert থাকা—সজাগ থাকা। তাই নয়কি! তাশ খেলা - অথবা নভেল পড়ায় বেশী প্রশ্রয় দিলে ঐ গুণ কিয়ৎ পরিমাণে নষ্ট হয় না কি!

স্বর্গীয় মনীষি দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর ছিলেন দার্শনিক, কিন্তু তাঁর hobby ছিল রেখাক্ষরে,

ইংরাজী short hand এর মতন তিনি বাংলা ভাষার জন্য ও এক প্রকার রেখাক্ষর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কাগজের বাক্স তৈয়ার করিবার তাঁহার খুব সখ ছিল, কাগজ ভাঁজ করিয়া আটা ছাড়া অনেক খোপ ওয়ালা বাক্স তৈয়ার করিতেন, ইহাতে তাঁহার খুবই শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ পাইত। স্কাউটদের নানা প্রকার হাতের কাজে প্রবৃত্ত থাকিলে তাহাদিগকে নিরলস এবং স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবে।

অচিন্ পথের যাত্রী

(শ্রীখোকন গুপ্ত)

নাম ছিল তার মলয়। পৃথিবীতে আসবার পর তিন বছরের ভেতরেই সে তার মা বাপকে হারায় তাই সে থাকৃত তার মামার বাড়ীতে।

মামা ছিল তার বড়লোক—কিন্তু কতগুলো সেকেলে ভাব তাঁর হৃদয়কে আচ্ছন্ন কোরে রেখে ছিল। মলয় যখন এগার বছরের তখন তাদের স্কুলে নতুন স্কাউটের আমদানী হয়—মলয়ের ভারী ইচ্ছে হোলো যে সেও স্কাউট্ হয়। স্কাউট্‌মাষ্টারকে গিয়ে সে বল্ল যে তিনি যদি অনুগ্রহ করে তাকে তাঁর দলে ভর্ত্তি করে নেন তবে সে ঐ সঙ্ঘের জন্য প্রাণ দিয়ে খাটবে। তার উত্তেজনাপূর্ণ কথা ও তেজোময় চেহারা দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। তিনি বল্লেন যে সে যদি তার দলে ভর্ত্তি হয় তবে তিনি খুব খুসী হবেন। মলয় রাজী হয়ে অনেক কষ্টে তার মামার কাছ থেকে অনুমতি পেল। তার মামা জলধরবাবু খুঁজেই পেলেন না স্কাউট্ হয়ে কি লাভ। তিনি ভাবলেন এটা কেবল একটা ইয়ার্কি ও ফাজ্‌লমির আড্ডা! তিনি তাঁর কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে মলুর যে কি ভাল নাম, কোন ক্লাশে ও কি পড়ে তাই তিনি জানেন না। তবে আর স্কাউট জিনিষটা কি তা তিনি কি করে জান্‌বেন? তারপর আর একদিন তিনি যখন তাঁর ভাগ্নেকে গুরখার মত সেজে ভোজপুরী দারোয়ানের মত একটা লাঠি হাতে নিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখলেন তখন তাঁর পিত্তি জলে উঠ্‌ল, বিশেষতঃ সকাল বেলা না পড়ে সে বেরিয়ে যাচ্ছে। কি এত বড় অন্যায় কাজ? এখনকার স্কুলগুলো কিছুই নয়, ছেলেগুলোকে সেখানে পাঠিয়ে কেবল গুণ্ডা বানান হয়। তাঁর ধারণা ছিল যে পৃথিবীতে ছেলেগুলো কেবল দিনরাত পড়্‌তে ও চাকরী করবার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে! তিনি মলয়কে স্কাউট্ থেকে ছাড়াবার বন্দোবস্ত কর্‌তে লাগলেন।

এদিকে মলয় তার ট্রুপের ভেতর মস্তবড় একজন স্কাউট্ হয়ে পড়েছে। টেণ্ডার-ফুট্ ব্যাজ সে অনেকদিনই লাভ করেছে। অনেক এক্‌জামিন সে দিয়েছে ও বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে উঠেছে। স্কাউট্‌মাষ্টার তার উপর ভারী খুসী। ক্রমে ক্রমে তার নাম চীফ্ সেক্রেটারী মিঃ স্নোডেন্-এর কানে গিয়ে উঠ্‌ল। তিনি একবার তাকে দেখবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ কর্ল্লেন। ঠিক্ হোলো সাত-দিন পর সোমবার মিঃ স্নোডেন্ তাদের ট্রুপ পরিদর্শন কর্‌তে আস্‌বেন্। স্কাউট মাষ্টার মিঃ চ্যাটার্জ্জি তার ট্রুপকে ঠিক্ ঠাক্ করে প্রস্তুত কর্ত্তে লাগ্‌লেন।

দিন যায়—

ডেলী কেলেণ্ডারে পাতাগুলো রোজ ছিঁড়্তে ছিঁড়্তে শুক্রবার এসে পড়্ল। সেদিন জলধরবাবু তার পড়বার ঘরে বসে আছেন। তখন সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে। রাস্তার ধারের বাড়ীগুলোর ছেলেরা ভয়ানক রকম চিৎকার করে পড়া সুরু করে পথিকের মনোযোগ আকর্ষণ কর্ছে। জলধরবাবু "ওভার্-সীস্" (Over seas) পত্রিকাখানা নাড়া চাড়া কর্ছেন। ফটোগ্রাফিক্ কম্পিটিশন্এর ছবিগুলো দেখ্তে দেখ্তে হঠাৎ দেখ্তে পেলেন একজন স্কাউটের ছবি। তার তলায় লেখা রয়েছে—An Indian scout. ঐ ছবিখানা তুলে মিসেস্ হিল্ এক গিনি পুরষ্কার পেয়েছেন। তার মনে পড়ে গেল সব কথা। তিনি যে মলয়কে স্কাউট্ থেকে ছাড়াবেন্ মনে করেছিলেন তা কাজের গোলমালে এতদিন একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন আজ ঐ ছবি খানা দেখে মনে পড়ে গেল। তিনি বেয়ারাকে ডেকে মলয়ের খোঁজে পাঠালেন —খানিক পরে বেয়ারা এসে আধ্ বাংলা আধ্ হিন্দীতে এসে জবাব দিল—ছোটাবাবু আভি ফেরেন্ নি। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখ্লেন যে ঘন্টার কাঁটাটা সাতটার উপর মুখ দিয়েছে আর মিনিটের কাঁটাটা এগারোটার উপর দিয়ে বসে আছে। তিনি এই ছেলেটা কি রকম ভাবে একেবারে অধঃপাতে গেছে তা ভাব্তে লাগ্লেন।

হঠাৎ তার চমক ভাঙ্ল 'হিপ্ হিপ্ হুর্‌রা'র্ শব্দ শুনে। কতগুলো স্কাউট্ জট্লা পাকিয়ে আস্ছিল তার ভেতর থেকে একটা ছেলে চেঁচিয়ে উঠ্ল—'থ্রি-চিয়ার্স্ ফর্ মলয় রায়' আর অন্য ছেলেগুলো পর পর তিনবার চেঁচিয়ে উঠ্ল 'হিপ্ হিপ্ হুর্‌রা।' তাদের চেঁচান'তে নিস্তব্ধ পাড়াটা একেবারে কেঁপে উঠ্ল। সবাই কলরব কর্ছিল কিন্তু মাঝখানের ছেলেটি কেবল মাথা নীচু করেছিল—একটা অদৃশ্য বিজয়-গর্ব্বের ম্লান রেখা তার মুখকে রেখাঙ্কিত করে তুলেছিল। আবার ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠ্ল 'রা-রা-রা,—থ্রি-চিয়ার্স্ ফর্ মলয় রায়' আর অন্য ছেলেগুলো আবার 'হিপ্ হিপ্ হুর্‌রা" করে পাড়াটা কাঁপিয়ে তুল্ল। খানিক্ পরে তারা জলধরবাবুর 'উড্-ল্যাণ্ড' এর কাছে এসে থাম্ল—মলয় তাদের হাসিমুখে বিদায় দিল। অন্ধকার গেটের ভিতর দিয়ে মলয় এসে, 'ড্রয়িং রুম্ এর' পাশ কাটিয়ে যেম্নি ভেতর ঢুক্তে চেয়েছে অম্নি জলধরবাবু বজ্র গম্ভীর স্বরে ডাক্লেন্—মলু! এতদেরী হলো কেন? মলয় উত্তর দেবার আগেই জলধর বাবু আবার জিজ্ঞাসা ক'র্লেন—ঐ ছেলেগুলো ও রকম অসভ্যর মত চেঁচাচ্ছিল কেন? মলয় যা বল্‌ল তার সারাংশ হচ্ছে এই:——

আজকে বিকেল বেলা তারা outingএ বেড়িয়েছিল, ঢাকুরিয়া যাদবপুর-এর ঐ দিকে। সে ও আর একটা ছেলে রেলের লাইন ক্রশ্ কর্বার জন্য অপেক্ষা কচ্ছিল কারণ আপ্ ট্রেন্টা প্রায় এসে প'ড়েছিল। হঠাৎ সে দেখ্তে পায় যে একটা চাকর একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ছেলেকে নিয়ে প্যারাম্বুলেটরে বেড়াতে যাচ্ছিল; চাকরটা সাহস করে রেলের লাইন ক্রশ্ কর্তে যায় কিন্তু গাড়ী প্রায় ত্রিশ গজের ভেতর এসে পড়ে দেখে লাইনের মাঝখানে বেবী শুদ্ধ প্যারাম্বুলেটর রেখে, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য সরে পড়ে। মলয় তা দেখ্তে পেয়ে মুহূর্ত্তের ভেতর ছুটে গিয়ে খোকাটীকে কোলে নিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালিয়ে আসে, সেকেণ্ড্ খানেকের ভেতর প্যারাম্বুলেটরটা একেবারে smashed হয়ে যায়।

জলধরবাবু চম্‌কে উঠ্লেন। বল্লেন—এটা তোমার দুঃসাহসের পরিচয় মাত্র। আমি এ রকম ভাবে তোমার জীবনকে বিপন্ন কত্তে দিতে চাইনা। কোনও দিন হয়ত আর কাউকে বাঁচাতে

গিয়ে নিজেই লাইনের সঙ্গে মিশিয়ে থাক্‌বে। এখনও ছোট আছ। মোটে ১৫ না ১৬ বছর তোমার বয়স এরই ভেতর অত বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

মলয় একটা প্রশংসা পাবে ব'লে আশা করেছিল, মুখ আনন্দে ছাপিয়ে উঠ্‌ছিল কিন্তু সে আনন্দ মুহূর্ত্তের মধ্যে মুখেই মিলিয়ে গেল। জলধরবাবু আবার বল্লেন- এখন যাও কালকে স্কুলে যাবার সময় আমার একটা চিঠি নিয়ে যেও মলয় বিস্ময়বিমূঢ়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় দেখ্‌ল তাঁর মামা প্যাড্‌ খুলে লিখ্‌তে আরম্ভ করে দিয়েছেন। কিসের যে চিঠি সে জানে।

মলয় তার ঘরে গিয়ে ধপ্‌ কোরে বসে পড়্‌ল। জানালা দিয়ে দেখ্‌তে পেলে সে আকাশ—কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি সেটা; সন্ধ্যা তারা যেন মিট্‌ মিট্‌ করে চোখ টিপে তা'র দিকে কৌতুকের হাসি হাস্‌ছিল।

জলধরবাবুর মাকে জলধরবাবু এসব বল্‌তে তাঁর হার্টের প্যাল্‌পিটেশন্‌ বেড়ে উঠ্‌ল, তিনি তাড়াতাড়ি কৌচের উপর শুয়ে পড়্‌লেন ও অবিলম্বে মলয়কে স্কাউট্‌ থেকে ছাড়াতে আদেশ দিলেন।

জলধরবাবু ক্রমে ক্রমে শুন্‌তে পেলেন সোমবারদিন ওদের নাকি একটা কি আছে। তিনি ভাব্‌লেন এটা বন্ধ তো করাই হোলো তার কারণ শনিবারদিন তিনি চিঠি দিয়েছেন স্কাউট্‌ মাষ্টারকে।

কিন্তু মলয় সে চিঠি দেয়নি। সে ভেবেছে সোমবারটা হোয়ে যাক্‌ তারপর সে দেবে। মিঃ চ্যাটার্জ্জি শনিবারদিন স্কুল ছুটির পর সবাইকে বলে দিলেন যে সমস্ত স্কাউট্‌রা সোমবার সকালবেলা—ছ'টার ভেতর এসে হাজির হবে, খাওয়া দাওয়া সেদিন সেখানেই হবে, বিকেলবেলা পাঁচটায় মিঃ স্নোডেন আস্‌বেন। সবাই কিছু না কিছু বল্‌ল কিন্তু মলয় কিছু বল্‌ল না; মিঃ চ্যাটার্জ্জি সবাইকে আরেকবার করে বলে দিলেন কিন্তু এবারও মলয় কিছুই বল্‌লনা। তাঁর মনে কি রকম একটু সন্দেহ হোলো এদিকে জলধরবাবু শুধু চিঠি দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না—রবিবারদিন সকালবেলা তিনি মলয়কে ডেকে বল্লেন যে সোমবারদিন মলয় যেন কোথাও না যায় এমন কি স্কুল পর্য্যন্ত, সে দিনটা সমস্তদিন সে বাড়ীতে থাক্‌বে; না থাক্‌লে ভয়ানক একটা খারাপ কাণ্ড হবে।

মলয়ের মাথায় বজ্রাঘাত হোলো। সোমবার—ভোর হয়ে গেছে, দিনের আলো বন্ধ জানলার ভেতর দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মেরে সুপ্ত লোকদের জাগিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা করছে—ছখানা অস্থির পা ছাদে পায়চারী কচ্ছিল অতি দ্রুত, সেটা আর কারও নয় মলয়ের, মুখে তার একটা গভীর চিন্তার ছায়া; নীচের ঘড়িতে টুং টুং ক'রে ছটা বাজ্‌ল।—মলয় আরো ও জোরে পায়চারী কত্তে লাগ্‌ল—গায়ে একটা খাকি সার্ট ও একটা হাফ প্যান্ট...সাড়ে দশটার সময় স্কুল বসে গেছে—টিচার রোলকল্‌ (Roll call) কচ্ছেন—মলয় রায়। একটী ছেলে উত্তর কর্‌ল অ্যাব্‌সেন্ট স্যার।

—মিঃ চ্যাটার্জি তার অফিস্‌ রুমে অধীর হোয়ে বসে ভাব্‌ছেন মলয়ের কথা। মলয় তো কোন দিন এরকম করেনি বিশেষতঃ আজকের দিনে তার এরকম করা কখনই উচিত নয়। এক কথায় বল্‌তে গেলে মিঃ স্নোডেন্‌ তাকে দেখ্‌তেই আসছেন। একটা সিল্‌ভার ক্রস্‌ ও তিনি এনেছেন সেদিনকার লাইফ সেইভিং এর জন্য। কী যে তার হয়েছে তিনি ভাবতেই পাচ্ছেন না। ...সাড়ে চারটা বেজে গেছে মিঃ চ্যাটার্জী মলয়ের আশা ছেড়ে দিয়েছেন। তা আর যে সমস্ত ছেলে তাদের তিনি বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠিকঠা'ক করে রাখ্‌লেন। কৈ একটা ছেলেও তো মলয়ের মত সোজা হয়ে দাঁড়ায় না। একটা ছেলের মুখেও তো সেরকম প্রফুল্লতার চিহ্ন নেই, সবাই যেন life less (জীবন শূন্য নিরীহ-গো-বেচারা!) মিঃ চ্যাটার্জী মলয়ের একটা উপযুক্ত excuse খুঁজে রাখলেন, যা তিনি মিঃ

স্নোডেন্ এর কাছে বল্‌তে পারেন। পাঁচটা বাজতে দশ মিনিট বাকী। মিঃ স্নোডেন ফোন্ করে জানিয়ে দিলেন যে তিনি আস্‌ছেন। মিঃ চ্যাটার্জ্জী স্কাউট্‌দের বল্লেন যে তিনি হুইসেল দিলেই সবাই লাইন্ করে বেরিয়ে আস্‌বে। যথা সময়ে মিঃ স্নোডেন্ এলেন। হেড্‌মাষ্টার মহাশয় ও মিঃ চ্যাটার্জ্জী তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন। মাঠের ভেতর এসে মিঃ চ্যাটার্জ্জী একটা হুইসেল্ বাজালেন। একে একে সবাই বেরিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল ফার্ষ্টম্যান্, সেকেণ্ড্‌ম্যান্, থার্ডম্যান্—শ্রীমান মলয় রয়, ঠিক গম্ভীর ভাবে বেরিয়ে এল। মিঃ চ্যাটার্জ্জী প্রথম একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেলেন, তারপর তিনি ভারী খুসী হ'লেন তার ওপর।

হেড্‌মাষ্টার মহাশয় কিছুই ভাব্‌লেন্ না, কারণ তিনি এসব কাণ্ডের কিছুই জান্‌তেন না। স্কাউট্‌রাও প্রথমে মলয়কে দেখে অবাক্ হয়ে গেল কিন্তু তারপরে তারাও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল।

মিঃ স্নোডেন্ তো তাদের ডিসিপ্লিন দেখে খুব আনন্দিত হ'লেন; বিশেষতঃ মলয় যে এরই ভেতর একটা লাইফ্ সেভ্ করেছে খুব উন্নতি কর্‌ছে দেখে তিনি তাকে উৎসাহিত করবার জন্য সিলভার ক্রসটা দিলেন ও তাকে খুব প্রশংসা কর্‌লেন, এবং অন্য স্কাউটেরাও যাতে মলয়ের মত হ'তে পারে সে বিষয়ে তাদের চেষ্টা কত্তে বল্লেন। মলয় চুপ করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। প্রায় সাড়ে ছটার সময় মিঃ স্নোডেন বিদায় নিলেন।

কিন্তু যাকে নিয়ে আজ এত গোলমাল, এত আনন্দ, তার মনের ভেতর যে কি রকম ঝড় বইছে তা কেউই লক্ষ্য কর্‌ছে না। কি আশ্চর্য্য এই বিধির বিধান! এক দিকে দিচ্ছেন তিনি গভীর আনন্দ তার প্রাণে; আর এক দিকে দিচ্ছেন কি নির্ম্মম দুঃসহ ক্লেশ। আজ মলয় যে কিরকম বিপদ মাথায় কোরে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে তা কেবল সেই জানে। জলধর বাবু অতীষ্ঠ হোয়ে আজ তাকে বলে দিয়েছিলেন যে If he goes from the house to day, let him go for ever. কথাটা তার প্রাণে ভয়ানক লেগেছিল।

তবুও সে বেরিয়েছে তার স্কুলের নাম রাখবার জন্য।—আস্তে আস্তে সন্ধ্যা হয়ে এলো। সন্ধ্যা দেবী তাঁর প্রাণমণি দিনমণিকে সজল চোখে বিদায় দিলেন। মিঃ চ্যাটার্জ্জী মলয়কে অনেক কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন্ শেষ মুহূর্ত্তেও এসে কত বড় বুদ্ধিমানের কাজ করেছে, আজ সে যে সবার মুখ রাখতে পেরেছে, তাঁর মান্ রাখ্‌তে পেরেছে ইত্যাদি।

এখন বিদায়ের পালা—মলয়ের কেন যেন মনে হ'তে লাগ্‌ল সত্যি সত্যি আজ সে বিদায় নিচ্ছে আর যেন সে কখনও এ স্কুলে আস্‌বে না, এই বোধ হয় তার মিঃ চ্যাটার্জ্জী, হেড্ মাষ্টার ও ছাত্রেদের সাথে শেষ দেখা। সবার সঙ্গে হ্যাণ্ড্ সেক্ করে সে যখন শেষে মিঃ চ্যাটার্জ্জীকে হ্যাণ্ড সেক কত্তে গেল তখন সে ছোট ছেলের মত একেবারে কেঁদে ফেল্‌ল। চোখ দুটো তার ছল্-ছল্ করে উঠ্‌ল, চোখের সাম্‌নে সে সব ঝাপ্‌সা দেখ্‌তে লাগ্‌ল, বাঁ হাতে হ্যাণ্ড্ সেক্ কত্তে গিয়ে ভুলে সে ডান্ হাত ধর্‌তে গিয়ে থতমত খেয়ে আবার সে বাঁ হাত ধর্‌ল। মিঃ চ্যাটার্জ্জী একটু অবাক্ হয়ে গেলেন। ততক্ষণ মলয় আবার নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে হাসি মুখে বিদায় নিয়ে নিল। স্কুলের গেটের বাইরে গিয়ে সে কেন যেন সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে বার বার চাইতে লাগ্‌ল, ভাব্‌ল এই বোধ হয় শেষ দর্শন। ক্রমে সে রাস্তার মাঝখানে এসে পড়্‌ল। হঠাৎ তার মনে জাগ্‌ল একটা কঠিন প্রশ্ন—এখন সে কোথায় যাবে? আজ সে যে অপরাধ করেছে, তা'ত' মোটেই স্কাউটের মত নয়। সে আজ একটু বাহাদুরী পাবার জন্য প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে।—সিল্‌ভার ক্রসটা তার বুকে দুল্‌তে দুল্‌তে যেন আগুণের মত পুড়িয়ে

দিতে লাগল :—সে কি করে আর লোকের কাছে মুখ দেখাবে ? রাস্তার দুধারে পর পর সারি সারি গ্যাসের আলো গুলো তাদের যথা সম্ভব আলো দিয়ে রাস্তাকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দিতে প্রাণপণে চেষ্টা কচ্ছে কিন্তু তা সত্বে মাঝে মাঝে জমাট অন্ধকার তাদের স্মৃতি রাখ্তে ছাড়েনি। সেই তার পথ দেখিয়ে দিল।

শিয়ালদহ—অদ্ভুত জায়গা একটা। কত রকম লোক কত আশা, কতরকম কামনা নিয়ে সেখানে থেকে ওঠে ও নামে। ধনীলোক যান্ বেড়াতে ;—একঘেয়ে কলকাতা থেকে অবরুদ্ধ প্রাণটাকে পরিত্রাণ দিতে।—আবার কত লোক তাদের স্বপনলোকের পরী কল্কাতাতে অতি কষ্টে এসেছে, কেউ দেখ্তে, বেশীর ভাগেই এসেছে অর্থের চেষ্টায়।

তার ছুটি নেই, দোল নেই, দুর্গোৎসব নেই ; আছে কেবল প্রাণীকে সেখান থেকে কঠিন করে ছেড়ে দেওয়া।

কত লোককে সে ভগ্ন হৃদয়ে ফিরিয়ে দেয়। কত খুনী কত চোর, কত ডাকাতকে সে আশ্রয় দেয় আবার কত নিরপরাধীকে অপরাধী বলে ধরিয়ে দেয়।

মলয় তো ক্রমে শিয়ালদহতে এসে পৌছুল। একমিনিটের ভেতর ভেবে নিল কোথায় যেতে হবে কিন্তু কোথায় যাবে ? কোথায় ও তো তার আশ্রয় নেই ; টিকিট বাটবার ঘরে গিয়ে সে বোকার মত হাঁ করে ভাবতে লাগ্‌ল এখন কোথায় যাবে। টিকেটওলা বাবু বল্লেন, টিকেট্ চাই ? মলয় তাড়াতাড়ি থতমত খেয়ে বল্ল হাঁ।—"কোথায় যাবে ?" সেই তো মুস্কিল সাম্‌নের দেওয়ালে প্রকাণ্ড বড় প্ল্যাকার্ড লেখা রয়েছে Races. From Sealdaha to Barracpore direct, ব্যারাকপুর, হাঁ বারাক্‌পুরেই যাওয়া যাক্। ব্যারাক্‌পুরের একখানা ইন্টারের টিকেট কিনে ট্রেনে গিয়ে চুপ্ করে বসে রইল। সঙ্গে তার টাকা পয়সাও খুব বেশী নেই যাতে সে বেশ সচ্ছন্দে থাকতে পারে। আছে দুটো গিনি; একখানা দশটাকার নোট্ ও কিছু খুচরো টাকা। সাম্‌নেই রিফ্রেস্‌মেন্ট রুম্। কিছু না ভেবে ঢুকে পড়্‌ল তার ভেতর কিন্তু বেশী কিছু খেলনা, খরচ হয়ে যাবে বলে। দু শ্লাইস্ রুটি একখানা কেক্ ও এককাপ চা খেয়ে সে ফিরে এল।...ট্রেন্ ছাড়্‌ল...আলোর পুরী ছেড়ে সে তখন চল্ল অন্ধকারের ব্যূহ ভেদ কর্‌তে···দূরে কারখানার আলোগুলো দপ্ দপ্ করে জ্বলছে।

রাত্রি প্রায় একটার সময় গাড়ী এসে ব্যারাকপুরে থাম্‌ল। কুলীগুলো মোট পাবার আশায় দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌তে লাগ্‌ল ব্যারাকপুর ব্যারাকপুর! মলয় উঠে পড়্‌ল উঠে দেখ্‌ল তাই ত, তাড়াতাড়ি দরজা খুলে নেমে পড়্‌ল ষ্টেশনে, ঘুমে তখনও তার দু চোখ জড়িয়ে আস্‌ছে ; সে আর দাঁড়াতে পার্‌ছে না, সামনেই ওয়েটিংরুম্। মলয় তাতে ঢুকে লম্বা হয়ে একটা টেবিলের ওপর শুয়ে পর্‌ল বালিশ হোল তার হ্যাভার স্যাক্‌টা, আর লাঠিটাও তার চিরসঙ্গীর মত পাশেই পড়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে ষ্টেশন মাষ্টার সব দেখ্‌তে বেরিয়ে মলয়কে ওয়েটিংরুমে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখ্‌তে পান। কিন্তু তিনি কিছুই বলেন নি বা ভাবেন নি। কারণ তিনি দেখ্‌লেন, যে ছেলেটি একজন স্কাউট্। তারা তো কারুরও ভাল ছাড়া মন্দ করে না, নিশ্চয়ই কোন কাজে এসেছে—কাজে কাজেই তিনি নিরুদ্বেগ মনে শুতে গেলেন ও স্থানীয় রক্ষককে ঐ ঘরে আর কাউকেও শুতে বারণ ক'রে গেলেন—

—মাঝরাত্রে—হঠাৎ সবাই চেঁচিয়ে উঠ্‌ল আগুন! আগুন!! ষ্টেশনের কাছেই একটা সুন্দর বাড়ী আছে একজন ইউরোপীয়ান থাকেন। সেই বাড়ীতেই কি করে যেন আগুন লেগেছে। ষ্টেশনের সব লোকরা ছুটল সেই বাড়ীর দিকে—প্রথম গোলমালেই মলয়ের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল, ব্যাপারটা সব

বুঝ্‌তে পেরে ছুটল সেই দিকে—স্কাউট কিনা সে; তার যে ওই কাজ। একটা প্রকাণ্ড বড় দোতালা বাড়ী, চারদিকেই ফুলগাছে ভরা। সেই বাড়ীর দোতালার জানালা দিয়ে মুহুর্মুহু আগুন বার হয়ে চারদিক আলোকিত কচ্ছে। সেই বাড়ীর পাঁচালের চারধারে অসংখ্য জনতা দাঁড়িয়ে, সেইখানেই তারা হা-হুতাশ করছে, ভেতরে গিয়ে উদ্ধারের কোনই চেষ্টা তাদের প্রাণে জেগে উঠছে না। মলয় আর দেরী না করে পাঁচাল টপ্‌কে ঢুকে পড়ল সেই বাড়ীর ভেতর। ঢুকবার সময় সে দেখ্‌ল বাড়ীর মালীকেরা আগেই অনেক জিনিষপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। একটা ভয়ানক ব্যাকুলতার চিহ্ন তাদের মুখে, কাকে যেন তাঁরা ওপরে ফেলে এসেছেন। মলয় বুঝ্‌তে পারল তাদের কেউ একজন ছেলে কিম্বা মেয়ে দোতালায় আছে। সে ভেতরে ঢুকে পড়ল; বাড়ীর মালিক ভয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—মলয় শুন্‌ল; এযে চেনা গলা, ফিরে তাকিয়ে দেখ্‌ল—এ যে বাড়ীর মালিক আর কেউ নয়, তাদেরই সেক্রেটারী মিঃ স্নোডেন! সে অবাক হ'য়ে গেল; কিন্তু পরক্ষণেই তাঁকে salute করে, দরদালানে ঢুকে, সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠতে লাগ্‌ল। মিঃ স্নোডেন দেখ্‌লেন একজন স্কাউট্, মুখটাও তার ভারী চেনা চেনা লাগ্‌ল—কিন্তু তিনি তার কথা বেশীক্ষণ ভাব্‌তে পার্‌লেন না; তাঁর একমাত্র, ১৭ বছরের মেয়ে কন্‌স্‌ট্যান্স দোতালায় রয়েছে, তারই চিন্তা তার মনকে ভয়ানক উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল—হাজারও হোক্;—বাপের তো প্রাণ!

সিঁড়ি দিয়ে মলয় দ্রুতপদে উঠ্‌তে লাগ্‌ল; আগুন তাতে ধরে গেছে; তাদের রাজত্বে একজন শত্রুকে প্রবেশ কত্তে দেখে যেন তারা ভয়ানক খেপে উঠ্‌ল, তাদের যতদূর সম্ভব মাথা যায় ততদূর পর্য্যন্ত বাড়িয়ে, সেই ভীষণ অগ্নিময় জীভ্ দিয়ে তাকে কিম্বা তার জামাকে লেহন করবার জন্য ভয়ানক চেষ্টা করে ও তারা তারা নাগাল পাচ্ছিল না। দোতালার বারাণ্ডায় উঠে দেখে—আগুন জানালার কাটেন্‌গুলোকে অনেকক্ষণই ভস্মীভূত করে ফেলেছে এখন উইণ্ডো সীট্ (window sheet) গুলোকে ধরেছে। জোরে হাওয়া বইছিল, বলকে বলকে আগুন এসে তার গায়ে ছ্যাকা দিতে লাগ্‌ল, ধোঁয়ায় সব ভর্ত্তি হ'য়ে গেছে; স্পষ্ট কিছুই দেখা যাচ্ছে না! বুদ্ধি করে সে দ্বিতীয় ঘরটাতে ঢুকে পড়্‌ল—দরজা বন্ধ! লাঠি দিয়ে একটু ধাক্কা দিতেই সেটা দড়াম্ করে পড়ে গেল, সর্ব্বনাশ! এটাতেও যে আগুন লেগে গেছে। চৌকাঠের আগুনগুলো দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগ্‌ল; সেই আগুনের পাঁচালের ভেতর দিয়ে ঢুক্‌তে গিয়ে মলয়ের পিঠের খানিকটা চামড়া পুড়িয়ে দিল। মলয় চোখমুখ বন্ধ করে একছুটে সে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়্‌ল—দেখ্‌ল ধোঁয়ায় সেটা ভীষণ রকম ভর্ত্তি; দেখবার কিছুই সাধ্য নেই। একটু এগোতেই সে বাধা পেল—হাঁটুতে; মনে হল যেন একটা লোহার বার্ (Bar)। হাতড়াতে হাতড়াতে বুঝ্‌তে পারল সেটা একটা খাট। ক্রমে ধোঁয়ায় থাকতে থাক্‌তে থাক্‌তে তার চোখটা ঠিক্ হোয়ে এলো কিন্তু জলে সেটা ভরে গেল। স্কার্ফ দিয়ে চোখের জল মুছে সে খাটের দিকে তাকাল,—দেখ্‌ল ১৭ বছরের মেয়েটী মূচ্ছিত অবস্থায় বালিশটাকে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে। মলয় তার নিজের বাহু দুটোর দিকে তাকাল—এই সবল বাহু দুটো কি এই মেয়েটীকে শেষ পর্য্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না? নিশ্চয়ই পার্‌বে; ভগবান তার সহায়।

মুহূর্ত্তের ভেতর মেয়েটীকে সে fire man lift করে তুলে নিল! ছুটল সে দরজার দিকে তখনও সেখানে অগ্নিকাণ্ড চলেছে ভয়ানক ভাবে! কি করা যায়! অথচ যেতেই হবে, না গেলে আরও বিপদ! মলয় কিছু না ভেবে অতি দ্রুত ছুটল তার ভেতর দিয়ে; আগুনের ভেতর পা পড়্‌তেই সে তাকে লেহন কর্‌তে লাগ্‌ল বিশেষতঃ পায়ে তার উলের মোজা ছিল, কিন্তু সে দিকে তার

ভ্রূক্ষেপ নেই। ছুটেছে তো ছুটেছেই। ক্রমে মোজার আগুন তার পা পুড়িয়ে ফেলে প্যান্ট্‌কে ধ'রেছে; মলয় আর পারছে না; আগুন তার শরীরকে একেবারে অবসন্ন ক'রে ফেলছে; মেয়েটীর কিন্তু কোমল অঙ্গে একটুও আঘাত কিম্বা আগুনের তাপ সে লাগ্‌তে দেয়নি—এমন ভাবে তাকে ধরেছিল—এতখানি সে করেছে, আর তার বাপমার কোলে তাকে না তুলে দিয়ে সে ছাড়্‌বে! সে তার পা দুটোকে জোর করে চালাতে লাগ্‌ল। আর উপায় নেই! এবার ছুট্‌তেই হবে। না হ'লে প্যান্টের আগুন এখুনি তার সার্টকে আক্রমণ করবে। * * * * অবাক হ'য়ে সেই বিস্মিত জনমণ্ডলী দেখ্‌ল—যে স্কাউট্‌টি ঢুকেছিল সেই স্কাউট্‌টি, তার পা দুটো পুড়ে কালো হয়ে গেছে, প্যান্টের তলাটা জ্বলছে, একটা মেয়েকে নিয়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল, এসে চারদিকে কাতর ভাবে তাকাতে লাগ্‌ল, মিঃ ও মিসেস স্নোডেন্ ছুটে তার কাছে গেলেন। ছেলেটী মেয়েটীকে তার মায়ের কোলে দিয়েই অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেল! কিন্তু মিঃ স্নোডেন্ তাকে মাটীতে পড়্‌তে দিলেন না; তাড়াতাড়ি তাঁর ওভারকোট দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন—আগুন নিভে গেল তার শরীর থেকে। তাঁর সেই সবল বাহুর ওপর ছেলেটীর মাথাটা রয়েছে, মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন সেটা শ্রান্ত, ক্লান্ত, গভীর বেদনাযুক্ত! কৃতজ্ঞতার দু ফোঁটা অশ্রু সেই তপ্ত মুখের ওপর পড়ে তখনই শুকিয়ে গেল! মিসেস স্নোডেন্ তাঁর একমাত্র হারাণো রতনকে পেয়ে ঝর্ ঝর্ করে কাঁদ্‌ছেন—আর কিছুর জন্য নয়—কৃতজ্ঞতায়। * * * * তখন সকাল হ'য়ে গিয়েছে। মিঃ স্নোডেন্ তখনই নিজের মোটরকারে মলয়কে স্থানীয় হাস-পাতালে দিয়ে এসেছেন ও পাঁচ ছ' জন নার্স ও তিনজন ডাক্তারকে দিয়ে এসেছেন এবং বাড়ীতে এসে ঘন ঘন ফোন্ করে তার অবস্থার খবর ক'র্‌ছেন। অবস্থা মোটেই ভাল নয়। একশ' সাড়ে পাঁচ ডিগ্রী জ্বর; তা ছাড়া শরীরের অনেক জায়গা পুড়ে গিয়েছে! তিনি তার gaurdian-এর নাম ধাম জানবার জন্য তার পকেট থেকে সব নিয়ে এসেছিলেন। সেই লাইফ্ সেইভিং-এর মেডেলটা তখনও তার পকেটে ছিল কাজেই আর নাম জান্‌বার জন্য তিনি ব্যস্ত হন্‌নি—কারণ তাঁর নাম তিনি ভাল কোরেই জান্‌তেন। পকেটে একটা নোট্ বুক ছিল সেটা জায়গায় জায়গায় পুড়ে গিয়েছিল তাই তিনি তার guardian পুরো নামটা জান্‌তে পারলেন না। খালি জানতে পারলেন 'মজুমদার' ও বাড়ীর ঠিকানা। টেলিফোনের ডিরেক্টরিতে খোঁজ করে তিনি তার guardian-এর নাম জানলেন জে, মজুমদার; আর জানলেন তাদের ফোণের নম্বর। তিনি সেখানে ফোণ করবার জন্য টেবিলে গিয়ে বস্‌লেন।

* * * * *

জলধরবাবু মুখ ভার করে তার টেবিলে বসেছিলেন। তাঁর মনটা ভয়ানক খারাপ হ'য়ে গেছে—তাঁর ভাগ্নের জন্য। কাল্‌কে যে তিনি তাকে একটা কত বড় কঠোর কথা বলেছেন, তা যতই তিনি ভাব্‌ছেন ততই তাঁর প্রাণে অনুতাপের জ্বালা আরও বেড়ে উঠ্‌ছে; এবং সেই অভিমানেই যে 'মলু' আসেনি তাও তিনি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারছেন। বাস্তবিক মনে মনে তিনি 'মলু'কে খুবই ভালবাসতেন। সেই বাপ মা হারা ছেলেটার জন্য সবাই বাড়ীতে অস্থির। বুড়ী দিদিমার তো কথাই নেই, তিনি কাল রাত্রিবেলা থেকে খাওয়া দাওয়া ছেড়েছেন। কাল সারারাত জলধরবাবুর ঘুম হয়নি, একশ বার "পুলিশ ষ্টেশনে" ফোণ করেছেন কিছু সন্ধান পাওয়া গেল কিনা। কিন্তু তারা কিছুই দিতে পারেনি! আজ সকালে তিনি প্রত্যেক সংবাদপত্রে পুরস্কার ঘোষণা করে চিঠি লিখ্‌ছিলেন। প্রথমে লিখ্‌ছিলেন 'ষ্টেট্‌সম্যান্' আফিসে;—ঠিক এমনি সময়েই ফোণ বেজে উঠল। বড় আশায় তিনি ফোণ ধরলেন।

ফোণ করেছিলেন আমাদের মিঃ স্নোডেন। তিনি বল্লেন—যিনি ফোণ ধরেছেন তিনিই মলয়ের guardian জে, মজুমদার কিনা। জলধরবাবু বল্লেন—হ্যাঁ। তাতে তিনি বলেন যে তিনি তাঁকে (মানে জলধরবাবুকে) জানাতে ভয়ানক দুঃখিত হচ্ছেন যে কাল বিকেলে তিনি মলয় রায়কে লাইফ্-সেভিংএর জন্য একটা মেডেল দিয়ে আস্লেন। তার পর তিনি carএ তাঁর বাড়ী ব্যারাক্‌পুরে ফিরে আসেন। (কাল্‌কের সারা দিনটা তিনি কল্‌কাতায় কাটিয়েছিলেন।) হঠাৎ রাত্রিবেলা তাঁর বাড়ীতে আগুণ লাগে। সেই সময়ে তিনি সেখানে মলয়কে দেখ্‌তে পান্।—ভগবানই তাকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সাত বছরের মেয়ে কন্‌স্‌ট্যান্স্ দোতালায় ছিল সবাই তাকে ফেলে নীচে চলে এসেছিল। এদিকে আগুন এমন ভাবে লাগে যে আর যাবার উপায় ছিল না; কাজেই তাঁরা কান্নাকাটী করেন। কিন্তু মলয় অসীম সাহসে উপরে যায়, সেখান থেকে তাঁর মেয়েকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসে। মলয়ের সারা শরীর পুড়ে গেছে।—এখন তার একশ সাড়ে পাঁচ ডিক্রী জ্বর আর শরীরের অনেক জায়গা খারাপ ভাবে পুড়ে গেছে, অবস্থা খারাপ। ভয়ানক প্রলাপ বক্‌ছে; Hospitalএর ডাক্তার বল্‌ছেন যে নাকি বার বার পাগলের মত জান্‌তে চাচ্ছে তার মামা তাকে ক্ষমা করেছেন কি না। মিঃ স্নোডেন তার পর বলেন আশা করি আপনিই তার মামা। আপনি এক্ষুণি আপনার car এ চলে আসুন। জলধরবাবু বল্লেন—তিনি আধ ঘণ্টার ভেতর ব্যারাক্‌পুরে গিয়ে পৌছুবেন। কথা শেষ করে তিনি কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ফোণের রিসিভারটা হুকের উপর তুলে রাখ্‌লেন। হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাস এসে কালীর দোয়াতটাকে তিনি যে চিঠিখানা লিখ্‌ছিলেন সেটার উপর পড়ে সেটাকে ষ্টেট্‌সম্যান আফিসে পাঠানোর অযোগ্য করে তুল্ল। জলধরবাবু হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সেই কালীমাখা কাগজখানা থেকে যেন মলুর মুখখানা ভেসে উঠে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। সে যেন করুণ ভাবে জিজ্ঞাসা কচ্ছে—"আমায় ক্ষমা করেছ মামাবাবু!"

—জলধরবাবুর চোখ দুটো জলে ভরে উঠে টলটল কর্‌তে লাগ্‌ল—

ডিসিপ্লিন

(এস, জুগা)

অন্ধকার রাত্রি। কিছু দেখা যায় না, এম্‌নি অন্ধকার। সেই ঘন অন্ধকার ভেদ করে চলেছিল এক রেজিমেণ্ট (Regiment) সৈন্য মৃত্যুর সাথে যুঝতে। ফিল্‌ড মার্শেলের (field martial) হুকুম, ভোর পাঁচটায় বিপক্ষ পক্ষের ফাইটিং লাইন (fighting line) আক্রমণ কর্‌তে হবে তাদের। সুতরাং না চলে আর উপায় কি? সকলে নির্ব্বাক্; তাদের কারও মুখে কোনরূপ সাড়া শব্দ ছিল না। কেবল তাদের মার্চ্চ (march) করার একটানা শব্দ রাত্রের নিস্তব্ধতা ভেদ করে দূরে, অনেক দূরে মিশে যাচ্ছিল।

হঠাৎ বিগল (bugle) বেজে উঠ্‌ল। যে যেখানে ছিল সে সেইখানে দাঁড়িয়ে

গেল। মনে হল যেন একটা প্রবাহমান চলন্ত নদী কার হাতের মায়া স্পর্শে সহসা অচল হয়ে গেল। তারপর দিনের শেষের স্নিগ্ধ হাওয়ার মত ফিল্ড মার্শেলের আদেশ এল—সেইখানে রাত্রের মত বিশ্রাম করতে হবে তাদের ; কিন্তু আলো জ্বলবেনা তাঁবুতে কারও। আলো জ্বলুক আর নাই জ্বলুক তাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না তাদের। তারা যে বিশ্রাম করার অর্ডার (order) পেয়েছিল, এইটুকুই যথেষ্ট তাদের পক্ষে। তারা আর সময় নষ্ট না করে, তাঁবু খাটাতে লেগে গেল। কয়েক মিনিট আগে যেখানে খোলা প্রান্তর ছাড়া কিছুই ছিল না, এখন শত শত তাঁবু মাথা উঁচু করে দাঁড়াল সেখানে।

ক্লান্ত সৈন্যরা শুয়ে পড়ল তাঁবুর ভিতর,—শিশির ভেজা মাটির উপর। কিছুক্ষণ পরে তারা প্রায় সকলে নিদ্রাদেবীর কোলে ঢলে পড়ল। তখন তাদের দেখলে মনে হত না যে পূব আকাশ লাল হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কতজনকে চিরকালের মত মরণকোলে ঘুমিয়ে পড়তে হবে।—এমনি নিশ্চিন্তভাবে ঘুমুচ্ছিল তারা।

রাত দুটোর সময় মার্শেল বেরুলেন সুপারভাইস (supervise) করতে তাঁর ক্যাম্প (camp)। সমস্ত ক্যাম্পটা ঘুরে দেখলেন, তাঁর আদেশ যথাযথ পালিত হয়েছে। কোথাও রাত্রে একটা আলোও জ্বলেনি। তাঁর সৈন্যদের ডিসিপ্লিন (discipline) দেখে তিনি খুব আনন্দিত হয়ে, তাঁর টেন্টের (tent) দিকে ফিরছেন হঠাৎ কোত্থেকে একটা ক্ষীণ আলো এসে পড়ল তাঁর মুখে। আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে চোখ ফিরাতেই তিনি দেখতে পেলেন, পাশের একটা ক্যাপ্টেনের (captain) তাঁবু থেকে আলোটা আসছে। রাগে তাঁর সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল। কিছুক্ষণের জন্য সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ধীরপদবিক্ষেপে তাঁবুর সামনে এসে হাজির হলেন। তাঁবুর দরজায় Screen দেয়াছিল। Screenটা তুলতেই তিনি যা দেখলেন, তাতে বিস্মিত না হয়ে থাকতে পারলেন না। তাঁরি ছেলে, তাঁর আদেশ অমান্য করে মোমবাতি জ্বেলে চিঠি লিখছে। তাঁর মুখ কঠিন হয়ে উঠল, রাগে তাঁর চোখদুটো জ্বলতে লাগল—ঠিক যেন ভাঁটার মতন।

তিনি কঠিন স্বরে ছেলেকে ডাকলেন, "ক্যাপ্টেন।"

তার স্বরে তাঁর ছেলে চমকিয়ে উঠল ; পরক্ষণে তাঁর পিতাকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্বসম্ভ্রমে অভিবাদন করে বলল, 'পিতা।"

"পিতা নয়, বল মার্শেল।"

সে যেন একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল ; কিন্তু সে ভাব গোপন করে বলল, "হাঁ মার্শেল আদেশ করুন।"

"তুমি আমার আদেশ অমান্য করে চিঠি লিখছিলে কাকে ?"—"মাকে।"

কথাটা তাঁর কানে যেতেই তাঁর মনটা কেমন করে উঠল। কিন্তু তিনি সে দিকে লক্ষ্য না করে বললেন, "বেশ তোমার চিঠিতে যেন একথাটা লিখতে ভুলোনা যে মার্শেলের হুকুম

অমান্য করার অপরাধে আজ ভোর ৪ টায় তোমার প্রাণদণ্ড হবে।" তাঁর কথা শেষ হতেই তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

ভোর ৪ টায় আবার বিগল বেজে উঠল। তার শব্দ ক্যাম্পের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত জানিয়ে দিয়ে গেল "ওরে জেগে ওঠ তোরা। তোদের সময় যে ঘনিয়ে এল" সৈন্যরা যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে দুই file করে দাঁড়িয়ে গেল। তার মাঝখানে দাঁড়ালেন মার্শেল নিজে, তাঁর সহকারী, আর রাত্রের সেই অপরাধী ক্যাপ্টেন ; —তাঁর ছেলে।

তিনি তাঁর সহকারী দিকে ফিরে বললেন, "Assistant আমার আদেশ অমান্য করার অপরাধে এই ক্যাপ্টেনের প্রাণদণ্ড দিয়েছি।"

কিন্তু তিনি তাঁর কথাটা বিশ্বাস করতে না পেরে, তাঁর মুখের দিকে চাইলেন। মার্শেল তাঁর মৌনভাব বুঝতে পেরে বললেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না, না, ?"

তার পর ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "দেখ তুমি আমার ছেলে বলে, তোমাকে আমি এইটুকু দয়া করতে পারি। তুমি কেমন ভাবে মরতে চাও বল।"

সে নিজে সৈন্য, সুতরাং সৈন্যের মত উত্তর দিল সে—

"আমি এই দাড়াচ্ছি, আমাকে গুলি করে মারা হোক।" বলে কয়েক পা আগিয়ে স্থির ভাবে দাঁড়াল। তার কথা মত কাজ হল। তিনজন সৈন্য তার হাত দশেক দূরে তাকে তাগ (aim) করে দাঁড়াল। মার্শেলের হুকুমের এল "ওয়ান—টু—থ্রি।"

তিনটে বন্দুক এক সঙ্গে গর্জ্জে উঠল ; আর সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

চিত্রকর

(শ্রীবিনয় ঘোষ)

সে আজ প্রায় দু'শ বছর আগেকা'র কথা। জগতে তখন বিজ্ঞানের এতটা প্রভাব হয়নি। মানুষ তার নিজের পরিচয় দেবার জন্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে এরকম ষড়যন্ত্র করত না। নিজের শক্তির প্রভাব নিজেই বিস্তার করবার জন্যে তাদের আগ্রহ বেশী ছিল। তাই যাদের ধন ঐশ্বর্য্য ছিল তাদের দিন কাটত বেশ সুখে, আর যাদের কিছুই ছিল না তারা অর্দ্ধেকদিন রাস্তায় না খেতে পেয়ে ঘুরে বেড়াত। এখন যেমন মাথা ঘামিয়ে, বিজ্ঞাপনের সাহায্যে রাস্তায় যে এক সময় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে খবরের কাগজ বিক্রি করত, সে আজ লাখ-পতি হয়েছে, তখন কিন্তু তা হবার যো ছিল না। মানুষের প্রতিভা তখন ফুটে উঠবার অবসর সে রকম পেত না।

সেই রকম এক যুগে 'মিলানের' রাস্তায় একটী লোক ঘুরে বেড়াত। নাম তার 'মিলে',—ছবি আঁকা তার কাজ। তার তুলির আঁচড় লোকে বুঝতে পারত কি না পারত তার দিকে মিলের কোন খেয়াল ছিল না। সে কেবল ছবিই আঁকত, তার নেশার ঝোঁকে। লোকে নিশ্চয় তার ছবি আঁকা পছন্দ করত না, তা না হলে সে এরকম ভাবে পথে পথে তার তুলি আর রং এর বাক্স নিয়ে ঘুরে বেড়াবে কেন ? কেউ কখনও জিজ্ঞেসও করেনি আর ছবির ভিতর মৌলিকত্ব কতখানি কিংবা কত দরে সে তার ছবি বিক্রী করতে পারে। ক্বচিৎ কখনও হয়ত কোন হোটেলওলা সস্তা দামে তার কাছ থেকে একখানি ছবি কেনে তার হোটেলে টাঙ্গাবার জন্যে। কিন্তু তাতে চিত্রকরের রংএর দাম উঠেনা, এমন কি এক কাপ কফি ও স্যাণ্ডউইচের পয়সাও কুলায় না। আর্টিষ্টের ভাগ্যে যা থাকে মিলেরও ভাগ্যে তাই। যশের কথা ত দূরে থাকুক, সে যখন তার নিজের ঘরে সন্ধ্যার পর ঢুকত রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে, হয়ত সারাদিন ক্ষিধেতে মাথা ঘুরছে, তখন ল্যাণ্ডলেডী দৌড়ে এসে চীৎকার করে বলতেন, "বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে, যার হোটেলের খরচ যোগাবার সংস্থান নেই, সে আবার কলাবিদ্যার চর্চ্চা করে কোন সাহসে ?" মিলে ভাবত,—সত্যইত ছবি এঁকে কে কবে বড়লোক হয়েছে ? এই বলে সে তুলি আর রং ছুড়ে ফেলে দিত। তারপর ভোর না হতেই তার সেই চিন্তা—সমস্ত দিন কাটবে কি করে। তখন আবার সেগুলা গুছিয়ে নিয়ে বরফের মধ্যে বেরিয়ে পড়ত ছবি আঁকতে। কিন্তু ছবি আঁকা শেষ হলেও সে ছবি কেউ কিনত না। বোধ হয় কেউ বুঝত না সেই জন্যে।

সেদিন তার রংএর অভাব। অথচ কাছে একটাও সেণ্টও নেই সে রং কেনে। অথচ রং না হলে ছবি আঁকা হবে না। তার ভাঙ্গা কৌচের উপর বসে বসে সে তাই ভাবছে। একদিন সে ছিল তার বাপের আদুরে এক ছেলে। মিলানের ক্যাসেল তাদেরই ছিল এক সময়। কিন্তু রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করাতে তার পিতা সেখান থেকে বিতাড়িত হন্। তারপর কতদিন দেশ বিদেশ পথে পথে ঘুরে বেরিয়ে সে একলায় এসে ঠেকেছে। কিন্তু উপায় নেই তাই সে বসে বসে ভাবছে। হঠাৎ তার ছেঁড়া বুটটার উপর নজর পড়ল। ভাবলে বিক্রি করলে কিছু পয়সা আসতে পারে। কিন্তু—কিন্তু বাইরে যে বরফ পড়ছে। খেয়াল নেই, কারণ সখের জন্যে সে সব সহ্য করতে রাজী আছে। তাই সে শুধু পায়েই সেদিন বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু রংএর যে দাম জুতার দামে তা কুলিয়ে উঠল না।

সারাদিন না খেয়ে মিলানের একটা ছোট রেস্তরাঁয় সে ঢুকল। হুকুম দিল যা ভাল জিনিষ আছে তাই আনতে। আজ সে ঠিক করেছে মনের সাধে খেয়ে যাবে। পয়সার দিকে একবারও নজর করেনি। পর পর সব জিনিষ খাওয়া হলে, বিল এল। প্রথমে বিলটা দেখে সে একটু চমকে উঠল। ক্ষুধা মেটাবার আগে সে একবারও কেন ভেবে দেখল না যে তারি কাছে কত পয়সা আছে—এই কথাই সে কেবল ভাবছে। হঠাৎ সে রেস্তরাঁর লোকটাকে সবচেয়ে ভাল যে মদ আছে তাই আনতে বল্লে। লোকটা চলে

গেল। মিলে তৎক্ষণাৎ তার তুলি আর নতুন রং এর বাক্সটী বার করলে। একটী কাঁচের প্লেট সে ভাল করে তার নিজের কাপড় দিয়ে পুঁছে ফেল্লে। তারপর আস্তে আস্তে সেই প্লেটটার উপর চারটে সেণ্ট্ তুলি আর রং দিয়ে এঁকে দিল। তারপর প্লেটটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়ল বরফের মাঝে। রেস্তরাঁর লোকটা ফিরে এসে দেখে প্লেটের উপর চারটে সেণ্ট্ পড়ে রয়েছে। একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল। বিলেতে ত এত পয়সা লেখা ছিলনা। ভাবলে মিলানের পথে ঘাটে অনেক খেয়ালী বেড়ায়, এও হ'য়ত তাদের মত একজন। এই বলে সে প্লেট থেকে সেণ্ট্ ক'টা তুলে নেবার জন্য সেই হাত দিয়েছে, আঙ্গুলের স্পর্শে সেণ্টের উপর টানা দাগ পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে প্লেট শুদ্ধু ম্যানেজারের কাছে নিয়ে গেল। ম্যানেজার দেখেত অবাক। এমন লোকও মিলানের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, যার আঁকা ছবি এত সুন্দর হতে পারে যে মানুষ সত্য বলে সেটাকে ভুল করে।

সেই থেকে মিলের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তখন আর তাকে রেস্তরাঁয় রেস্তরাঁয় খাবারের জন্যে ঘুরে বেড়াতে হত না। একটা তুলির আঁচড়ে দাম তখন তাকে সহস্র কাপ গরম কফি এনে দিতে পারত। আর্টিষ্টের ভাগ্যই এই রকম, তাই আজও সেই প্লেটে আঁকা সেণ্ট্ ক'টা লণ্ডনের আর্টগ্যালারীতে সাজান আছে, লোকে দেখে সেটাকে সুন্দর না বলে থাকতে পারেনা।

চিত্র

(শ্রীমণ্টু)

রেখায়, মানুষের কণ্ঠস্বরে, পক্ষীর কলস্বরে ভেকের একটানা ও কর্কশ সুরে, দেওয়ার গুরু গুরু ডাকে, প্রকৃতির আসর বর্ষার ইঙ্গিত পেয়ে জমে উঠল।

সারা বিশ্বের অন্তরের সঞ্চিত বেদনা অঝোরে জল হয়ে ঝরে পড়্ল ঝর্ ঝর্ ঝর্। এ আকাশ ভাঙ্গা আকুল ধারা, ধরবার বুঝি কোথাও ঠাঁই নাই।

"শ্যামল ঘন তামস গগনে
ঝর ঝর ঝরে জল বিজলী হানে।
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে।"

বিষ্টি ধারার সাথে সাথে দিক হারানো সজল বাতাস, ধানের শিষ গুলো নুইয়ে দিয়ে, কাশফুলগুচ্ছ দুলিয়ে দিয়ে, মাতাল হয়ে ছুটে চলেছে। নদী, নালা, খাল, বিল, ভাসিয়ে, জল স্রোতঃ ধানের ক্ষেত ছাপিয়ে চলেছে—ছেলে বুড়র মাছ ধরার বিরাট অভিযানে, বিপুল

উল্লাস ধ্বনি—তার সঙ্গে মেঠো সুরের ভেসে আশা রাখাল বালকের বেহুস্ উদাস তান—ঝাপটা বাতাসে দোল খেয়ে দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে.........দূরে-বহুদূরে, বর্ষাস্নাত এক পাল শ্বেত বলাকা, আকাশের কোলে, পটে লেখা ছবির মত মিলিয়ে রয়েছে,—মনে হয় তারা যেন মায়ের সুকোমল, রাশিকৃত পবিত্র ভালবাসার মত।

ধরণীর শুষ্ক বৈরাগ্যের সব চিহ্নই আজ শ্যাম সমারোহে কে যেন মুছিয়ে দিয়েছে। সব শূন্যতা কিসে যেন পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। যতদূর দেখা যায়, আকাশের স্নেহাবরণের তলে, জাগে শুধু, আসন্ন যৌবন সম্ভাবনায় থর থর করে কেঁপে ওঠা ধরণীর শ্যাম মূর্ত্তি খানি।

মাঠের সুদূর শেষে—গাছের সারি মাথাতুলে, বর্ষার কাজল মেঘে মুখ রেখে বৈরাগ্য সুন্দর সন্ন্যাসীর মত উদাস নেত্রে চেয়ে আছে—কে জানে কোন আসায়......পল্লীগ্রামের কল্যাণ কামনায় কি ? *

দিলদরিয়া

(শ্রীপ্রসূতোষ সান্যাল)

নাম তার 'সরল'। দিব্যি হাসি খুসি মুখখানা। মুখে সর্ব্বদা যেন হাসি লেগেই রয়েছে। আছে বেশ, 'দিলদরিয়া' ভাবে। তার নিজের জন্যে কোন চিন্তা নাই কেউ কোন জিনিষ চেয়ে তার কাছে নিরাশ হয়নি। হেসে, খেলে, বেড়িয়ে তার দিন গুজরান হয়। প্রায়ই সে বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে ষ্টেশনের রেষ্টুরেণ্টে খাওয়ায়। আমিও তা হতে কখনও বঞ্চিত হ'তাম না। কারণ আমার সঙ্গেই ছিল তার সব্চে' বেশী ঘনিষ্ঠতা। দুই জনেই নীচের ক্লাশ থেকে একসঙ্গে পড়ে এসেছি।.........

* প্রবন্ধটা বের করতে দেরী হলো বলে দুঃখিত।

তারপর এখন অনেকদিন কেটে গিয়েছে। দুই জনেই একসঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করেছি। কিন্তু কেউই কাহারও ঠিকানা জানে না। এক্‌বার শুনেছিলাম যে সে কলিকাতাতে 'প্রেসিডেন্সি' কলেজে পড়্‌ছে। একবার কোন এক উপলক্ষে কলিকাতায় গিয়েছিলাম। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট পার করে যেই আমি গ্রে-ষ্ট্রীটের মোড়ে ধর্‌তে যাব অম্‌নি দেখি একটা পাগল শতছিন্ন পোষাক পরে আমাকে আমার নাম ধরে ডাক্‌ছে। ভারী আশ্চর্য্য হলাম। এই নূতন জায়গায় কেই বা আমায় চেনে। যাহোক সেখানে পাগলটার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। যখন পাগলটা আমার কাছে আস্‌ল তখন আমি বুঝ্‌তে পারলাম যে এ পাগল নয়, এ আমার পুরাতন অন্তরঙ্গ বন্ধু 'সরল' কিন্তু,একি তার চেহারা! মাথায় তেলের লেশমাত্র নাই পরণের কাপড়গুলিও অপরিষ্কৃত।........

তারপর সে তার দুঃখের কাহিনী বল্‌তে লাগল। সে বল্‌ল যে বছর দুই আগে তার পিতার অকাল মৃত্যু হয়েছে। মরবার সময় কিছু জমিয়ে রেখে যেতে পারেন নি। সরল একটী টিউসনি করে, তাতেই তার সংসার চলে। অনেক কথার পর বুঝ্‌লাম যে সে এক পয়সার মুড়ি কিন্‌তে ঐ মুদীর দোকানে যাচ্ছিল। আমাকেও সে ওখানে নিয়ে গিয়ে নিজের মুড়ীর অর্দ্ধেকভাগ সানন্দচিত্তে আমাকে দিল। আমিও তখন আনন্দের সহিত উহা খেতে লাগলাম। তারপর সরল যেই তার প্রথম গ্রাস মুখে দিতে যাচ্ছে এমন সময়ে এক ক্ষীণ কণ্ঠে শব্দ ভেসে আস্‌ল "বাবু" দুইদিন খাইনি।" তৎক্ষণাৎ সরল তার নিজের ভাগটা সানন্দে তাকে দিয়ে আমার সহিত রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

.. সেইদিন আমি বুঝ্‌তে পারলাম যে 'দিল্‌দরিয়া সরল' সত্যই 'সরল'। মনে তার কিছু মাত্র কুটিলতা নাই। হৃদয় তার পবিত্র।

চাষার মেয়ের বিয়ে

(শ্রীমৃণাল বিশ্বাস)

এক চাষা ও এক চাষী ছিল। তাহাদের সন্তান সন্ততি কিছুই ছিল না। তাহারা এই জন্য অতিশয় দুঃখিত ছিল। একদিন তাহারা তাহাদের দেবতার নিকট মানত করিল। তাহারা মানত করিয়া খুব সুখী হইয়া গৃহে আসিল। অল্প দিন পর তাহার এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল। তাহারা অতিশয় সুখী হইল। মেয়ে একটু বড় হইলে চাষা ভাবিতে লাগিল "যদি কন্যার বদলে আমার এক পুত্র জন্মিত তাহা হইলে আমি খুবই উপকৃত হইতাম। যখন বৃদ্ধ হইয়া আমি কার্য্য করিতে অক্ষম হইতাম তখন সে আমার যষ্ঠী স্বরূপ হইত।" এইরূপ চিন্তা করিতেছে এমন সময় এক যুবক তাহার নিকট আসিল। সে আসিয়া মাঠে খানিকক্ষণ লাঙ্গল দিল। তাহার পর তাহারা দুজন এক বৃক্ষতলায়

বসিল। চাষা বলিল বৎস তুমি যদি আমার সঙ্গে থাক ও ভাল করিয়া আমার কার্য্য সকল কর তাহা হইলে আসছে জ্যৈষ্ঠমাসে আমার মেয়ের সহিত তোমার বিবাহ দিব।” সে তাহার সহিত থাকিতে সম্মত হইল। সে তখন গরুদিগকে খুব ভাল করিয়া খাইতে দিতে লাগিল। সেই সময় সে দেখিল যে একটী মেয়ে আসিতেছে। চাষা তাহাকে বলিল “ওই দেখ আমার মেয়ে ভাত লইয়া আসিতেছে।” সে আসিলে চাষা তাহাকে তেল ও গামছা দিল। তখন সে তেল মাখিল ও এক গাছের তলায় গিয়া খানিকক্ষণ হুকা টানিল।

তাহার পর সে স্নান করিয়া আসিল। তাহার পর চাষার মেয়ে তাকে ভাত দিল তখন সে তাহার মুখটী খুব ভাল করিয়া দেখিল ও বেশ পছন্দ করিল। ইহার পর সে গরু লইয়া চাষার সহিত গৃহে গমন করিল। চাষার মেয়ের নাম পুঁটী। পুঁটীর লোভে সে খুব ভাল করিয়া কাজ করিতে লাগিল। সে গরু দিগকে খুব ভাল করিয়া খাইতে দিতে লাগিল। বছর শেষ হইয়া গেল। জ্যৈষ্ঠ মাস আসিল। চাষা তাহার বিবাহ দিল না। সে চাষাকে বলিতেই সে বলিল, “অত ব্যস্ত হও হে কেন বাপু আসছে ধান কাটবার সময় তোমার বিবাহ দেব।” সে তাহাই মানিয়া লইল। একবার ধান কাটা হইয়া গেল আর একবার ধান কাটবার সময় হইল, তবুও চাষার মেয়ের বিবাহ হয় না। তখন সেই ছেলেটীর রাগ হইল। তাহার নাম গোবিন্দ। তখন সে গরুগুলিকে খুব মারিতে লাগিল, ভাল করিয়া খাইতে দিল না। তাহাদের খুব কষ্ট দিতে লাগিল। তখন সেই গরুগুলি তাহাকে বলিল, “তুমি আমাদিগকে মিছামিছি কষ্ট দাও কেন। আমরা তোমার কিছু করি নাই।” তখন সে চাষার মেয়ের সহিত তাহার বিবাহের কথা তাহাদিগকে বলিল। তখন তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইল। তাহারা তাহাকে বলিল, “তুমি আমাদের নাক ফুটাইয়া দাও। তাহার পর তুমি গিয়ে রাজার কাছে নালিশ কর। তুমি বলিবে চাষার গরুগুলি আমার সাক্ষী। তাহাদের সাত দিন উপবাসের পর যদি জল ও ঘাস দেওয়া হয় আর তাহারা যদি ঘাস খায়, তাহা হইলে আমার কথা মিথ্যা, আর যদি না খায়, তাহা হইলে আমার কথা সত্য।” সে গিয়া এই সব কথা রাজাকে বলিল। তিনি বলিলেন, অমুক দিন তোমরা আমার কাছে আসিবে। সেই দিন গোবিন্দ ও চাষা তাহাদের সাক্ষী সহ তাহার নিকট আসিল। আসিবার পূর্ব্বদিন গরুরা গোবিন্দকে বলিল, তুমি আমাদের নাক ফুটাইয়া দাও। যখন আমরা ঘাস ও জল পাইব তখন ক্ষুধার জ্বালায় আমরা তাহা খাইতে যাইব, কিন্তু তখন যদি আমাদের ব্যথা লাগে আমরা তাহা খাইব না। সে সেইরূপ করিল। তখন তাহাদিগকে সেখানে লইয়া গেলে ও ঘাস ও জল দিলে, তাহারা তাহা খাইল না, কিন্তু উর্দ্ধদিকে তাকাইয়া রহিল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, “মন্ত্রী উহারা কেন উর্দ্ধদিকে মুখ করিয়া আছে।” মন্ত্রী বলিল, “উহারা বলিতে চাহে যে ঈশ্বর জানেন।” তখন চাষার মেয়ের সহিত গোবিন্দের বিবাহ হইল ও তাহারা সুখে বাস করিতে লাগিল।

———

বিদেশ

রোভার মুট্। গত ৩০ শে জুলাই থেকে ৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত সুইজারল্যাণ্ড ক্যাণ্ডারষ্টাগে পৃথিবীর সমস্ত রোভারদের মিলন হয়েছিল॥ প্রায় ২৩ টি জাতির রোভারস্‌রা এই রোভার মুট্ এ যোগ দেয়। সবশুদ্ধ প্রায় ৫০০০ রোভারস এসেছিল। এই রোভার মূটের জন্যে সুইস্‌দেরই একটি দল নিজেরা রেলের প্ল্যাটফর্ম ও থাকবার জন্যে ছোট ছোট ঘর তৈয়ারী করেছিল।

সমগ্র পৃথিবীর রোভারদের এই প্রথম একসঙ্গে মিলন হয়। লর্ড বেডেন প্যাওয়েল ছিলেন তাদের প্রেসিডেণ্ট এবং প্রথমদিন ক্যাম্পফায়ারে তিনি বলেছেন যে আমরা চাই আমাদের ভিতর Boy spirit—'We don't want to be dull old men in scouting".—রোভারিং এর আদর্শই এই।

জানবার কথা —

১৯০৭—লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের প্রথম স্কাউট ক্যাম্প…ব্রাউনসি দ্বীপ।

১৯০৮—বয় স্কাউট মুভ্‌মেণ্টের আরম্ভ।

১৯০৯—১১০০০ স্কাউটদের প্রথম র‍্যালী, ক্রীষ্টাল্ প্যালেসে (লণ্ডনে) হয়।

১৯১৬—৮-১২ বছর ছেলেদের নিয়ে উলফ্ কাব্ দল গঠিত হয়।

১৯১৮—রোভারিং এর আরম্ভ।

১৯১৯—শিক্ষার জন্য গিল্‌ওয়েল পার্কটি (এপিং ফরেষ্ট) প্রথম পাওয়া যায়।

১৯২০—প্রথম ইণ্টারন্যাসানাল জাম্বুরী।

১৯২৪—ওয়েম্বলীতে প্রথম ইংলণ্ডের স্কাউটদের জাম্বুরী।

১৯২৯—বার্কেনহেডে সমগ্র স্কাউটদের "কামিং অফ্ এজ" (Coming of age) জাম্বুরী ৫০,০০০ স্কাউট এই জাম্বুরীতে পাঠায়।

১৯৩১—প্রথম পৃথিবীর সমস্ত রোভারদের ক্যাণ্ডারষ্টাগে মিলন।

জাম্বুরী—১৯৩৩সালে World Jambore হবে। হাঙ্গরীতে বুডাপেষ্টের কাছে ; প্রায় পনের মাইল দূরে গড্ডোলো (goddolo) বলে এক জায়গায় এই জাম্বুরী হবে। হাঙ্গারীতে নাকি স্কাউটিং সবলোকই ভালবাসে। প্রায় ৩০,৪০০ স্কাউট সবশুদ্ধ সেখানে আছে। তার ভিতর বিশ হাজার স্কাউট ; প্রায় চার হাজার উল্‌ফ্ কাবস্ এবং বাকি সব রোভার্স্।

দেশ

পাঞ্জাব—স্কাউট মাষ্টারদের শিক্ষা দিবার জন্যে লাহোরের প্রায় ৮মাইলে দূরে পাঞ্জাব বয়স্কাউট এসোসিয়েশন একটি সুন্দর জায়গা যোগাড় করেছে। তার উপর যে বাড়িটি তারা তৈয়ারী করেছে, তার খরচ পড়েছে প্রায় তিন হাজার পাউণ্ড। তার ভিতরে একটি আটকোনা মস্ত বড় হল আছে। আর চার কোনে চারটি পেট্রোলের জন্যে পাকা তৈয়ারী করা ডেন্ (Den) করা হয়েছে। আর তার ভিতরে শীতকালে আগুন জ্বালবার যা ব্যবস্থা হয়েছে সেটা নাকি দেখাবার জিনিষ।

গাছপালার কথা—মিসেস্ বাক্‌লে, কলিকাতা গার্লগাইডদের একজন সেক্রেটারী। তিনি বাংলাদেশের রাস্তাঘাটে যে সব সাধারণ গাছপালা দেখতে পাওয়া যায় সেই সব সম্বন্ধে শিক্ষা করেছেন। তাই সেদিন কলিকাতার স্কাউটারদের কয়েকজনকে নিয়ে তিনি একটি ক্লাস করেন। স্কাউটাররা ভোরবেলা ইডেন গার্ডেনে জড় হয়ে সেখানে বেড়াতে বেড়াতে কোন গাছের কি নাম এবং কি কাজে লাগে এই সব শিখে নেয়। তারপর আর একদিন সেন্ট্পলস্ চার্চ্চের সামনে জড় হয়ে সেখানকার গাছগুলির সম্বন্ধে এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের বাগানে গোটা কতক গাছের নাম ধাম ইত্যাদি সব মিসেস বাক্‌লের কাছ থেকে জেনে নেয়। বাস্তবিক, গাছপালা সম্বন্ধে চর্চ্চা কর্ত্তে কত যে আনন্দ, সেটা এই ভোরবেলা শিশির ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে ঘুরে না বেড়ালে বুঝতে পারা যায় না।

মিসেস্ বাক্‌লে আবার দিন কতক পরে সাধারণ পাখীদের সম্বন্ধে কিছু বলবেন সে খবর আমরা পরে জানাব।

রস শীল্‌ড—

২য় কলিকাতার ট্রুপদের ভিতর এ্যাম্বুলেন্স কম্পিটিসন্ হয়। যারা প্রথম হয় তারা রস শীল্ড পায়। এবার ২৯শে জুলাই সে কম্পিটিসন্ হয়ে গেছে। সবশুদ্ধ ৮টি ট্রুপ তাতে যোগদান করে। ১৫৷২য় ট্রুপ প্রথম স্থান অধিকার করে আর ১৮৷২য় (স্কটিশ্-স্কুল) ট্রুপ দ্বিতীয় হয়।

ভুপেন্দ্র চ্যালেঞ্জ-শীল্‌ড—

গত ২৯শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতার সব প্যাকদের সেন্টপলস্ স্কুলের মাঠে একটা

মস্ত বড় র‍্যালী হয়। সারা বছর ধরে যে প্যাক্ সব চেয়ে ভাল্ কাজ করে তাদের একটি শীল্ড দেওয়া হয়। শীল্ডটি আমাদের প্রভিন্সিয়াল অর্গেনাইজিং সেক্রেটারী মহাশয় দান করেছেন। এবার ৮।১ম কলিকাতা প্যাক সে শীল্ডট পেয়েছে, আর ২।২য় কলিকাতা প্যাক্ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

স্কাউটার সবাসনা চৌধুরী—

কলিকাতার ২।২য় প্যাকের স্কাঃ মাঃ এবং ২য় কলিকাতার কাব কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সবাসনা চৌধুরী বিলাত যাত্রা করেছেন।

ম্যান্‌চেষ্টারে তিনি ইঞ্জিনিয়ারীং শিখবেন; কলিকাতায় তাঁর মতন স্কাউটার খুবই কম আছে। তাঁর বিশেষত্ব হচ্ছে তিনি ভয়ানক খাটতে পারেন। আমরা বিদেশে তাঁর সাফল্য কামনা করছি।

গুড টার্ন বাবু ক্ষীতিশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মেদিনীপুরে নতুন এক্সিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়র হয়ে যান। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য তাঁর, সেখানে পৌঁছে অত্যন্ত কঠিন টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন। আর সে অসহায় অবস্থায় তাকে নার্স করবারও কেউ ছিলনা; মেদিনীপুরের ছয়জন স্কাউট তাদের নিজেদের বিপদ অগ্রাহ্য করে কঠিন পরিশ্রম করে তাকে তিন চার দিন ধরে সেবা করে। কিন্তু স্কাউটদের এত যত্ন ও পরিশ্রম সত্ত্বেও ভগবান তা' উপেক্ষা করে তাঁকে টেনে নেন। বাস্তবিক এরকম অসহায়কে ক'জন সাহায্য করে? সেই ছ'জন স্কাউটদের সেবাব্রত কি আমাদের আদর্শ নয়। ভগবান্ তাঁদের মঙ্গল করবেন।

তাদের সব কাজেই সব সময় পাওয়া যায়। রথযাত্রার সময়, সংক্রান্তীর সময় শুনা যায় মেদিনীপুরের স্কাউটরা সর্ব্বদা অগ্রণী।

ওয়ারেণ্ট—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এবার ওয়ারেণ্ট পাইয়াছেন,—

জে, এন্. মুখার্জ্জী, ডিঃ কমিসনর ভ্যাবলা (বশিরহাট)

কল্যাণ কুমার দত্ত,	স্কাঃ	মাঃ—১২।২য় কলিকাতা ট্রুপ।			
শিবদাস চ্যাটার্জ্জী,	,,	,,	১৩।২য়	,,	,,
রেবতী রমণ কুণ্ডু	,,	,,	২০।২য়	,,	,,
রাজমোহন দে	,,	,,	২৪।২য়	,,	,,
জগৎ প্রসন্ন গাঙ্গুলী	,,	,,	২৬।২য়	,,	,,
ফনীন্দ্রনাথ মজুমদার	এঃ স্কাঃ	মাঃ—২৭।২য়		,,	,,
বিজয় কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়	এঃ স্কাঃ	মাঃ—১৩।২য় কলিকাতা প্যাক্			
জগৎ প্রসন্ন গাঙ্গুলী,	স্কাঃ	মাঃ	১৪।২য়	,,	,,
ধ্রুব সাহা,	এঃ স্কাঃ	মাঃ	১৫।২য়	,,	,,

প্রতুল চন্দ্র মিত্র ডিঃ স্কাঃ মাঃ - দ্বিতীয় কলিকাতা এসোসিয়েসন।
মিস নোরা ফয়, এঃ স্কাঃ মাঃ—সেণ্ট্ এ, সি, হোম ট্রুপ কালিম্পং।
খগেন্দ্র চন্দ্র নাগ ডিঃ কমিশনর—মেদিনীপুর।
রেঃ এরিক্ ওয়াল্টর্ ম্যাক্ইম্যান্ ডিঃ স্কাঃ মাঃ—ঢাকা।
রনেন ঘোষ, স্কাঃ মাঃ—৩৩য় কলিকাতা ট্রুপ।
রাজচন্দ্র মুখার্জ্জী, এঃ স্কাঃ মাঃ—৩৩য় ,, ,,
ব্রাঃ জে, বার্টিন স্কাঃ মাঃ—সেণ্ট্ প্ল্যাসিড্স্ স্কুল ট্রুপ, চট্টগ্রাম।
ডব্লিউ, ই, ফ্রেঞ্চ্ ডিঃ কমিশনর, বেহালা—বিষ্ণুপুর।
এ, এস্, লার্কিন, ডিঃ কমিশনর, চুঁচুড়া।

নূতন ধাঁধা

এক জায়গায় ১ ঠাকুর্দ্দার, ১ ঠাকুরমার, ২ বাপের, ২মায়ের, ৪ সন্তানের, ৩ নাতির ও নাতনির, ১ ভায়ের, ২ বোনের, ২ পুত্রের, ২ কন্যার, ১ শশুরের, ১ শাশুরীর ও ১ পুত্রবধুর নিমন্ত্রণ হল। সবাই খেতে এলো। আচ্ছা বলত কজন খেতে এলো ?

কর্ম্মসচিবের নিবেদন

দু'মাস একসঙ্গে পূজার আগে বাহির করিতে হইল বলিয়া অনর্থক পনর দিন দেরী হইল। আস্‌ছে মাস হইতে আবার নিয়মিত বাহির হইবে।

কর্ম্মসচিব—যাত্রী।
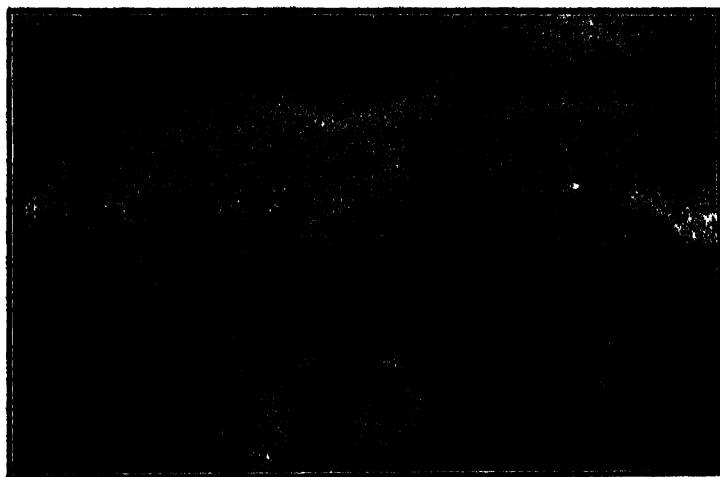
৮ম বর্ষ] অগ্রহায়ণ—১৩৩৮ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

জাম্বুরীতে বিশ দেশের স্কাউট্

— সম্পাদক —

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, বি, এ, (ক্যাণ্টাব), ব্যারিষ্টার-এট্-ল

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶৹ আনা সডাক বার্ষিক মূল্য—[illegible]

[illegible]

সূচী

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
১।	ব্রতীবালক (কবিতা)	শ্রীনৃপেন্দ্রদেব মান্না	...	১৬৯
২।	'র'কারের কারসাজি	শ্রীবসন্তকুমার দাস	...	১৭০
৩।	বাহাদুব ...	'কটিক'	...	১৭৫
৪।	স্কাউটিং ...	"কিম"	...	১৮০
৫।	গাছগাছড়ার কথা	শ্রীসত্যরঞ্জন দাশ	...	১৮২
৬।	এ্যাক্‌সিডেন্ট ...	আকেলা	...	১৮৫
৭।	কাবেদের বই ...	...	...	১৮৯
৮।	ক্যাম্পফাযারের তালে তালে	..	...	১৯৪
৯।	নিবেদন ...	..	...	১৯৬
১০।	প্রচ্ছদ পট পরিচয় ..	.	...	১৯৬

ইন্টার ট্রুপ কম্পিটিসন কুপন

(৫৯ পৃষ্ঠা দেখুন)

যাত্রী—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮।

দাম—দেড় আনা।

N. Bhose.

৮ম বর্ষ] অগ্রহায়ণ—১৩৩৮ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

ব্রতীবালক

(কুমার শ্রীনৃপেন্দ্রদেব মান্না)

নাইকো সমাজ জাতের বিচার,
আমরা ব্রতী বালকদল।
সাহসেতে বক্ষভরা
তরুণ মোরা—মোরা সবল।
দলপতির ইঙ্গিতে—
আমরা ছুটি
জান্ দিতে,
আমরা ঘুরি—
বিশ্ব নিখিল—
ত্যজি মায়ের আঁচল তল।
আমরা অধীর—সুচঞ্চল।

অমল মোরা শ্যামল মোরা,
উৎসাহেতে ভরা বুক।
সাক্ষ্য তাহার দীপ্ত আঁখি,
সাক্ষ্য তাহার দীপ্ত মুখ।
বিভুর পদে শির রেখে—
আমরা চলি,
সেইদিকে—
দুঃখী যেথায়—
আতুর যেথা—
যেথায় বহে চোখের জল।
আমরা অধীর—সুচঞ্চল।

স্বাধীন মোরা মুক্তো মোরা,
আমরা ব্রতী বালকদল।
প্রভাত-অরুণ-হাস্য মোরা,
আমরা তাজা লাল কমল।
বিপদ মাঝে ঝাঁপ দিতে—
ছুটি আগে
সবচেতে।
মাভৈঃ রবের গীত গাহিযা,
আমরা কাঁপাই পৃথ্বীতল।
আমরা অধীর - সুচঞ্চল।

'র'কারের কারসাজি

(শ্রীবসন্ত কুমার দাস)

"র'কারের অভিব্যক্তি" যখন লিখিযাছিলাম তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে বুড়া বয়সে আমাকে 'র'কারের কারসাজিতে" ঠেকিতে হইবে। আজ সেই কাহিনী লিখিতে লেখনী ধারণ করিলাম। —"অয়মারম্ভঃ শুভায ভবতু।

খুলনার নারিকেলের রসকরা খাইযা একদিন রাত্রির বাহ্যর সদ্ব্যবহার করিতে পারিলাম না— ব্যক্তি বিশেষের সহিত রাগ করিযা নয়, পাকস্থালীর গুরুতর অবস্থা বুঝিয়া। রাত্রিতে নিদ্রা হইল না, বরং রংবেরং-এর স্বপ্ন দেখিলাম। মনে হইল, বারাকপুরে বদলী হইয়াছি। হাওড়ার শ্রীযুক্ত কিরণশশী বাবু কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সেখানে চারুচন্দ্রের উদয় হইয়াছে, আর এই স্রোতের টানে আমাকে বারাকপুর যাইতে হইবে। Transfer-এর ভয় আমার খুবই আছে, কেননা পুরা দু'টা বৎসর আমি উত্তরবঙ্গে অনেক টানা হেঁচড়া সহ্য করিয়াছি। পরদিন একটু সকালে স্কুলে গেলাম। প্রথমেই দেখা হইল রবাণী রাখালবাবুর সঙ্গে। তাঁকে গত রাত্রির অদ্ভুত স্বপ্নের কথা বলিলাম। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হাসির সহিত তিনি বলিলেন—(যেমন তিনি বলিয়া থাকেন)—"মা'র ইচ্ছা"। আমি কিন্তু ভাবিলাম Director-এর Order। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, আর গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"কর্ম্মনি এব অধিকারস্তে মাফলেষু কদাচন"—Thy will be done.

তারপর কয়েকদিন কাটিয়া গেল। আমি কিন্তু ভয়ে ভয়ে নারিকেল আর খাইনা। হঠাৎ একদিন সত্য সত্যই বায আসিল, বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল, ইংরাজিতে যা'কে বলে—A bolt from the blue—অর্থাৎ কিনা সত্য সত্যই আমার Transfer. ইন্সপেক্টার, রায়বাহাদুর মিত্র, ডিরেক-

টারের order প্রেরণ করিয়াছেন। —আমি Transfer হইয়াছি, অবশ্য বারাকপুরে নয়, সুদূর পদ্মার পারে রাজসাহীতে। 'রকারের কারসাজির" পালা সুরু হইল।

ছাত্রমহলে রৈ রৈ পড়িয়া গেল। সবাই বলিল Order বদ্ হউক্। কিন্তু রকারের কারসাজি,—আমার বদলে সুরেনবাবু খুলনা যাবেন, তাঁহার গতিরোধ করিবে কে? মাষ্টারমহলে যেমন সচরাচর হইয়া থাকে সহানুভূতি দেখান হইল—ছেলেরা বিদায় অভিনন্দন দিল।—খুলনার নিকুঞ্জ কাননে বসন্তের বিদায় হইল।

যথা সময়ে গাড়ী Reserve করিয়া, লটবহর লইয়া Railway station এ পৌছিলাম। এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিলেন station master রাজকুমারবাবু। তারপর খুলনা ছাড়িয়া রাণাঘাট, পোড়াদহ, ঈশ্বরদি, আব্দুলপুর ও পরদিন প্রভাতে রাজসাহী।

এখানে পৌছিয়া Station-এই সাক্ষাৎ পাইলাম Scout-ভাই মহির ভায়ার, আর ভূতপূর্ব্ব ছাত্র রামের। সকলে মিলিয়া লটবহর লইয়া সহরের দিকে রওনা হইলাম। কাদিরগঞ্জ, রাণীবাজার পেছনে রাখিয়া আসিলাম ঘোড়ামারা। তারপর বামে ডাকঘর ও দক্ষিণে থানা ছাড়িয়া ঢুকিলাম সাগরপাড়ায়।—'র'কারের কারসাজি দেখিতেছি বেশ। রাজসাহীতে 'র'কারের রাজত্ব আবহমানকাল হইতে চলিতেছে। ইহা বরেন্দ্র ভূমির বরপীঠ, রাণী ভবানীর দেশ। নাটোরের রামজীবন, রামকৃষ্ণ ও দয়ারাম স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। ইঁহাদের পরিবার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ, কুমার শরৎকুমার ও তাহেরপুরের শিবশেখরেশ্বর রায় রাজসাহীর গৌরব। প্রত্নতত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিলে পাহাড়পুরের আবিষ্কৃত কীর্ত্তিকলাপ বাংলার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিবে। রাজসাহী, বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির কর্ণধার "সিরাজদৌল্লার লেখক" অক্ষয় মৈত্রের ক্রীড়াভূমি। এই রাজসাহীতেই কান্তকবি রজনীকান্ত "বানী" "কল্যানী" রচনা করিয়াছেন। অশীতিপর বৃদ্ধ বদান্যপ্রবর কিশোরীমোহন এখনও বর্ত্তমান আছেন। তারপর রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ ভাযা, Ex- M L. C বাবু সুরেন্দ্র নাথ মৈত্র এখানকার প্রধান নাগরিক। ইহাদের প্রত্যেকের নামের সঙ্গেই র'কার আছে কিনা আপনারাই দেখিবেন, এই হিসাবে সুদর্শন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও বাদ যান না।

যথাসময়ে এখানকার কর্ম্মস্থলে অর্থাৎ কলেজিয়েট স্কুলে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম স্কুলেও 'র' কারের আধিপত্য আছে। আফিসে ঢুকিতেই চক্ষে পড়েন কেরাণী শরৎবাবু। মাষ্টারদের ঘরে গিয়া দেখিলাম বাবু হরিচরণ অধিকারী, বাবু হরেন্দ্র চন্দ্র বাক্‌চি, বাবু হরেন্দ্রদাস ভট্টাচার্য্য ও বাবু সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও মৌলবী আব্দুল রাবি। তারপর আসিলেন বাবু মোহিনী মোহন ভট্টাচার্য্য। তাঁহার 'র'কার "হাসির তোড়ায়", বাবু মোহিনীমোহন সান্যাল্ তাঁহার র'কার লাইব্রেরীতে। পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আদিস্থান ফরিদপুর প্রাঙ্গং হইলেও বাড়ী করিয়াছেন বাগবাজার। মৌলবী ওয়াজেদ্ ও মৌলবী হমদাদ্ আলীসাহেব উভয়েই 'র'কারের অধীন, কারণ একজন হোষ্টেলের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট ও অন্যজন "Teachers Representative", বিনয়বাবুর র-কার 'ড্রিলে' ও জিতেন বাবুর ড্রইং-এ বিদ্যমান, আর মৌলভিসাহেবদের 'র'কার আরবি ও পারসিতে। কেবল যিনি স্কুলের কর্ণধার—তাহাতে র'কার দেখিতে পাইবেন না। শ্রদ্ধেয় বিজয়বাবুর ইহাই বিশেষত্ব। লোকে কথায় বলে, Exception Proves the rule। কিন্তু তাঁহার বাড়ী যশোহর মহম্মদপুরে, আর তিনি প্রথম চাকুরী আরম্ভ করেন বরিশাল পিরোজপুরে।—কাজেই তিনিও র'কারের হাত একেবারে এড়ান নাই।

রাজসাহীর 'রাঘবসাই' রস্তা, রেশম, রসগোল্লার উল্লেখ নাই করিলাম, কিন্তু রজনীকান্তের কাব্য

র'সেই রাজসাহী চির বিখ্যাত থাকিবে। আমাদের রবীন্দ্রনাথ, স্যার রমণ ও স্যার রাধাকৃষ্ণ সমগ্র পৃথিবীতে 'র'কারের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। বিক্রমপুর রাড়ীখালের আচার্য্য বসু, কাটিয়াপাড়া রাড়ুলির আচার্য্য রায়, 'র'কারের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, জাষ্টিস্ সারদা চরণ, স্যার রাস বিহারী প্রভৃতি মনিষীগণের মাঝে 'র'কারের কারসাজি দেখিতে পাওয়া যায়। স্যার রাজেন মুখার্জ্জি, স্যার হরিশঙ্কর, স্যার আব্দুর, স্যার সুরওয়ার্দি এদের কৃতিত্ব ঐ 'র'কারে।

অনুপ্রাসের উপমা খুঁজিতে গিয়া আমরা মাইকেলের রচনা উদ্ধৃত করিয়া বলি "রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে"। কিন্তু আমরা কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছি যে 'রাজেন্দ্র সঙ্গমে' 'র' কারের কারসাজি রহিয়াছে? প্রাচীনকালের রাম, রঘু, হরিশ্চন্দ্র, পুরুরবা ইহাদের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, রাক্ষসরাজ রাবণকেও বাদ দিলাম কিন্তু ইতিহাসের মৌর্য্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত, গুপ্ত সম্রাট্ শকারি বিক্রমাদিত্য হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য, শেরসা, বাবর, আকবর, জাহাঙ্গীর আরঙ্গজেব প্রভৃতি নরপতিগণের নাম পর্য্যালোচনা করুন। তারপর আলফ্রেড রিচার্ড, হেন্‌রি, জর্জ, এডওয়ার্ড প্রভৃতি ইংলণ্ডের রাজগণের নামও আলোচনা করিতে হয়। পৃথিবীতে যাঁহারা বীর বলিয়া সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগকে আপনাদের সম্মুখে ডাকিয়া আনিতেছি,—জেরাক্‌সাস, ডেরিয়াস্, আলেক্‌জেণ্ডার, সিজার, স্যার আর্থার, লর্ড রবার্টস, কিচেনার, আর ভারতের পৃথীরাজ, রানা প্রতাপ, রণজিৎ সিংহ। একালের কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস, ইহার জন্মভূমি নাথপুর, ও কর্ম্মভূমি ব্রাজিল। এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের ইতিহাসটা আলোচনা করুন। রাজা রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, ডেভিড্ হেয়ার, কেরি, মারশমেন, ডিরোজিও, রিচার্ডসন্, প্রভৃতি পথপ্রদর্শক গণের নামে 'র' কার দেখিতে পাইবেন। তারপর "First Book of Reading"-এর প্যারীচরণ সরকার হইতে আরম্ভ করিয়া রামতনু লাহেড়ী, রাজনারায়ন বসু, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি আদর্শ শিক্ষকগণকে "র' কারের রাজ্যেই পাওয়া যাইবে। এই তো সেদিন পরলোকে গমন করিয়াছেন, রায় সময় মিত্র বাহাদুর। বাঙ্গালীদের মধ্যে যাঁহারা প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন তাহাদের নামও স্মরণ করুন। রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র, রামদাস সেন, রাখেশচন্দ্র সেট্, রাখাল দাস বানার্জ্জি, আর এই রাজসাহীরই শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ। বাংলা কাব্যের ধারাবাহিক্ ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই রামপ্রসাদ রায় গুনাকর, ভারতচন্দ্র, বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, প্রভৃতি মনিষীগণের রচনাবলী বাঙ্গালীর চির গৌরবের বিষয়। তারপর ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, বিহারীলাল, গিরিশ ঘোস প্রভৃতি মহারথিগণকে বাদ দিলেও "কবি সার্ব্বভৌম" রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশ উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার পরবর্ত্তী কবিগণের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, দেব কুমার রায়, প্রমথ রায়, কালিদাস রায়, নরেন্দ্র দেব, রেবতীমোহন সেন, কুমুদরঞ্জন, ভুজঙ্গধর করুনানিধান, সকলেই 'র' নিয়া গর্ব্ব করিবেন।

ঋক্‌বেদের ইংরাজী অনুবাদ করেন মোক্ষমূলর, ও বাংলা অনুবাদ করেন রমেশ দত্ত। ইতিহাস রাজ্যে 'র' কারের কারসাজি দেখিবেন কি? সুপ্রসিদ্ধ রমেশ দত্তের পরেই আমরা পাইয়াছি হরপ্রসাদ, যদুনাথ সরকার, রাধাকুমুদ, সুরেন সেন ও রমেশ মজুমদার। বালক পাঠ্য ইতিহাস প্রণেতা রজনীকান্ত, রাধিকামোহন ধর, করিম, অধর, খগেন্দ্র মিত্র প্রভৃতির নামও আমরা গৌরবের সহিত প্রকাশ করিতে পারি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন রাজপতি ন্যায়রত্ন।

ময়মনসিংহের কেদার মজুমদার মহাশয়কে আমরা ভুলি নাই। বঙ্গদেশে যাঁহারা সংবাদপত্রের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শিশির ঘোষ, সুরেন ব্যানার্জ্জি, নরেন সেন প্রভৃতির নাম সর্ব্বত্র পরিচিত। বাংলা মাসিক সাহিত্য সম্পাদনে অক্ষয় সরকার সুরেশ সমাজপতি, রামানন্দ চ্যাটার্জ্জি, জলধর সেন প্রভৃতি মহারথীগণ 'র'কার রাজ্যে এক একটি দিক্‌পাল সদৃশ। বাংলা উপন্যাস রাজ্যে বর্ত্তমান সময়ে রবীন্দ্রনাথের পরেই শরৎচন্দ্র। সে কালের প্যারীচাদ, তারক গাঙ্গুলী প্রভৃতির নাম হয়ত আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু এ কালের প্রভাতকুমার, সুরেন ভট্টাচার্য্য, রায় বাহাদুর তারকনাথ, অনুরূপা দেবী, ইন্দিরা দেবী, ডাক্তার নরেশ সেন, পাঁচকড়ি, দীনেন্দ্র রায় প্রভৃতি লেখক লেখিকার বাহাদুরীও ত ঐ 'র'কারে। শিশু সাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোর রায়, যোগেন সরকার দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার, সুকুমার রায়, রবীন্দ্র সেন, কুলদা রায়, সুনির্ম্মল বসু। মুসলমান মনীষিগণের মধ্যে মীর মছারফ্ হোসেন মৌলবী মজিবর রহমান, মিঃ এফ্ রহমান, মৌলবী আক্রাম খাঁর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

রাজসাহীর চন্দ্রনাথ, কেদারনাথ ও হারাণচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়গণ প্রথিতনামা চিকিৎসক। চিকিৎসারাজ্যে 'র' এর আধিপত্য খুব। 'র' লইয়াই রোগী ডাক্তার ও কবিরাজ। কবিরাজ 'চরক' পড়িয়া থাকেন এবং জারণ, মারণ, শিখিয়া 'মকরধ্বজ' প্রস্তুত করেন। ডাক্তার ফারমাকোপিয়ার অনুমোদিত ঔষধের ব্যবস্থা করেন এবং 'মেটেরিয়া মেডিকার' সাহায্য গ্রহণ করেন। 'সারজারি' মতে 'অপারেশন' হইয়া থাকে। কলিকাতায় বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন গঙ্গাধর, বিজয়রত্ন, দ্বারকানাথ ও রাখালচন্দ্র। নাটোরের ঈশ্বর, সাভারের গুরুচরণ ও বার্থীর ভৈরবচন্দ্র এক সময়ে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন। কলিকাতার ডাক্তারগণের মধ্যে ডাঃ সরকার, মজুমদার, জহিরুদ্দিন, আর, জি, কর, শরৎ মল্লিক, সুরেশ সর্ব্বাধিকারী, আর, এন, দত্ত প্রভৃতি স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও ডাক্তার নীলরতন সরকার, কেদার দাস, বিধান রায় প্রভৃতি মহারথিগণ 'র'কারের মহিমায় চিকিৎসা জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন।

তীর্থের সেরা পুরী, ভক্তগণ সেখানে দৌড়িয়া যান 'রথ' দেখিতে। কামরূপ কামাখ্যায় আছেন উমানন্দ ভৈরব। মেহেরের 'কালী', সারনাথের স্তূপ, মাদুরার মন্দির, বগুড়ার মহাস্থান, শাশিরামের কবর, জয়পুরের মানমন্দির, প্রভৃতি ভারতে কত শত প্রসিদ্ধ ও দর্শনীয় স্থান আছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে। অবসর পাইলেই বাঙ্গালী ছুটিয়া যায়—দারজিলিং, মধুপুর, গিরিডি, রাচি,।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর, হরিনাথ দে, স্যার গুরুদাস, স্যার রমেশ মিত্র রায় বাহাদুর রাধাচরণ পাল, ইঁহাদিগকে কি বাঙ্গালী ভুলিতে পারিবে? বর্ত্তমান সময়ে আয়েঙ্গার, গউর, সরদা প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এসেম্ব্লিতে 'র'কারের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন।

বেঙ্গল কেমিকেলের 'অগুরু', 'রদফেন', কারনরিশের খেলার সরঞ্জাম, বাদগেটের 'ক্যাষ্টর অয়েল' ঢাকেশ্বরী মিলের কাপড়, ধর ব্রাদার্সের পেন, আজকাল বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই চলিতেছে।

আদালতে 'র'এর রাজত্ব লক্ষ্য করিবেন কি? জজ সাহেবের বামে থাকেন জুরী ও ডাইনে থাকেন পেস্‌কার। উকীল সাক্ষীগণকে জেরা করেন, হাকিম রায় লিখেন, আসামীর জরিমানা করেন। নাজির পরওয়ানা পাঠান, ত্রেজোরিতে টাকা জমা হয়। লাইব্রেরীতে উকিল মহাশয়েরা বসেন এবং পানবিড়ির দোকানের আশে পাশে সাক্ষীরা ঘুরিয়া বেড়ায়।

বর্ত্তমান নারী আন্দোলনের দিনে কেবল পুরুষদিগের কীর্ত্তিকাহিনী লিখিলে পক্ষপাতদোষ করা

হইবে। সুতরাং নারীসমাজে র'কারের রাজত্ব কিরূপ চলিয়াছে তাহাও আপনাদিগকে দেখাইব। আমাদের মহারাণী ছিলেন ভিক্টোরিয়া, এখন আছেন মহারাণী মেরী। ইতিহাস খুঁজিলে পাই রিজিয়া নূরজেহান। পণ্ডিতা রমাবাই, রাণী রাসমণি, মহারাণী স্বর্ণময়ী, রাণী শরৎকুমারী, পুণ্যশ্লোকা রমণী। কাব্যজগতে তরু দত্ত, মানকুমারী, কামিনী রায়, সাহিত্যে স্বর্ণকুমারী, সরলা দেবী, উপন্যাসে অনুরূপা নিরূপমা, ইন্দিরা, বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। ভারতের প্রথম মহিলা ব্যারিষ্টার করনেলিয়া সোরাবজি। সরোজিনী নাইডু, নারী সমাজের উজ্জ্বল মণি। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ মহাত্মা গান্ধী, তাঁহাতেও র'কারের কারসাজি আছে। তিনি থাকেন সবরমতী আশ্রমে, তাঁহার তত্ত্বাবধান করেন পত্নী কস্তুরীবাঈ এবং শিষ্যা মীরা বেন।

উপসংহারে পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব, রামানন্দ, কবীর প্রভৃতি সাধক মহাশয়গণের এবং পণ্ডিতাগ্রগণ্য শশধর তর্কচূড়ামণি, রাখালদাস ন্যায়রত্ন, যাদবেশ্বর তর্করত্ন, এবং মহামতি রাণাডে, ডাক্তার ভাণ্ডারকর, প্রভৃতি মহাত্মাগণের পুণ্যনাম স্মরণ করিয়া আজিকার পালা শেষ করিলাম।

[আমাদের সম্পাদক মহাশয় (মাননীয় Provincial Secretary-মহোদয়) হয়ত তাঁহার স্বাভাবিক হাসি হাসিয়া ভাবিতেছেন এবার তাঁহাকে বাদ দেওয়া হইল, কিন্তু তাহা নহে। তিনি পা'র'সিবাগানে থাকেন, এ কথা লেখকের মনে আছে।]

বাহাদুর

(কটিক)

আট

পাতালপুরে

সেদিন সেই রাত্রি একটায় হোষ্টেলে ফিরে চোরের মত গিয়ে শুয়ে পড়লাম। পরদিন যখন উঠলাম তখন সারা গায়ে ব্যথা হয়ে গেছে। বসে বসে কাল রাত্রের কথা ভাবতে লাগলাম। তবে কি অসিতের সন্দেহই সত্যি?—তা না হ'লে সহায় কাল রাত্রে কিছু বললনা কেন?—সেই বা তা না হলে, 'রাত একটার' কথা জানলো কি করে? সে কি তবে...

সহায়ের কাছে জিজ্ঞেস করতেও ভরসা হয়না, পাছে সে সাবধান হয়ে যায়, পাছে অজানিত ভাবে অসিতের মতলবের কোন হানি আমি করি?—সে তার ছোট্ট মাথায় যে বুদ্ধি এঁটেছে, পাছে আমার একটু বোকামিতে সব ভেস্তে যায়।...কেবল তাজ্জব হয়ে ভাবি দু'জনের কথা, সহায় আর অসিত, অসিত আর সহায়; শরৎ বাবুর শ্রীকান্তে পড়েছিলাম ইন্দ্রনাথের কথা, এই রাত বিরেতে ভূত প্রেতের তোয়াক্কা না রেখে বেরিয়ে যেত সে তাই জানতাম, 'আর আজ দেখছি সশিষ্য সহায়রামকে।—ইন্দ্রনাথ কি মরে সহায়রাম হয়ে এসে জন্মেছে নাকি?—তা নইলে বাংলার ছেলে হয়ে এমন বেপরোয়া হয়ে উঠলো সে কি করে?—রাত্রির অভিযানের খবর আর কেউ জানতে পারেনি, সহায়রামের

হুকুম।…চুপ করে তাই সমস্ত ব্যাপারটা ভাবি, আর আশ্চর্য্য হয়ে যাই, এত জায়গা থাকতে শেষে এখানে একদল লোক এলো কি করতে ?… এম্‌নি করে এক সপ্তাহ কাটে।

ঠিক সাতদিন পরের কথা।—দুপুরবেলা কিছু কাজ নেই, মাঠে মাঠে গাছের পাতার খোঁজে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এক গাছতলায় বসেছি, সুন্দর মিষ্টি হাওয়া, গাছের ছায়া, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে।—হঠাৎ কে যেন এসে হুড়মুড় করে ঘাড়ে পড়লো।—তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল, চোখ মেলে চেয়ে দেখ্‌লাম, অসিত ছুটে এসেছে, মাথায় একরাশ জল, পায়ে জল, কোন রকমে একটা সার্ট আর প্যাণ্ট পরেছে। সে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগ্‌লো।

বল্‌লাম, "ব্যাপার কি রে অসিত, এত তাড়াতাড়ি ? কোত্থেকে আসছিস্ এই ভিজে গা, ভিজে মাথা নিয়ে ?"

সে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌ল, "…তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম রমেনদা, আজ আর একটা কাণ্ড হয়েছে।—জানত, এ বিষয়ে আর কাউকে বলা বারণ, কেবল সহায়দা সবই জানি কেমন করে জেনে ফেলে, আর আমি এসে তোমায় বলি।"

আমি বল্‌লাম, "বেশ, ব'স ব'স, একটু জিরিয়ে নে, তারপর বল্‌বি।"

সে বস্‌ল, তারপর দম নিয়ে আরম্ভ কর্‌ল, "রমেনদা, জানই ত সেদিন রাত্রে আমরা কেমন বোকা ব'নে চলে এলাম। সেদিন থেকেই আমার ঝোঁক চাপল যে, বের কর্‌তে হবে এই পুকুরের তলায় কি আছে, কিন্তু আমার দোষ হলো কি, বেশীক্ষণ ডুবে থাক্‌তে পারিনে, দম ফুরিয়ে যায়। কাজেই, এই এক সপ্তাহ ধরে কেবল জলে জলেই র'য়েছি। এই সাতদিনে দমটা বেশ হয়েছে, ডুবে একেবারে দিঘীর তলায় গিয়ে খানিক খুঁজে আস্‌তে পারি। আজ ভোরবেলা উঠে তাই মঠের দিঘীতে গিয়ে উঠ্‌লাম। প্রথম সমস্যা হ'লো নাম্‌বো কোন্ জায়গা দিয়ে, কারণ জলের নীচে কোন' ঘর থাকতে পারে না, থাক্‌লে থাক্‌তে পারে সেখানে যাবার একটা রাস্তা। সে রাস্তাটা যে কোনদিক থেকে আরম্ভ হয়েছে তা কেউ বল্‌তে পারে না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, উঃ আমি কি বোকা, লোকগুলি যেখান দিয়ে নেমেছিল, সেখান দিয়ে নিশ্চয়ই পথ হবে। ঘুরে সেখানে গিয়ে হাতে এক টর্চ্চ নিয়ে নেমে পড়্‌লাম, এক ডুবে একেবারে দিঘীর তলায়।—চোখ খুল্‌লাম, কোথাও কিছু নেই, সব কালো কালো।—দম আট্‌কে আস্‌তে লাগলো, হাঁপিয়ে পড়্‌লাম, উঠ্‌তে যাবো, হঠাৎ খানিকটা এগিয়ে গেলাম। তারপরে—তারপরে কি দেখ্‌লাম মনে কর ?"…বলে সে গর্ব্বভরে আমার দিকে চাইল।

আমি একটু হেসে বল্‌লাম, "ভীষণ একটা অন্ধকার ঘর, একটু আলো, তাতে জন'পাঁচেক লোক বসে জটলা—"

"উঁহু, উঁহু, মোটেই না. হঠাৎ আমার হাত ঠেকে গেল একটা শক্ত কিসেতে যেন, দেখ্‌লাম একটা ঘাটের সিঁড়ি ; সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উপর দিকে উঠ্‌তে লাগ্‌লাম। কতক্ষণ

পরেই দেখ্‌লাম, আমার গলা জলে আমি দাঁড়িয়ে আছি। উঃ কি আনন্দ! তারপরে আরও কয়েকটা ধাপ উঠে কাপড়টা নিংড়ে নিয়ে টর্চ্চের আলো ফেল্‌তে ফেল্‌তে চল্‌লাম। একটা অন্ধকার ঘর, তার থেকেই সিঁড়ি বরাবর নীচে নেমে গেছে। ঘরে এক কোণে সেই নতুন সাইকেলটা আর এক কোনে সেই কাপড়ের পুঁটুলিটা।—মানুষ ?—মানুষ কেউ নেই...সারা শরীর শিউরে উঠ্‌ল।...সাইকেল ;...সাইকেল কোথায় আছে এবারে হদিস পেয়েছি, আর কেউ আমায় ঠাট্টা কর্‌তে পার্‌বে না, টর্চ্চ নিবিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম, যদিই বা কেউ আসে।—বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হলো না, হঠাৎ আমার ঠিক পেছনে একটা গভীর নিশ্বাস!...তখন আমার অবস্থাটা বুঝতেই পারছ রমেনদা...একবার ভেবে দেখ।... জলের নীচে, অন্ধকার ঘর, সারা গা জলে জলময় .একা দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক এম্‌নি সময়ে ঠিক পিঠের উপর এক গভীর শীতল নিশ্বাস।—একেবারে হকচকিয়ে গেলাম .ভূত ? ...একি কোন হানাবাড়ীর পাতালপুরী ?...টর্চ্চ জ্বাল্‌তেও ভয় হয়, পাছে...। আমার তখন...আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম, সারা শরীর কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো, হাত পা হিম হয়ে এলো, প্রাণ ধুক ধুক করতে লাগ্‌ল।...পা এই বুঝিবা ভেঙ্গে পড়ে। হঠাৎ কে যেন আমায় পেছন থেকে চেপে ধর্‌ল। ..নিরুপায় হয়ে টর্চ্চ জ্বেলে তার মুখের উপর ফেল্‌লাম। – মুখ ফিরিয়ে দেখি..., সহায়দা। বিস্ময়ে অবাক হয়ে কাঁপতে কাঁপতে বল্‌লাম,"সহায়দা ?—তুমি ? .এখানে ? .."

আমি বল্‌লাম, "সহায় ?..."

সে আমার কথার উত্তর দিলনা, বলে চল্‌ল, রমেনদা, তুমি ধারণা কর্‌তে পারনা, তখন সহায়দা যা হেসে উঠ্‌ল, বোধ হয় প্রেতসিদ্ধিরাও ও রকম অট্টহাস্য করতে পারে না।...আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, 'আয়।' আমিও তার পেছন পেছন চল্‌লাম। তারপর কিরকমভাবে যে কোনখান দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমায় সেই গোলকধাঁধার বাইরে নিয়ে এল ঠাহর কর্‌তে পার্‌লাম না, দেখ্‌লাম জমিদার বাবুদের ভাঙ্গা কালীবাড়ীর ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে আছি।

"সহায়দা আমার পিঠে হাত দিয়ে হেসে বল্‌ল, 'কিরে ভয়ে যে মুখ আমসী হয়ে গেছে, যা বাড়ী যা, অনেকক্ষণ জল ছিল গায়ে—শেষকালে জ্বর হবে'।"

"আমি বাড়ী চলে গেলাম, সেখান থেকে এই তোমার কাছে আস্‌ছি। এখনও গায়ের জল শুকোয়নি।"

রহস্য ক্রমেই বাড়ছে, আর তো সহায়রামকে সন্দেহ না করে থাক্‌তে পারা যায় না।—যে সহায়রামকে সাধু বলে...।

সে অসিতের পেছনে লেগেছে! অসিত যা কিছু কর্‌তে যায়, সব জায়গায়ই দেখি সহায়রাম।...সহায়রাম, সহায়রাম সেখানে কি কর্‌ছিল ?

বল্‌লাম, "ভয় কি অসিত, এরপরে ফি' বার আমি তোর সঙ্গে যাব।—যা বাড়ী যা। — ঘা'গে।"

নয়

নয়া খবর

দিন দুই পরে রায়পুরে এমন একটা আজব কাণ্ড ঘটে গেল যে আমরা সব সে ব্যাপারটা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়্‌লাম, এই পাতালপুরীর রহস্যের কথা আর আমাদের মনে আসতে পার্‌ল না। আমি ভাল গুছিয়ে বল্‌তে পারি না, তাই আমাদের রায়পুর বার্ত্তাবহ-তে যা বেরিয়েছিল, নীচে তাই হুবহু দিচ্ছি।

রায়পুর বার্ত্তাবহ

১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৩—সন

ভীষণ ডাকাতি! ভীষণ ডাকাতি! লোক অদৃশ্য!

সহরের ব্রোমাইড ফিনিস আর্ট ষ্টুডিওতে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। সহরের সর্ব্বত্র চাঞ্চল্য। পুলিস তদন্তে আসিয়াছে, কিছুই বুঝা যাইতেছে না, দোকানের মালিক অদৃশ্য।

গতকল্য রাত্রে সহরের ব্রোমাইড ফিনিস আর্ট ষ্টুডিওতে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়াছে। ডাকাতি রহস্যজালে সমাচ্ছাদিত।

সকলেই অবগত আছেন যে প্রায় মাস দুয়েক আগে তিনজন ভদ্রলোক ইহার পুরাতন মালিক শ্যামবাবুর নিকট হইতে দোকানটি কিনিয়া নেন। তাঁহাদের কোম্পানীটা বেশ ভাল চলিতে লাগিল, সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ ইঁহাদের দ্বারা ফটো তোলাইতেন।— হঠাৎ আজ ভোরে ভদ্রলোকেরা ঘরে ঢুকিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কে যেন তাঁহাদের ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত জিনিষ উলট পালট করিয়া, কাঁচ, ফটো, ফ্রেম সমস্ত ভাঙ্গিয়া রাখিয়া গিয়াছে, ড্রয়ার টানিয়া টাকার থলি বাহির করিয়াছে, খাতাপত্র খোলা পড়িয়া আছে।— সে সমস্ত পরীক্ষা করিতে করিতে তাঁহারা হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তার পরে আর তাঁদের কেহই দেখে নাই। ..

তাঁহারা কোথায় গেলেন ...এরকম ভাবে অদৃশ্য হইবার মানে কি ?...পুলিশ জোর তদন্ত চালাইতেছে।

ঘরে বসে বসে এই আজব খবরটা পড়্‌ছিলাম।—সহায়রাম ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে বল্‌ল, "কি ?—তুমি পড়েছো ?"

আমি মুখ তুলে বল্‌লাম, "কি পড়েছি ? – ব্রোমাইড ফিনিসে ডাকাতি ?—"

"হাঁ।"

"হ্যাঁ, তা পড়েছি বই কি। আজ যে কাগজের এটাই মস্ত বড় খবর !"

"অসিতের খবর জান ?"

"না—তা জানিনাত।"

"শীগ্‌গির চল, আমার যতদূর মনে হয়—"

অসিতের কোন অমঙ্গল হয়েছে নাকি ? —এর সঙ্গে অসিতের কি সম্পর্ক ? উদ্বিগ্ন হয়ে বল্‌লাম, "অসিত ?—কেন অসিতের কি কিছু হয়েছে ?"

"না, ঠিক বল্‌তে পার্‌ছিনে, কিন্তু, তোমরা জানো না, আমি জান্‌তাম যে অসিতের বিপদ ঘনিয়ে আস্‌ছে।"

"তা হ'লে তাকেত' সাবধান করে দেওয়া উচিত —"

"তার আর সময় পেলাম কই ?—চল, হয় তো এখনো দেরী হয়নি।"

আমরা সেই গেঞ্জী গায়ে, কোমরে কাপড় বাঁধা, খালি পা, উস্কুখুস্কু চুল, বোর্ডিং থেকে ছুটে বেড়িয়ে অসিতের বাড়ীর দিকে ছুট্‌লাম।—অজয় পেছন নিল, বল্‌ল, "ব্যাপার কি ?...ব্যাপার কি সহায়দা ?"

সহায় ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্‌ল, "শীগ্‌গির পালা, বল্‌ছি, দেখ্‌ছিস—"

আর বল্‌তে হলো না, অজয়চন্দ্র পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর্‌লেন।—সেখান থেকে উর্দ্ধশ্বাসে অসিতের বাড়ী গিয়ে পৌছুলাম।—সেখানে গিয়ে দেখি বাড়ীশুদ্ধ কান্নাকাটি পড়ে গেছে। কাল রাত থেকে অসিতকে পাওয়া যাচ্ছে না।—অসিত মধ্যে মধ্যে খুব বেশী রাত্তিরে বাড়ী ফিরে বলে, রাত দশটা অবধি কোন খোঁজখবর করা হয়নি কিন্তু যখন রাত একটা অবধি কোন খবর পাওয়া গেলনা তখন, জমীদার বাড়ীর পাক বরকন্দাজ চারদিকে গেল। রাত্রে হোষ্টেলে থাক্‌তে পারে না বলে সেখানে যাওয়া হয়নি, আর সেখানে থাক্‌লে তাঁরা খবর পেতেন।—তাছাড়া সব জায়গায় খোঁজা হয়েছে কিন্তু কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

সহায় বল্‌ল, "যা ভাবছিলাম—তাই।"

অসিতের বাবা মুখ কালো করে বসেছিলেন, তাঁদের সে-ই এক ছেলে, তাই তাকে বেশী কিছু বল্‌তেন না, যখন যা খুসী কর্‌তো, আর ছেলেও হয়ে উঠেছিল তেম্‌নি পাকা হয়ে, দশ বছর ত' মাত্র বয়স, কিন্তু এর মধ্যেই তা'র বুদ্ধি দেখে সবার তাক লেগে যেত, তা'র যা সাহস ছিল, অমনধারা সাহস খুব কম ছেলে ত' দূরের কথা, যুবকদেরই ছিল কিনা সন্দেহ।—ভদ্রলোক তাই কাঁদ কাঁদ হয়ে গেছেন প্রায়। বল্‌লেন, "সহায়, কি, কি ভেবেছিলে ?—কি ভেবেছিলে তুমি ?"

"তা আমি বল্‌বো না। পুলিশে ডায়েরী করেছেনত'।—বেশ আমরা স্কাউটরাও খুঁজে দেখি, যদি না পাই তখন দেখা যাবে।"

সহায়ের বাবা বল্‌লেন, "কিন্তু বাবা—"

সহায় বল্‌ল, "আমি চল্‌লাম, বড় তাড়াতাড়ি।"

আবার ছুট, হোষ্টেলের দিকে।—ততক্ষণে হোষ্টেলে খবর পৌঁছে গেছে, মাষ্টার মশাইরা শুদ্ধ সবাই বেরিয়ে এসেছেন, সহায় কারও দিকে চাইলো না, আমায় বল্‌ল, "যা শীগ্‌গীর তৈরী হয়ে নে—ছোট লাঠিটা নিতে ভুলিস্ না।"

সে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো, হঠাৎ ফিরে এসে বল্‌ল, "আচ্ছা, তুই থাক, আমি যাচ্ছি, দু'জনে গেলে অসুবিধে হবে।"

বলে সে সেই তার জান্‌লার নীচ দিয়ে বাগানের ভেতর দিয়ে কালী মন্দিরের দিকে ছুট্‌তে লাগ্‌ল। (ক্রমশঃ)

স্কাউটিং

(কিম)

তোমরা এখন স্কাউট হয়েছো, মনে রেখো স্কাউট হওয়ার দায়িত্ব বড় বেশী। সে সব দায়িত্বের কথা ক্রমে ক্রমে জান্‌বে। কাজেই এখন সব বল্‌তে চাইনে।

সবার আগে তোমার জানা উচিত যে স্কাউট তুমি কেন হয়েছো।—বেশ ভুষা পরে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর জন্য নয়। মনে রেখো, শুধু তোমার বাপ মা বা আত্মীয় স্বজনেরা নয়, সারা পৃথিবীর বয়স্কাউট দল তোমার দিকে চেয়ে আছে। এরা তোমাকে সত্যিকার মানুষ করে তুল্‌তে চেষ্টা কর্‌বে; অনেক অনেক ছেলেকে তারা সত্যি সত্যি মানুষ করে, উন্নত করে তুলেছে, যাতে ক'রে তারা কোথাও গেলে সবাই টের পেতে পারে যে এখানে একজন স্কাউট এসেছে, তা তা'র দৌরাত্ম্যির জন্যে নয়;—তার বুদ্ধিমত্তা, কাজ কর্‌বার ইচ্ছা, মিষ্ট স্বভাব ও পরোপকারের জন্য। তোমার চরিত্রেও এই 'স্কাউট ছাপটা' নিতে হবে।

স্কাউটদের আদর্শ হ'ল 'প্রস্তুত হও।' সামনে একটা বাড়ী পুড়ে যাচ্ছে, তখন কি কর্‌বো বলে যেন না তোমার ঘাব্‌ড়ে যেতে হয়। আগে থাক্‌তেই 'প্রস্তুত' হ'তে হবে। কোন ছোট ছেলে জলে পড়ে গেল, স্কাউট তাঁর প্রাণ বাঁচাতে প্রস্তুত; কারও হাত ভেঙ্গে গেছে, স্কাউট সেখানে তৈরী, তার প্রাথমিক প্রতিবিধানের জন্য। যেখানে যে কোন রকম দুর্ঘটনা হোক না কেন, স্কাউট সেখানে যাবে, কারণ সব রকম কাজের জন্য যে কি দরকার সব তার জানা আছে, সে আগে থাক্‌তে ভেবে শিখে নিয়েছে। কাজেই, সবাই প্রস্তুত হও, যাতে করে অন্যায়ের অত্যাচারের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে পারো, অন্যের বিপদে যাতে প্রাণ দিয়ে সাহায্য করতে পারো, যাতে অন্যের দুঃখেও তার মুখে

হাসি আনাতে পার। জগতকে সুখী, শান্তিময় করে তোলাই তোমার কাজ। সবার শেষে, নিজেকে তোমার দেশের উপযুক্ত বলে যাতে বলতে পারো তার জন্য "প্রস্তুত হও"। "প্রস্তুত হও" সে দিনের জন্য, যে দিন দেশ তোমায় ডেকে বলতে পারবে তাঁর আদরের সন্তান বলে।—প্রস্তুত হয় দেহে, মনে প্রাণে।

একবার একজন স্কাউট 'প্রস্তুত ছিল' বলে একজন লোকের জীবন বাঁচাতে পেরেছিল। এক জন লোক একটা ইঞ্জিন চালাচ্ছিল, এমন সময়ে তা'র কাপড় গেল একটা চাকায় আটকে। চাকাও ঘুরতে লাগলো, আর লোকটাকেও টেনে নিয়ে চল্লো সেই মৃত্যুর মুখে। ঠিক এমন সময়ে, একজন স্কাউট লাফিয়ে পড়ে, একটা ডাণ্ডা টেনে দিয়ে ইঞ্জিম থামিয়ে দিল।

একজন সাধারণ ছেলে হ'লে কি করতো বলতো! সে ইঞ্জিন যখন নিজে চালাচ্ছে না; কাজেই কেমন করে সেটা চলছে, তা জানবার জন্যেও ব্যস্ত হতো না মোটেই, 'নিজের কাজ করেই পারিনে' বলেই বসে থাকত, কাজেই কেমন করে যে কলটা থাম'তে হয়, তা সে জানতেও পারতো না।

প্রস্তুত হয়ে থাকলে যে কত সুবিধে হয় তা'র আর একটা গল্প তোমাদের বলছি।

মাটাবিলিল্যাণ্ড জায়গাটা আফ্রিকায়।—চীফ স্কাউটের সেখানে অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছিল। ইংরেজেরা মাটাবিলিদের আক্রমন করে হটিয়ে এক জঙ্গলে ঢুকেছে। সেখানে দেখে একদল মাটাবিলি মেয়ে ও ছোট ছোট ছেলে। তাদের মধ্যে কয়েকজন আবার আহত। চীফ স্কাউট, যুদ্ধে যাবার সময় সঙ্গে করে প্রায়ই ব্যাণ্ডেজ, ড্রেসিং নিয়ে যেতেন, কাজেই সেগুলি সব কাজে লেগে গেল। ডাক্তার সেখানে ছিলেন না, কাজেই স্যর রবার্টেরই সব করতে হ'ল। তিনি দেখলেন, যে একটী ছেলের পায়ের গোড়ালিটা উড়ে গেছে, বেচারা ভীষণ কাঁদতে আরম্ভ করেছে। অথচ এখন একটু গরম জল না পেলেও উপায় নেই। চীফ স্কাউট, তক্ষুনি একটী ছোট মেয়েকে সামনের নদী থেকে মুখে করে জল আনতে বললেন, সে যখন নিয়ে এল, তখন জল একটু একটু গরম হয়েছে।

আসলে যে তোমার কি জানতে হবে, তা বোধ হয় এতক্ষণে বুঝতে পেরেছো! ঠিক সময়ে ঠিক কাজটী করতে পারাই হলো আমাদের স্কাউটের বিশেষত্ব। স্কাউটেরা কোন কাজেই পেছপাও হয় না, তা সে যত শক্ত কাজই হোক না কেন। আর একটা জিনিষ ভুললে চলবে না। তোমাদের 'স্কাউটিং ক্লাশে' যে ছেলের কিছুই হয়নি, তার উপর প্রতিবিধান চালানো খুবই সহজ, কিন্তু যার কাটা ঘা থেকে রক্ত পড়ে 'লালে লাল' হয়ে গেছে, তার উপকার করা সহজ নয়।—কাজেই, স্কাউটেরা 'প্রস্তুত হও'।

জানত' সময় হলো যুগ যুগের এক বিরাট ধাঁধা। পৃথিবীর সব্বারই সবশুদ্ধ ঐ চব্বিশঘণ্টার বেশী নেই, তা সে রাজাই হোক আর প্রজাই হোক। আর 'আজ' সব্বারই আছে; কাল আমাদের সবারই গেছে. কিন্তু 'আগামী কাল' ত' সবার নাও আসতে

পারে। কাজেই তোমার হাতে 'নগদ সময়' যা আছে তার বেশী আশা করছো কি করে? প্রত্যেক মুহূর্ত্ত তোমার যাচ্ছে, আর তুমি সেই মুহূর্ত্ত যদি বৃথা কাটাও তাহ'লে তা অমনি নষ্ট হচ্ছে।

কাজেই স্কাউটেরা সঞ্চয়ী হও, সময়ের কৃপন হও, প্রতিমুহূর্ত্তে নিজেকে দেশের জন্য 'প্রস্তুত করে' তোল। স্কাউটিং-এর এই হোলো আদর্শ। স্কাউট হয়েছো, আদর্শকে ধ্রুবতারা করে পথ চল।

ওমর খৈয়াম বড় সত্যকথা বলেছিলেন—যখন তিনি বলেছিলেন—

নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকীর খাতায় শূন্য থাক,
দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে, মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।

গাছগাছড়ার কথা

(শ্রীসত্যরঞ্জন দাশ)

গাছগাছড়ার সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুব বেশী। প্রতিদিনই আশে পাশে যে কত রকমের গাছ দেখছি তার ইয়ত্তা নাই, সৃষ্টির আরম্ভ থেকে তারাও যুগের পর যুগ জন্মাচ্ছে, মরছে। অনেক দিন পর্য্যন্ত মানুষ খোঁজ করেনি, তাদের মধ্যে জীবনের স্পন্দন আছে কি না—তাদের বেঁচে থাকার প্রণালীটাই বা কি রকম। ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন সব বিষয়ে একটা খোঁজের সাড়া পড়ে গেল—মানুষ আবিষ্কার করল—না, একে আর দূরে ফেলে রাখা যায় না, এদেরও আমাদের মত প্রাণ আছে; এরাও সংগ্রাম ক'রে জীবন ধারণ করে। এই জ্ঞানের আলো জগতের কাছে যাঁরা তুলে ধরেছেন;—আমাদের বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুও তাঁদেরই একজন।

এই গাছের জীবন আলোচনা করলে দেখা যায় এদের জীবন ধারণের উপায় কি অদ্ভুত। ভগবান এদের এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, এরা ঠিক আমাদের মতই নিজেদের আহার সংগ্রহ করছে—এই আহার্য্য বস্তু তাদের শরীরে কাজ ক'রে তাদের পুষ্টিসাধন করছে। কত বৈজ্ঞানিক এই গাছগাছড়ার বিষয়ে গবেষণা করছেন, কত নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে; বিজ্ঞানে এর একটী বিশেষ স্থান আছে—এই শাখাটীর নাম Botany—এদেরই একটী বিশেষ বিষয় আজ আলোচনা করব।

তোমরা জান যে বাগান করতে হলে, একই,ফুলগাছের বীজ,না হয়,ছোট ছোট চারা-গাছ এনে মাটীতে পুঁতে দিতে হয়। কিন্তু লোকালয়ের বাইরে বনে জঙ্গলে যেখানে কেউ বীজ

ছড়িয়ে দেয়নি—সেখানে কি করে এত সুন্দর সুন্দর ফুল ফলের গাছ হয়ে রয়েছে সে কথা ভেবে দেখেছ কি ? নানারকম উপায়ে গাছের বীজ অনেক দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে—অনেক সময় এরা বহুক্রোশ দূরে চলে যায় এবং এই সকল বীজ থেকেই এত গাছের সৃষ্টি হয়। বীজগুলির দূরে ছড়িয়ে পড়া বিশেষ দরকার, কারণ এরা যদি ফল থেকে ঝরে ঠিক গাছের নীচেই পড়্‌ত তা'হলে বড় গাছের জন্য এরা বেশী বড় হতে পারত না ; তা' ছাড়া এরা ভালরকম বাতাস ও রৌদ্র পেত না এবং এরা মাটীর থেকে এদের খাদ্যসামগ্রীও বেশী পেতে পারত না ; কারণ বড় গাছগুলি শিকর দিয়ে মাটীর ভেতর থেকে তাদের খাবার শুষে নিত। তাই নানা উপায়ে গাছগুলি তাদের বীজ দূরে দূরে ছড়িয়ে দেয়। কোন কোন গাছের বীজ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। বাতাস যাতে তাদের অনেক দূরে বয়ে নিতে পারে, সেই জন্যে এই সব বীজ সাধারণতঃ হাল্কা অথবা চেপ্টা হয় এবং তাদের গায়ে ডানা অথবা লোমের মত একরকম জিনিষ থাকে। তুলোর বীচি তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ —এখন সহজেই বুঝতে পারবে তার গায়ে কেন ওই সাদা নরম লোমের জিনিষগুলো থাকে।
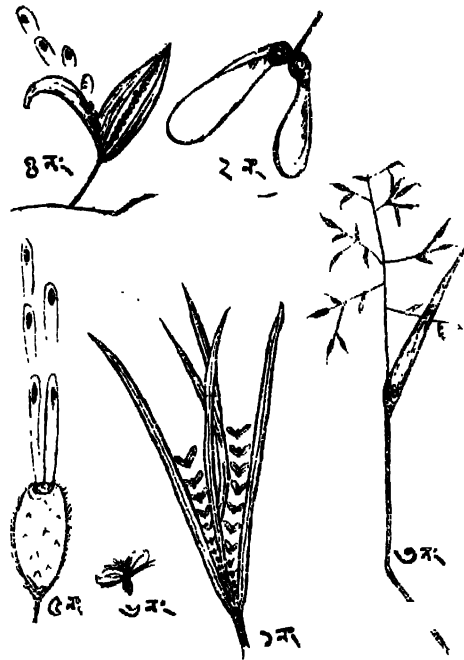
ছবিতে দেখ, কত রকমে নানা রকম বীজ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

তারপর জীবজন্তু, পাখী প্রভৃতিও বীজ দূরে নিয়ে যায়। এই সব গাছের ফল সাধারণতঃ দেখতেও সুন্দর হয় এবং খেতেও সুস্বাদু, যার জন্য আকৃষ্ট হয়ে পশুপক্ষী এর নিকটে আসে, তারা ফলগুলো খায় আর বীজগুলোও ছড়িয়ে দিয়ে যায়। অনেক সময় তারা বীজ-

গুলোও খেয়ে ফেলে—কিন্তু বীজের ওপর একটা কঠিন আবরণ থাকার দরুণ হজম করতে পারে না এবং যেখানে তারা ময়লার সঙ্গে এই বীজগুলোও ত্যাগ করে, সেখানে গাছের সৃষ্টি হয়, এই রকম করেই অনেক সময় দেখা যায় ছাতের ফাটলে এক বট গাছ উঠ্ছে। তারপর অনেক গাছের বীজের গায়ে ছোট ছোট কাঁটা থাকার দরুণ তারা পশুপাখীর শরীরে আট্কে যায়। পরে তারা যখন নিজেদের গায়ের থেকে বীজগুলোকে ঝেড়ে ফেলে দেয় বীজগুলো তখন মাটিতে পড়ে গাছের সৃষ্টি করে। আমাদেরই কত সময় মাঠের মাঝখান দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে কাপড়ে চোরকাঁটা লেগেছে—পরে সেগুলোকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি; এই চোরকাঁটাও গাছেরই বীজ। জলে যে সমস্ত গাছ জন্মায় কিংবা নদী বা সমুদ্রের পারে যে সব গাছ জন্মায়—তাদের বীজ জলে ভেসে ভেসে অনেক দূরে চলে যায়। এই সব বীজের ভেতরটা সাধারণতঃ ফাঁপা থাকে, যার জন্যে এদের ভাসতে সুবিধা হয়। নারিকেল গাছ অনেক সময় এ রকম করে জন্মায়। সমুদ্রের পারে হয়ত কোন গাছ থেকে নারিকেল জলে পড়ে গেছে—তারপর ভাসতে ভাসতে বহুদিন পর একটা দ্বীপে গিয়ে ঠেকল—সেখানে হয়ত কোন দিন নারিকেল গাছ ছিল না—সেখানে নারিকেল গাছ এ রকম করে সৃষ্টি হ'ল। কোন কোন গাছের অনেকগুলো বীজ একসঙ্গে একটা আবরণের ভেতরে থাকে। সেই আবরণ এমনভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে সামান্য একটু ছুঁলে কিংবা বাতাসের একটু নাড়ায় খুব জোরে ফেটে যায়;—সেই চাপ থেকে হঠাৎ মুক্ত হয়ে বীজগুলো অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়ে। দোপাটী ফুল তোমরা নিশ্চয়ই অনেকে দেখেছ, হয়ত তোমাদের অনেকের বাড়ীর বাগানেও আছে। তা না থাকলে চিড়িয়াখানায় ত' তোমরা প্রায়ই যাও—সেখানে ঢুকেই দুপাশে যে বাগান আছে সেখানে দুধারে অনেক দোপাটী গাছ দেখতে পাবে। তাদের একটা ফল নিয়ে টিপে দেখো—কি রকম 'ফট্' করে ফেটে যায় আর বীজগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

গাছগাছড়ার বিষয় তোমরা যত জানবে—ততই দেখবে বিষয়টা কি রকম আনন্দ-দায়ক। তোমরা ত প্রায়ই outingএ যাও—অবসর সময় সেখানে গাছগাছড়া দেখে এদের বিষয় জান্‌তে চেষ্টা কর'—দেখবে এতে কত আনন্দ পাবে—আর তোমার জান্‌বার ইচ্ছাও দিন দিন বেড়ে যাবে।

আজ এই পর্য্যন্ত। ভবিষ্যতে এদের বিষয়ে আরো কিছু বল্‌বার ইচ্ছা রইল।

এ্যাক্সিডেণ্ট ! এ্যাক্সিডেণ্ট !

(আঁকেলা)

বুক বা পিঠ ব্যাণ্ডেজ—ব্যাণ্ডেজের মাঝখানটা বুকের কিম্বা পিঠের যেখানে লেগেছে, তা'র উপরে রাখতে হবে। তা'রপর ব্যাণ্ডেজের কোণটা সে দিকের ঘাড়ের উপর দিয়ে পেছনে দিতে হবে। এবার দু'দিকের দু' কোণ কোমরের দু'দিক নিয়ে গিয়ে পেছনে 'রিফনট' দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

সম্মুখ

পশ্চাত
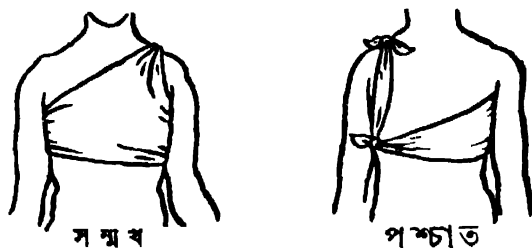
তারপর প্রথম কোণটাকে টেনে এনে ঐ দু'দিকের একটা কোণের সঙ্গে বাঁধতে হবে। (ছবি দেখ)

লার্জ আর্ম স্লিং (Large Arm Sling)—হাত ভেঙ্গে গেলে এই স্লিংটা ভারী কাজে লাগে। বাঁধাও কিছু শক্ত নয়। যে দিকের হাত আহত হয়েছে, তার উল্টোদিকের ঘাড়ের উপর একটা কোণ এমনভাবে রাখ, যাতে 'ব্যাণ্ডেজের কোণ'টা গিয়ে আহত বগলে পড়ে। এবার আস্তে আস্তে হাতটাকে বুকের উপর মুড়ে রাখ ও ব্যাণ্ডেজের অন্য দিকটা হাতের উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে আহত
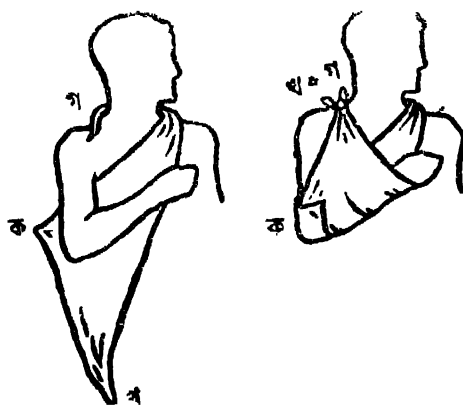
অঙ্গের দিকের ঘাড়ের উপর অন্যটার সঙ্গে বেঁধে দাও। এবারে কোণটাকে টেনে পিন দিয়ে ব্যাণ্ডেজের সঙ্গে এঁটে দিলেই হলো। হ্যাঁ, এর মধ্যে কয়েকটা জিনিষ লক্ষ্য করতে হবে :—

১। গেরোটা যেন ঠিক ঘাড়ের উপর বাঁধা হয়, পেছনে বাঁধা হ'লে হাতের ভারে ঘাড়ে লেগে লেগে বাস্তবিকই ব্যথা দেবে।

২। হাতটা সব সময়ই কনুই থেকে একটু উঁচুতে রাখবে, নয়ত হাত ফুলে উঠ্‌তে পারে।

৩। ব্যাণ্ডেজের বাইরে, কেবল আঙ্গুলের আগাগুলি দেখা যাবে।

স্মল্ আর্ম্ম স্লিং (Small Arm Sling)—এটা ঠিক আগের মতই বাঁধতে হবে, কিন্তু তা'র আগে ব্যাণ্ডেজটাকে একবার কি দু'বার মুড়ে নিতে হবে।

এই স্লিংগুলি অবশ্য অন্যভাবেও করা যায় যেমন, সার্টের হাতা থেকে হাতটা খুলে নিয়ে সেটাকে সাম্‌নে পিন দিয়ে আটকে দিলেই হলো, কিম্বা কোটের দু'টো বোতামের ভেতর দিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ব্যাণ্ডেজগুলো দরকার যে কেন তা বলা হয়নি। আষাঢ় মাসে তোমরা পড়েছো, কেমন করে কাটা ঘা ধুয়ে পরিষ্কার করে ড্রেস করতে হয়। তা'তে দেখেছো যে ড্রেসিং করা হয় কাটার উপর একটা ছোট 'লিন্ট' বা তুলো বা ছোট্ট কাপড় চাপিয়ে। এখন মুস্কিল হলো কি, এই ছোট্ট তুলাটা অম্‌নি অম্‌নি থাক্‌তে চায় না, একে ধরে রাখবার জন্য একটা বড় কাপড়ের দরকার। যত ব্যাণ্ডেজ সবই এ দরকারে লাগে। আবার যখন পায়ের গোড়ালি, কনুই প্রভৃতি জায়গাগুলি মচ্‌কে যায়, তখন কোনরকম ড্রেসিংএর দরকার হয় না, ব্যাণ্ডেজ অম্‌নি লাগাতে হয়। হাঁ, একটা কথা সব সময়ে মনে রেখো। ব্যাণ্ডেজ বাঁধবার সময় কক্ষণো রঙ্গিণ কাপড় যেন নিয়ো না, কারণ রং লেগে গিয়ে কাটা ঘায়ে 'পচন' ধর্‌তে পারে। আর কক্ষণো ব্যাণ্ডেজ মাটিতে রাখ্‌বে না;—ময়লা লাগ্‌বে।

সাধারণ দুর্ঘটনা

চোট পেয়ে ফুলে উঠা—অনেক সময় তোমরা দেখেছো যে অনেক জায়গায় চোট পেলে, রক্ত বেরোয় না বটে কিন্তু জায়গাটা ফুলে উঠে, নীল হ'য়ে উঠে, ব্যথা কর্‌তে থাকে। যেমন 'হকি' খেলায় পায়ে, বক্সিংএ মুখে ইত্যাদি। এরকম অবস্থায় কি কর্‌তে হবে? আমরা সাধারণতঃ তক্ষুণি জল দিয়ে বেশ ভালো করে মলে দি'। খুব বেশী চোট পেয়ে থাকলে বাড়ী গিয়ে হলুদবাটা আর চুন গরম ক'রে লাগাই, এ দুটো অষুধই বেশ ভালো। শুধু জলের বদলে যদি সমান ভাগে স্পিরিট ও জল দেওয়া যায়, কিম্বা, বরফ দেওয়া যায়, (জলপটিও বেশ ভাল—হোমিওপ্যাথিক আর্ণিকা মাদারটিংচার, বা এ্যালোপাথিক গুলার্ড্‌স্‌লোসন ও টিংচার আর্ণিকায়ও উপকার দেখা গেছে। তা ছাড়া জম্বক্, আয়ডোমিন, আয়ডোলেপ, প্রভৃতিও বেশ ভালো।)

চোট পেয়ে ফুলে উঠার আসল কারণ হলো ভেতরে ভেতরে রক্তপাত। যদি চামরার ঠিক নীচেই রক্তপাত আরম্ভ হয় তখন উপরের মত প্রাথমিক প্রতিবিধান দিতে হবে। কিন্তু সময়ে সময়ে চামরার এত নীচে রক্তপাত হয় যে উপরে কোন রকম চিহ্নই তা'র দেখ্‌তে পাওয়া যায়না, কোন জায়গা ফুলেও উঠেনা, নীলও হয়না। ক্রমে ক্রমে রক্ত কিন্তু কমতে থাকে, কাজেই রোগী ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, তা'র নিশ্বাস টান্‌তে কষ্ট হয়, মধ্যে মধ্যে মাটিতে পড়েও যেতে পারে। হাতের শিরা দেখলে দেখতে পাওয়া যায় ক্ষীণ, মুখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায় ভেতরে ভেতরে কষ্ট তার হচ্ছে খুব,—মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। তা'কে শুইয়ে ফেলতে হবে, তারপর যদ্দূর সম্ভব তা'কে নড়্‌তে দেবে না। ঠাণ্ডাজল এনে অল্প অল্প করে খেতে দেবে, বরফ পেলে ছোট ছোট বরফের টুক্‌রো মুখে দেবে। সাবধান গরম কিছু কখনও দেবেনা, বিশেষ করে ব্রাণ্ডি জাতীয় কোন রকম Stimulant. যদি কোথাও তার ব্যথা করছে ব'লে বলে তবে সেখানে ঠাণ্ডা জলের পটি লাগাও।

পেটে রক্ত পড়্‌তে থাক্‌লে হয়ত সে বমি করে ফেল্‌বে। রক্তের সঙ্গে সঙ্গে খাবার দাবারও

পড়বে। ফুস্‌ফুস থেকে যদি রক্ত মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে তাহ'লে হবে 'ফেনিল' (Irothy)। প্রত্যেক সময়ই আগে যেমন বলা হ'ল তেমন ভাবে প্রতিবিধান করা দরকার আর ডাক্তারের কাছে সব বলে খবর পাঠানো দরকার।

পুড়ে যাওয়া—পুড়ে যাওয়াটা খুবই সাধারণ দুর্ঘটনা। সেই ছোট, একটু ফোস্কাই পড়ুক কিম্বা পুড়ে কালো হয়ে যাক। অবশ্য চামরা মাংস পুড়ে কালো হয়ে গেলে অবস্থা একটু সঙ্গীনই হয়ে পড়ে, মধ্যে মধ্যে তার দরুণ লোকে মরেও যায়। অবশ্য পুড়ে যাবার জন্য মরে যাব র কোনই কারণ থাকতে পারেনা, অথচ লোক যখন মরে যায় তখন নিশ্চয়ই এর অন্য কোন কারণ আছে। ডাক্তারেরা সে কারণটার নাম দিয়েছেন 'শক'।

আমাদের দেহের যত কাজ কর্ম্ম সব চালায় আমাদের স্নায়ুমণ্ডলী। এই স্নায়ুমণ্ডলী, (Nervous System) হঠাৎ যদি কোন কারণে দমে যায়, তা হ'লেই এই 'শক' লাগে। কেবল যে পোড়াই শকের একমাত্র কারণ তা নয়, খুব বেশী চোট পেলে কিম্বা খুব বেশী রক্তপাত হ'লেও 'শক' হয়।

রোগী 'শক' পেয়েছে কিনা চিন্‌তে পারা যায় খুব সহজেই। শকের রোগী ফ্যাকাশে হয়ে যায়, গা হাত ধরলে যেমন লাগে ঠাণ্ডা, তেম্‌নি মনে হয় ভিজে গেছে। মধ্যে মধ্যে কপালেও কিছু কিছু ঘাম দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কথা বল্‌তে গেলে খুব ক্ষীণ স্বর বেরোয় ও হাতের শিরা ধর্‌লে রক্ত চল্‌ছে কিনা বোঝা দায় হয়ে উঠে। আমরা আগেই বলেছি 'শক'টা ভারী সাংঘাতিক, কাজেই সবার আগেই শকের চিকিৎসা করে নিতে হবে।

দেখ্‌তে পাচ্ছি রোগী ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, কাজেই এম্‌নি বোঝা যাচ্ছে যে তাকে গরম করা দরকার। গরম কম্বলে রোগীকে জড়াও, হাতে, পায়ে, পাশে, গরম জলের বোতলের সেক দাও আর খেতে দাও কাফি, চা, কোকো কিম্বা অন্য কোন গরম জিনিষ। অবশ্য এসব দেবার আগে ভালো করে দেখে নেবে যে রোগী জেগে আছে কিনা, অজ্ঞান রোগী কিছুই গিলতে পারে না, কাজেই খাবার পেটে না গিয়ে ফুস্‌ফুসে চলে যায়।

কাজেই কখনও কোন ঘুমন্ত বা অজ্ঞান লোকের মুখে কোনরকম জলীয় খাবার দেবে না।

হ্যাঁ আর একটা কথা ভুলে গেলে চল্‌বেনা। সেটা হলো তোমার ঐ গরম বোতল লাগাবার আগে কি রকম গরম তা ভাল করে দেখে নিতে হবে। হাত দিয়ে অবশ্য অনেক গরম সহ্য করা যায় কিন্তু গালে অত গরম সয় না। কাজেই গাল দিয়ে গরম পরীক্ষা করতে হয়। গা' সহা গরমের বেশী গরম কিছুতেই দিওনা।

যাক্‌, তারপর যা বল্‌ছিলাম। পুড়ে গেলে হয় কি, চামড়াটা নষ্ট হয়ে যায়, মাংসের উপরে কোন রকম ঢাক্‌না থাকে না, তাতে বাতাস লাগ্‌লেই জ্বালা করতে থাকে, কাজেই সবার আগে বাতাস থেকে ঢেকে ফেল্‌তে হবে। কিন্তু তার আগে, যে যায়গাটা পুড়ে গেছে সে জায়গার কাপড় খুলে নাও, যদি লেগে থাকে, তা হ'লে তার চারদিক দিয়ে কেটে ফেল, সাবধান একটা ফোস্কাও যেন না ভেঙ্গে যায় তারপর—

(১) কোন রকম ড্রেসিং না পাওয়া পর্য্যন্ত গরম জলে (দেহের তাপে—৯৮'৪০ ডিগ্রী) জায়গাটা চুবিয়ে রাখ। যদি পারো, তা হ'লে বড় চামচের দু'চামচ Baking Soda (সাধারণ Soda) প্রায়

দেড় পোয়া গরম জলে মিশিয়ে একটা লোশন তৈরী করে এই লোশন ঐ লেগে থাকা কাপড়ের উপর দাও, আহত জায়গাটা ও ডুবিয়ে রাখ। এতে কাপড়টা উঠে আস্‌তে পারে। যদি না আসে তা হ'লে যেমন আছে তেম্‌নি রাখ।

(২) এবারে একটা লিণ্ট নিয়ে টুকরো টুক্‌রো করে খানিকটা কাট। তার উপরে Boracic Ointment বা Carron Oil (অর্দ্ধেক চুনের জল ও অর্দ্ধেক তিসির তেল বা নারিকেল তেল) বা ক্যাষ্টর অয়েল বা জলপাইয়ের তেল (Olive Oil) দিয়ে পোড়া ঘায়ের উপর ছড়িয়ে দাও। তারপর তার উপর বেশ মোটা করে তুলো দিয়ে বেঁধে দাও। এসব কিছুই যদি না পাও তবে একটা কোন তেল (কেরোসিন বা নারিকেল তেল বেশ ভালো,) ভেসলিন, ময়দা বা আলুর রস ঘা'য়ের উপর ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর খুব নরম তুলো ছড়িয়ে দাও।

অনেক সময় জলীয় পদার্থ লেগে (যেমন গরম জল পড়ে, বা গরম তেল পড়ে, বা গরম বাষ্প লেগে) আমাদের কোন কোন জায়গা ঝল্‌সে যায়। সে সময়ে boracic ointment দিতে পার্‌লেই সুবিধে হয়।

কোন ছোট ছেলে যদি পুড়ে বা ঝল্‌সে যায় তা হ'লে তাকে, সব শুদ্ধ (কাপড় চোপড় খুলতে গিয়ে সময় নষ্ট না করে।) সেই baking Soda-র জলে বসিয়ে রাখতে হবে। তবে তার উত্তাপ যেন না ৯৮·৪০ ডিগ্রীর বেশী থাকে।

মুখ পুড়ে গেলে, তাড়াতাড়ি মুখের একটা মুখোস তৈরী করে, তা'তে চোখ, মুখ, নাকের জন্য ছ্যাদা রেখে ঐ জলে (baking Soda-র) চুবিয়ে নিয়ে মুখে লাগিয়ে দিতে হবে ও জল শুকিয়ে গেলেই আবার জল দিতে হবে।

যদি কারও কাপড়ে আগুন লেগে যায়, তা হ'লে হায় হায় কর্‌তে কর্‌তে তার দিকে ছুটলে কোনই লাভ নেই। সঙ্গে একটা কম্বল, লেপ বা কিছু নিয়ে যেতে হয়। রোগীকে এমন করে শুইয়ে ফেলতে হবে যে যাতে করে আগুন উপর দিকে থাকে,অর্থাৎ যদি সাম্‌নে আগুন থাকে তা হ'লে চিৎ করে শোয়াবে। আর পেছনে আগুন লাগ্‌লে উবুড় করে শোয়াবে। তারপর ঐ কম্বল দিয়ে আগুন চেপে ধর, তা হ'লে দেখ্‌বে শীগ্‌গীরই আগুন নিভে যাবে।

যারা কেমিষ্ট্রি পড়ে, তাদের অনেক সময় হাত পা পুড়ে যায় এ্যাসিড ও আল্‌কালি জাতীয় জিনিষ দিয়ে। যদি কোন এ্যাসিডে পুড়ে যায় তা হ'লে দিতে হবে গরমজলে সোডা গুলে সেই জল, আর যদি কোন আলকালিতে পুড়ে যায় তা হ'লে দিতে হবে কোন এসিড, যেমন ভিনিগার, নেবুর রস, সমানভাবে জল দিয়ে মিশিয়ে।—অবশ্য তারপরে পোড়া ঘায়ের ওষুধ লাগাতে হবে।

অন্য অন্য পোড়ার (কোন ইলেক্‌ট্রিক তার ছুঁয়ে, কিম্বা খুব জোরে ধাক্কা খেয়ে, কিম্বা খুব বেশী রদ্দুরে) জন্যও এই ব্যবস্থাই কর্‌তে হবে।

কাবেদের বই

আকেলাদের কাছে

কাবেদের বই লিখতে গেলে, আকেলাদেরও বেশী মনে হয়। তাই গোড়ায় তাদের কাছেই কয়েকটা কথা বলে নিচ্ছি। নতুন কোন প্যাক খুলতে গেলে গোড়ায় ভারী মুস্কিল হয় কি রকম ভাবে যে আরম্ভ করতে হবে, কি রকম করলে যে দেশের ছেলেদের ভাল লাগবে তা বুঝে ওঠা যায়না। আমাদের যাই হয়েছিল, তখন বাধ্য হয়ে বই পড়তে হতো—তার সবগুলিই বিলিতী বই, তাদের ওখানকার ছেলেদের জন্য যে সব নিয়ম খাটে, আমাদের ছেলেদের বেলা সব সময়ে তা খাটেনা। ওদের ছেলেরা স্বভাবতই চঞ্চল, সাহসী ও ভ্রমণপ্রিয়, আমাদের ছেলেরা ঠিক তা নয়।—রবিবার ওরা যখন মাঠে ঘাটে ঘুরে ঘুরে পশুপক্ষীর সঙ্গে বন্ধুতা করে, তখন আমাদের ছেলেরা বসে 'মহম্মদ তোগলকের' মোগলমান ইতিহাস পড়ে। 'বাইরে খানিকটা বেড়িয়ে আসি' এভাবটা আমাদের আসেনা। শিশু প্রকৃতির এই বিভিন্নভাবের জন্য মধ্যে মধ্যে মুস্কিলে পড়তে হতো।—তাই আজ আর আকেলাদের যদি কিছু সুবিধা করে দিতে পারি এই ভরসায় কয়েকটি কথা বলবো। প্রায় পাঁচ বছর ধরে ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে মিশেছি, তাদেরই একজন হয়ে তাদের সঙ্গে খেলা করেছি, অনেক নতুন নতুন জিনিস কাবেদের কাছে শিখেছি।—কাজেই তাদের মনের খবর ঠিক জানতে পেরেছি বলে গরব করতে না পারলেও কেমন করে তাদের ভালোবাসতে হয় তা শিখেছি। কাজেই যে উদ্দেশ্য নিয়ে লিখতে যাচ্ছি, হয়তো তার এক আনাও সার্থক হবেনা—তবু মানুষের আশা,—মানুষের অহঙ্কার।

ভেরা বার্কলে বলেছেন, "প্যাক আরম্ভ করবার আগে 'Count the cost' অর্থাৎ ভেবে দেখো, আর চীফ স্কাউট বলেছেন,'hang the cost Plunge boldly in watar with all the keeness you possess and you'll enjoy your swim.' অর্থাৎ "চুলোয় যাক ভাবনা, আগ্রহভরে, বুকভরা সাহস নিয়ে লাফিয়ে পড়, দেখবে সাঁতার কাটতে ভালই লাগবে।" এই বাক্যটির কথাগুলিতে ভারী মুন্সিয়ানা। ঐ যে একটী কথা রেখেছেন, 'boldly' আর 'keeness' ঐ দুটি কথাই vera Barclay র Count the Cost এর থেকে চারগুণ সাবধান করে দিয়েছেন। বাপু বার্কলে যে বলেছে বসে বসে ভেবে দেখ, সেটী করোনা, জিনিসটাকে ভালোবেসে ফেল, পরের উপকার করবো এই আকাঙ্খা মনে আন, তারপর বাধা বিপত্তি যাই আসুক না কেন সবার সঙ্গে বীরের মত 'যুদ্ধ' করে দেখ, দেখবে জয়া হবে। কিন্তু মজা হচ্ছে এই, জিনিসটাকে ভালোবাসতেও সময় দরকার আর সাহস সঞ্চয় করতেও সময় দরকার তাছাড়া enjoy করতে গেলে সাঁতার আগে জানা থাকা চাই। আবার এই তিনটার জন্যই দরকার চিন্তা। আমায় কি করতে হবে, আমার কাজ কি, তা আমায় আগে জানতে হবে, কারণ যাকে দেখিনি সে যত

'সুন্দরীই' হোক্ না কেন, তাকে ভালোবাসা যায়না।—আর লোকের মনে সাহস আসে কখন ?—যখন তার কাছে জানা থাকে যে তার চলার পথে যত বাধা বিপত্তিই আসুক না কেন, তার সবগুলিই জয় করবার শক্তি তার আছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে দু'জনেই কথা বলেছেন এক, কিন্তু দু'জনের একজনের কথা শুনলে উৎসাহের থেকে ভয় আসে বেশী, আর এক জনের কথার কাছে ভয় ঘেঁসতেও পারে না। একথাটা মনে রাখবেন। এমন ভাবে বল্‌তে শিখ্‌তে হবে যাতে সবাই তক্ষুনি কাজ আরম্ভ করে দেয়।

চীফ স্কাউটও যখন বল্‌ছেন যে সাঁতার বাপু জেনে নিও আগে, তখন, প্রথম যে যে জিনিষগুলি ভাবা দরকার তার বিষয়ই বলা যাক : আকেলা হিসাবে আপনি কি করবেন ?—আপনি ছেলেদের পিতামাতার কাছ থেকে ছেলেদের নিয়ে আসবেন তাদের 'মানুষ' করতে, এজন্য আপনি তাদের পিতা মাতার কাছে দায়ী। যদি আপনি তাদের চরিত্র, স্বাস্থ্য, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি বিষয়ে দৃষ্টি না দিতে পারেন, যদি না তাদের এই এই গুণ গুলির পূর্ণবিকাশে সাহায্য করতে পারেন, তবে কি লাভ হলো ছেলের বাবার তাকে আপনার কাছে দিয়ে।—আপনার এ দায়িত্বের কথা আগে জানা দরকার।

রোভার্স'রা দলে ভর্ত্তি হবার সময় মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করে নেয় আর প্রাণপণে তা পালন করতে চেষ্টা করে। আপনারও কাজ নেবার আগে সে রকম একটা প্রতিজ্ঞা করে নিতে হবে, 'আমি ছেলেদের মানুষ করে তুলব' এই হবে আপনার প্রতিজ্ঞা। আর প্রাণপণে তা পালন ক'রে চল্‌বেন, যাতে অন্ততঃ নিজের কাছে জবাবদীহি কর্‌তে পারেন যে, আপনার যথাসাধ্য চেষ্টা আপনি করেছেন। এ কথাটা ভুলে যাবেন না যে, আপনি আপনার কাজের জন্য কোনরকম পারিশ্রমিক পাবেন না, কাজেই আপনার কাজের জন্য আপনাকে কেউ বক্‌বে না। সুতরাং যে কাজ আপনি করতে পারবেন না, সে কাজ নেবার আপনার কি অধিকার আছে ?—যে সব ছেলেগুলিকে আপনি নিয়েছেন, হয়ত তারা অন্য কোন ভাল অ্যাকেলার প্যাকে যেতে পার্‌তো ! [আস্‌ছে

কাবেদের কাছে

গতবারে শিয়োনী পাহাড়ের কাবেদের কথা তোমরা শুনেছো।

তোমাদের মধ্যে যারা অই শিয়োনী পাহাড়ে যেতে চাও, তারা এস। মনে কর পূর্ণিমা রাত, শিয়োনী জঙ্গলের মাঝখানে এক ছোট্ট টিলার উপরে এক মস্ত বড় নেকড়ে বাঘ বসে, আর তার চারিদিকে গোল হয়ে বসে আছে একদল নেকড়ে। শুনছোনা তারা গান গাইছে। এসো আমরাও ওদের সঙ্গে সঙ্গে গাই—

চীলের রাজা র‍্যান যখন বাসায় ফিরেন রাতে,
বাদুড় মশাই ম্যাং তখন ঘুরতে বেড়োন পথে।
পালে পালে গরু ছাগল বন্ধ থাকে ঘরে,
নেকড়ে মোরা ভোর অবধি বেড়াই বনে চরে।
যত কিছু বীরত্ব আর তেজের সময় এই,
চুপ চাপ সব চিবোই হাড়, গোলত' কিছুই নেই,
বনের ডাকে ছুটে ছুটে শীকারে সব যাই,
মোরা সুখী এত নিয়ম কানুন মেনে চলি তাই।

ঠিক ওদের দলে মিলে গিয়ে, ওদেরি মত গান গেয়ে বনে বনে ঘুরে' ঘুরে' বেড়াতে ইচ্ছে করে?—চমৎকার জাত, দেখলে ত' কেমন সব চুপ করে বসে আছে, দলপতি কি বল্‌বে, তাই তারা শুন্‌বার জন্য হাঁ করে বসে আছে। এদের আইন কানুন আছে, সে সব এদের মান্‌তে হয়, এদের বয়ে চল্‌তে গেলে অনেক জিনিষ শিখ্‌তে হয়; যেমন শীকার, ইত্যাদি, তারপর নিজের খাবার নিজের করে খেতে হয়, বনে বনে এরা ঘুরে বেড়ায়, মনের আনন্দে খোলা হাওয়ায় খেলে বেড়ায়।

মানুষদের মধ্যেও এমনধারা নেকড়ে দলের অভাব নেই। জুলু ব'লে আফ্রিকার বনে বনে একদল অসভ্য লোক আছে। তাদের মত চমৎকার জাত দুনিয়ায় দুটো মেলা ভার। অসভ্য হ'লে হবে কি? তাদের যা বুদ্ধি, যা যুদ্ধ কর্‌বার কায়দা, তা'তে তা'দের সঙ্গে পেরে ওঠা ভার। তা'রা এত চৌখস হয়ে ওঠে কি করে জান? তা'দের মধ্যে একদল আছে যোদ্ধা আর একদল হলো ছেলে। এখন যোদ্ধা হওয়া মস্ত বড় সম্মান, আর যোদ্ধা হবার বয়স হ'লেই সবার যোদ্ধা হতে হ'য়, যাতে করে তাদের জাতের বদনাম কেউ না করতে পারে। এখন, ছেলেরা যোদ্ধা হ'তে গেলেই লোকেরা করে কি

জুলু বলে আফ্রিকার···

সমস্ত শরীরটায় সাদা রং মেখে দেয়। তারপর গাঁয়ের সবার সামনে নিয়ে তা'কে ছেড়ে দেওয়া হয়। একমাস ধরে তা'র বনে বনে ঘুরে' ঘুরে' বেড়াতে হয়, নিজের রান্না নিজের করতে হয়, নিজের খাবার নিজের জোগাড় করতে হয়। থাকবার জন্য ঘর কর্‌তে

হয়। আবার বন্য জন্তুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হয়। শুধু কি তাই ? এই একমাস তা'কে তাদের দলের কেউ যেন না দেখ্‌তে পায়, তা'র ব্যবস্থা করতে হয়। কারণ, তাকে দেখ্‌তে পেলেই তা'রা মেরে ফেল্‌বে, এই হলো তাদের নিয়ম। তারপর একমাস পরে সে ফিরে এলে সবাই তা'কে আদর করে দলে টেনে নেয়, পাতা দিয়ে একটা, চমৎকার গোল মুকুট তৈরী করে মাথায় পরিয়ে দেয়।—তোমরা জান গোল কিছুকে ইংরেজীতে রিং বলে। জুলুরা যারা যারা এই রিং পায় তা'দের 'রিং কপ' বলে। এসো, আমরা একদল জুলু হয়ে যাই, আমাদের একজন হয়ে যাক সেই বাচ্ছা জুলু তার; নাম দেওয়া যাক 'চাকা'। মনে মনে একটু ভেবে নাও কেমন করে সমস্ত ব্যাপারটা করতে হবে। দেখছ না ?—

দৃশ্য—পূর্ণিমা রাত, আফ্রিকার জঙ্গল, চারদিকে সব জুলুরা, কারও এক পালক দেওয়া টুপি মাথায়, কারও বা দুপালক দেওয়া টুপি। মাঝে দলপতি বসে।

দূর থেকে একদল জুলু আসছে তারা চলার তালে তালে বাজাচ্ছে একটা ঢোল, আর একঘেয়ে সুরে বল্‌ছে, "আ-ই মা আইমা আইরি।" "আ-ই মা আইমা আইরি।" তারা এমনিভাবে এসে থামলো দলপতির কাছে, মাটিতে লুটিয়ে তাকে নমস্কার করল, সর্দারের সম্মান তাদের কাছে ভারী, তার জন্য প্রাণ তারা দিতে পারে।

সর্দার—কারা, খবর কি ?

কারা—সর্দার, আমাদের গাঁয়ের চাকার বয়স হয়েছে, সে এখন যোদ্ধা হবে।

সর্দার—নিয়ে এস তাকে, আমি আশীর্বাদ করবো।

চাকাকে নিয়ে এলো সর্দারের সামনে। সর্দারের সাম্‌নে সে হাঁটু গেড়ে বস্‌ল, সর্দার তার কাঁধ ছুঁয়ে বল্‌ল, "চাকা, মনে রেখো জুলু জাতির মান সম্মান তোমরাই, তোমরা যত বেশী কার্যক্ষম, যত বেশী উপযুক্ত হয়ে উঠ্‌বে, জাতও উন্নত হবে তোমাদের হতেই। আমাদের নিয়মমত আজ তোমার সারা গায়ে আমরা সাদা রং মেখে ছেড়ে দেবো, তোমার বনে বনে ঘুরে বেড়াতে হবে। সাবধান, আমরা যেন কেউ না তোমায় দেখ্‌তে পাই, তা'হলেই কিন্তু তোমার মৃত্যু হবে। কিন্তু তা' বলে কোন পাহাড়ের গুহায় গিয়ে লুকিয়ে বসে থেকোনা, তা'হলে তোমার শিক্ষা কিছুই হবে না, কম গাছের মধ্যে কি রকম করে লুকোতে হয়, তা তোমার শিখ্‌তে হবে, শিকার ক'রে ক'রে হাতের টিপ বাড়াতে হবে, নিজের চোখের দৃষ্টি ভাল করতে হবে, শরীর সবল, সুস্থ করতে হবে। আবার বলছি, জুলু জাতের উন্নতি তোমাদের উপর নির্ভর করছে। যাও, আবার একমাস পরে বেঁচে থাক্‌লে এখানে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। আশীর্বাদ করছি, জয়ী হও।"

চাকা—ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

সকলে চাকাকে নিয়ে চলে গেল, গাবার সময়ও সেই গান।

(একমাস পরে)

নিস্তব্ধ বন—মাথার উপর পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে—

আজ চাকার ফিরে আসবার দিন। চাকার দলের সব জুলু যোদ্ধারা একত্র হয়েছে।

সর্দার। আজ চাকার ফিরে আসবার দিন, তাই আমরা এখানে জড় হয়েছি। এই একমাস

ধরে সারা বন আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, কিন্তু তার কোন চিহ্নও আমি দেখতে পাইনি—তোমরা তার বিষয় কিছু জান ?

সকলে। (চুপ)।

সর্দ্দার। তা'হলে জান না ?—চাকার এটা বাহাদুরী বল্‌তে হবে যে সে তোমাদের মত এতগুলি বীর যোদ্ধার হাত থেকে নিজেকে একমাস ধরে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। বেশ আমাদের দলে আজ তা'হলে তাকে আমরা আদরের সঙ্গেই অভ্যর্থনা করে নেব।

১ম যোদ্ধা। হ্যাঁ যদি সে বন্য জন্তুদের কবল থেকে—

২য় যোদ্ধা। ঐ না কার ছায়া দেখা যাচ্ছে ?

(সকলে উঠে দাঁড়াল—সর্দ্দার দলের মাঝ থেকে বেরিয়ে দেখতে গেলেন)

(কিছুক্ষণ পরে সর্দ্দার ফিরে এলেন)

সর্দ্দার। চাকা আস্‌ছে।

সকলে। কই ?

সর্দ্দার। চুপ।

সকলে। (মুখে আঙুল দেবে)।

সর্দ্দার। ঐ শোন।

সকলে। (কানে হাত দেবে)।

সর্দ্দার। ঐ দেখ।

সকলে। (চোখের ওপর হাত দেবে।)

সর্দ্দার। ঐ এল।

সকলে। অ—

সর্দ্দার। আমরা কি সেজন্য দুঃখিত !

সকলে। না।

সর্দ্দার। তবে সিংহের দল গর্জ্জন কর।

সকলে। গ্রাঁ—উ।

সর্দ্দার। নেকড়ের দল চীৎকার করুক !

সকলে। উ।

সর্দ্দার। সব বল।

সকলে। সাবাস্ চাকা সাবাস্।

চাকা হাঁটু গেড়ে এসে সর্দ্দারের সাম্‌নে বস্‌ল। বল্‌লো, "সর্দ্দার! আজ একমাস পরে আবার পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। দেখুন আমি আমার প্রতিজ্ঞা রেখেছি। আপনাদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে আবার আপনাদেরই কাছে ফিরে এসেছি। বলুন এখন আমায় দলে নেবেন কি না ?

সর্দ্দার। হাঁ চাকা তুমি আমাদের এ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ, তোমায় নিশ্চয়ই আমরা এ দলের একজন যোদ্ধা বলে স্বীকার কর্ব্ব। এতদিন আমরা তোমার শত্রু ছিলুম বটে, কিন্তু এখন থেকে আমরা সবাই তোমার মিত্র—এখন থেকে তোমার কোনও বিপদে আমরা প্রাণ দিয়েও তোমার সাহায্য কর্ব্ব। ঠিক কি না।

সকলে। ঠিক্‌।

সর্দ্দার। এস চাকা আমাদের প্রথা অনুযায়ী তোমায় যোদ্ধা হবার সম্মানের চিহ্ন পরিয়ে দিই (মাথায় পাতার মুকুট পরিয়ে দেবে)।

সবাই তার চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়ালো

বল্‌ল—চাকা রিংকপ, চাকা রিংকপ, চাকা রিংকপ হোয়েয়া

হু হা হা হু হা হা হু হা হু হা হু হা হা
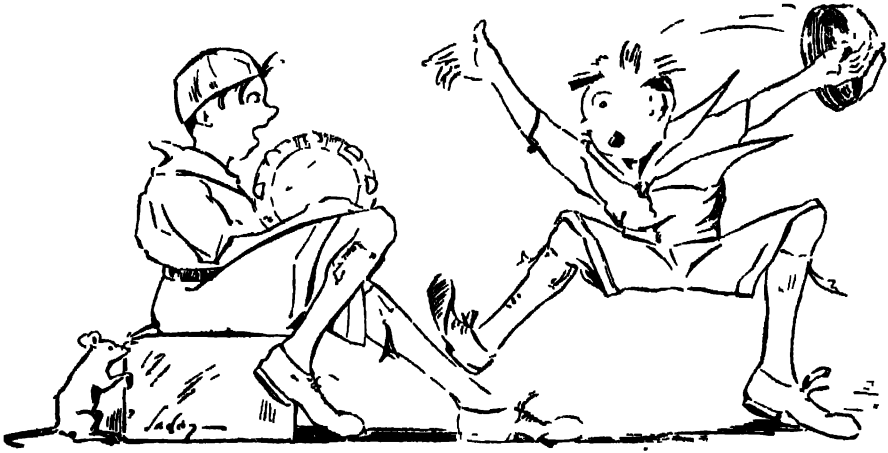
ক্যাম্প ফায়ারের তালে তালে

ক্যাম্প ফায়ারের আগুণ জ্বলে উঠ্‌ল।—ছোট্ট একটুখানি আগুণ, চারদিকের যোদ্ধাদের মুখগুলি রঙ্গীন করে তুলেছে, সবাই চুপ করে বসে আছে, কে আগুন জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনের এক অধ্যায় বল্‌বে কে জানে ?—হঠাৎ দলপতি গান ধর্‌ল—

আমার সাথে এসো সবে ;

গান গাই মিলে,

বীর হলেরে ভাই, গলা থাকা চাই,

সবকে যে রে এক জায়গাতে ডাক্‌তে পারা চাই।

ও ভাই ডাক্‌তে পারা চাই।

চেঁচামেচি করেই মোদের দিনগুলি যে চলে।

আমার সাথে এসে সবে গান গাই মিলে।

সবাই এবার উঠে দাঁড়াল।—একটা নাচ কর্‌তে হবে। সঙ্গে সঙ্গে কথাও আছে।—

কথা—অম্বর দম্বর খৈরে পাঁচ—আচ্ছা কুটি মহাদেব

* স্বাগতম yellটাও বেশ ভাল।

কুকুর কাটে ডুম,
ইরকি মিরকি চেরকা চুরকা
টাম টুম ডুম।
হুক্ হুক্ চিল
চিলকা চৌঠা নীল
চিলকা চৌঠা নীল
চিলকা চৌঠা নীল।

নাচ—সবাই গোল হয়ে দাঁড়াল। তারপর, কোমরে হাত দিয়ে 'অম্বর... ..নাচ' পর্য্যন্ত বেশ লাফিয়ে একটা করে পা সামনে দিল (stretch leg in front beginning with left যে Exerciseটা আছে।) 'আছা ..মহাদেবের' সময় সবাই দাঁড়াল নিজের নিজের জায়গায় ; আর একজন ভেতরে গিয়ে "কিরাত ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ' অভিনয় করল, সকলে বসে সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে বল্‌ল 'আছা. .মহাদেব'।—যখন অর্জ্জুন প্রণাম করল, তখন, সবাই লাফিয়ে এক পা এগিয়ে গেল আর দু'হাত উঁচুতে দিয়ে সবাই সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিল। একসঙ্গে বল্‌ল, "কুকুর কাটে ডুম।"—এবার "ইরকি ......চুরকা" পর্য্যন্ত এক একদিকে কাৎ হতে লাগ্‌ল। "টাম, টুম ডুম" 'কুকুর কাটে ডুমের' মত লাফিয়ে। 'হুক্ হুক্ চিল' বলবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের নিজের জায়গায় about turn হয়ে ঘুরে আস্‌তে হবে নাচ্‌তে নাচ্‌তে,— ডান হাত উঁচুতে তুলে।—হঠাৎ দাঁড়িয়ে বল্‌তে হবে, চি—ল্‌কা চৌ—ঠা নীল, চিল্‌কা চৌঠা নীল, চিল্‌কা চৌঠা নীল। প্রথমটা থেকে শেষের দিকে তাড়াতাড়ি হবে। শেষ নীলটা হবে খুব জোরে, আর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠ্‌তে হবে।

নিবেদন

গত মাসে আমরা প্রায় পনর দিন দেরী করিয়া ফেলিয়াছিলাম বলিয়া বাস্তবিকই দুঃখিত। অবশ্য একদিকে যেমন পনর দিন দেরী হইয়াছিল, আর একদিক দিয়া দেখিলে পনর দিন আগেই বাহির করা হইয়াছিল। আশ্বিনমাস যেমন পনর দিন দেরী হইয়াছিল কার্ত্তিকমাস তেমনি পনর দিন আগে বাহির হইয়াছিল। যাহা হউক, এবার হইতে আমরা যাত্রী প্রথম সপ্তাহেই বাহির করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু এজন্য গ্রাহক, অনুগ্রাহক, ও পৃষ্টপোষকদের সহানুভূতি না পাইলে আমাদের রীতিমত বাহির করা অসম্ভব হইয়া উঠে। আমরা যাত্রীর নতুন রূপ সম্বন্ধে গ্রাহকদের মতামত চাহিয়াছিলাম

কিন্তু, কই, একজনও ত ইহার দোষগুলি দেখাইয়া দিলেন না। গ্রাহকদের এটা মনে রাখা উচিত যে যাত্রী স্কাউট মাত্রেরই নিজস্ব কাগজ। যাতে ইহার উন্নতি হয় তাহা করা প্রত্যেক স্কাউটের কর্ত্তব্য।

আর একটী কথা, আমরা পরিশ্রম করিয়া কাগজকে যতদূর সম্ভব সুন্দর করিতে চেষ্টা করিতেছি। নানারকম স্কাউটিং-এর জানিবার বিষয় দিতেছি। কিন্তু স্কাউটেরা তাহা পড়ে কই? বাংলায় স্কাউটের মধ্যে এক হাজার স্কাউটও ত' যাত্রা পড়ে না। অথচ এ কাগজটা তাদেরই। এর উন্নতি তাদের গর্ব্বের বিষয়, এর অবনতি তাদের লজ্জার বিষয়। কাজেই, আপনাদের কর্ত্তব্য হইল, প্রত্যেকে অন্তত একজন করিয়া নতুন গ্রাহক জোগাড় করিয়া দেওয়া।

গত মাসে তাড়াতাড়ি করিতে যাইয়া প্রচ্ছদপট পরিচয়ই দেওয়া হয় নাই। গতবারের ছবিটা তোলা হইয়াছিল জাম্বুরীতে। সামনে যে কুটীরটা দেখিতেছেন, এই ঘরটা তৈরী করিয়াছিল মান্দ্রাজের স্কাউটরা। তারই সাম্নে দাঁড়াইয়া লেডী বেডেন পাওয়েল, আমাদের শ্রীযুক্ত বসুর সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছেন।

স্থানাভাবে, এ মাসে পেট্রলের নাম, খেলাধূলা, জাম্বুরীর গল্প প্রভৃতি গেল না, আসছে মাসে আবার যাইবে।

"কর্ম্মসচিব"

যাত্রী

প্রচ্ছদ পট পরিচয়

জাম্বুরীতে চল্লিশ দেশের স্কাউটগণ একত্র হইয়াছিল, তাহা আপনারা শ্রীযুক্ত সত্যবসুর জাম্বুরীর গল্পে পড়িয়াছেন। তাহারই, কুড়ি দেশের স্কাউটরা একত্র মিলিয়া এই ছবিটা তোলাইয়াছেন। ইহাতে ভারতীয়, ইংরেজ, আমেরিকান, আরব, মিশর প্রভৃতি অনেক দেশেরই লোকে দেখিতে পাইবেন।

গতমাসের ধাঁধার উত্তর

সাতজন।

৮ম বর্ষ]　　　　পৌষ—১৩৩৮

কলিকাতা স্কাউট্‌স সাইক্লিস্ট ব্যাব

— সম্পাদক —

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, বি, এ, (ক্যাণ্টাব), ব্যারিষ্টার-এট্-ল

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶৹ আনা।　　　　সডাক বার্ষিক মূল্য—২৲ টাকা

[illegible]—১নং গভর্ণমেণ্ট প্লেস নর্থ। ফোন—কলিকাতা ৪৭৫৯

সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ওগো গগনের কবিবর (কবিতা)	শ্রীজ্যোতির্ম্ময় সেন গুপ্ত	১৯৭
বাহাদুর	কটিক	১৯৮
খেলাধূলা	খেলুড়ে	২০৩
গোয়েন্দা কাহিনী	... ...	২০৪
পেট্রলের নাম	... ...	২০৭
কাউল চুরী	শ্রীখোকনগুপ্ত	২০৯
কাথেদের কথা	... ...	২১৩
এ্যাক্সিডেন্ট	আকেলা	২১৫
যাত্রীর বৈঠক	শ্রীভবতোষ সান্যাল	২১৮
সাইকেলে আউটিং	শ্রীসতীশ চন্দ্র মোদক	২১৯
ডাক হরকরা	... ...	২২৩

ইণ্টার ট্রুপ কম্পিটিসন কুপন

(৫৯ পৃষ্ঠা দেখুন)

যাত্রী—পৌষ ১৩৩৮।

দাম—দেড় আনা।

N. Bhose.

প্রবোধ মেমোরিয়াল স্কুল ট্রুপ

৮ম বর্ষ] পৌষ—১৩৩৮ ৭ম সংখ্যা

ওগো গগনের কবিবর

(শ্রীজ্যোতির্ম্ময় সেন গুপ্ত-৬ষ্ঠাতয় কলিকাতা)

ওগো গগনের কবিবর—
তীর্থ কি তব আকাশে ?
ঘৃণা কি এই দুঃখ জড়িত
বিশ্ব তোমার সকাশে ?
যখন ইচ্ছা আসো নেমে নীচে
শিশির সিক্ত ভূমিতে ;
চঞ্চল তব পক্ষেরে বল
কম্পন তা'র থামাতে।
কখন কখন দেখা দাও ওগো
ছায়া সুশীতল কুঞ্জে,
থাকো সূর্য্যলোকের গুপ্তরাজ্যে
নিভৃত গরিমা পুঞ্জে ;
সুধা ভ'রে সদা কর বরিষণ
সঙ্গীত সুধা ধার
স্বর্গীয় তাহা—তৃষিত বিশ্ব
পান করে অনিবার।

বাহাদুর

(কটিক)

দশ

সহায়রামের বিবৃতি

সহায়রাম যখন ফিরল, তখন প্রায় দু'ঘণ্টা হয়ে গেছে। আমি উৎসুকচিত্তে বসে আছি, অসিতের কি খবরই না জানি সে নিয়ে আসে।...সহায়রাম...সহায়রাম যদি শত্রু-পক্ষের হয়, তবে অসিতের জন্য এত চিন্তা তা'র কেন? না...এও তা'রই ফন্দি।—পাছে আমরা কিছু বলি, তাই তা'র এই সাফাই গাওয়া!...

*　　*　　*　　*　　*

সহায় টেবিলে এক চড় কসিয়ে বল্‌ল, "না, ছেলে বল্‌তে হয় অসিতকে, যদি কোন দিন গোয়েন্দাগিরি কর্‌তে নামি, তাহ'লে অসিত ভায়াকে রাখ্‌ব...

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠ্‌ছিলাম, জিজ্ঞেস কর্‌লাম, "ব্যাপার কি সহায়রাম?... অসিতের খবর কি?"

"যা ভেবেছি ঠিক তাই।—অসিতকে অনেকদিন ধরেই কয়েকজন লোকেরা লক্ষ্য করছিল, কাল সুবিধা পেয়ে ধরে নিয়ে গেছে।"

"কোথায় আছে সে খোঁজ পেয়েছ?"

"খোঁজ পেয়েছি! তার সঙ্গে দেখা করে এলাম, সে কিছুতেই আস্‌তে চাইলনা, দলের মতলবখানা যে কি, তা নাকি তার জানা চাই-ই।"

"কিন্তু... কিন্তু, ওরা অসিতকে মেরে ফেল্‌বে না ত'?"

"না তা মারবেনা, অই বাচ্ছা ছেলে যে লোককে খবর জানান ছাড়া অন্য কোন বিপদ ঘটাতে পারে সে ধারণা তাদের নেই। ভাগ্যিস্—"

"ভাগ্যিস কি?"

"ভাগ্যিস্ আমি সমস্ত ব্যাপারটা আগেই বুঝ্‌তে পেরেছিলুম, তাই রক্ষা, তা না হ'লে ওর বিপদ বেড়ে যেত যথেষ্টই।"

আমি সহায়ের এই নূতন ধাঁচের একটি কথাও বুঝলাম না, বল্‌লাম, "ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।"

সে আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বল্‌লে, "কেন?—এই ব্রোমাইডওয়ালাদের কাণ্ড আর অসিতের অন্তর্ধানের মধ্যে কোন সম্পর্ক কি খুঁজে পাওনি?"

"একটা কোন সম্পর্ক আছে বুঝেছিলাম কিন্তু সেটা ঠিক যে কি তা বুঝে উঠ্‌তে পারিনি।"

"বেশ, তা হ'লে শোন। —সেই যেদিন অসিতের সঙ্গে সাইকেলওয়ালার দেখা হ'ল সেদিন থেকেই অসিত আর আমি দু'জনেই নতুন নতুন লোক এলেই তাদের লক্ষ্য করি। তাদের চলন বলন, হাব ভাব কাজকর্ম্ম সব দেখি, তাই আমার সঙ্গে অসিতের খালি দেখা হ'ত। যাক্, শেষকালে যখন এই ব্রোমাইডওয়ালারা হঠাৎ এখানে এলো, সেদিনই আমার চোখ পড়্‌ল ওদের ওপর। শ্যাম বাবুর কাছে গিয়ে খোঁজ নিলাম, কত টাকায় দোকানটা বিক্রী হয়েছে. তুমি হয়ত শুন্‌লে আশ্চর্য্য হবে যে শ্যাম বাবু তার জিনিষপত্রের দ্বিগুণ দাম পেয়েছেন।"...সে বিজয়ের হাসি হেসে আমার দিকে চেয়ে রইল স্নিগ্ধ দু'খানি চোখ।

আমি বল্‌লাম, "দ্বিগুণ ?—হঠাৎ এরকম ভাবে নেবার মানে ?"

"খুবই সহজ, ব্রোমাইড ফিনিসের আড়ালে অন্য কোন কাজ করা। এই সন্দেহ যেই আমার মনে জাগল, অম্‌নি এদের সঙ্গে আরম্ভ হ'ল আমার আলাপ। কয়েকদিন ব্রোমাইড ফিনিসের কাজও শিখ্‌লাম, আমার নিজেরই একখানা ছবিও আমি তাদের দিয়ে করিয়েছি। এই দেখ......।" একটা সুন্দর ছবি সে বের করে দেখাল। আমি চুপ করে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম ছবিখানি।

সে বলে চল্‌ল, "কিন্তু আসল মতলবটা যে কি তা বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লাম না, তবে এটা বুঝ্‌লাম যে, তারা অসিতকে নিয়ে ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।—সে কে, কোথায় থাকে, কেমন ছেলে, এসব প্রায়ই তা'রা আমার কাছে জিজ্ঞেস করত। ব্যস্, সব পরিষ্কার হয়ে গেল, ঐ যারা গিয়ে দিঘীর নীচে নামেন, তাদের দলই ব্রোমাইড ফিনিসের কাজ করেন। কাজেই তাদের আসল আড্ডা সেই সেখানেই। এদের চারজনকে রাখ্‌লাম এক চোখে, আর চোখে রইল সেই মঠের দিঘা। হাউস মাষ্টারের কাজ থেকে ছুটী নিলাম, দিন নেই, রাত নেই, সব সময় রামপুরের হাটে মাঠে ঘুরে বেড়ানই হ'ল আমার কাজ। এম্‌নি ভাবে বেড়াই আর নতুন নতুন পথ ঘাট সব খুঁজে বের করি, নতুন নতুন সব ভাঙ্গা বাড়ীঘর দেখি, কিন্তু রহস্যের আর হদিস হয় না। শেষকালে আর উপায় না দেখে, দিঘার জলে ডুব দিয়ে গিয়ে ডাকাতের আড্ডায় ঢুকলাম। ঢুকে বুঝ্‌লাম, এই পথই পথ নয়, অন্য পথও নিশ্চয়ই আছে। কারণ কোন ভদ্রলোক এ পথে ঢুক্‌তে পারে না, অথচ একটা জায়গা দেখ্‌লাম, যেখানে জন আট দশ লোক বেশ বসে গল্প করতে পারে। কাজেই বুঝ্‌লাম যে, এই ব্যাপারটা হ'ল সবার চোখে একটা আজগুবি কিছু করবার জন্যে। তোমরা যেমন অসিতের কথায় বিশ্বাস করোনি, অন্যরাও তেমনি করেনি, অন্যরা করবেও না এই ভরসায়ই তারা এ পথ দিয়ে ক'দিন আনাগোনা করেছিল।—পথ খুঁজ্‌তে লাগ্‌লাম।—খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে যেখান দিয়ে এসে বাইরে পড়্‌লাম, সে বাড়ীটার উপর আমার নজর থাকা আরও আগের থেকেই উচিত ছিল। দেখ্‌লাম, সেই পাতালপুরের প্রবেশপথ হ'ল কালীবাড়ীর ভেতর দিয়ে। এখানকার লোকেরা সেই মন্দিরের নাম শুন্‌লে শিউরে উঠে, ভয়ে কাছে যায় না, কিন্তু যদি একবার ভেতরে যায়, তাহ'লে দেখ্‌তে পাবে, আগে জমিদারেরা কেন পূজা

করতো কালীমায়ের। বাড়ীটা একটা ভীষণ দুর্গ। চারদিক এমনভাবে তৈরী যে, কা'র সাধ্য বাইরে থেকে আক্রমণ করে ভেতরের লোকদের কাবু করে। কাজেই এখানে লুকিয়ে রাখলে বিশ্বসংসারে কেউ টের পাবে না।—মনে ভারী ভয় হ'ল যদি অসিতকে নিয়ে আসে? আর দু'দিকের পথ বন্ধ করে দেয় তবে উপায়?—তাই সেই পুরোণ বাড়ীর এক একখানা ক'রে ইঁট খুলে পড়তে লাগল, চোরের উপর বাটপাড়ির পথ ঠিক করে রাখলাম, খুব ছোট্ট এক পথ দিয়ে এসে একেবারে দিঘীর কালো জলে পড়তে পারা যায় তার পরে একটু সাঁতরে নিলেই হয়।—শুধু তা নয়—"

আমি বিস্ময়ে আবাক হয়ে ভাবছিলাম, বললাম, "শুধু তা নয়? আর আর কি করেছো;

"—না মাথা বলতে হয় হরিপদ বাবুর।—চিনতে পারছোনা? আমাদের সায়েন্সের টিউটার হরিপদ বাবু গো। তিনি সব শুনে আমায় এমনি একটা বুদ্ধি বাৎলে দিলেন…

হঠাৎ সে থেমে গেল, তার কি যেন মনে পড়ল, সে হঠাৎ যেন কান পেতে কি শুনতে লাগলো, আমি অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম।…হঠাৎ তার টেবিলের এক দিকে একটা ছোট্ট লাল আলো জ্বলে উঠলো। সে লাফিয়ে উঠে হাততালি দিয়ে উঠল, আমায় টেনে সেই আলোটার কাছে নিয়ে বলল, "দেখছিস?"

আমি একবার তার দিকে, আর একবার সেই জ্বলন্ত আলোটার দিকে দেখতে লাগলাম সে হঠাৎ চেয়ারে বসে টেবিলের উপরে টেলিগ্রাফের 'ডামি'তে * টরে টক্কা আরম্ভ করে দিল। পাগলের মত একটা কাগজ টেনে আমায় দিয়ে বলল "দেখ।"

'দুদিন পরে রাত সাড়ে বারোটায় জমিদার বাবু।—পাতালপুরে।'—বাঃ জিতা রহো অসিত,…অসিতকে আমার যে কি করতে ইচ্ছে করছে, এ খবর কে পাঠালে জানো?… অসিত, অসিত, আমাদের সেই বাচ্ছা অসিত।" বলে তার যে কি নাচ! আমি অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম।

এগারো

শেষ চক্র

দুই দিন পরে।

রাত বারোটায়, যখন সহায়ের সাথে বেড়িয়ে পড়লাম, তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে এমন একটা আজব কাহিনী শুনতে পাবো।

সারা রাস্তা, আঁধার ঘেরা, দু'দিকের ঝোপঝাড়গুলি যেন আজ জীবন্ত। আজ রাত্রে যেন নিঃশঙ্কমনে বসে তা'রা কা'কে পাহারা দিচ্ছে। মধ্যে মধ্যে গা শিউরে উঠে;

* টেলিগ্রাফ পাঠাবার জন্য এক রকম লোহার বা বোতলের যন্ত্র পাওয়া যায়।

একবার চায় আকাশের দিকে, আর একবার চায় সহায়ের মুখের দিকে, আর একবার চায়, হাতের ছোট লাঠিটার দিকে। এম্‌নি করে নির্ব্বাক হয়ে চল্‌তে চল্‌তে পথ কাটে।

আস্তে আস্তে, আমরা এসে কালীবাড়ীর কাছে দাঁড়ালাম। কেউ নেই। সহায় মনিবন্ধের হাত ঘড়িটার দিকে চেয়ে বল্‌ল, "তাইত সাড়ে বারোটার আর ত দু'মিনিট বাকী এখনও—

সঙ্গে সঙ্গে পেছনে একটা শব্দ হলো স্‌-স-স। চম্‌কে এক পা এগিয়ে গিয়েই ফিরে দাঁড়ালাম। পেছনের ঝোপ থেকে বেরুলেন হরিদাস বাবু, হাউস্ মাষ্টার আর জমিদার বাবু।

জমিদার বাবু, একটু হেসে বল্‌লেন, "তাইত হে সহায়রাম, তোমার নেমন্তনের বড় পাণ্ডাটিই যে দেখ্‌ছি, অনুপস্থিত।"

সহায়রাম বল্‌লো, "আজ্ঞে হাঁ, তাইত দেখছি, দারোগা বাবুর—

—কথা আর শেষ হলোনা, পাশের ঝোপের ভেতর থেকে দারোগা বাবু লাফিয়ে পড়্‌লেন, বল্‌লেন, "ভয় কি এই ত আমি আছি। কালীবাড়ীর চারদিকে পুলিশ পাহারা, আর মঠের দিঘীর পাড়ে পুলিশের থাকবার ব্যবস্থা করে আস্‌ছি।"

"বাঃ বেশ কাজের লোক আছেন দেখ্‌ছি। বেশ, সহায়রাম, তোমার সময় হলো?" শেষ কথাগুলি বল্‌বার সময় গলা তার একটু কেঁপে উঠ্‌ল।

সহায় পকেট থেকে টর্চ্চ ফেলে চল্‌তে চল্‌তে বল্‌লো, "আজ্ঞে হাঁ, আসুন।"

...চলেছি, খুব সাবধানে, পাছে একটু শব্দ হয়।

এম্‌নি ভাবে এলাম কালীমন্দিরের দেয়াল অবধি। সহায়, একটু সামনে এগিয়ে দেয়ালের গায়ের একটা ফোঁকর দেখিয়ে বল্‌ল, "এইখান দিয়ে আমাদের ঢুক্‌তে হবে। —চলুন।"

সবাই তা'র পেছ্‌ পেছন চল্‌লাম। ছোট্ট একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলাম, যখন উঠ্‌লাম, তখন, চার পাঁচটা টর্চ্চে বাড়ীটার চেহারা বোঝা গেল। উঃ কি ভীষণ মূর্ত্তি তা'র। সেই রাত্রের সেই ম্লান আলোতে বিধ্বস্তপ্রায় বাড়ী একটা বিরাট প্রেতের মত।...উঃ! সবাই, এক মুহূর্ত্ত চুপ করে দাড়িয়ে রইল।

সহায় বল্‌ল, "আসুন।"

একটা ঘরের মধ্য দিয়ে, সেই অন্ধকারে আমরা চল্‌লাম। কোথাও দেওয়াল খ'সে পড়েছে, কোথাও দরজা উই এ ধরেছে, কোথাও বা বদ্ধ বাতাসের বিশ্রী গন্ধ। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। কোন মতে আমরা চলি। এমনি করে ঘরের পরে ঘর আমরা পার হই।

হঠাৎ সহায় ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্‌ল, "চুপ"।

আমরা 'জমে' গেলাম। যে যেখানে ছিলাম, চুপ করে দাঁড়িয়ে গেলাম, সহায়ের আলো নিভে গেল। শুন্‌লাম পাশের ঘরে কথা হচ্ছে—

"না, আমরা আর দেরী করতে পারবো না, আজই সমন পাঠানো হোক। কিন্তু মুস্কিল হলো এই ছেলেটাকে নিয়ে, এ আমাদের কথা এত জেনেছে যে একে ছেড়ে দেওয়া চলে না।"

"তারত কিছু দরকার নেই। যদ্দিন না আমাদের কাজ হাঁসিল হয় তদ্দিন আমরা ওকে বন্দী করে রাখবো, তারপর, তারপর আর কি এক লাথি।—ব্যস।"

"তা হ'লে এই কথা রইলো, আজই রাত্রে ওর শোবার ঘরে ঢুকে—"

সহায় তার টর্চ্চ জ্বেলে সবাইকে ডেকে বললো, 'আসুন,' মুহূর্ত্তে আমরা পাশের ঘরে গিয়ে পড়লাম।

জমিদার বাবু কথাটা কেড়ে নিয়ে বললেন, "তার আর দরকার নেই, এই যে আমি আমি, তোমাদের সামনে, কি করবে কর।"

দেখলাম পাঁচজন লোক, বসে আছে। চারজন বাঙ্গালী কেবল একজন পশ্চিমা পেশোয়ারী বলে মনে হয়। একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে মাটিতে বসে আছে। আমাদের দেখে চমকে উঠল, একজনের মুখ থেকে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ বের হলো।

পরমুহূর্ত্তে পেশোয়ারী, উঠে এসে, জমিদার বাবুর বুকে একটা লাল ছোরা আঁকা কাগজ লাগিয়ে দিয়ে বলল, "যাক, আমাদের কাজ বেঁচে গেল কিছু। কিন্তু"...বলে একটা ইঁট তুলে নিল।

দারোগা বাবু বলে উঠলেন, "সব চুপ করে ব'স দেখি। এই হাত তোলো।" তার হাতে একটা ছোট্ট পিস্তল চমকে উঠল।

লোকটা বসে পড়ে বলল, "হা আল্লা।"

আমরা অবাক হয়ে সব দেখছিলাম। জমিদার বাবু এগিয়ে এসে বললেন, "হুসেন, আমাকে এ দেওয়া বৃথা। আজ আমার জীবনের সব কাহিনী বলবো বলেই আমি বেরিয়েছি, আর তোমার দল ধরা পড়ার জন্য দায়ী আমি নই, তোমারে উপর প্যাঁচ খাটাচ্ছে এই বাচ্ছা ছেলেরা। কাজেই চুপ করে বসে শোন, ভুল হলে বলে দিও।" তিনি পকেট থেকে একগাদা কাগজ নিয়ে, আমার দিকে দিয়ে বললেন, "রমেন, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অপরাধের কথা এতে লেখা আছে।—জোরে জোরে পড়।" তারপর আর একবার হুসেনের দিকে চেয়ে বললেন "তোমরা এর মধ্যে পালাবার চেষ্টা করো না, কারণ সে আশা করা বৃথা, এ বাড়ীর চারিদিকে পুলিশ।"

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

(খেলুড়ে)

ভাই যাত্রী,

শীতকাল এসে পড়লো। তোমাদেরও এগজামিন শেষ হবার সময় হলো। ট্রুপে নিশ্চয়ই ক্যাম্পে যাবার ধুম পড়ে গেছে। তাই কয়েকটা ক্যাম্পের খেলা দিচ্ছি।

শত্রু দমন—গোড়ায়ই দু'দল হয়ে যাও। একদল হ'লে 'লাগ্‌লাগ্‌পুরের' সৈন্য, আর একদল হ'লে 'কাট্‌কাট্‌পুরের' সৈন্য। কাটিয়েরা হবে লাগিয়েদের দ্বিগুণ। এখন ক্যাম্পের কাছাকাছি কোন একটা বাগান ঠিক করে দেওয়া হবে লাগিয়েদের। তাদের রাজ্য হবে সেটা। তারা, সেই রাজ্যে খবর পাঠাবার সুবিধার জন্য একটা টেলিগ্রাফের তার লাগাবে। (সাধারণ সেলাই করবার সুতা—তবে রংটা আগে থেকে বলে দিওনা যেন)। এই তারটা যাবে ঝোপের ভেতর দিয়ে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মাটি দিয়ে যত রকমে হয়,—লুকিয়ে। লাগ্‌লাগ্‌পুরের লোকেরা এটাকে পাহারা দেবে আর কাট্‌কাট্‌পুরের লোকেরা যাবে এই তারকে কেটে দিতে। কিন্তু লাগ্‌লাগ্‌পুরের কেউ যদি কাট্‌কাট্‌পুরের কাউকে তাদের এলাকার মধ্যে দেখ্‌তে পায় তা'লে সে 'মর' হবে। এমনি করে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যদি কোন কাটিয়ে মর না হয়ে 'তার' কাট্‌তে পারে তবে তারা জিত্‌বে, তা না হ'লে জিত্‌বে লাগিয়েরা।

খোঁজ দেখি—কোন কিছু একটা জিনিস লুকিয়ে রেখে তারপর তার খবর লিখে দিতে হবে, ছোট্ট এক একটা কাগজে;—প্রত্যেক পেট্রলের জন্য একটা। যারা সেই ধাঁধা আগে বের করে জিনিষ বার করতে পারবে, তা'রাই জিনিষটা পাবে। আমরা একবার একটা Scout Song লুকিয়ে রেখে এই রকম খবর দিয়েছিলাম W. P. W. B. t. S. S. সা রে গা মা, (Water Place—west of cmpass—Bel tree—Scout song book)।

চোর পুলিশ---অনেকগুলি কাগজ ছোট ছোট করে কেটে একটা টুপিতে রাখতে হবে। (যতজন ছেলে, ততখানা কাগজ) তার মধ্যে একটার মধ্যে লেখা থাকবে "পু" আর একটাতে থাকবে 'চো'। স্কাউট মাষ্টার বললে, সবাই একটা করে কাগজ টেনে নেবে ও নিজে সাবধানে পড়বে তা'তে কি লেখা আছে। এখন, সবাই উঠে একজায়গায় ঘুরতে থাকবে। চোর (যার কাগজে 'চো' আছে) এর মধ্যে একজনের পকেটে তার কাগজটা ঢুকিয়ে দেবে কিম্বা কেউ যদি বসে গল্প করতে থাকে তবে তার গায়ের উপর রেখে আসবে। ছেলেটী টের পাবার পর মনে মনে দশ গুণে চিৎকার করবে, "চোর চোর" তখন 'পুলিশ (যার কাগজে 'পু' আছে) এসে সবাইকে প্রশ্ন করে চোরকে বের করতে চেষ্টা করবে। চোর ছাড়া অন্যরা সব পুলিশকে সাহায্য করতে চেষ্টা করবে। কিন্তু চোর মিথ্যা কথা বলবে যদ্দূর সে পারে। পুলিশ যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ে চোরকে বের করে দিতে পারে তবে পয়েন্ট পাবে।

গোয়েন্দা কাহিনী

চিফ স্কাউটের নিজের কথা বলিবার সময় স্বপ্নেও ভাবি নাই যে যাত্রীর গ্রাহকদের যুদ্ধের সময়কার আরও কয়েকজন নামজাদা গোয়েন্দার কথা শোনাইতে পারিব।

ভদ্রলোকের মনে কি ছিল জানি না, কিন্তু তাহার জার্ম্মাণীর টিকিটে জার্ম্মাণ অবধি না গিয়া তিনি পারস্য উপসাগরে নামিয়া পড়িলেন।—ভারতবর্ষে জার্ম্মাণীর কৌন্সুলী ছিলেন তিনি, নাম কাল ওয়াসমাস্ (Carl Wassmuss) যুদ্ধ যেই লাগল, অমনি ভারত সরকার তাকে বোম্বাই নিয়া জার্ম্মাণীর একখানা টিকিট দিয়া জাহাজে চড়াইয়া দিলেন। ভদ্রলোক লক্ষ্মী ছেলেটির মত জাহাজে উঠিলেন বটে, কিন্তু জার্ম্মাণ অবধি আর গেলেন না, পারস্য সাগরের এক জায়গায় নামিয়া পড়িলেন।—সেই যে নামিলেন, আর সে ব্যাপারটা যে ইংরেজদের কেউ লক্ষ্য করিল না সেই হইতেই হইল সর্ব্বনাশের সুরু। ওয়াসমাস্ সোজা তেলের কলের আড্ডায় চলিয়া গেলেন, পারস্যের পোষাক পরিয়া, টুপি মাথায় দিয়া, সেই অদ্ভুত জুতা পায় দিয়া, পারস্য ভাষা বলিয়া একেবারে 'পারসীক' বনিয়া গেলেন।—তেলের কলের লোকদের টাকা পয়সা দিয়া নিজের দলে করিয়া ফেলিলেন।—তেল কল নষ্ট করিবার ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল

সব ঠিক হইয়াছে, ঠিক এমন সময়ে একদল ইংরেজ সৈন্য আসিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল। তাহাদের উপর হুকুম ছিল ওয়াসমাসকে পারস্যের বাহির করিয়া দিবার। কাজেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সকলে মিলিয়া রওয়ানা হইল। তিন দিনের দিন রাত্রে তাহারা আসিয়া এক বাড়ীতে আশ্রয় লইল। তাহাদের শুইবার জন্য ঘর দেওয়া হইল উপরে।

ওয়াস্‌মাস্‌ এ রাত্রেই হঠাৎ তাঁহার ঘোড়ার জন্য ভারী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন,—বলিলেন, তাঁহার ঘোড়ার নাকি দারুণ অসুখ হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে তাঁ'র গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসিতেই হইবে। বাধ্য হইয়া প্রহরীদেরও তাঁ'র সঙ্গে নীচে যাইতে হইল। এম্‌নিভাবে চারবার ওয়াস্‌মাস্‌ বিছানা ছাড়িয়া ঘোড়া দেখিতে নীচে আসিলেন, সৈন্যেরাও চার বার তাঁ'র সঙ্গে আসিল।

পঞ্চমবার যখন আসিল, তখন কিন্তু সৈন্যদের চক্ষু ঘুমে জড়াইয়া আসিয়াছে, বেচারারা তাঁহার সহিত সেবার আর গেল না।—এরপরে আর তাঁহাকে দেখিবার সৌভাগ্য তাহাদের আর হয় নাই।—ওয়াস্‌মাস্‌ নীচে গিয়া ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিলেন, ঘোড়াও পূর্ণবেগে ছুটিয়া চলিল। শুধু কি তাই, তাঁর যে সাত হাজার পাউণ্ড সৈন্যেরা আটকাইয়া রাখিয়াছিল, সেই টাকার থলেও সঙ্গে করিয়া লইতে ভুলিলেন না।

কয়েক দিনের মধ্যে কনষ্টাণ্টিনোপলের (Constantinople) জেনারেল লিমান ভন সণ্ডারস্‌ (General Liman von Sanders) এর সঙ্গে তাঁহার কথাবার্ত্তা চলিল। জেনারেল জার্ম্মাণীর একজন সেনাপতি। ইউরোপের পূর্ব্বদিক ও এসিয়ার পশ্চিম দিকটা তাঁহার এলাকার মধ্যে। কাজেই সণ্ডারস্‌ সাহেব অনেক সোনাদানা পাঠাইয়া দিলেন। ওয়াসমাস সেই টাকা দিয়া একে একে পারস্যের লোকদের হাত করিতে লাগিলেন।—একটা ছোটখাট সৈন্যদল গড়িয়া তুলিলেন। দক্ষিণ পারস্য যেন জার্ম্মাণীর জন্য যুদ্ধ করে, তাহারই বন্দোবস্ত চলিল, সেখানকার লোকদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তোলা, তাহাদের তেলের রসদ বন্ধ করিয়া দেওয়া, পারস্য উপসাগর দিয়া যত ইংরেজ জাহাজ যায়, তাহাদের খবর পাঠানো এই হইল এই সৈন্যদলের কাজ।

ওয়াস্‌মাস্‌ 'পারসীক' পোষাক পরিয়া, ফেজ মাথায় দিয়া নিজের ধর্ম্ম পর্য্যন্ত মুসলমান বলিয়া কাজ চালাইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সারা পারস্য তাঁর গল্পে ভরিয়া উঠিল। লোকটার যেমন সাহস, তেম্‌নি বুদ্ধি!—সমস্ত পারস্যময় তাঁহার চর ছড়াইয়া পড়িল।—পারস্য ও ভারতের মধ্যে যারা জাহাজ চালাইত, তারা বন্দরে নামিয়াই ছুটিত তাঁহার কাছে, কি দেখিয়াছে বলিতে, জেলেরা আসিয়া উপসাগরের ইংরেজ জাহাজের খবর দিত। মেসোপটেমিয়ায় যে সব অদ্ভুত ব্যপার ঘটাইয়া ইংরেজরা সবাইকে 'তাক' লাগাইয়া দিবে ভাবিয়াছিল, তাহার একটাও আর সত্যি সত্যি ঘটিল না। ওয়াস্‌মাস্‌ যেন ভূতের মত সব জানিয়া সেই হাজার হাজার মাইল দূরে অদ্ভুত উপায়ে খবর পাঠাইয়া দিতেন। এম্‌নি ছিল লোকটার শক্তি।

ইংরেজরা বুঝিতে পারিলেন, কাহার বুদ্ধির কাছে তাঁহাদের মাথা নোয়াইতে হইতেছে, কত চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই তাঁহার একজন চরও তাঁহার কথা বলিল না। নিরুপায় হইয়া ইংরেজেরা তাঁর জন্য তিরিশ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করিলেন, পারস্য উপসাগরে চারখানা যুদ্ধ জাহাজ মোতায়েন রহিল, তাঁহাকে ধরিবার জন্য আর

কম করিয়াও কয়েক হাজার সৈন্য তৈরী করিয়া রাখা হইল তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে, কিন্তু ওয়াস্‌মাস্‌ তেমন বান্দাই নন, এক বছরের মধ্যেই সমস্ত পারস্য তাঁহার হাতের মুঠোর মধ্যে আসিল।

কিন্তু সুদিন চিরকাল রহিল না। ইংরেজরা সর্ব্বত্র জিতিতে আরম্ভ করিল। টাকাও কমিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু ওয়াস্‌মাস্‌ ঘাবড়াইবার ছেলে নয়, তিনি নিজে কাগজের টাকা তৈরী করিয়া দিতে লাগিলেন, আর গম্ভীর ভাবে সবাইকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে জার্ম্মানরা যে কেবল ইংলণ্ড জয়ই করিয়াছে তাহা নয়, রাজাকে প্রকাশ্য স্থানে বধ পর্য্যন্ত করিয়াছে। কাজেই খুব ঘটা করিয়া কাগজের টাকাও ছড়াইলেন অনেক, আর আতসবাজী ও পোড়াইলেন বিস্তর।

এই ধাপ্পাও বেশী দিন খাটিলনা। তুর্কী ও জার্ম্মন সৈন্যের দুরবস্থার কথা বাজারে কে যেন ফাঁসিয়া দিল। আর যায় কোথায়? সবাই মিলিয়া ওয়াস্‌মাসের 'আরাম' এর বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইল। ওয়াস্‌মাস্‌ বীরের মত বাহির হইয়া অসিলেন। বলিলেন, তিনি সহরের বাহিরে তাহাদের সহিত দেখা করিবেন।

হাজারে হাজারে ক্রুদ্ধ পারসীকেরা টাকার জন্য ও প্রতিশোধ নেবার জন্য পাগলের মত হইয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে সহরের বাহিরে যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। ওয়াস্‌মাসের এবার আর পালাইবার উপায় ছিলনা। কয়েকজনে মিলিয়া তাঁহাকে পাহারা দিতে লাগিল। একঘণ্টা পরে সবাই দেখিল যে ওয়াসমাস্‌ আসিতেছেন। ধীরে আসিয়া তিনি সেই লোকেদের সামনে দাঁড়াইলেন।—সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল।

তিনি কহিলেন, "চুপ কর।"

এক মুহূর্ত্তে সকলে চুপ করিল। সবাই দেখিল চার্লি একা আসেন নাই, সঙ্গে আনিয়াছেন একটা বাঁশ, কতকগুলি তার, আরও কতকগুলি আজব রকমের যন্ত্রপাতি। গম্ভীর ভাবে তিনি বাঁশটী মাটিতে পুঁতিয়া তাহাতে তার লাগাইয়া মুখ একটা টেলিফোনের চোঙ্গা তুলিয়া লইলেন।

চীৎকার করিয়া কহিলেন "কনষ্টাণ্টিনোপল!"

সকলের চক্ষু ছানাবড়া হইয়া উঠিল।—এ আবার কি নতুন যাদু?

ওয়াস্‌মাস্‌ পারসীতে বলিয়া চলিলেন, "আমি স্বয়ং ভগবানের প্রতিনিধি খালিফার সহিত কথা বলতে চাই।" তাহার এক চক্ষু সেই হতভম্ব লোকেদের দিকে।—এ চালাকী খাটিবে কি?

লোকেরা হাঁ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। এ যে খালিফা নিজে বলিলেন। কহিলেন "আমায় কে চায়?"

আসলে ওয়াস্‌মাস্‌ই কিন্তু স্বর বদলাইয়া একটা লুকানো মাইক্রোফোনের মধ্য দিয়া বলিতেছিলেন। হতভম্ব জনতাকে শুনাইয়া শুনাইয়া ওয়াস্‌মাস্‌ সকল কথা জানাইলেন

তারপর তাহারা শুনিল খালিফার কথা। তিনি চটিয়া ওয়াস্‌মাসের শত্রুদের এমন সব শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন যে লোকেরা একেবারে 'চুপ' হইয়া গেল।

ওয়াস্‌মাস্‌ ও তাঁহার যন্ত্রপাতি গুটাইয়া বাড়ী আসিলেন, তারপর সেখানে হইতে একেবার জার্ম্মাণী, এখন যে তিনি কোথায় তাহা কেহই জানেনা।

পেট্রলের নাম

কাক

কাক দেখেনি এমন ছেলে বোধ হয় বাংলাদেশে কেউ নেই। প্রায় সতেরো সাড়ে সতেরো ইঞ্চি লম্বা, কুচকুচে কালো রং, কালো কালো ঠোঁট, ভাসা ভাসা চোখ, দেখ্‌বার সময় অদ্ভুত ঘাড় কাৎ করে দেখ্‌বার ভঙ্গী কেনা লক্ষ্য করেছে? তবু যদি কোন ছেলেকে বেশ ভাল করে জিজ্ঞেস করা যায়, তবে সে এই ছোট কাক সম্বন্ধেই অনেক কথা বল্‌তে পার্‌বে না। কাক পেট্রলের সবারই কিন্তু কাকের সম্বন্ধে জানা চাই।

সবার আগে রংয়ের কথাই ধরা যাক, বেশ যদি ভালো করে দেখ তা হ'লে দেখ্‌বে যে কাকের সত্যি সত্যি সব জায়গা কালো নয়। ঘাড়ের কাছে একটা ছোট্ট 'বকলসের' মত জায়গা আর পেটের দিকটা দেখ্‌বে ছাইয়ের মত রংয়ের। কাক কিন্তু কালো ছাড়াও হয়, শুনে হয়তো তোমরা অবাক হয়ে যাবে কিন্তু আমাদের ক'লকাতার আলীপুর চিড়িয়াখানায়ই নাকি প্রায় বছর বারো অবধি একটা সাদা কাক ছিল। তা ছাড়া, যারা, এসব বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, তা'রা বলেন যে রং চং-এ কাকও নাকি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। (তবে তা'রা ময়ূরপুচ্ছ লাগিয়েছিল কিনা সে খবর আমাদের জানা নাই।) এমনিতর অন্য রংয়ের পাখী হ'লে কিন্তু তা'র ভারী বিপদ হয়, কারণ আর আর কাকেরা তা'র পেছনে এমন করেই লাগে যে তা'র আর না পালিয়ে উপায় থাকে না।

কাকের ঠোঁট দেখেছো? উপরের ঠোঁটটা তলাটার থেকে একটু বড়, আর বাঁকানো ও ছুঁচ্‌লো। কেন বল্‌তে পার? আমাদের দাঁত আছে, আমরা, চিবিয়ে খেতে পারি। পাখীর তা নেই, কাজেই তাদের ঠোঁটে এমন একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হয় যাতে করে তারা খাবার ছিঁড়ে খেতে পারে, সে জন্যই, কাকের ঠোঁটের ঐ বাহারটুকু। কাক পা দিয়ে খাবার চেপে ধ'রে ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।

পায়ের দিকে দেখ, ছোট ছোট পা, চারটে করে আঙ্গুল, তাই লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। কোকিলের বেলা বলেছিলাম যে রং দেখেই মাদী মদ্দা চেনা যায় এদের তেমন কোন রকম বিশেষত্ব নেই। এম্‌নি দেখে পাখীটা মদ্দা বা মাদী বলা বড় শক্ত তবে যদি

অনেকগুলি পাখী একসঙ্গে দেখা যায় তবে তার মধ্যে যে গুলির মাথাগুলি বড় সেগুলিই সাধারণত মদ্দা হয়ে থাকে।

কাক উড়্তে দেখেছো নিশ্চয়ই। বেশ চমৎকার দুখানি পাখা দু'দিকে ছড়িয়ে পড়ে, আর লেজটা পাখার মত খুলে যায়। ঐ লেজের পাখা দিয়ে ক কেরা ভেসে থাকে আর হাওয়ার উপব ভর করে পাখা চালিয়ে চালিয়ে এগিয়ে যায়।—কাককে কেবল ঐ এক সময়েই মাত্র সুন্দর দেখায়।

কাকের ডাকের কথা জিজ্ঞেস কর্‌লে তোমরা হয়তো হেসে ফেল্‌বে, এ আবার কেনা জানে, -কিন্তু ভোরবেলা যখন খাবারের লোভে কাকেরা ডেকে ডেকে দলের লোক জড় ক'রে তখন একবার ঠিক তা'র মত নকল কর্‌তে গিয়ে দেখো যে ডাকটি শুধু একটী 'কা' ই নয়। বেশ গম্ভীর ডাকটী, বিশেষ করে যখন আনমনে মুরুব্বিয়ানা চালে ডাকে। এই ডাকটা নাকি কতকটা 'ঘর' এর মত শোনায়, ঠিক যে কা'র মত শোনায় তা বোঝবার জন্য আমি চেষ্টা করেছি কিন্তু আয়ত্ত কর্‌তে পারিনি। যা হোক, ঘরের' একটু ইতিহাস আছে, সেটুকু এখানেই বলে নি'। প্রকাশ, মুসলমান ধর্ম্মের প্রচারক মহম্মদ যখন মক্কা থেকে পালাচ্ছিলেন, তখন নাকি তিনি এক গুহার মধ্যে নিয়ে লুকিয়ে বসেছিলেন, এখন একটা কাক তা দেখ্‌তে পায়। কাক চালাক ছেলে, যেই শত্রুরা এলো, সে বুঝলো যে তারা মহম্মদকেই চায়, সে গম্ভীর ভাবে বসে বল্‌তে লাগ্‌ল 'ঘর''ঘর' (গুহার ভিতর দেখ)। শত্রুরা অত চালাক নয়, কাকের কথা বুঝতে না পেরে চলে গেল, তখন মহম্মদ বেরিয়ে এসে কাককে শাপ দিলেন যে তাদের চিরকাল 'ঘর' 'ঘর' বলতে হবে। সেই থেকে 'সোমালী আরবেরা' কাক পেলেই ধরে মেরে ফেলে, আর তাদের 'পিত্তকোষ' (Gall bladder) দিয়ে চোখের 'সুরমা' তৈরী করে।—যা হোক, তোমরা চেষ্টা করে দেখো, নেহাৎ না পার্‌লে 'কা' 'কা', করেই ডাকবে।

কাকদের বাড়ীর কথা বলা যাক। অন্য অন্য পাখীরা যে সব জায়গায় যায়না, সেই সব নির্জ্জন জায়গায় হলো কাকের বাসা। বেশ মস্ত বড়, আর দূর থেকে বেশ চোখে পড়ে। গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালে তারা বাসা করে, যাতে ক'রে অন্য কেউ এসে তাদের ডিম না নিতে পারে। কাক সাধারণতঃ মে থেকে জুলাইর মধ্যে বাসা তৈরী করে। বাসাটা খুব বেশী শক্ত নয়, এম্‌নি একটার সঙ্গে আর একটা ডালপাতা, ঘাস লাগিয়ে কোন রকম একটা বাড়ী গোছ কিছু করা। যে জিনিষ দিয়েই বাড়ী তৈরী করুক না কেন, প্রথমে কাঠামোটা এরা কাঠিরই করে। পরে তার ভেতর দিকে নরম জিনিষ এনে লাগিয়ে দেয়। তার মধ্যে ঘাস, পাতা, নরম ছাল, থেকে আরম্ভ করে গরু ঘোড়ার রোম অবধি সব জিনিষই আছে। কাকের ছোট ছোট ডিমগুলি, এক একটা এক এক রকম হয়, একই বাসা থেকে পাঁচ ছয়টা ডিম পেড়ে আন্‌লে ও বিশ্বাস করা কঠিন যে তা'র সবগুলিই সত্যি সত্যি কাকের ডিম। কাকেরা ডিম পাহারা দেয় ভারী হুঁসিয়ার হয়ে, সে রকম অবস্থায় তারা মানুষকে ও আঘাত

করতে ভয় পায়না। কাকেরা নিজের নিজের স্ত্রী পুত্র পরিবারের উপর ভালোবাসার জন্ত বিখ্যাত। তোমরা হয় তো অনেকেই বাচ্চাকে কেমন খাইয়ে দেয় তা দেখেছো। আমি এক মাদি কাককে মদ্দা কাকের মাথা চুলকে দিতে দেখেছি।—সে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে। মদ্দাটা মাদীটার মুখের কাছে মাথাটা এগিয়ে দেয়, আর মাদীটা ঠোঁট দিয়ে তা চুলকে দেয়। তা ছাড়াও কাকেদের মধ্যে একতার অভাব নেই। একটা কাককে ধরলে রাজ্যিশুদ্ধু কাক এসে উপস্থিত হয়। প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা কাকেরা 'ক্যাম্পফায়ারে' জড় হয়। সেখানে খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা হয়ে গেলে তারা যার যার বাড়ী যায়।

কাকের বুদ্ধির কথা আর বিশেষ করে কিছু বলবো না, কারণ লোকে কথায়ই বলে মানুষের মধ্যে নাকি নাপিত, পশুর মধ্যে নাকি শেয়াল ও পক্ষীর মধ্যে নাকি কাকই ধূর্ত্ত বেশী।—এদের বুদ্ধিমত্তার গল্প ঢের দেওয়া যায়।

এতক্ষণ যে কাকের কথা বলছিলাম এ হলো পাঁতিকাক। আর এক রকম বড় কালো কাক দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তাদের নাম দেওয়া হয়েছে দাঁড়কাক। কলকাতায় দাঁড়কাক বড় দেখা যায় না। পাঁতিকাকেরা যেমন মানুষের সঙ্গেই বেশী থাকে, দাঁড়কাকেরা তেম্‌নি একলা, একলা থাকতেই বেশী ভালবাসে, কাজেই মফঃস্বলে ও পাহাড়ে জায়গায়ই বেশীর ভাগ দাঁড়কাক পাওয়া যায়।

কাক না খায় এমন জিনিষ নেই। লোকের খাবারও যেমন চুরি করে খায়, তেম্‌নি ভাগাড়ের পঁচা জিনিষ খেয়েও উপকারটা আমাদের নেহাৎ কম করে না।

ফাউল চুরী

(শ্রীখোকন গুপ্ত)

দিনের শেষ হতে আর বাকী নেই। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে; আমি আমার বিক্ষুব্ধ মনটাকে কিছুতেই শান্ত করতে পারছিলুম না।

কারণটা বলেই ফেলি—

অমল আজ আমায় "নেহাৎ ভীতু" বলে চলে গেল! সে ও তার কয়েকজন ছেলে আজ রাত্রে হরি রায়ের বাড়ীর মোটা গিনিফাউলটা চুরী করে আনবে। আমায় ও ওদের সঙ্গে যোগ দিতে বলেছিল কিন্তু কোন কারণে যাইনি। তাই আমার এই অপমান। মফঃস্বলের ছেলেকে "নেহাৎ ভীতু' বলে যাওয়া বড় সোজা কথা নয়। মনে আমার ভয়ানক লেগেছিল। তা ছাড়া ওরা চুরী করে কৃতিত্ব দেখাবে আর আমি ওদের দলের একজন হয়েও "নেহাৎ ভীতু" অপবাদটা ঘাড়ে করে বেড়াবো সেটাও সহ্য হচ্ছিল না। কেনই বা আমি যেতে পাচ্ছিলুম্ না তাও বলি। আজ রাত্রে আবার কথা ছিল যাত্রা দেখ্‌তে যাওয়ার, যাত্রাটা ফেলে চুরী করতে যাওয়া সেটাও আবার কেমন যেন লাগ্‌ছিল।

যাত্রা! না বাপু! পুরুষগুলো মেয়ে সেজে ন্যাকামি করবে ও দেখতে পর্ব্বনা!

চুরী ! যদি ধরা পড়ি ! না, না, চুরী টুরী হবে না, পার্ব্বনা ! কেমন যেন মন সরছে না হরি রায়ের বাড়ী চুরী করতে। যাকৃগে যাত্রাই দেখবো !

নাঃ যাত্রা শোনে ফাজিল লোকে। আমরা ওসব কি শুনব !

চল্লাম অমলের বাড়ী। গিয়ে দেখি ও বেড়িয়ে গেছে। কৃতার্থ হয়ে গেলাম আর কি ! বাড়ী ফিরে এলুম ফের, ভাবলুম ওরা ত সাড়ে দশটার সময় হরি রায়ের বাড়ীর পাশে আমবাগানে জমায়েৎ হবে। তাহলেই হলো ; যাবো এখন খানিকটা যাত্রা শুনে।

কিঞ্চিৎ গলাধঃকরণ করে যাত্রা শুন্‌তে গেলুম। যাত্রা আরম্ভ হ'ল। কতকগুলো বারো তেরো বছরের ছেলে এসে নেচে নেচে গেয়ে গেল

পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে ! ইত্যাদি ইত্যাদি। যাত্রা শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে গেলাম

'অম্বা ফুল তুলতে তুলতে শাল্যবানকে দেখে পাগল হয়ে গেলেন। তাঁকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবেন না। সব কতরকম কথা হতে লাগল। হঠাৎ অম্বা সাজি ফেলে পালিয়ে গেলেন "বুঝি কে বা আসে।"

এবার শ্রীকৃষ্ণ আসবেন—টানাটানি—হুড়ো হুড়ি। লোকেরা গরু টেনে টেনে আনতে লাগ্‌লো। হুইস্‌ল এর পর হুইস্‌ল্—

হঠাৎ আমার সামনের ভদ্রলোক ঘড়ি দেখতে লাগ্‌লেন। আমার সব কথা মনে পড়ে গেল ; জিজ্ঞেস করে জানলুম দশটা বেজে চল্লিশ মিনিট। এবার যাই—আবার ভাবলাম এমন সুন্দর মুক্তো দিয়ে সাজান গরুগুলো দেখেই যাইনা। "নেহাৎ ভীতু"—নাঃ ভীতু কিছুতেই হব না—'সরুন ত মশাই' 'সরুন ত মশাই' বলে চোখ কান বুজে কোন রকমে ত বেরিয়ে পড়লাম, বেরিয়ে এসে সোজা চল্লাম হরিরায়ের বাড়ীর দিকে। মনের ভিতর বিষম দ্বন্দ্ব চলছিল গিয়ে যদি ওদের দেখতে না পাই ওরা যদি ভিতরে ঢুকে গিয়ে থাকে তবে···

যাক্ ! রায়ের বাড়ীর কাছাকাছি গেছি।—চারিদিক চেয়ে দেখ্‌লাম্ কই কেউ ত নেই। আরও খানিকটা এগিয়ে গেলাম কারা যেন কথা কইছে না ! কারা যেন আসছে ! দেখতে পেলাম যে আমাদের দলেরই পাঁচ জন ধুরন্ধর এতক্ষণে আসছেন্। মাথায় একটু দুষ্ট বুদ্ধি ঢুকলো। তাড়াতাড়ি এক অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে পড়্‌লাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার ! ধরা পড়ে গেলাম। অমল অরুণকে বল্‌ল —"দেখ্‌ত কে যেন আমাদের কাজকর্ম্ম লুকিয়ে লুকিয়ে দেখচে। তিন জন ধুরন্ধর আস্তিন গুটিয়ে 'যুদ্ধং দেহি' ভাব নিয়ে ত এগিয়ে এল। আমি তাড়াতাড়ি রুমালটা দিয়ে আমার অর্দ্ধেক মুখ ঢেকে ফেল্লাম আর গগ্‌ল্‌স্‌টা (guggles) চট্ করে চোখে পরে নিলাম। ধুরন্ধররা ত আমায় চিনতে পাল্ল না। অগত্যা অমলের কাছে ধরে নিয়ে গেল।—একালের ছেলে অতএব তুখোড়। অমল আমার হাতটা খপ করে ধরে বল্ল—"কিহে খোকা, যার টার খাবার ইচ্ছে না থাকে ত কেটে পড়।" আমিও নাছোড়বান্দা—আমি আস্তিন গুটিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালাম—ভয়ানক হাসি পেতে লাগল, অতি কষ্টে চেপে রইলাম। সমর তাড়াতাড়ি আমার রুমাল ও চশমাটা খুলে নিয়ে বল্ল দেখি বীরপুরুষের মুখখানা। আমি আর হাসি চাপতে পার্‌লাম না ; হো হো করে হেসে উঠলাম। অমল বল্ল—ও হরি ! আমরা ত তোকে দেখে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। যাক্ বেশ ভাল কাজ করেছিস্ এসে। তার পর আমার পিঠে বেশ করে এক চাপড় মেরে বল্ল—সাবাস এই তো বীর পুরুষের মত কাজ ! আনন্দ হলো আমার মনে। যাক্ একটা বীরপুরুষের মত কাজ করেছি ! তারপরই পরামর্শ হতে লাগ্‌ল কি রকম করে

চুরী করা হবে। ঠিক হলো বাড়ীর ভেতর ঢোকা হবে পাচীল টপ্‌কে। অতবড় পাচীল কি করে টপকান হবে তাই ভাবতে লাগলাম। অমল বল্ল—সবাই চেষ্টা করে দেখনা একবার। প্রথম টার্ণ পড়ল সমরের। সমর চোখ কান বুজে দিল এক লাফ, অল্পের জন্য সে পাচীলের মাথাটা ধর্‌তে পারল না—পড়ে গেল নীচে। বল্ল আর একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। সে আবার এক লাফ দিল। কিন্তু এবারও তাই......

এবার অরুণের পালা। অরুণ আগেই বল্ল—বাবা! ওসব আমার দ্বারা হবে টবে না। অমল তখন সঞ্জীবকে বল্ল। ও একেবারেই বল্ল—"সে আমি ঠিক পারব। কি কর্‌তে হবে বল।" অমল বল্ল—"লাফিয়ে পড়বি কোথায় জানিস্! একেবারে পড়বি ওদের খেলার মাঠে। সাবধান! সাম্‌নেই কিন্তু একটা ছোট ফোয়ারা আছে, তার ভিতর পড়িস্ না যেন। তারপর সেই ফোয়ারার পাশেই দেখবি একটা রাস্তা গেছে। তারপর সেই রাস্তা ধরে গিয়ে দেখবি একটা ছোট পাকা ঘর। তিনটে দরজা আছে তার। সব দরজাগুলো শেকল দেওয়া আছে। একটাতেও দেখবি তালা দেওয়া নেই। যেটার নীচের দিকে শেকল সেই দরজাটা খুলবি। খুলে টর্চ্চটা তখন জালাবি। জালিয়ে দেখবি সামনে একটা জাল দেওয়া জানালা। জান্‌লাটা খুল্‌বার আগে দরজাটা একদম বন্ধ করে নিবি তারপর জানালাটা খুলে আমাদের দেখতে পাবি। তখন যা বলব তাই করবি। এখন যা, পালা! বুঝ্‌লি?" তারপর একটা সাজি সঞ্জীবের হাতে দিয়ে বলল—"এই নে সাজি। ফাউলটাকে এর ভিতর পুরবি।" সঞ্জীব সাজিটা নিয়ে কাপড় এঁটে লাফ দেবার জন্য প্রস্তুত হল আর পরমুহূর্ত্তেই একেবারে পাঁচীলের উপর—বাব্বাঃ! আর জন্মে বানর ছিল নিশ্চয়ই। তারপর চারিদিকে তাকিয়ে দেখে পাঁচীলের ওপাশে লাফিয়ে পড়ল। অমল বল্ল—পাচীলের ধার দিয়ে আমবাগানে চল্। আমরা তার পেছু নিলাম। খানিকটা গিয়ে সে একটা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। আমরাও দাঁড়ালাম। চারদিকে আমগাছ আর বাগানের পরেই সামিয়ানা খাটিয়ে যাত্রা হচ্ছে। সব শোনা যাচ্ছিল—অমল উদ্‌গ্রীব হয়ে জানালার দিকে তাকিয়েছিল—আর আমরা সেই থমথমে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে যাত্রার গান শুন্‌তে পেলুম—কারা যেন ঘুঙুর পায়ে দিয়ে খুব নাচ্‌ছে :—

——————মোরা নেশাতে ভরপুর,
কর সবে মাতামাতি　　　ভরে ওগো সারারাতি——

*　　*　　*　　*

খুট্ করে একটা শব্দ হল। গান শোনা ছেড়ে জান্‌লার দিকে চাইলুম। দেখি হাত, কপাল, ছড়ে গেছে, রক্ত পড়ছে, জানলায় দাঁড়িয়ে আমাদের সঞ্জীবচন্দ্র। অমল বল্ল—কিরে এত দেরী হল কেন? সঞ্জীব হাঁপাতে হাঁপাতে বল্ল ওরা এতক্ষণে যাত্রা থেকে ফিরল। আসতে পার্‌ছিলুম না সেজন্য। অমল বল্ল—তা হাত, কপাল কাটলি কি করে? সঞ্জীব বল্ল—কুলগাছে লেগে—ও কিছু হবে না। তারপর এখন কি করব বল। অমল জিজ্ঞাসা করল—জানালার পাশের দরজাটা খোলা আছে? সঞ্জীব ভাল করে দেখে বল্ল—হ্যাঁ। অমল বল্ল—ব্যস্ কেল্লা ফতে। এখন শোন্—দরজাটা খুলেই দেখবি সাম্‌নে একটা তাক, সেই তাকের উপর বসে আছে গিনি ফাউল্‌টা। গলাটি চেপে ধরে সাজির ভিতর পুরবি। প্রকাণ্ড বড়—আছড়া আছড়ি কর্‌লে ছেড়ে দিস্‌না যেন। সঞ্জীব অমলের কথা শেষ হতেই জানালার কাছ থেকে সরে গেল।—

মিনিট আষ্টেক পরে সঞ্জীব ফিরে এল। সাজির ভেতর আমাদের বহু আকাঙ্খিত জিনিষটা

খড়্‌কড়্‌ করছে। আনন্দে প্রাণ নেচে উঠ্‌ল। অমল বল্ল—কিরে পেয়েছিস্‌? সঞ্জীব বল্ল—কি যে বলিস্‌, পাবোনা আবার। ৭।৮টা ডিমও এনেছি। অমল আনন্দে বলে উঠল—ঠিক আছে, যাক্‌ এখন বেরিয়ে আয় খিড়্‌কীর দরজা দিয়ে।

মিনিট খানেক বাদেই সঞ্জীব বেড়িয়ে এল।—ভয়ানক ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্ল, 'বোধ হ'ল ওরা জানতে পেরেছে। পালা, পালা, বলেই ছুট দিল। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম ভোজপুরী দারোয়ানটা চীৎকার করছে। ভাগ গিয়া হো চোট্টা আদমী সব। কে বা শোনে। হরিরায়ের বাড়ীর ত্রিসীমানা ছেড়ে লম্বা।—প্রথম ভয়ের বেগটা কমলে পর অমল বল্ল—কি করে জানতে পারল রে? সঞ্জীব বল্ল, খিড়কীর দোর দিয়ে আসাতেই না যত কাণ্ড। একেবারে দারোয়ান মহারাজের সামনে।—সবাই আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে বলে উঠলাম অভীষ্ট জিনিষটা ফেলে আসিস্‌ নিত?" সঞ্জীব বল্ল পাগল না কি? ফেলে আসব হ্যাঃ। বলে ও সাজিটা অমলের হাতে দিয়ে দিল। সঞ্জীব পকেট পরিষ্কার করতে লাগল কারণ তার পকেটটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল গোটা দুয়েক ডিম ফেটে। আমরা তখন গিনি ফাইল দেখতে ব্যস্ত। অমল সাজির মুখটা একটুখানি খুলতেই একটা মস্ত বেড়াল সাজির ভেতর থেকে লাফিয়ে পড়ে হরিরায়ের বাড়ীর দিকে ছুট্‌ দিল

* *

অমল আমাদের দিকে চেয়ে একটু বিষাদের হাসি হাসল। তার পর বলতে আরম্ভ করল—

ওর আর দোষ কি? আমার নিজেরই যাওয়া উচিৎ ছিল। ওঘরে বোধ হয় একটা বেড়াল ঢুকেছিল মুরগী খেতে। অন্ধকারে ও দেখতে পায়নি। তাকের উপর বেড়ালটা বসে ছিল আর ও তাই নিয়ে এসেছে।

* * * *

আমরা হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলাম। তবু আমার মনটা যেন কেমন করে উঠল যাত্রার জন্য যাত্রাটা মাঠে মারা গেল।—ধর্ম্মের কল নাকি বাতাসে নড়ে।

কাবেদের বই

চাকার মত একটা বীর হ'তে তোমাদের ইচ্ছা করেনা ? বাচ্ছা ছেলে হয়েও সে বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে শত্রু মেরে, শিকার করে, জীবন ধারণ করে যখন বাড়ী ফির্‌ল, তখন তা'র বুকটা কি গর্ব্বে ফুলে উঠে নাই ! তোমরাও যদি এমনি এক সাহসের কাজ করে তুল্‌তে পারো, তবে তোমাদেরও কি গর্ব্বে বুক ফুলে উঠ্‌বে না ? এর আগের বার তোমরা যেমন জুলু যোদ্ধা হয়ে গিয়েছিলে, তেম্‌নিতর কি সত্যি সত্যি যোদ্ধা হ'তে তোমাদের ইচ্ছা করে না ? তোমরা বল্‌বে যে এই চমৎকার দালান কোঠায় থেকে কি করে আবার জুলু হবো, কি করে সে আনন্দ পাবো ? কিন্তু তোমরা হয়তো জাননা যে সভ্য মানুষদের মধ্যেও ঐ রকম একদল চমৎকার লোক এককালে ছিলেন, বিলেতে তাদের 'নাইট' বল্‌ত'। তাঁরা ছিলেন সব কাজের উপযুক্ত ; যে কাজই দাওনা কেন, সে কাজই তাঁ'রা কর্‌তে পারতেন। —শুধু কি তাই ? তাঁরা রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন, দেখ্‌তেন পরের উপকার করতে পারা যায় কিনা, আর সুযোগ পেলেই পরের উপকার কর্‌তেন, সে জন্য পয়সা নিতেন না। আমাদের দেশের রাজপুতরাও ছিলেন তেম্‌নি। তাঁদের 'বীর' বলা হতো সেজন্যই। তাঁদের মনটা বড় ভাল ছিল, পরের উপকারের জন্য তাঁরা নিজের সর্ব্বস্ব ঢেলে দিতেন। একবার একজন সম্রাট আর একজন রাজার খুব সুন্দর এক মেয়েকে জোর করে নেবার চেষ্টা কর্‌ছিলেন, তাই দেখে, তক্ষুনি কয়েকজন রাজপুত তা'র বিপক্ষে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে উদ্ধার কর্‌লেন। তাঁ'রা কক্ষণো অন্যায় হ'তে দিতেন না। যা সত্যি নয়, তা ক'রে তাঁদের হাত থেকে সহজে কেউ রক্ষা পেতনা। এই রাজপুতদের কিম্বা নাইটদের শিক্ষাও ঐ জুলুদের মতই হতো। তাঁদেরও তিন দল লোক ছিল, একদল বাচ্ছা, তারা বড়দের জিনিষপত্র ব'য়ে নিয়ে যেত, একদল অনুচর তারা যুদ্ধে যোদ্ধাদের সাহায্য কর্‌তো, আর একদল ছিলেন যোদ্ধা, যারা

সত্যি সত্যি যুদ্ধ বিগ্রহ চালাতেন। আজকাল বিলাতেও নাইটরা নেই, আমাদের রাজপুতদেরও সে সব শিক্ষা দীক্ষা নেই। আমরা তাই, তাদের মত দল আবার গড়ে তুলতে চেষ্টা করছি ; তাদেরই নাম হচ্ছে স্কাউট দল। এদের তিনটে দল, নেকড়ে বাঘের বাচ্ছা (উল্ফ্ কাব—wolf cub) স্কাউট আর রোভার্স। তোমাদের মত ছোট ছোট ছেলেরা সব নেকড়ে বাঘের বাচ্ছার দলে।—তোমরা ও আসবে নাকি ? সব এসো, আমরা আজ থেকে নেক্ড়ে বাঘ হয়ে যাই। বাঃ কি মজা, এসো সবাই মিলে বনের পশুর জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া যাক্—

সাম্‌নে এসে দাঁড়ায় হেন শক্তি আছে কার ?
একেবারে ঘাড়টি ভেঙ্গে রক্ত শুষি তার !
ছোট বড় পার ক'রেছি—হাজারে হাজার :
জোর যার, মুল্লুক তার, এই নীতি সার।
কা'কেও না ডরি মোরা মনুষত' কোন ছার,
সারা জগৎ কেঁপে উঠে ছাড়িলে হুঙ্কার !
হো—য়া হো—য়া হো—য়া।

আকেলাদের কাছে।

তা হ'লে দেখা যাক, আকেলা হ'তে হ'লে কি কি বিশেষ সুবিধা থাকা দরকার। ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে মিশ্‌তে, খেল্‌তে সবাই পারে না, কারণ কারও কাছে, ছোট ছোট ছেলেদের খেলাধূলা ভারী ছেলেমী মনে হয়, তাঁরা সেই খেলাধূলার পেছনে যে কতখানি আনন্দ, কতখানি সুখ, উপভোগ করবার মত কতখানি জিনিষ আছে, তা বুঝতে পাবেন না। ছেলেমীকে গোড়াতেই ভালবাসতে পারা চাই। ছোট ছেলেদের মনের মত একজন সঙ্গী হওয়া চাই। ঠিক কেমন ভাবে চল্‌লে পরে যে ছেলেদের ভাল লাগ্‌বে, কি কি জিনিষ ছেলেদের ভাল লাগে, এসব জান্‌তে হ'লে গোড়ায় চাই পড়া, পরে চাই নিজের চিন্তা ও পর্য্যবেক্ষণ। বইয়ে যা পড়্‌বেন, তা আপনার চারপাশের ছেলেদের নিয়ে মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করে দেখ্‌বেন যে কথাগুলি সত্যি সত্যি আপনার বেলাও খাটে কিনা। তা ছাড়া, যা শেখাবেন, সে বিষয়টা আপনার বেশ ভালো রকম জানা থাকা চাই। কাজেই গোড়ায় দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক আকেলারই ব্যয় করবার মত যথেষ্ট সময় থাকা দরকার। আমি জানি, আজকালও এমন সব আকেলা আছেন, যাঁর কম করে পাঁচ সাতটা কাজ করতে হয়, কাজে কাজেই তাঁদের প্যাকে কাজ মোটেই এগোয় না। মনে রাখবেন, অবসর সময়ে এই একটী মাত্র কাজই আপনি কর্‌তে পার্‌বেন। আর সেই অবসর সময় বেশ খানিকটা থাকা চাই। তা ছাড়া, আপনার প্যাকের মিটিং থাক্‌বে, কাজেই সপ্তাহে একটা কি দু'টা বিকেল বেলা অন্য কোন কাজের জন্য পাবেন না। অবসর সময়েও নিজের পড়া ছাড়া অন্য কাজও আছে। মিটিং-এর প্রোগ্রাম কর্‌তে হবে, রেজিষ্টারী, প্যাকের ইতিহাস, টাকা পয়সার হিসাব, চিঠিপত্র লেখা, কাবেদের বাপমায়ের সঙ্গে দেখা করা ইত্যাদি কাজগুলিও আপনার সেই অবসর সময়েই কর্‌তে হবে। তারপর মিটিংএর মাঠ ও জিনিষপত্র রাখবার ও বাদলা দিনের মিটিং-এর জন্য একটা ঘর জোগাড় কর্‌তে হবে। আমাদের সমিতির আইন

অনুসারে কাবমাষ্টার হ'তে হলে এ সুবিধাটা থাকা দরকার।—তারপর আসে টাকার কথা। অবশ্য ছেলেরা কিছু কিছু চাঁদা হয়তো দেবে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে নিজের পকেট থেকে দু'এক টাকা খরচা কর্‌তে ভয় পেলে চল্‌বে না।

সবার শেষে, দরকার হলো, স্বার্থত্যাগ্‌। আকেলা হ'লে, বড়লোকদের সঙ্গে মিশ্‌তে পারবো, চাকরীর সুবিধা হতে পারে, কিম্বা স্কাউটিং নিলে পরে মাইনে বাড়বে কিম্বা অন্য কোনরকম সুবিধা হবে, ভেবে যেন কেউ আকেলা হতে যাবেননা, তা হ'লে প্যাক বেশী দিন বাঁচাতে পারবেন না। কারণ যতদিন আপনার উদ্দেশ্য পূরণ না হবে, ততদিন বেশ ভালভাবে কাজ চালালেও অভীষ্ট সিদ্ধির পরে আর কাজ কর্‌বার ইচ্ছে থাক্‌বে না, কারণ যার জন্য করা তাত' হ'লই।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যাঁরা আকেলা হবেন, তাদের প্রত্যেকেরই নিজেকে এই এই প্রশ্নগুলি করা দরকার।

১। আমার সময় আছে কিনা।

২। উদ্যম (Energy) আছে কিনা।

৩। পড়বার, ও চিন্তা কর্‌বার চেষ্টা আছে কি না।

৪। শিখ্‌বার ইচ্ছা ও সত্ত্ব আছে কি না।

৫। বড় ভাইয়ের মত ছেলেদের ভালোবাসতে পারবো কি না।

৬। ছেলেদের আনন্দ ছেলেদের মত উপভোগ করবার শক্তি আছে কি না।

৭। একটা মাঠ ও একটা ঘর জোগাড় কর্‌তে পারবো কি না।

৮। এই কাবিং নেওয়ার মধ্যে আমার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ আছে কি না।

নিজে এই প্রশ্নগুলি করে যদি আপনি সন্তুষ্ট হ'তে পারেন, তবে আকেলা হবার জন্য আবেদন কর্‌বেন। মনে রাখ্‌বেন, আপনার উপর অনেকগুলি ছেলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তবে অবশ্য এ কথাটাও সত্যি যে একটু চেষ্টা করলে সবগুলিতেই হাঁ বলবার মত শক্তি সঞ্চয় কর্‌তে পারা যায়।

[আসছে

এ্যাক্‌সিডেণ্ট

(আকেলা)

সাধারণ দুর্ঘটনা

চোখে কিছু পড়লে ছেলেটিকে ধরে রাখ্‌বে, যাতে করে সে চোখ না রগ্‌ড়ায়; তা হ'লেই বিপদ হবে। খুব ছোট ছেলে, যাদের বল্‌লে পরে তারা কিছুই বোঝে না, দরকার হ'লে তাদের হাত বেঁধে দিতে হবে।—অনেক সময় রুমাল মুখের বাতাসে গরম করে চোখে লাগালে জ্বালা কমে। কিম্বা খুব জোরে জল ছিটিয়ে দিলেও পোকা বেরিয়ে যায়, তা' না হ'লে সব্বার আগেই রুমালের কোণ পাকিয়ে (বা কাপড়ের

খুঁট পাকিয়ে, অথবা যদি উটের লোমের ছোট্ট ব্রাস পাও তা নিয়ে তৈরী থাকতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে নীচের পাতা ধরে টেনে ভেতরে দেখতে হবে (ছেলেটীকে চোখ ঘোরাতে বল্‌বে।)—বিশেষ করে কোণগুলি। যদি কিছু দেখতে পাও, তবে ঐ পাকান রুমালের কোণ দিয়ে টেনে বাইরে নিয়ে আস্‌বে। উপরের পাতার তলায় গিয়ে যদি কিছু ঢোকে, তাহ'লে উপরের পাতাটা একটু টেনে তার তলায় নীচের পাতাটা ঢুকিয়ে দিতে হবে, তাহ'লে নীচের পাতায় লেগে, চোখের ভেতরের সব বেরিয়ে আস্‌বে।...মধ্যে মধ্যে, যে চোখ ভাল আছে, সে চোখটা বেশ করে রগড়ালে পর অন্য চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে ধুয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। সেজন্য চোখে একটু তেল দিয়ে দিতে পার্‌লেও ভাল হয়। এতেও যদি চোখ থেকে ময়লা না বেরিয়ে পড়ে, তাহ'লে রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। **যখন কোন ডাক্তার না পাওয়া যাবে,** তখন,—

(ক) রোগীকে আলোর সাম্‌নে বসাও, ও তার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার বুকের উপর রোগীর মাথা রাখ।

(খ) তারপর একটা দেশ্‌লাইয়ের কাঠি বা একটা উলের কাঁটা নিয়ে উপরের পাতার আধ ইঞ্চি উপরে রাখ; যদ্দূর সম্ভব ভেতরে চেপে বসাতে পার ততই সুবিধে (তাব'লে অবশ্য চোখে ব্যথা দিওনা যেন) তারপর খুব আস্তে উপরের পাতা ধরে রোগীর সাম্‌নে একটু টেনে দেশালাইয়ের কাঠির উপর দিয়ে তোমার দিকে টান, তাহ'লে দেখ্‌বে উপরের পাতাটা উল্‌টে গেছে, চোখের ভেতরটা বেশ দেখা যাচ্ছে, তারপর বের করে ফেল্‌তে কোনই কষ্ট নেই।

কিন্তু যদি দেখ যে চোখের তারার উপর গিয়ে জিনিষটা পড়েছে, তাহ'লে বের কর্‌তে যেয়োনা: নীচের পাতাটা টেনে ধরে চোখের ভেতরে এক ফোঁটা জল্‌পাইয়ের তেল বা ক্যাষ্টর অয়েল দিয়ে একটু তুলো তার উপর চাপা দিয়ে দাও, তারপর এমনভাবে একটা ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বেঁধে দাও, যাতে চোখ না নড়্‌তে পারে। তারপর তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও।

চোখ যদি বেশ ফুলে উঠে, তা হ'লে তা'তে কুম্‌কুমে গরম জল দিতে হবে।

অনেক সময় চোখের ময়লা আনবার জন্য কাগজের একটা চিম্‌টে তৈরী কর্‌তে হবে।—এরকমভাবে তৈরী করতে হয়। একটা কাগজ নিয়ে দু' ভাগে ভাঁজ করে ফেল, তারপর একটা ধারাল ছুরী দিয়ে প্রায় ৩০° কোণ করে কেটে ফেল, এবারে কোণটাকে জলে একটু ভিজিয়ে নরম করে নাও। এবারে রোগীর চোখের 'ডিমের' (Eyeball) উপর ময়লার উপর এমনভাবে লাগাও, যাতে কাগজের ভাঁজের মধ্যে পড়ে ময়লাটা কাগজের সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে।

নাক দিয়ে রক্ত পড়্‌লে—খুব সামান্য রক্ত পড়্‌লে অবশ্য বিশেষ কিছুই করবার দরকার করে না। নাক দিয়ে খানিকটা জল টেনে নিলেই হয়। কিন্তু খুব

বেশী রক্ত পড়্‌তে থাক্‌লে রোগীকে, বেশ খোলা জায়গায় (খোলা জান্‌লার কাছে হলেও হয়) বসাও। মাথা একটু পেছন দিকে হেলিয়ে দিতে হবে, হাতদুটো উপরের দিকে করে দিতে হবে। কাপড় চোপড়, বিশেষ করে গলার কাছের সব কাপড় আলগা করে দিতে হবে। তারপর নাকের উপর ও গলার পেছনে ঠাণ্ডা জলের ন্যাক্‌ড়া ভিজিয়ে দিতে হবে, সুবিধে হ'লে পা দু'খানা গরম জলে ডুবিয়ে রাখবে। রোগীকে মুখ খুলে রাখতে বল, যাতে করে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কাজটা আর নাককে না করতে হয়।

সময়ে সময়ে খানিকটা কাগজ, উপরের ঠোঁট ও মাড়ির মধ্যে গুঁজে দিলেও উপকার দেখা যায়। কিম্বা খুব পাতলা কাপড়ে খানিকটা বরফ গুঁড়ো করে, নাকের ছ্যাঁদার মধ্যে খুব আস্তে আস্তে ঢুকিয়ে দাও। এতেও যদি না কমে তাহ'লে খানিকটা তুলো নিয়ে খুব সাবধানে নাকের ছ্যাঁদার মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দাও।

সর্দ্দিগর্ম্মি—খুব বেশী রোদ্দুরে ঘুর্‌লে কিম্বা আগুনের কাছে বেশীক্ষণ থাকলে সর্দ্দিগর্ম্মি হয়।

মুখ চোখ লাল হয়ে উঠে, শিরা দেখ্‌লে দেখ্‌বে, যেমন চল্‌ছে তাড়াতাড়ি, তেম্‌নি চল্‌ছে জোরে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, গা বমি বমি করা, মুর্চ্ছা যাওয়া বা তেষ্টাও পায়। গায়ের চামড়া ধর্‌লে মনে হয় জ্বলে যাচ্ছে। শরীরের তাপ প্রায় ১১০° বলে মনে হয়। মধ্যে মধ্যে গভীর শ্বাস নেওয়া ও অজ্ঞান হয়ে পড়াও দেখা যেতে পারে।

সর্দ্দিগর্ম্মিতে মগজ থেকে সমস্ত শিরদাঁড়াটা আক্রান্ত হয়। কাজেই খুব সাবধানে প্রতিবিধান করা দরকার।

রোগী যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে তবে—

১। প্রথমে রোগীকে চিৎ করে শুইয়ে দিতে হবে, মাথাটাকে একদিকে কাৎ করে দিতে হবে। (তার আগে ছাওয়া জায়গায় নিয়ে যেতে হবে।)

(ক) চোখ মুখ লাল হয়ে থাকলে ঘাড় ও মাথা তুলে ধর্‌তে হবে।

(খ) চোখ মুখ যদি ফ্যাকাশে হ'য়ে পড়ে তবে ঘাড় মাথা নীচু করে দিয়ে পা উপর দিকে তুলে দিবে।

২। তারপর গলার, বুকের ও কোমরের কাপড় সব খুলে দাও

৩। যাতে করে রোগী খুব বেশী বাতাস পায় তার ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। ঘরের মধ্যে হ'লে দোর জানালা সব খুলে দাও, বাইরে হ'লে ভীড় যদ্দূর পার দূরে সরিয়ে দাও, (কাছাকাছি কোনও খারাপ গ্যাস থাক্‌লে দূরে নিয়ে যাও)।

৪। যদি কোন জায়গা দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে, সে রক্ত থামাও।

৫। যত তাড়াতাড়ি পার ডাক্তার আন্‌তে পাঠাও।

৬। খুব্ করে হাওয়া কর।

৭। মুখে থার্ম্মোমিটার দিয়ে দেখ্‌তে থাক, আর যতক্ষণ না তাপ ১০২° পর্য্যন্ত

নামে, কিম্বা সর্দ্দিগর্ম্মির লক্ষণগুলি না কমে ততক্ষণ মাথায়, পিঠে, গলায় জল দিতে থাক।

তারপর তা'কে একটা আধা অন্ধকার ঘরে নিয়ে রাখ। আবার যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তবে আবার জল দিতে থাক।

জ্ঞান হবার কিছুক্ষণ পরে মিছরীর পাতলা সরবৎ লেবুর রস দিয়ে খাইয়ে দিতে হবে। কিম্বা আম পোড়ার সরবৎ সামান্য চিনি দিয়ে খাওয়ালেও উপকার দেখা যায়।

দুঃখী

(শ্রীভবতোষ সান্যাল)

(১)

এক জমিদার—নাম তার রঘুপতি বাবু। দোর্দ্দণ্ড তাঁর প্রতাপ। তাঁর নামে 'বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত। গরীব প্রজারা তাঁকে বাঘের মত ভয় করতো। জমিদার রঘুপতি বাবু ভয়ানক নিষ্ঠুর লোক ছিলেন। তাঁর উৎপাতে গরীব প্রজারা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠত। কত লোককে সামান্য কয়টি টাকা না দিতে পারায় ঘর-ছাড়া হ'তে হ'ত। এদিকে যখন এইরকম অবস্থা তখন ওদিকে হয়ত জমিদার বাড়ীতে কলিকাতা থেকে যাত্রা আর থিয়েটারের পার্টি আসছে আর যাচ্ছে। জমিদার রঘুপতি বাবু এই সব নিয়েই মত্ত।

(২)

আর এক জমিদার। তাঁর নাম রাজদেও বাবু। তিনি যেমন ধার্ম্মিক তেমনি দয়ালু। তাঁরই উদ্যোগে সেই গ্রামে একটি স্কাউট ট্রুপ আরম্ভ হয়েছে। তিনি তার স্কাউটমাষ্টার। সকল সময়েই তিনি উপকার করবার জন্য লোক খুঁজে বেড়ান। গরীব প্রজারা বিপদে পড়লেই তাঁর কাছে দৌড়ে আসে।

দীনু বুড়ো নদীর ধারে তার ছোট একটা কুঁড়ে ঘরে থাকে। তার একটা ছেলে ছাড়া আর

কেউ নাই। দীনু এখন বুড়ো হ'য়ে প'ড়েছে। তাই সে হেঁটে অতদূরের হাঁটে যেতে পারেনা। তার ছোট ছেলেটাই বাগানের তরি তরকারীগুলো নিয়ে জমিদার রঘুপতি বাবুর হাঁটে যায়। ছোট ছেলে বেচারি সেই দুই মাইল দূরের হাঁটে পেটের জন্য রোজই যায়। সেদিনও সে প্রতিদিনকার মত হাঁটে গেছে। সঙ্গে তার একছড়া পাকা কলা। পথের কষ্টে সে ক্লান্ত হয়ে ঝিমুচ্ছিল! হঠাৎ কিসের একটা গর্জ্জনে সে সচেতন হয়ে উঠ্‌ল। দেখ্‌লে সাম্‌নে জমিদার রঘুপতি বাবুর এক চাকর। চাকরটি তার কাছ থেকে পাকা কলার ছড়াটার দাম জিজ্ঞাসা ক'র্‌ল। দীনুর ছেলে উত্তর দিল, ছয় পয়সা। চাকরটি গর্জ্জন করে উঠল, "চার পয়সার এক পয়সাও বেশী পাবিনে বেটা"। দীনুর ছেলে নির্ভীক। সে ভয়ানক রেগে উঠ্‌ল। কি! সব তাতেই জমিদারি জুলুম নাকি! সে কিছুতেই চার পয়সায় কলা দিল না। জমিদারের চাকরটি ভয়ানক রেগে কলাগুলি পদাঘাতে চারিদিকে ছড়িয়ে দিল। যাবার সময় শাসিয়ে দিয়ে গেল "যদি তোকে জুতোপেটা না করতে পারি তা হলে ...।" মুহূর্ত্তের মধ্যে হাঁটে হুলুস্থূল পড়ে গেল। এই খবর দীনু বুড়োর কানে পৌঁছিতে বেশী দেরী হ'লনা। দীনু বুড়ো খবর শুনেই যথাসম্ভব জোরে হাঁটে দৌড়ালো। হাঁটে গিয়ে দেখে একজায়গায় বেশ একটু ভীড় হয়েছে। সেখানে সে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌঁছাল। চেয়ে দেখ্‌ল ভীড়ের মাঝখানে জমিদার রঘুপতি বাবু দাঁড়িয়ে। তিনি দীনুর ছেলেটিকে শাসন করছেন। দীনুর ছেলে ক্ষীণ স্বরে কি একটা কথা বল্‌তেই তার পিঠে প্রচণ্ড বেগে জমিদার বাবুর জুতা জোড়া পড়্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে সে অজ্ঞান হয়ে পড়্‌ল। দীনু বুড়ো "বাবা আমার" বলে যেতেই তার পিঠেও একজোড়া জুতা পড়্‌ল। সে উঃ বলেই ছেলের বুকে লুটিয়ে পড়্‌ল। জমিদার রঘুপতি বাবু জমিদারী চালে চলে গেলেন। এদিকে চারিদিকের লোকেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। জমিদারের ওপর ত কিছু বলা চলে না। হঠাৎ তীব্র হুইসিল্ বেজে উঠল। সকলে চেয়ে দেখ্‌লে জমিদার রাজদেও বাবু ব্যস্ত ভাবে হাটে আসছেন্। তাঁর পেছনে এক দল স্কাউট। রাজদেও বাবু স্কাউটদের সাহায্যে দীনুবুড়ো আর তার ছেলেটিকে ওঠালেন। বাইরে মোটর অপেক্ষা করছিল। রাজদেও বাবুর আদেশে সকলে দীনু বুড়ো আর তার ছেলেটিকে নিয়ে মোটরে উঠ্‌ল। মোটর দ্রুতবেগে রাজদেও বাবুর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হল। রাজদেও বাবু ও স্কাউটদের অক্লান্ত শুশ্রূষায় সে যাত্রা দীনু আর দীনুর ছেলে বেঁচে উঠ্‌ল। এদিকে রাজদেও বাবু আর অন্যান্য স্কাউটরা দীনু আর ভগবানের নিকট থেকে শত শত ধন্যবাদ পেয়ে নতুন উদ্যমে অন্যের উপকারে লেগে গেল।

সাইকেলে আউটিং

যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রবল কার্য্য প্রবৃত্তি ও পরোপকার প্রবৃত্তি।

স্কাউটদিগের এই গুণগুলি বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। এইজন্য স্কাউটদিগের যদি একটী সাইক্লিষ্টস্ ক্লাব থাকে, তাহা হইলে তাহারা সহজে অনেক কার্য্য সাধন করিতে পারে।

কলিকাতায় এইরূপ একটি সঙ্ঘ আছে। তাহার নাম "স্কাউট সাইক্লিষ্টস ক্লাব" ইহার মূলে দুই তিনটী উৎসাহশীল যুবক আছেন, তাঁহারা শিক্ষা, আনন্দ ও পরোপকার জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছেন। আমরা যে শিক্ষা স্কুল কলেজে পাই, তাহা সর্ব্বাঙ্গীন নহে। তাহাতে প্রকৃত মানুষ গড়া যায় না। তাহার উপর আরও অনেক শিক্ষা আবশ্যক। শিক্ষার্থ দেশ ভ্রমণ তাহার একটী অঙ্গ। "স্কাউট সাইক্লিষ্টস ক্লাব" ইহা করিতেছেন। ইহার মেম্বরগণ বহুবিধ ছোটখাট ভ্রমণ ব্যতীত পাঁচটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ সম্পাদন করিয়াছেন। যথা—

১। কলিকাতা—নলহাটী। কলিকাতা হইতে দূরত্ব ১৪৫ মাইল (পদব্রজে)

২। ,, ভাগলপুর। ,, ,, ২৮৪ মাইল সাইকেলে (গড়ের জঙ্গল ও দুম্‌কা হইয়া)

৩। ,, হুড্রোফলস—গিরিডি, হাজারিবাগ প্রভৃতি হইয়া ৪০৬ মাইল।

৪। ,, কাশ্মীর—গয়া, বুদ্ধগয়া, বেনারস, এলাহাবাদ, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী, অমৃতসহর, লাহোর, রাওলপিণ্ডী, মারী প্রভৃতি হইয়া +২০০০ মাইল।

৫। শান্তি নিকেতন—কলিকাতা হইতে দূরত্ব ১২০ মাইল

মিঃ পুং টাক মিং ও ক্লাবের তিন সভ্য (বোলপুরে তোলা)

শান্তিনিকেতনে যাত্রার সময়ে ইহাঁরা সাইকেলে ভূ-প্রদক্ষিণকারী মিঃ পুং টাক মিংকেও সঙ্গে লইয়া যান। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ইহাঁদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেন। পরিশেষে কবিসম্রাট ইহাঁদিগকে তাঁহার সহিত চিত্র গ্রহণের অনুমতি দান করিয়া ধন্য করেন।

এই ভ্রমণ হইতে যে কিরূপ শিক্ষালাভ হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বিপদ আপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিবার শক্তি, অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি, পুরাকালের স্থাপত্য নিদর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি দর্শন ও তাহার উদ্ধার সাধন, শারীরিক ও মানসিক বলের পরিচয় প্রদান, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সম্পাদন, বিভিন্ন জলবায়ু সহ্যশক্তি, কর্ম্মঠ হওয়া ইত্যাদি নানা বিষয়ে শিক্ষা ও আনন্দ লাভ হয়।

উপরোক্ত পাঁচটী ভ্রমণ কয়েকটী মাত্র স্কাউট একত্রে সম্পাদন করেন এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে সম্যক বুঝিতে পারেন যে, ইহাতে কি মহৎ উপকার সাধিত হয় এবং যাহাতে প্রত্যেক স্কাউটই এই উপকার প্রাপ্ত হইতে পারেন তজ্জন্য কয়েকজনে মিলিয়া "স্কাউট সাইক্লিষ্টস্ ক্লাব" স্থাপন করেন। কলিকাতার স্কাউট নেতাগণের এবং দেশহিতপ্রাণ ব্যক্তিগণের এই ক্লাব স্থাপনা সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য এবং উৎসাহ ইঁহারা লাভ করেন। বহুসংখ্যক স্কাউট লইয়া কিরূপ কার্য্য করা যায় তাহার পরীক্ষার্থ ইঁহারা কলিকাতার বীডনষ্ট্রীট হইতে শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেনস্ পর্য্যন্ত একটা শিক্ষা ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন। ২০শে সেপ্টেম্বর রবিবার ২১নং বীডনষ্ট্রীট স্কাউট হেডকোয়ার্টারস হইতে স্কাউটার ও স্কাউট, প্রায় সত্তর জন একত্রে, সকাল ৭-৩০ মিনিটের সময় বাহির হইয়া কলিকাতার ও হাওড়ার বিভিন্ন রাস্তা অতিক্রম করিয়া প্রায় ৮-৩০ মিনিটের সময় বোটানিকেলগার্ডেনে উপস্থিত হন। কলিকাতা নগরীর বক্ষের উপর দিয়া একত্রে শ্রেণীবদ্ধভাবে এতগুলি সাইকেলের গমন এই প্রথম। পথিপার্শ্বের নরনারীর দৃষ্টি এই সকল সাইক্লিষ্টদিগের উপর বিস্ময়ের সহিত পতিত হয়। সত্যই সেইদিনকার দৃশ্য এক অভূতপূর্ব্ব হইয়াছিল। কিঞ্চিত জলযোগাদির পর স্কাউটগণকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং অনেক স্কাউটমাষ্টার তাহাদিগের নিজ নিজ ট্রুপের স্কাউটগণকে লইয়া বিবিধ বৃক্ষতলতার বিষয় নানা প্রকার আবশ্যকীয় কথা বুঝাইয়া দেন।

স্কাউটদিগের একটী "এডভান্স পার্টি" পূর্ব্বেই ঐ বাগানে গিয়াছিলেন এবং রান্নার ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আহারের পূর্ব্বে স্নানার্থী স্কাউটগণকে বিভিন্ন স্কাউটদের তত্ত্বাবধানে গঙ্গায় স্নান করিতে দেওয়া হয় এবং তৎপরে উন্মুক্ত স্থানে বৃক্ষতলে বসিয়া উদ্যান ভোজন হয়। ইহাতে যে কি তৃপ্তিলাভ হয় বলা যায়না। মুক্ত জীবনের যে কি আনন্দ তাহা সকলেই অনুভব করেন। আহারাদির পর বিশ্রাম এবং সঙ্গীত আবৃত্তি এবং স্কাউটইয়েলের ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন স্কাউটদিগের মধ্যে অবাধে আলাপ হয় এবং সকলে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইবার সুযোগ পান এবং অনেকের নিকট হইতে অনেক নূতন জিনিষ শিক্ষালাভ করেন এবং এইরূপ ভ্রমণের কার্য্যকারিতা অনুভব করেন। বসুমহাশয় (প্রভিন্সিয়াল সেক্রেটারী) স্বয়ং উপস্থিত হইয়া যাত্রার ব্যবস্থা করেন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্কাউট এসোসিয়ানের কার্য্য সমাপনান্তে প্রায় ২ টার সময় আরও দুই চারিজন স্কাউট ও স্কাউটার লইয়া বাগানে উপস্থিত হয়েন এবং সমস্ত কার্য্য পরিদর্শন

করিয়া আনন্দজ্ঞাপন করেন। বড়ই দুঃখের বিষয় ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার ডি, এন, বসু মহাশয় অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এই ভ্রমণের সার্থকতার মূলে ইঁহাদের অশেষ উৎসাহ এবং শুভেচ্ছা নিহিত আছে।

এই সকলের পর নানাস্থানে নানাভাবে আলোকচিত্র গৃহীত হয়। খেলাধূলা এবং অন্যান্য নানা বিষয়ের বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল কিন্তু স্কাউটদিগের উৎসাহ এবং তাহাদিগকে নিজেদের অভিপ্রায় অনুযায়ী বাগানে ভ্রমণাদি করিতে দিলে তাহাদিগের সজীবতা যে কত বাড়ে এই সকল লক্ষ্য করিয়া তাহাদের নিজেদের মধ্যেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গৃহের আবদ্ধ আবহাওয়ায় রাখিয়া বালকদিগের অমূল্য জীবন—অশেষ উৎসাহ যে আমরা কিরূপে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আলোক চিত্রাদির গ্রহণের পর বসু মহাশয় অনেক নীতিগর্ভ কথা বলেন এবং এই ক্লাবের নিয়মাদি উপস্থিত সকলকেই বুঝাইয়া দেন। এই ভ্রমণে রাজসাহী হইতেও স্কাউট আসিয়া যোগ দেন। হেডকোয়ার্টারে ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয় এবং সেখানে ফিরিয়া যথারীতি "ধন ধান্যে পুষ্পেভরা" ? জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া দিনের কার্য্যশেষ করা হয়! স্কাউটেরা ইহাতে এত আনন্দলাভ করে যে তাহারা এইরূপ দ্বিতীয় ভ্রমনের জন্যে উন্মুখ হইয়া আছে। বাস্তবিক এইরূপ আশাতিরিক্ত সাফল্যলাভ হইবে তাহা কেহ পূর্ব্বে ভাবিতেও পারে নাই।

আপাততঃ শুধু বঙ্গদেশের স্কাউটদিগের মধ্যেই এই ক্লাবের কার্য্য সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে এবং আশা করা যায় বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলার স্কাউটরা নিজ নিজ এলাকায় এই সাইক্লিষ্টস ক্লাবের এক একটী শাখাকেন্দ্র স্থাপন করিবেন। এই ক্লাবের উদ্দেশ্য ও নিয়ম কানুনের এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিশয়ের জন্য সেক্রেটারী স্কাউট সাইক্লিষ্টস ক্লাব অফ্ বেঙ্গল, ৫নং গবর্ণমেণ্টপ্লেস কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঁচ পয়সার ডাক টিকিট পাঠাইয়া পত্র লিখিলেই পাওয়া যাইবে।

স্কাউটমাষ্টার—
সতীশচন্দ্র মোদক।

— —·— —

জ্যাক্‌সন শীল্ড

বাংলাদেশের স্কাউটদের জন্যে আস্‌ছে বছরে কলিকাতায় একটা মস্তবড় প্রতিযোগীতা হবে। রায় বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা বাহাদুর একটি শীল্ড দিয়েছেন। সেটা স্যার ষ্টানলী জ্যাকসনের নামে হবে। প্রতিযোগীতাটিকে দু'ভাগে ভাগ করা হবে, ফার্ষ্ট এড্ আর স্পোর্ট'স্। ১৯৩২ সালে ৪টা ও ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখ এই প্রতিযোগীতার দিন ধার্য্য করা হয়েছে। তার নিয়মগুলি নীচে দেওয়া হল,—

ফার্ষ্ট এড্—প্রত্যেক টুপ থেকে একটি করে স্কোয়াড্ (Squad—চারিজন স্কাউট) নামতে পারবে।

থিওরিটিক্যাল্ ও প্র্যাকটিক্যাল দু'রকমই পরীক্ষা হবে। আর প্র্যাকটিক্যালের ভিতর থাকবে,—এ্যাকসিডেন্ট হলে কি কর্‌তে হয় আর রুগীকে কি করে ষ্ট্রেচারে (Improvised Stretcher) করে নিয়ে যেতে হয়। সবশুদ্ধ ২০০ নম্বর থাকবে।

(এ্যাম্বুলান্সমান ব্যাজের যে সব নিয়ম সেইগুলি নির্দ্ধারিত করা হয়েছে।)

স্পোর্টস—নিম্নের পাঁচ রকম খেলার প্রতিযোগীতা হবে,—

(১)। স্কাউটস্ পেস, (Scouts Pace)—১২ মিনিটে প্রথম কুড়ি পা হেঁটে, দ্বিতীয় কুড়ি পা দৌড়ে এই রকম করে এক মাইল যেতে হবে। কত'খানি যেতে হবে তা গোড়াতে বলে দেওয়া হবে না। প্রতেক টুপ থেকে ৬জন স্কাউট নামতে পারবে। কিন্তু তাদের দলটিকে সব সময় এক সঙ্গে রাখতে হবে আর শেষ করবার সময় তারা যেন কাছাকাছি 'ইণ্ডিয়েন ফাইলে' থাকে দেখ্‌তে হবে।

প্রথম—২০, দ্বিতীয়—১৫, তৃতীয়—১০

২। নটিং রীলে (knotting Relay)—প্রত্যেক টুপ থেকে ৫জন স্কাউট খেলবে। ১নং ছেলেদের পায়ের কাছে গেরো বাঁধবার দড়ি থাকবে। সে সেটা ২নং এর কাছে দৌড়ে নিয়ে যাবে। ২নং ছেলেদের সামনেও একটা করে দড়ি থাকবে। তারা এই দু'টো দড়িতে রীফ্ নট্ বেঁধে ৩নং দের দৌড়ে গিয়ে দেবে। ৩নং রা সেটা নিয়ে গিয়ে ৪নং দের হতে ,ক্লোভ্ হিচ্' বেঁধে দেবে। ৪নং রা

দৌড়ে গিয়ে তাদের হাতেবাঁধা দড়ি দিয়ে ৫নং দের কোমরে বোলীন্ বেঁধে দু'জন একসঙ্গে হাতে হাত দিয়ে দৌড়ে নির্দ্দিষ্ট লাইন পর্য্যন্ত যাবে।

প্রথম—২০, দ্বিতীয়—১৫, তৃতীয়—১০

৩। চ্যারিয়ট্ রেস্ (Chariot race)—প্রত্যেক ট্রূপ থেকে ৬ জন করে স্কাউট থাকবে। দু'জন ছেলে সাম্‌নে দাঁড়াবে, দু'জন ছেলে ঠিক তাদের পিছনে থাক্‌বে, আর একজন তাদের পিছনে দাঁড়াবে। ৬নং ছেলে মধ্যিখানের দু'জনকার দু' কাঁধে পা দিয়ে দাঁড়াবে। তার দু'হাতে দু'টা লাঠি থাকবে, সে দু'টা প্রথম দু'জন ছেলে ধরে থাকবে। ৩০ গজ পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরে আস্‌তে হবে। দৌড়বার সময় যদি এটি একবার ভেঙ্গে যায়, তাহ'লে সে দলটি আর দৌড়তে পারবে না। আর যে কাঁধের উপর থাক্‌বে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কাঁধের উপর হাঁটু গেড়ে বসতে পারবে না।

প্রথম—২০, দ্বিতীয়—১৫, তৃতীয়—১০

৪। কম্বাইণ্ড্ পোল জাম্প্ (Combined Pole Jump)—প্রত্যেক ট্রূপ থেকে ৬ জন করে স্কাউট থাকবে। একটা নির্দ্দিষ্ট লাইনের এক ধার থেকে ১নং ছেলে একটা লাঠির (৫ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা) সাহায্যে লাফ দিবে। লাঠিটা কিন্তু লাইনের এ পারেও ফেল্‌তে পারবে। সে যে পর্য্যন্ত লাফিয়েছে, সেখান থেকে ২নং ছেলে ঐ রকমে লাঠি দিয়ে লাফাবে, তারপর ৪নং ৫নং ও ৬নং লাফাবে। এই রকম করে সবশুদ্ধ ৬ জন কতখানি লাফিয়েছে, সেইটা দেখা হবে।

প্রথম—২০, দ্বিতীয়—১৫, তৃতীয়—১০

৫। স্কিন দি স্নেক (Skin the Snake)—প্রত্যেক ট্রূপ থেকে ৬ জন করে স্কাউট খেলবে। সার দিয়ে একজন আর একজনের পিছনে পা ফাঁক করে দাঁড়াবে। পরস্পরে ডান হাত বাড়িয়ে পায়ের ফাঁকের ভেতর দিয়ে পিছনের ছেলের বাঁ হাত ধরবে। "যাও" বলার সঙ্গে সঙ্গে শেষের ছেলেটি শুয়ে পড়বে আর বাকি ছেলেরা পিছন হেঁটে পরস্পরের হাত ঐরকম করে ধরে চলে আসবে।

এই প্রতিযোগিতায় কোন স্কাউটার বা ইন্‌স্ট্রাক্টার যোগ দিতে পারবে না। আর যে সব স্কাউট নাম্‌বে, তাদের বয়স ফেব্রুয়ারী মাসে প্রতিযোগিতার দিন ১৮ বৎসরের বেশী যেন না হয়। আর তারা যেন অন্ততঃ ৬ মাস স্কাউট হয়েছে এ রকম হয়।

"ফার্ষ্ট এড" আর "স্পোর্টের" দরুণ একই ছেলেদের যে নামতে হবে তার বাঁধাবাঁধি নেই। প্রত্যেক লোকাল এসোসিয়েশনের সব ট্রূপগুলি থেকে যদি বেছে ভাল দলটি পাঠান হয়, তাহ'লে প্রতিযোগিতার খুব সুবিধা হয়।

Camp Fire Yell.

চল্ চল্ চল্	} ৩ বার	বজ্র পড়ে	(Leader)
বোঝা নিয়ে চল্	} কোরাস্।	ঠাস্ ঠাস্	(কোরাস্)
		উঃ উ উ	(কোরাস্)
দেয় ডাকে	(Leader)		
কড়্ কড়্	(কোরাস)		
মেঘ আস্‌ছে	(Leader)		
ঘড়্ ঘড়্	(কোরাস্)		

K. B. Abdur Rashid
(Dacca)

Crow—
2nd Bengal Training Troop.

৮ম বর্ষ]　　　　মাঘ—১৩৩৮　　　　[৮ম সংখ্যা
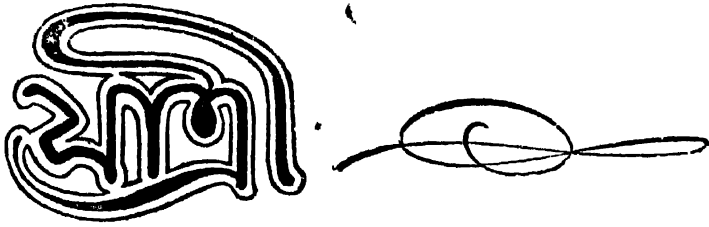
মডেল একাডেমি গ্রুপ

— সম্পাদক —

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, বি, এ, (ক্যাণ্টাব), ব্যারিষ্টার-এট্-ল

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা　　　　সডাক　বার্ষিক মূল্য—২৲ টাকা.

[illegible] প্রেস নর্থ। ফোন—কলিকাতা ৪৭৪৯

সূচী

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠ
১। রূপ	...	(কবিতা—কুমার নৃপেন্দ্র দেব রায়)		২২৫
২। বাহাদুর	...	(ননীগোপাল মজুমদার)	...	২২৬
৩। খেলাধূলা	...	...	...	২৩০
৪। ঝির্ ঝির্ ঝর্	...	(শ্রীজ্যোতির্ম্ময় সেন গুপ্ত)	...	২৩১
৫। কাবেদের বই	...	('কটিক')	...	২৩২
৬। ঋণ	...	(শ্রীঅভয়তোষ সান্যাল)	...	২৩৫
৭। এ্যাক্সিডেন্ট	...	(আকেলা)	...	২৩৬
৮। ডিউটি	...	(এস্, জোহা)	...	২৩৯
৯। পাঁচফোড়ন	...	(চীফ স্কাউটার)	...	২৪১
১০। স্কাউটিং	...	("কিম")	...	২৪২
১১। পেট্রলের নাম	...	(ঘুঘু)	...	২৪৪
১২। ক্যাম্পফায়ারের তালে তালে		...	...	২৪৬
১৩। রাফেল	...	(শ্রীখোকন গুপ্ত)	...	২৪৭
১৪। ডাকহরকরা	...	...	...	২৫০

ইন্টার ট্রুপ কম্পিটিসন কুপন

(৫৭ পৃষ্ঠা দেখুন)

যাত্রী—মাঘ ১৩৩৮।

দাম—দেড় আনা।

N. Bhose.

স্কাউটারস্ ট্রেনিং ক্যাম্প—অক্টোবর নভেম্বর ১৯৩১ সন

৮ম বর্ষ] মাঘ—১৩৩৮ [৮ম সংখ্যা

রূপ

[কুমার শ্রীনৃপেন্দ্র দেব মান্না]

ভোরের আলো
লাগ্‌লো চুপে
আঁখির পাতে,

ভাবনু বুঝি
প্রভুই এলো
আপনা হতে,

ঘুমের ঘোরে
হাত বাড়ানু
তাঁহার আশে ;

নয়তো তিনি—
—ব্রহ্মীবালক
শিয়র দেশে।

কহিনু আমি
হে ভগ্‌বান
ছলনা কেন ?

কহিল প্রভু
নয়কো ছলা
আমিই জেনো।

'কায়মন ও
প্রতি কথায়
অমল যারা ;

আমার হৃদয়
তাঁদের পাশেই
পড়ে ধরা।

বাহাদুর

[শ্রীননীগোপাল মজুমদার]

দ্বিতীয় খণ্ড

বৈজ্ঞানিক

রাজপুতানা মরুভূমি।—চারিদিকে ধূ ধূ করে বালু। খুব দূরে দূরে বিরাট বিরাট তাল গাছ। আর গাছপালা নেই, বালুতে বালুময়, সমস্ত প্রান্তরটা যেন কার প্রতীক্ষায় বসে, চুপ নীথর স্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে দূরন্ত বাতাস এসে একটা হালকা খেলার আভাস এঁকে যায় সেই বিরাট বালুর বুকে, চঞ্চল বালুকনাগুলি তালে তালে নেচে উঠে। মধ্যে মধ্যে তারি বুক চিরে উটের উপর পথিকদের হয় আনাগোনা।...সেই বিরাট নিঃসম্বল একলা প্রান্তরের বুকে একখানা ছোট্ট বাড়ী। বেশ সুন্দর বাড়ীখানা, দূর থেকে ছবির মত দেখায়, তার চারিপাশ ঘিরে সব তাল গাছ।—বিরাট বালুঝঞ্ঝার হাত থেকে তাকে রক্ষা করে।

সেই বাড়ীর মধ্যে একটী বছর সাতাশ আটাশ বছরের ছেলে।—দূর বাংলা দেশের রায়পুরে তার বাড়ী।

রায়পুরের রায়েদেরও যেমন নামডাক, দত্তদেরও তেমনি, কেউ কারও থেকে কম যায় না। কাজেই যেদিন রায়েরা তাদের জমীদারী ফেলে রেখে এ দেশ ছাড়্লেন, তাদের বংশে যখন আর রইলো না কেউ, তখন দত্তরাই হয়ে উঠলো রায়পুরের রাজা।

বৃদ্ধ উপেন দত্তের পাঁচ ছেলে। বীরেন, ধীরেন, নীরেন, দীবেন, দীপেন। সবাই লেখাপড়া করেছে, সবাই, পাশটাশও করেছে বেশ ভালো ভাবেই। সেরেস্তায় এক এক জনকে এক এক কাজ দেওয়া হয়েছে, তারা নিজের নিজের কাজ করেই সুখী। বাবার অতুল স্নেহ, মায়ের আদর ভালবাসা, আমলা কর্ম্মচারীদের বিশ্বস্ততা, তাদের কোনরকম দুঃখই জান্‌তে দেয়নি। ঠিক এমন সময়েই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। ছোট ছেলে দীপেন যে কোথায় উধাও হ'লো, তা কেউ বল্‌তে পারে না। বৃদ্ধ ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন, দাদারা সব যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌লেন কিন্তু কোনই খবর তাঁর মিল্‌লনা।

দীপেনের সেই ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছে ছিল যে তিনি বিলাত যাবেন, বাবার ও সমাজের ভয়ে স্পষ্ট করে কিছু বল্‌তে পারেননি। এবারে এক সুযোগ পেয়ে তিনি বাড়ী ছেড়ে পালালেন।

সেদিন ছিল শনিবার। একজনকে একবার কিছু টাকা তিনি ধার দিয়েছিলেন, সে সেদিনই সে টাকাটা ফেরৎ দিয়ে যায়। তিনি আর দেরী কর্‌লেন না। সেই হাজার পাঁচেক টাকা নিয়ে ক'লকাতা এসে পড়্‌লেন। সেখান থেকে বিলাত যেতে কষ্ট হ'লোনা বিশেষ। এসে ডাক্তারী পড়্‌বেন বলে লণ্ডন হস্‌পিটালে ভর্ত্তি হ'লেন। কিন্তু গোড়ায়ই চিন্তা হ'লো টাকার, এ টাকা শেষ হ'লে টাকা মিল্‌বে কোত্থেকে? বাবার কাছে লিখ্‌তে সাহস হ'লোনা, পাছে বাবা তাঁর বিলাতে থাকার খবর জান্‌তে পেরে তাঁকে তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন। এই ভাবনা থেকে তাঁকে রক্ষা কর্‌লেন তাঁরই সহপাঠী একটী মেয়ে। তাঁদের বাড়ীও এই বাংলা দেশেই, কিন্তু সেই ছোটবেলা থেকেই তাঁরা বিলাতের বুকে বড় হয়ে উঠেছেন। তাঁদের টাকাও আছে যেম্‌নি, মনটাও তাঁদের তেম্‌নি বড়। তাঁরা দীপেনের এই বিপদে তাঁকে আশ্রয় দিয়ে বাঁচালেন। দীপেন, ডাক্তারী পাশ করে, সেখানেই ঘর বাঁধলেন। সেই মেয়েটীকে বিয়ে করে বিলাতেই বস্‌লেন।

এদিকে রায়পুরে দীপেনকে যখন আর খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন সবাই ধরে নিল যে নিশ্চয়ই তাঁকে কোন ডাকাতেরা ধরে নিয়ে গেছে। এর বেশী আর কোন খবরই তাঁরা পেলেন না; সবাই আশা করতে লাগ্‌লেন যে হয়ত কয়েকদিনের মধ্যেই অন্ততঃ একটা কিছু খবর তাঁরা পাবেন। এম্‌নি ভাবে, এক বছর কেটে গেল। কিন্তু তার পরেই যে দত্ত বংশে কি হ'লো, তা কেউ ভেবে উঠ্‌তে পারেনা, দেখ্‌তে দেখ্‌তে একে একে, বৃদ্ধের সবগুলি ছেলেই মর্‌তে লাগ্‌ল। শেষ বাকী রইল দীবেন। উপেন দত্ত ভেঙ্গে পড়্‌লেন, উইল করে মর্‌লেন যে যদি দীপেন বা তার উত্তরাধিকারী কোন দিন ফিরে আসে, তাহ'লে অর্দ্ধেক সম্পত্তি সে পাবে।

বিলাতে দীপেনের একটী ছেলে হ'লো। সেই ভারী ভুখোড় ছেলে, সেই ছোট বেলা থেকেই, তার এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের দিকে ঝোঁক, এটা কেন হয়, ওটা কেন হয়, সর্দ্দি হলে ইউক্যালিপটাস্ কেন নেয়, এম্‌নি সব প্রশ্ন করে বাপ মাকে ব্যস্ত করে তুল্‌তো।

এ ছেলে বড় হয়ে লণ্ডন য়ুনিভার্সিটির ডিয়েসসি (D. Sc.) হ'লো পঁচিশ বছর বয়সে। ছেলের ছোট বেলা থেকেই ইচ্ছে ছিল ভারতবর্ষে আসে। তার বাবা মার জন্মভূমি,মাতৃভূমি হ'লো ভারতবর্ষ, সেই ভারতকে সে তাদের মুখে শুনে শুনেই দূর থেকে ভালো বাসতে শিখ্‌লো। কতবার সে স্বপ্নে এই সোনার দেশে বেড়িয়ে গেল। কতবার সে কেমন করে তার দেশকে উন্নত করবে, কি রকম করে সমস্ত জগৎকে বিস্মিত করে দেবে, তার রঙ্গীন স্বপ্ন তার মনে ভেসে উঠ্‌ত। কাজেই যখন তার বাপ মা মারা গেলেন, তখন আর সে বিলাতে বসে রইলো না, বাবার অগাধ টাকা ব্যাঙ্কের জিম্মা করে দিয়ে বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি নিয়ে ভারতবর্ষে চলে এলেন। এসে গোড়ায় বাংলাদেশটা একবার ঘুরে গেলেন, তারপর একবার দেখে গেলেন, কেউ তাঁকে চিনতেও পারলো না। তারপর ঠিক করলেন, এক নির্জ্জন জায়গায় তিনি ঘর বেঁধে ভারতের সেই পুরাকালের তপস্বীদের মত সাধনা করবেন—বিজ্ঞানের সাধনা। এমন একটা কিছু বের করবেন, যাতে সমস্ত জগতে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। এই ভেবে রাজপুতানার মরুভূমির মধ্যে এক ছোট্ট কুটির তিনি বাঁধলেন, বই খাতা জিনিষ পত্রে গাড়ী ভরে ফেললেন, নতুন নতুন যন্ত্র আনালেন, আপন মনে বিজ্ঞানের সাধনা করে চল্‌লেন।

সেই যুবককেই আমরা রাজপুতানার ঘরে দেখেছি। সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ, সুন্দর মুখ, চমৎকার রং, প্রতিভাময় চক্ষু, মাঝারি লম্বা, মস্ত বড় এক সাদা কোটে সারা শরীর ঢাকা। এক অদ্ভুত যন্ত্রের উপর ঝুঁয়ে কি দেখ ছে।

সমস্ত ঘরটা অন্ধকার, চারিদিকেই মোটা মোটা বই সব ছড়ান, ঘরের চারিদিকে টেবিল, তার উপর, টেষ্টটিউব, ফ্ল্যাস্ক প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। আর একদিকে একটা পাত্রে খানিকটা টিন, সেই পাত্রের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চল্‌ছে, মধ্যে মধ্যে তারই দু' একটা রশ্মি আলোকময় করে তুল্‌ছে ঘরটা। বৈজ্ঞানিক নীচু হয়ে সেই টিনটা দেখ্‌ছেন আর মধ্যে মধ্যে একরকম সাদা সাদা কি গুঁড়ো দিচ্ছেন, প্রচণ্ড বিদ্যুতের বেগে তা পরমুহূর্ত্তেই ধূলি হয়ে উড়ে যাচ্ছে। এম্‌নি ভাবে বছরের পর বছর তিনি পরীক্ষা করে চলেছেন।

বৈজ্ঞানিক জগতের সে সময়টা ভারী বিস্ময়ের কাল। কয়েকজন নবীন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেছেন যে একই জিনিষ দিয়ে সব জিনিষ তৈরী। আমরা বাংলায় যাকে অনু পরমানু বলি, তা ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের জন্য আলাধা নয়। পৃথিবীতে একরকমের এই অণু পরমাণু আছে। ইংরেজীতে তাদের নাম দিয়েছেন ইলেক্ট্রন ও প্রটন। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, প্রত্যেকটী জিনিষই যদি ভাঙ্গতে আরম্ভ করা যায় তা হ'লে শেষকালে সব চেয়ে যে ছোট অনুটা পাওয়া যাবে তা খুব শক্তিশালী ও ক্ষুদ্র মাইক্রোস্‌কোপ দিয়ে ও দেখ্‌তে পাওয়া যাবে না। সেই খণ্ডটার ঠিক মাঝখানে একটী প্রোটন আছে, ঠিক আমাদের সূর্য্যের মত, আর তার চারিদিকে রাশি রাশি ইলেক্ট্রন ঘুরছে, ঠিক আমাদের পৃথিবী, শনি

মঙ্গল, প্রভৃতি গ্রহের মত। এখন যদি এই রকম ইলেক্ট্রন একটা থাকে তা'হলে একরকম জিনিষ তৈরী হয়, যদি দুটি থাকে তা হলে হয় অন্য রকমের জিনিষ। এম্‌নি ভাবে কেবল ইলেক্ট্রনের সাজানোর মধ্যেই এই এত রাশি রাশি জিনিষের তারতম্য দেখা যায়। এখন টিনে-এ আছে ১১৯টা ইলেক্ট্রন আর সোনায় আছে, ১০৮টা ইলেক্ট্রন। এখন কোন উপায়ে টিনের থেকে যদি ১১টা ইলেক্ট্রন তাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহ'লেই সোনা মিল্‌বে। —ইনি সে চেষ্টাই কর্‌ছেন।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত মা যেমন রুগ্ন শিশুর মুখের পানে ব্যাকুল নয়নে চেয়ে থাকেন, ঠিক তেম্‌নি আকুল হয়ে তিনি চেয়ে থাকেন সেই টিনের দিকে, কখন, কবে যে সোনা হয়ে উঠ্‌বে,...কবে কবে তার স্বপ্ন সফল হবে।...প্রচণ্ড বিদ্যুৎ যখন টিনের ইলেক্ট্রনের চলার গতি বাড়িয়ে দিয়ে কক্ষচ্যুত করে দিতে চাইছে, তখন তাদের নিজেদের মধ্যের যে আকর্ষণের জোরে তারা অনন্তকাল ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই আকর্ষণ কমে আসে এখন, সেই, ইলেক্ট্রন টেনে নেবার জন্যই, এই সাদা চূর্ণ দেওয়া হয়। কিন্তু কিছুতেই আর......

* * * * *

একদিন...হঠাৎ বৈজ্ঞানিকের চোখের তারা জ্বলে উঠ্‌ল।—পাত্রে ওকি ?...সোনা! সোনার তাল, সুইচ টিপে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করে দিলেন, সাগ্রহে সোনার তাল তুলে নিয়ে আনন্দে নেচে উঠ্‌লেন... সোনা!... সোনা!... তার সাধনার ধন ... সোনা! প্রাণপনে চিৎকার কর্‌তে ইচ্ছে হ'ল, এমন খবর বলেন কা'কে!...কি আনন্দ! বৈজ্ঞানিক, কাগজ কলম টেনে নিয়ে লিখ্‌তে বস্‌লেন, কেমন করে দিনের পর দিন পরিশ্রম করে, কতখানি বিদ্যুৎ চালিয়ে কতটা টিন, তিনি সোনা করেছেন, আর তার সেই সীসা, ..ওকি সাদা...অত সুন্দর! তার চারিদিকে যে চূর্ণ ছড়িয়ে পড়েছে, তার এমন বর্ণ! অবাক হয়ে তুলে নিলেন। সীসাও বিদ্যুতের জোরে, ইলেক্ট্রন টেনে নিতে গিয়ে নিজের ইলেক্ট্রনের যে গতি বাড়িয়ে ফেলেছে; তা'তে সেও তার সবগুলি ইলেক্ট্রন ধরে রাখ্‌তে পারেনি, তাই, কম ইলেক্ট্রন ওয়ালা, একটা ধাতু হয়েছে দেখ্‌তে ঠিক রূপার মত। হাতে নিয়ে বৈজ্ঞানিক এক টেষ্ট টিউবে পুরে দিলেন, নানারকম রাসায়নিক জিনিষ নিয়ে পরীক্ষা কর্‌লেন। দেখ্‌লেন, এ এক নতুন ধাতুর সৃষ্টি হয়েছে, একি...অভাবনীয় ব্যাপার! অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।...আবার কাগজ টেনে নিয়ে লিখ্‌তে বস্‌লেন, অবিশ্রাম ভাবে সারা রাত লিখে চল্‌লেন, ভোরের আর যখন বেশী বাকী নাই, তখন তিনি উঠ্‌লেন, আজ তিন বছর পরে, তার ঘুম হবে।

খুসি প্রাণ নিয়ে আনন্দে ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে যা দেখ্‌লেন, তাতে তার শরীরের রক্ত জল হয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

(খেলুড়ে)

চিন্‌তে পার?—কয়েক মাস আগে, ট্রুপের ছেলেদের এক একটা করে ছায়াছবি (silhouette) করতে বলা হয়েছিল। এর মধ্যে হয়ত তা শেষ হয়েছে। এখন সেই ছায়াছবিগুলি নিয়ে পাশাপাশি দেয়ালে টানাও। তার আগে ছবিগুলির প্রত্যেকটাতে একটা করে নম্বর দিতে ভুলোনা যেন। তারপর, ট্রুপের সব ছেলেদের ডেকে এনে এক একখানা করে সাদা কাগজ টেনে নিতে বল। আগেই এই কাগজগুলির এক একটাতে এক একটা ছায়াছবির নম্বর লিখে রাখ্‌বে। যার ভাগ্যে যে নম্বর পড়বে তার সে নম্বরের ছায়াছবির লোকের নাম তার কাগজে লিখ্‌তে হবে। নির্দ্দিষ্ট সময় হয়ে গেলে কাগজগুলি নেবে। যে পেট্রলের ছেলেরা সবার থেকে বেশী চিন্‌তে পারবে তারাই জিতবে।

যখের ধন—গোড়ায় স্কাউটমাষ্টার একটা গল্প বল্‌তে থাক্‌বেন। গল্প যখন বেশ জমে আস্‌বে, যখন ধনরত্নের সূত্র পাবার সময় হয়ে আস্‌বে তখন, ক্লাবরুমের জান্‌লায় হঠাৎ এক ভূতের মুখ এসে হাজির হবে, সঙ্গে সঙ্গে একটা হাত কতগুলি কাগজ ভেতরে ফেলে দেবে, এই কাগজে রত্ন পাবার সূত্র পওয়া যাবে। যারা সবার আগে, ঘরের মধ্যে লুকান যখের ধন বের কর্‌তে পার্‌বে তারাই জিৎবে। তবে যখের মুখ একবারের বেশীও আস্‌তে পারে। যতবার মুখ আস্‌বে ততবার খোঁজা রেখে আলো নেবাতে হবে (বা ঢেকে দিতে হবে)!

মরার মাথা করতে হ'লে একটা কাগজের বাক্সের ডালার উপর মুখ এঁকে কেটে, তার ভেতরে একটা আলো দিলেই হ'ল।

রাজ্য দখল—একটা ছোট্ট গোল এঁকে, তার থেকে সমান দূরে এক একটা পেট্রল এক এক জায়গায় দাঁড়াবে। হুইসিল পড়লে, সবাই মিলে, সেই গোলে তার দু'পা রাখ্‌তে চেষ্টা করবে। প্রত্যেক ছেলেই চাইবে যাতে করে নিজেদের দলের ছেলেরা বেশী ঢোকে, আর পরেরা বেশী না ঢুকতে পারে। আর এক হুইসিল পড়্‌লেই সব চুপ করে দাঁড়াবে। যাদের যাদের দু পাই ভেতরে থাকবে, গোলটা তাদেরই দখলে আসবে। যে পেট্রলের ছেলে বেশী থাক্‌বে তারাই জিত্‌বে। ঠেলাঠেলি কম করে বুদ্ধি খাটিয়ে খেলাটা খেল্‌তে পারলে ভারী সুন্দর হয়।

ঝির্ ঝির্ ঝির্

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় সেন গুপ্ত।

কুটীরের চারিদিকের বড় বড় গাছগুলির পাতার মর্ম্মরধ্বনি আঙ্গিনাস্থিত একটী ছোট্ট শিশুর কানে বাজিতেছিল। কিন্তু তাহার তখন সেদিকে মন ছিল না। সে এক মনে একটী পুঁতুল লইয়া খেলা করিতেছিল। আর ক্ষণে ক্ষণে আঙ্গিনার অপর পার্শ্বে তাহার কর্ম্মরতা দিদির পানে চাহিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিতেছিল।

অদূরে একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী গ্রামের পাশ দিয়া বহিতেছে। কোথাও বা তটভূমি সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন হইয়া নদীর কোলে গড়াইয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা নদীর জল পর্য্যন্ত ঘন গাছপালা লতাজালে জড়িত হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। জলের উপর তাহাদের ছায়া অবিশ্রাম দুলিতেছে; সূর্য্য-কিরণ সেই ছায়ার মাঝে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। কতকগুলি নৌকা তাহার কাছাকাছি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে;—একপাশে বড় বড় গাছের অতি ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঁকা একটা পদচিহ্নের পথ জল পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। সেই পথ দিয়া গ্রাম্য বধূরা কলসী কাঁখে লইয়া জল লইতে নামিতেছে।— ছেলেরা জলের উপর পড়িয়া মাতামাতি করিতেছে।

সূর্য্যাস্তের আর বেশী বিলম্ব নাই। পূর্ব্ববর্ণিত শিশুটীকে সঙ্গে করিয়া তাহার দিদি নদীর দিকে চলিল। ফিরিবার পথে খোকা ডাকিল "দিদি—" "কি খোকা?" "আমি যে আর হাঁটতে পারছি না দিদি" অস্ফুট স্বরে খোকা উত্তর করিল। দিদি কোলে করিবার জন্য খোকার গায়ে হাত দিতেই চম্‌কিয়া উঠিল। খোকার গা পুড়িয়া যাইতেছে। দিদি তাড়াতাড়ি তাহাকে বক্ষে করিয়া গৃহাভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

* * * *

তিন দিন পরে—

সন্ধ্যা আসে। অন্যান্য দিনের মত ক্রমে গোধূলির আলোও মিলাইয়া যায়। গ্রামের

এদিকে ওদিকে এক একটী করিয়া প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে। এখানে ওখানে শাঁখ বাজিয়া উঠে। অন্ধকারের মধ্যে নদী বহিতে থাকে। কূলের উপর অবিশ্রান্ত তরঙ্গাঘাতে ছল, ছল, করিয়া শব্দ হইতে থাকে ....অন্ধকার, আরও জমাট বাঁধে। কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না, কেবল জোনাকিগুলি অন্ধকারে জ্বলিতে নিভিতে থাকে। ক্রমে রাত্রি গভীর হয়। চন্দ্রদেব অশ্বত্থ গাছের উপর দিয়া আরো উপরে উঠিতে থাকে—

অস্পষ্ট কুটীর হইতে কথা ভাসিয়া আসে "দিদি—" বড় করুণ স্বর।—ধীরে ধীরে বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া মিলাইয়া যায়। কুটীর হইতে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ আসে।—খোকা চলিয়া যায় অজানা অচেনা কোনও রাজ্যে! রাত্রির গম্ভীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া একটা কাতর আর্ত্তনাদ শোনা যায় "খোকা—"।—দূরে নদীর ছল্ ছল্ শব্দ শোনা যায়। সহসা দক্ষিণ দিক হইতে একটা একটানা বাতাস বহিতে থাকে—গাছের পাতাগুলিকে কাঁপাইয়া দিয়া যায়—ঝির্ ঝির্ ঝির্! যে বেদনা দিদির বুক চাপিয়া বসে তাহার খোঁজ সে রাখে না।

— -

কাবেদের বই

(ক'টিক)

মানুষ হয়েও নেকড়ে বাঘের বাচ্ছা তোমরা হয়েছো। রোজ বিকেল বেলা বনে এসে সব জোট, নতুন নতুন খেলা হয়, কি মজা?—না? কিন্তু বনে চল্‌তে গেলে বনের কয়েকজনের সঙ্গে তোমাদের চেনা কর্‌তে হবে, তাদের কথা বলি। সেই যে তোমাদের শিয়োনী পাহাড়ের নেকড়েদের গল্প করেছিলাম, তা তোমাদের মনে আছে কি?— দেখেছোত পূর্ণিমার রাত্রে নেকড়েরা সব গোল হয়ে তাদের দলপতির চারদিকে বসে, মন্ত্রনা করে, খেলা করে। তাদের সেই দলপতির নাম হ'লো 'আকেলা'। আমাদের এই নেকড়ে দলের দলপতির নামও হ'লো আকেলা। এখন, বনে থাক্‌তে গেলে, শীকার করে খেতে হয়। কিন্তু বাচ্ছারা ত' আর শীকার কর্‌তে জানে না, তাই তাদের শীকার শেখাবার জন্য লোক দরকার। বনে শীকার শেখাতো 'বাঘেরা' বলে এক ডোরাকাটা মস্ত বড় চিতাবাঘ, আমাদেরও একজন বাঘেরা থাক্‌বে, সে শীকার শেখাবে।

তোমরা সবাই ফুটবল, খেলেছো। দেখেছোত' হাত দিয়ে ধর্‌লে পরে হ্যাণ্ডবল হয়ে যায়, ঠেলে দিলে হয় ফাউল, এম্‌নি কত কি। এই হ'লো এই খেলার নিয়ম। এই নিয়ম-গুলি না থাকলে কি হতো ভেবে দেখ। যার যেমন খুসি সে তেমন ভাবে খেলত, বেশ সুন্দর ভাবে খেলা হ'তে পার্‌তো না, সত্যি কথা বল্‌তে গেলে, বল্‌তে হয়, যে খেলার অর্দ্ধেক আনন্দই মাটি হয়ে যেত। তেম্‌নি, আমাদের দলেরও কতকগুলি আইন কানুন থাকা

চাইত? আবার সে সব শেখাবার জন্য একজন মাষ্টার দরকার। তার জন্য অবশ্য ভাবনা নেই। বনে বালু বলে এক মোটা ভাল্লুক, বাচ্ছাদের আইন শেখাত, আমাদের ও তাই হবে। একজন 'বালু' থাকবেন। আইন শেখানোই হবে তাঁর কাজ।

কিন্তু ভারী মুস্কিল হয়ে গেল;—এই যে আমাদের আকেলা, বাঘেরা, আর বালু হ'লেন, এরা আমাদের ডাকবেন কি করে। সবার বাড়ী বাড়ী গিয়েত' আর ডেকে ডেকে আনতে পারা যায় না! কাজেই ডাকবার একটা কৌশল করতে হবে।—কেমন? এখন আমাদের এই যে নেকড়ে বাঘের বাচ্ছাদের দলটা হলোনা, এর নাম হলো 'প্যাক'। কাজেই বালু, বাঘেরা আর আকেলা যদি তিনবার, "প্যাক, প্যাক প্যাক" বলে ডাকেন, তবে তাদের কাছে ছুটে গিয়ে হাত ধরে তার চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়াতে হবে। (এই রকম ভাবে যে গোলটা তৈরী হয়, তাকে বলে "বৃহৎমণ্ডলী।") কিন্তু এতেও একটু মুস্কিল আছে। আকেলা, বাঘেরা বা বালুত' ডাকলেন, কিন্তু তোমরা যে তাঁদের কাছে, যাচ্ছো, তা তাঁরা বুঝবেন কি করে? কেন,—তোমরা এঁদের তিনবার ডাকের উত্তরে বলবে একবার "প্যা ক," বেশ টেনে।

আকেলা আমাদের প্যাকে সব সময়ে থাকেন না। হয়ত' সপ্তাহে দু'দিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়;—না? কাজেই তিনি যখন প্যাকে আসেন তখন সবাই ভারী খুসি হয়ে উঠে, কাবেরা তাঁর চারিদিকে গোল হয়ে বসে চীৎকার করে সম্মান জানায়। আমরাও এসো আকেলাকে সম্মান দেখাব।

সবাই দৌড়ে, হাত ধরাধরি করে, একটা গোল তৈরী করে ফেল, আকেলা মাঝখানে আছেন, আর আছে, আমাদের বাচ্ছাদের মধ্যে যে সব চেয়ে চালাক চতুর! এবারে লাফিয়ে উঠে পায়ের গোড়ালি তুলে, পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে, ২পায়ের মাঝখানে দুই থাবা রেখে সবার একসঙ্গে বসতে হবে। (ছবি দেখ)

এবারে ছোট ছোট নেকড়েরা যেমন বুক চিতিয়ে, মুখ উপর দিকে তুলে, আকেলার

২

মুখের দিকে চেয়ে, চীৎকার করে তাকে অভ্যর্থনা করে ও বলে যে আমরা তোমার কথা শুনবো ;—আমরা ও তেমনি বলবো।

আকেলা যেই প্যাকে এলেন অমনি আমরা বসে পড়ে, বুক চিতিয়ে, আকেলার মুখের দিকে চেয়ে চীৎকার করে সবাই একসঙ্গে বল্‌বো, আ—কে—লা! উ—ই—ই—ল্‌ ডু—উ—উ, আওয়ার বেষ্ট্‌। বেষ্টটা বল্‌তে হবে খুব জোরে, আর সঙ্গে সঙ্গে সবারই লাফিয়ে উঠতে হবে। হাতটাও উপরে তুলে মাথার দু'দিকে রাখ্‌তে হবে, ঠিক ছবির মত।

এবারে ভেতরের কাবটি চীৎকার করে উঠ্‌বে, 'ডিব,—ডিব—ডিব—ডিব' (Dyb অর্থ Do your Best) তার শেষ ডিবটা বলবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই, বাঁ হাত পাশে নামিয়ে ফেল্‌বে, কেবল ডান হাত উপরে কানের পাশে থাক্‌বে। এইবার সবাই এক সঙ্গে চেঁচিয়ে বল্‌বে, উ—ইল ডব, ডব, ডব, ডব, (Dob অর্থ do our Best) শেষ ডবের সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতও নীচে নামিয়ে আন্‌বে। [অনেকে, শেষ ডবটার পরে আকেলাকে দু' আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে 'উফ']—এর নাম হলো 'গ্র্যাণ্ড হাউল।'

তাত' হলো, কিন্তু এসবের মানে কি ?—আগেই বলেছি এ চীৎকারটা দিয়ে আমরা আকেলাকে সম্মান দেখাই কাজেই নিশ্চয়ই এর কোন একটা মানে আছে।

গোড়ায় আমরা নেকড়েদের মত বসে আমাদের দলপতির মুখের দিকে চেয়ে বলি আকেলা 'আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌বো। (will Do Our Best)—তোমার পথে চল্‌তে, তোমার আদেশ পালন করতে, আমাদের আইন কানুনগুলি মেনে চল্‌তে। বলেই আমরা লাফিয়ে উঠি, দেখাই যে আমাদের প্রাণ আছে, গায়ে শক্তি আছে, দলপতির ঠিক পেছন পেছন চল্‌তে আমরা পারি। তার পর আমরা দু'হাত মাথার দু পাশে রাখি,আঙ্গুলগুলি সব উপর দিকে থাকে। এর মানে হলো, আমরা নেকড়ে বাঘ, দু দিকে নেকড়ে বাঘের মত দুই লম্বা লম্বা কান আছে। আকেলার কথা বেশ ভালো করে শুনবো ; আর আমরা কেবল ভাল কাজই করবো (তাই উপর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে ভগবানকে দেখান হচ্ছে), আর যা করবো, তা কর্‌বো দু'হাতেই। কাজেই যারা কেবল এক হাতে কাজ করতে পারে তাদের দ্বিগুণ কাজ আমরা করতে পারবো। তখন বাচ্ছা সর্দ্দার বলে "যথাসাধ্য চেষ্টা কর" (Do your Best)। আমরা আবার বলি, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌বো, কর্‌বো কর্‌বো। কাজেই দেখ্‌ছ, আমরা কেমন ভাবে, এই গ্র্যাণ্ড হাউলের ভেতর দিয়ে আকেলাকে দলে ডেকে নিই, ও তাঁর আদেশ পালন করবার জন্য যে তৈরী আছি তা বলে দি।

ঋণ

(শ্রীভবতোষ সান্যাল)

সে ছিল পাগল। গায়ে একটা ছেড়া মলিন পাঞ্জাবী, পরণে সেই রকম ধরণের একটা কাপড় ;—শতছিন্ন। মুখে তার একটা গভীর চিন্তার ছায়া। বুকে তার অতীত জীবনের কত বেদনার কালিমা জমা রয়েছে কেই বা তার খোঁজ রাখে। থাকে সে সহর থেকে বহুদূরে ছোট একটা কুঁড়ে ঘরে, আর তার পাশদিয়ে নদী শত সহস্র হীরা মাণিক্যের টুকরো নিয়ে গরীবের কুঁড়েকে ব্যঙ্গ করে চলে যায়—কোন্ এক সুদূর দেশে কে জানে! কুঁড়ে ঘরটাতেই বা তার বিশেষ কি আছে!—একটা ছোট বাক্স, তার ভেতর কতকগুলি অতি পুরাতন চিঠি আর সামান্য কয়েকটি বিশেষ দরকারী জিনিষ এগুলির দিকে চাইলেই তার বিগত দিনের অতীত দৃশ্যগুলি তার চোখের সামনে ছবির মত ভেসে ওঠে। যাক্ এসব কথা। সকাল হলেই সে তার চির পুরাতন থলিটা নিয়ে ভিক্ষা করতে বেরোয়। আমাদের বাড়ীতে সে প্রায়ই আসে। সে আমাকে "খোকাবাবু" ব'লে ডাকে। তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্টতা দিন দিন বেড়ে উঠে... তারপর বহুদিন কেটে গেছে। আমি এখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ি। পাগলের স্মৃতি আর আমার মনে নাই। আর সেই আদরের "খোকাবাব" ডাক শুনতে পাইনি। এখন আমি নিজের আনন্দেই মত্ত। সেদিন কলেজ থেকে ফেরবার সময় এক অন্ধকার গলিতে কে যেন আমায় পেছন থেকে চেপে ধরলে। পেছনে চেয়ে দেখি এক ভীমকায় গুণ্ডা। বুঝি এর হাত থেকে আর রক্ষা পাবার কোন উপায় নাই। হাতে আমার আংটি আর সোনার ঘড়ি। পরণে সিল্কের জামা। নিরুপায় হ'য়ে চুপ করে রইলাম—হটাৎ গুণ্ডার ভীষণ গর্জ্জনে সচেতন হয়ে উঠ্লাম। শুনি সে বল্ছে, "রুপাইয়া লিয়াও নেহিতো ইয়া ছুরী দেখো," তার হাতে প্রকাণ্ড এক ছোরা দেখে শিউরে উঠ্লাম—কিন্তু এসমস্ত মূল্যবান জিনিষ দেবার ইচ্ছাও নাই। কি করবো ভাবি—হঠাৎ তার প্রচণ্ড এক ঘুসী নাকে এসে লাগলো। আমি ধুলায় লুটিয়ে পড়্লাম। সে আমার বুকের উপর ছোরা উচু করে ধরল। আর এক মুহুর্ত্ত! আর এক মুহূর্ত্ত পরেই আমার প্রাণহীন দেহ ধুলায় লুটিয়ে পড়বে। আর ভাবতে পারিনা; আমি অচেতন হয়ে পড়লাম। হঠাৎ সেই সুন্দর "খোকাবাবু" ডাকটি আমার কানে এসে লাগল। দেখি আমি "পাগলের" কোলে শুয়ে। আর পাগল? সে ব্যাকুল ভাবে আমার জ্ঞান হবার প্রতীক্ষা করছে। —বুঝি তার জন্যই আমার জীবন বেঁচে আছে। আমার চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। খুব আস্তে মুখ থেকে বেরিয়ে এল "এ ঋণের কি কখনও শোধ হবে।" * * *

এ্যাক্‌সিডেণ্ট

(আকেলা)

উপবিষ—(Bites of Insects, bees etc) বোলতায় তোমাদের প্রায়ই কামড়ায় নয়ত তোমাদের পায়ে কাঁটা ফোটে প্রায়ই, অনেকের গায়ে আবার বিছুটিও লাগে। বোলতায় কামড়ালে সবার আগে চেষ্টা করতে হবে, বোলতার হুলটি বের করতে, কাঁটার বেলা ও তাই। যদি খুব ছোট হুল হয়, তবে তার উপর একটা ছ্যাঁদাওয়ালা চাবি বসিয়ে খুব জোরে চাপ দেও। তারপর চাবিটা তুলে দেখ, হুলটার খানিকটা বাইরে বেরিয়েছে।

তারপর সেখানে, আকন্দ আটা, বা কচি আমড়ার পাতার রস, বা কাঁটানটে শিকড়ের রস বা গোল আলুর রস, পিয়াজের রস, আপাং পাতার রস, বা তারপিন বা প্রদীপের তেল (ঠাকুর ঘরে থাকলেও থাকতে পারে) লাগাতে পারলেই দেখবে জ্বালা কমে যাবে।

এ সবের কিছুই যদি না থাকে, তা হ'লে স্পিরিট, বা টিংচার অব আয়োডিন, বা এমোনিয়া (Dilute) বেশ ভাল করে বার কয়েক লাগাতে হবে। তারপর খানিকটা শুকনো তুলো উপরে দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দাও। মধ্যে মধ্যে এই কামড়ের জন্য 'শক' পায়। 'শক' পেয়ে থাকলে তার প্রতিবিধান কর।

বিছুটী লাগলে, তুলসীপাতা ও নুন এক সঙ্গে রগড়ে সেই রস (নুন শুদ্ধ) লাগিয়ে দিলে সারে। তবে খানিকক্ষণ সহ্য করতে হয়। একজন বলেছিলেন যে, বিছুটী গাছের শেকড় বেটে লাগাতে পারলেও নাকি সারে।

সর্পাঘাত—সাপের বিষ হলো একটা রাসায়নিক জিনিষ। এই জিনিষটা ভারী তাড়াতাড়ি রক্তের সঙ্গে মিশে শরীরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যখন সাপের বিষ এসে হৃদপিণ্ডে ও মগজে ঢোকে তখন লোকটীর বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পায় আধমরা হয়ে পড়ে থাকে; --পরে মরে যায়।

কাজেই সাপে কামড়ালে,—

১। গোড়ায় বিষ যাতে হৃদপিণ্ডে না যেতে পারে তার জন্য ক্ষতের দেড় ইঞ্চি দূরে, ক্ষত ও হৃদপিণ্ডের মধ্যে একটা খুব ক'সে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হবে। টুর্ণিকেও বাঁধতে পার —জুতার ফিতে, নেকটাই, বেল্ট, স্কার্ফ, দড়ি প্রভৃতি দিয়ে। প্রত্যেক কুড়িমিনিট পরে পরে একটু একমুহূর্ত্তের জন্য ব্যাণ্ডেজ আল্‌গা করে দিতে হবে। কাজেই একটা মোটা রবারেই ব্যাণ্ড পেলেই সুবিধে।

২। খুব ধারালো, একটা ছুরি দিয়ে, ক্ষতটাকে x এর আকারে কেটে ফেলতে হবে, যাতে বেশ খানিকটা রক্ত বেরিয়ে যেতে পারে। তোমার মুখে ঘা না থাকলে মুখ

দিয়ে টেনে রক্ত বের কর্‌তে পারো। উপরে নীচে আস্তে আস্তে টেনে টিপে, রক্ত বের করে দাও। অন্য আর একজনকে গরম জল ঢেলে দিতে বল, এতে রক্ত বেরোয়। ক্ষত স্থানটা নীচের দিকে করে রাখ্‌তে হবে, হাত হ'লে ঝুলিয়ে দিবে, পা হলে, চেয়ারে বসিয়ে পা ঝুলিয়ে দেবে।

৩। পটাস পার্‌মান্‌গানেটের ছোট ছোট টুক্‌রা ক্ষত স্থান দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দাও। এ জিনিষটা সাপের বিষ নষ্ট করে দেয়, তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এই পটাস পার্‌মন্‌গানেট দিয়ে দিতে হবে।

যতক্ষণ না এই অষুধ আসে ততক্ষণ প্রচুর পরিমাণে স্পিরিট বা আয়োডিন দাও।

যদি সম্ভব হয় তবে একটা লোহার ডাণ্ডা, গরম করে একেবারে লাল করে, ক্ষতে লাগালেও বেশ কাজ হয়।

ধুতরা পাতার রস আগুণে তাতিয়ে যখন বেশ ঘন হয়ে আসবে তখন ক্ষতে লাগালেও উপকার হয়।

সামুকের মুচী ভস্ম চূর্ণ, ও নিশাদল চূর্ণ একত্রে জল দিয়ে ঐ ক্ষতে লেপে দিলেও উপকার হয়।

৫। 'শক' প্রতিবিধান কর।

৬। অল্প গরম স্যুপ, চা বা দুধ, খেতে দিতে পারা যায়।

৭। যে জায়গাটা কাম্‌ড়েছে সে জায়গাটা নাড়তে দেবে না,কারণ মাস্‌ল্ (muscele) কাজ কর্‌লেই রক্ত চলাচল বেড়ে যায়।

৮। একটা ভিজা পটি (প্রলেপ না লাগালে) লাগিয়ে রাখ্‌তে পার। এতে আরও রক্ত বেরিয়ে যাবে।

৯। পার্‌লে একজনে সাপটাকে মেরে ফেল, যাতে করে ডাক্তার ঠিক বুঝ্‌তে পারেন, কি বিষ শরীরে ঢুকেছে।

১০। রোগীর ঘুমের ভাব এলে, রোগীকে ডেকে, চিম্‌টী কেটে, চাপড় মেরে জাগিয়ে রাখ্‌তে হবে।

পাগ্‌লা জন্তু দংশন—কোন জন্তুতে (কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি) কাম্‌ড়ালে গোড়ায় বের করতে হবে যে সত্যি সত্যি জন্তুটা পাগল কিনা। পাগ্‌লা জন্তু কক্ষণো খুব জোয়ান হ'তে পারে না, কারণ পাগল হওয়াটাই হ'ল তা'র একটা ব্যাধি। জলাতঙ্ক বা এম্‌নিধারা একটা কিছু রোগ না হ'লে জন্তুরা বড় পাগল হয় না। পিপাসায় কাতর হয়ে বেচারী মৃতপ্রায় হয়ে উঠে, কাজেই সাম্‌নে যা পায়, তাকেই কাম্‌ড়াতে চায়। কোন জন্তু আক্রমণ কর্‌লে, সার্ট, কোট, লাঠি, হাতের কাছে যা পাবে তাই তার সাম্‌নে এগিয়ে দেবে, সে যখন কাম্‌ড়াতে থাক্‌বে, তখন, একই তাকে মেরে ফেল্‌বে, কিম্বা পালাবে। কোন

কোন পাগ্‌লা কুকুরের মুখ দিয়ে লালা পড়্‌তে থাকে। আবার কোনটা মোটেই ছুট্‌তে পারে না, কাম্‌ড়ায়ও না, কিন্তু তোমাদের হাত পা চেটে ঘা করে দিতে পারে।

কুকুর প্রভৃতি জন্তুতে কাম্‌ড়ালে সাপের মত্‌ন তাড়াতাড়ি কিছু নেই, কারণ, কোন একটা অসুখ হ'তে প্রায় দিন বারো সময় নেয়।

কাজেই আগে কুকুর, পরে মানুষের দিকে নজর দিতে হবে।

কুকুর—কুকুরটাকে ধরে কোন একটা জায়গায় বন্ধ করে রেখে দাও, যদি সে কয়েক দিন অবধি বেঁচে থাকে, তবে পাগ্‌লা নয়, আর যদি মরে যায়, তবে নিশ্চয়ই পাগ্‌লা।

মানুষ—অবশ্য অন্য অন্য কাটা ঘায়ের মত এই ঘা'কেও প্রতিবিধান দিতে হবে। খানিকক্ষণের জন্য রক্ত পড়্‌তে দাও, একটা কোন পচন নিবারক (antiseptic—যেমন টিংচার অব আয়োডিন) দাও, তারপর ব্যাণ্ডেজ করে দাও। যদি কোন সন্দেহ হয় যে জন্তুটা বোধ হয় পাগ্‌লা তবে তক্ষুণি ডাক্তারের কাছে যাও। তিনি হয়ত' একটা কাঠিতে করে, নাইট্রিক এসিড, বা কার্ব্বলিক এসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেবেন।

কাছে ডাক্তার না থাক্‌লে, লোহার শিক পুড়িয়ে লাল করে নিতে হ'বে। তারপর আগের মত ঘা'টা পুড়িয়ে দিতে হবে। তারপর নিমপাতা ও ধুতরা পাতা বেটে একটু গরম করে প্রলেপ দিয়ে দিতে হবে।

শীতে জমে যাওয়া শীতকালে গায়ের কাপড় নিয়ে না বেরুলে, মধ্যে মধ্যে হাত পা, কান, নাক, জমে যায়। প্রথমে সাদা হয়ে যায়, তারপর নীল হয়ে উঠে। ক্রমে যে জায়গাটা ছুঁলে বুঝ্‌তে পারা যায় না। কাজেই এ রকম অবস্থা হলেই তৎক্ষণাৎ তার প্রতিবিধান করবে।

গোড়ায় বেশ ঠাণ্ডা জিনিষ দিয়ে রগ্‌ড়াবে, ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে গরম জিনিষ ব্যবহার কর্‌বে, যাতে করে ঠাণ্ডার পরে হঠাৎ গরম না লাগে, তা'লে সে জায়গাটায় ঘা অবধি হতে পারে।

আঙ্গুলে সূচ ঢুকে গেল—ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও সে বের করে দেবে।

গায়ে, বা হাতে বড়্‌শী ঢুকে গেলে—যদি খুব গভীর ভাবে ঢুকে গিয়ে থাকে, তবে, কিছু কর্‌তে যেয়োনা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। আর যদি বড়্‌শী ছোট হয়, তা'হলে—

১। টানাটানি কোরনা, কারণ, বড়্‌শীর মাথাটা মাংসে বসে যাবে।

২। সুতোটা কেটে দিয়ে, গোড়ার দিকে এমন ভাবে চাপ দেও যাতে করে, আগাটা উপর দিকে উঠ্‌তে থাকে, যখন দেখবে যে আগাটা প্রায় চামড়ার কাছাকাছি এসেছে, তখন একটা ছুরি দিয়ে একটু কাটো, যাতে আগাটার খানিকটা বাইরে বেরিয়ে পড়ে।

যদি দেখ, চামড়া কাট্‌লে অল্প খানিকটা মাত্র বেরুল, তাহ'লে একটা চাবি দিয়ে যেমন ভাবে কাঁটা বার কর্‌তে বলেছি, তেমন ভাবে চেপে ধর। দেখবে, আগাটা বেশ খানিকটা বেরিয়ে আস্‌বে। এবারে টেনে বের করতে কোনই মুস্কিল নেই।

কানে কিছু ঢুক্‌লে—খানিকটা সরষের তেল গরম (খুব অল্প) কাণে ঢেলে দাও, তা'তে ভেতরের জিনিষটা ভেসে উঠ্‌বে। তারপর বের কর্‌তে কোনই মুস্কিল নেই। কখন ও কান খুঁচিয়ে বা আঙ্গুল দিয়ে বের কর্‌তে যেয়োনা।

নাকে কিছু ঢুক্‌লে—অন্য ছ্যাদা বন্ধ করে কেবল সে ছ্যাদা দিয়ে নাক ঝাড়। নস্যি নিয়ে হাঁচতে থাক। এতেও যদি না বেরোয়, তবে, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

পেটব্যথা—অনেকের বাড়ীতেই দেখা যায় যে হঠাৎ কারও কারও পেট ব্যথা হয়। পেট ব্যথার সাধারণ কারণ হ'ল, হজম না হওয়া। গরম জলের বোতল পেটে দিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। গরম জলে পিপারমেণ্ট দিয়ে খেয়ে ফেলবে। খুব বেশী কিছু হ'লে ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠাবে।

ডিউটি

(এস্, জোহা)

যখন আঁধার রাতে অকুল সমুদ্রের বুকে দিকহারা নাবিক, তা'র তরীকে অবলম্বন ক'রে ভেসে চলে; তখন আকাশের তারাবা তার দিকে চেয়ে, হয়ত' একটু সহানুভূতির অশ্রু ফেলে, হয়ত বা ফেলে না, কিন্তু সে ভেসেই চলে, জান্‌তে পারে না, তার চলার শেষ কোথায়।

সর্ব্বহারা বৃদ্ধ মংরু, তার একমাত্র ছোট মেয়ে পার্ব্বতীকে নিয়ে, সংসারের বুকে পাড়ি দিয়ে চলেছিল—ঠিক সমুদ্রের বুকে দিকহারা নাবিকের মত। একদিন তার সব ছিল, আজ আর তা'র কিছু নাই। আজ সে বড় গরীব। রেলের লাইনে পয়েণ্টস্‌ম্যানের (Points man) কাজ ক'রে সে যা পায়, তাতে তাদের দু'জনের দুবেলা দু'মুঠো পেট ভ'রে খাওয়া চলে না। তা'ছাড়া তার জীবনের ধ্রুবতারা, আদরের দুলালী পার্ব্বতীকে ত নেহাৎ গরীবের হালে রাখা চলে না। তা'কে ভাল খাবার না খাওয়ালে তার মনে যে শান্তি আসে না। তাকে ভাল জামা না পরাতে পার্‌লে মন যে খুঁত খুঁত করে। কিন্তু এর জন্য ত' পয়সা চাই।· দোকানদার ত' তা'র অন্তরের ব্যথা বুঝ্‌বে না। তারই বা দোষ কি। দুনিয়ায় কার ব্যথা কেই বা বুঝে। প্রথম প্রথম সে পয়সার কথা ভেবে কূল কিনারা

পেত না, যত ভাবতো ততই তার সমাধান আরো জটিল হয়ে উঠত। কিন্তু এখন সে আর ভাবে না, সে সমাধান খুঁজে পেয়েছে। নিজে একবেলা খেয়ে সে পয়সা জমায় আর সেই পয়সা দিয়ে পার্ব্বতীকে ভাল জামা, ভাল খাবার কিনে দেয়। পার্ব্বতী যখন ভাল খাবার কিংবা ভাল জামা পেয়ে আনন্দে হাততালি দিয়ে নেচে বেড়ায়, তখন নিজের অলক্ষ্যে বৃদ্ধের চোক দুটি সজল হয়ে আসে—কোন অতীতের কথা স্মরণ করে কে জানে।

সবুজ প্রান্তরের বুক চিরে রেলের লাইন চলে গিয়েছে। লাইনের ধারে লাল রঙের ছোট্ট একটা ষ্টেশন আর তার কিছু দূরে একটা জীর্ণ কুড়ে। এই কুড়েতে মংরু তার অভিশপ্ত জীবনটা কোন রকমে টেনে নিয়ে চলেছে। সে দিন সে সকাল সকাল চারটি খেয়ে নিয়ে ষ্টেশনে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, এমন সময় পার্ব্বতী এসে বল্ল "বাবা, আমি আজ খেলবার জন্য লাইন থেকে পাথর আনতে যাব।" "না মা তোমার গিয়ে কাজ নাই। আমি ষ্টেশন থেকে ফিরবার সময়, তোমার জন্য ভাল পাথর নিয়ে আসব।" "না তুমি আনবে না"।

"না মা। আমি সত্যি আনব, তুমি দেখে নিও।" ব'লে বৃদ্ধ ষ্টেশনের দিকে রওনা হ'ল। প্রত্যেক দিন ষ্টেশনে যেতে তা'র কেমন একটা আনন্দ বোধ হত, কিন্তু আজ যেন তা'র পা আর চলতে চাচ্ছিল না। তা'র কেবলি মনে হচ্ছিল "আজ তার একটা অমঙ্গল ঘটবে।" কয়েক মিনিট চলেও যখন সে দেখল, ষ্টেশনে পৌছুতে এখনও খানিকটা বাকী আছে তখন সে মনে মনে একটু লজ্জিত না হয়ে পারল না। সে ভাবল, "তার আর অমঙ্গল ঘটতে কাই বা বাকী আছে। সেত তার সব হারিয়েছে, মাত্র ঐ মেয়েটি। তার এইটুকু সুখ যদি বিধাতার সহ্য না হয়, তা হলে সে বাঁচার।" সে দ্রুত পদবিক্ষেপে ষ্টেশনে গিয়ে উঠল। তারপর ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল ট্রেণটা আসতে মাত্র মিনিট পনেরো বাকী আছে। সে তাড়াতাড়ি পয়েন্টের কাছে গিয়ে, সাইড লাইনে ক্লিয়ার দিল। এই খানে একটা ডাউন ট্রেনের সাথে এর মিট (meet) হবার কথা। একটু পরে হুস হুস করে ট্রেণটা প্লাটফর্মে এসে ঢুকল। একটু আগের নীরব ষ্টেশন যাত্রীদের কল কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল। সে একদৃষ্টে যাত্রীদের দিকে চেয়ে তাদের উঠানামা দেখছিল; তাকে যে ডাউন ট্রেনের ক্লিয়ার দিতে হবে, সে দিকে তার মোটেই লক্ষ্য ছিল না। ষ্টেশন থেকে সে মাঝে মাঝে তার কুঁড়ের দিকে চাইত। হঠাৎ কি মনে করে, সেদিকে চাইতেই যা দেখল তাতে তার প্রাণ উড়ে গেল। ডাউন ট্রেণটা ভয়ানক বেগে ষ্টেশনের দিকে ছুটে আসছে, আর পার্ব্বতী মেন লাইনের মাঝখানে বসে পাথর কুড়িয়ে কুড়িয়ে তার ক্ষুদ্র আঁচল পূর্ণ করছে। পেছনে যে ট্রেণটা ক্রুদ্ধ দানবের মত তাকে গ্রাস করতে আসছে, সে দিকে লক্ষ্য নাই একটুকুও। বৃদ্ধ মংরু চোকে আঁধার দেখ্ল। তার মনে হ'ল পৃথিবী বুঝি বা তার পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে।—সে কি করবে? মেন লাইন ক্লিয়ার দেবে! তাহলে তার পার্ব্বতী যে বাঁচবে না। তবে সাইড লাইনে। ও, মা, সে তো

পারবে না, জীবন থাকতে পারবে না, তার মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে, নিজের হাতে শত শত লোকের এত বড় সর্ব্বনাশটা সে কেমন করে করবে! সে আর ভাবতে পারল না; ছুটে গিয়ে যেন লাইনে ক্লিয়ার দিয়ে দিল।—তারপর তার দুই হাত দিয়ে তার বুকটা চেপে ধরে সেইখানে বসে পড়ল।

পাঁচফোড়ন

চীফ স্কাউট

চীফ স্কাউটের সম্বন্ধে অবশ্য নতুন কিছু বল্‌বো না। কয়েকদিন আগে তিনি 'স্কাউট' কাগজে একটা লেখা পাঠিয়েছিলেন সেটাই এখানে দিচ্ছি——

মিঃ কে ডন (Kaye Don) তাঁর চমৎকার গাড়ী করে ডেটোনা বীচে, পৃথিবীর গতির বেগের রেকর্ড ভাঙ্গবার জন্য যে চেষ্টা করছিলেন তা সফল হয়নি। তিনি হয়ত আজ অবধি জান্‌তে পারেন্‌নি তিনি কেন কৃতকার্য্য হ'ননি।—আমি কিন্তু জানি।

আমি শুনেছি তাঁর গাড়ীতে নাকি তিনটে Union Jack আঁকা ছিল; তা' থাক, তাতে অবশ্য দোষ কিছু নেই; এতে করে গাড়ীখানা যে ইংলণ্ডের তাই বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু তাদের একখানাও নাকি ঠিক করে আঁকা হয়নি, সবগুলি উল্টো করে!—একবারে বিপদের চিহ্ন! স্কাউটদের কাছে মনে হবে, তিনি যেন বিপদ হবে, তাঁর আশা ফলবতী হবেনা এ আশা করেই বেড়িয়েছিলেন।

তোমরা যদি কেউ কোন কাজ আরম্ভ কর্‌তে চাও, খুব শক্ত মনে হলেও, পারবো না ভেবে তা কর্‌তে যেয়োনা, বরঞ্চ তোমার জয়পতাকা উড়িয়ে জয়ী হবে বলেই অগ্রসর হবে। বিপদ আস্‌তে আস্‌তে তার নিশানা বের করতে সময় পাবে অনেক, কিন্তু সে সময়ের আগে যেননা বিপদের ভয় আসে। অনেক সময় খেলার শেষ আধ মিনিটে যে গোলটা হয় সেটাই দলকে জিতিয়ে দেয়।

কাজেই সব সময়েই "লেগে থেকো" তাহলেই দেখবে জয় আস্‌বে নিশ্চয়ই।

একটি ফ্লানেলের টুকরা একটু মাখমে ঠেকাইয়া তাস কিম্বা ঐ প্রকার কিছুর উপর ঘর্ষণ করিলে ময়লা বিদূরিত হইবে ও সুন্দর পালিশ হইবে।

মোম ও আলকাতরা সমভাগে মিশাইয়া অগ্নিতাপে গলাইবে; কাচের এক পিঠে ঐ দ্রব্য মাখাইয়া দিবে, শুষ্ক হইলে, তুলী বা নরুণ দিয়া যেরূপ ইচ্ছা ছবি, অক্ষর বা মূর্ত্তি আঁকিয়া হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড ঢালিয়া দিয়া জল দ্বারা ধৌত করিবে। পরে তার্পিণ তৈল দ্বারা উক্ত মোম ও আলকাতরা উঠাইয়া দেখিবে যে কাচের উপর সুন্দর ছাপ উঠিয়াছে।

একটা কাগজ Benzene এ ডুবিয়ে নিলেই বেশ স্বচ্ছ হবে। কিন্তু পরে আবার যে রকম ছিল সে রকমই হয়ে যাবে। Benzene এ ভেজাল কাগজে রং দিলে রং ও বসবে। তবে কিনা Benzene টা কোন কৃত্রিম আলোর কাছে কিম্বা খুব বেশী গরমে রেখ না।

—জ্যোতির্ম্ময় সেনগুপ্ত

স্কাউটিং

(কিম)

আমাদের আদর্শের পরেই মনে পড়ে আইন কানুনগুলির কথা। জগতে থাকতে গেলে তার আইন কানুন মেনে চল্‌তে হয়। সমাজে থাক্‌তে হলে সমাজের নিয়ম মেনে চল্‌তে হয়, তা না হ'লে সবাই একঘরে করে রাখে। কারণ সমাজের বন্ধন ও শৃঙ্খলা না থাক্‌লে সমাজ উচ্ছন্ন যায়।

আইন কানুন মানবার প্রথা সেই সে মান্ধাতার আমল থেকেই চলে আস্‌ছে, রামচন্দ্রের রাজ্যে অন্যায় করে কেউ পরিত্রাণ পেতোনা, আইনের এম্‌নি ছিল বাঁধন।

দেশে দেশেই রাজারও সমাজের আইন ছাড়া আর একরকমের আইন ছিল। জাপানের বোসিদা বা সামুরাইদের গোড়ার আইন ছিল পরের উপকার কর্‌বো—বিলাতের নাইটদের ও তেমনিতর আইন ছিল। আমেরিকার রেডইণ্ডিয়ানদেরও আইন আছে, তা'হ'ল তাদের সম্মান, প্রাণ গেলেও মান খোয়াবেনা তারা, প্রাণের থেকে তাদের আত্মসম্মানের দাম ঢের বেশী। আমাদের ভারতবর্ষেও ছিল ব্রাহ্মণদের আইন, চতুরাশ্রমের আইন, সেই আইন তুলে নিয়ে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য প্রভৃতি আশ্রমের আইনগুলি যেদিন থেকে আমরা ভুল্‌তে আরম্ভ করেছি আমাদেরও অবনতি হচ্ছে সেদিন থেকেই। তেম্‌নিতর যাদের জন্য যে আইন করা হয়েছে, সে আইন মেনে না চল্‌লে উপায় নেই। তাই স্কাউট-দেরও তাদের আইন মেনে চল্‌তে হয়। তার কথাই আজ বল্‌বো।

আগেই বলেছি স্কাউটের আদর্শ হলো প্রস্তুত হও।

তার মানে, তুমি সব সময়েই তোমার কর্ত্তব্য করবার জন্য দেহে ও মনে প্রস্তুত থাকবে।

মনকে প্রস্তুত কর, যাতে করে সে বড়দের আদেশ পালন করতে দ্বিধা বোধ না করে, তাছাড়া মন যেন আগে থাক্‌তেই ভেবে দেখ্‌তে পারে কোন্‌রকম বিপদে কি করতে হবে। যাতে করে সময়মত তুমি সত্যি সত্যি কাজের উপযুক্ত হয়ে উঠ্‌তে পারো।

দেহকে প্রস্তুত কর, যাতে করে দেহ বেশ শক্ত ও সবল হয়ে উঠে, যাতে করে ঠিক সময় মত কোন কাজ করতে অক্ষম না হও।

স্কাউটদের আইন হলো দশটি—

১। স্কাউটের আত্মসম্মান নির্ভর যোগ্য

রেড্‌ইণ্ডিয়ানদের বলেছি আত্মসম্মানের বাড়া আর কিছু নেই। তারা এই সম্মান খোয়াতে রাজী হয়না কোন মতেই। আগের কালে আমাদের দেশের বিশে ডাকাত প্রভৃতির ও কথার 'খেলাপ' হবার যো ছিলনা। বাস্তবিকই মানুষের আত্মসম্মান হ'ল প্রাণ।

লোক গরীব হ'লেও সম্মান পায়, যদি তাঁর আত্মসম্মান বজায় থেকে থাকে। আত্মসম্মান নষ্ট হলেই লোকের এক রকম মৃত্যু হয়। লোকে বলে "এই লোকটা না পারে এমন কাজ নেই।" কোন রাজা মহারাজা, কিম্বা খুব নামজাদা বড়লোক যদি হঠাৎ কিছু টাকা চুরি করে বসেন, কিম্বা এমন কিছু করে বসেন, যা নাকি মোটেই তাঁর উপযুক্ত নয় তাহ'লে লোকে যে কেবল আশ্চর্য্য হয়ে যায় তা নয়, তারা তাঁদের ধিক্কার দেয় ;—তাঁরা আত্মসম্মান খুইয়েছেন। একজন যদি আর একজনকে বিশ্বাস করতে না পারে, যদি না একজন বুঝতে পারে যে 'এমন কাজ সে করতে পারবেনা,' তবে জগতের কাজকর্ম্ম চলা মুস্কিল হ'য়ে উঠ্‌ত। একদেশ যদি অন্য দেশের আত্মসম্মানে বিশ্বাস করতে না পারত তাহলে জগতে রোজেই যুদ্ধ গেলে থাক্‌তো। বড় বড় কারখানার লোকেরা যদি তোমায় কিছু দেবে বলে কথা দিয়ে থাকে, তাহ'লে তারা ধার করে হলেও সে জিনিষ জোগাড় করে দেবে, তা না হলে তাদের বদনাম হবে, লোকে বল্‌বে, এদের আত্মসম্মান জ্ঞান নেই। তেম্‌নি প্রত্যেক স্কাউটই কিছুতেই তাঁর আত্মসম্মান খোয়াতে দেবেনা, স্কাউটের কথার কোনদিন খেলাপ হয়না, মিথ্যা কথা তার মুখ দিয়ে বেরোয়না, সে যে কাজ লয়, যে প্রতিজ্ঞা করে, তা সে প্রাণ দিয়ে পালন ক'রে চলে, কেউ কোন স্কাউটকে বল্‌তে পারেনা, তাদের আত্মসম্মানে বিশ্বাস করা যায়না। আমরা স্কাউটিং এ একটা দল করেছি, সবাই একসঙ্গে মিলে মিশে কাজ করে যাবে এই হলো আমাদের আদর্শ। কাজেই তোমার উপর যে কাজের ভার দেওয়া হলো সেটুকু যদি তুমি না করো, তাহ'লে সে কাজটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সমস্ত দলের ক্ষতি হবে, তার ফলে সমস্ত দলের 'সম্মান' নষ্ট হবে, স্কাউটিং এর বদনাম হবে। কাজেই তোমার আত্মসম্মান সমগ্র স্কাউটসঙ্ঘের আত্মসম্মানের জন্য দায়ী। কাজেই, দেখো কেউ যেন তোমার উপর কোন কাজের ভার দিয়ে না ঠকেন, তিনি যেন না বল্‌তে পারেন যে 'অমুক-কে কিছু কাজ দিয়ে বিশ্বাস করতে পারা যায়না।'

২। স্কাউট রাজার প্রতি, দেশের প্রতি, নিজসম্প্রদায়ের প্রতি পিতামাতার প্রতি, প্রতিপালক ও প্রতিপালিতের প্রতি কর্ত্তব্য-পরায়ণ।

এগুলো এক একটা করে লওয়া যাক। প্রথম হচ্ছে, স্কাউট রাজার প্রতি কর্ত্তব্য পরায়ণ। তোমাদের বলেছি যে সমাজ রক্ষা করতে হলে সকল দেশেই যে কোন রকমই হ'ক না কেন একটা স্থায়ী শাসন প্রণালী চাই, তা না হলে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা আসে, দেশ ধ্বংস হয়। কাজেই এই শাসন প্রণালী আমাদের মান্‌তে হয়।

তারপর 'দেশের প্রতি কর্ত্তব্য পরায়ণতা।' এ জিনিষটা কি তা বোধ হয় তোমাদের আর ভাল ক'রে বোঝাতে হবেনা, কি বল? নিজের দেশকে কে না ভালবাসে? ও জিনিষটা কোন জাতের কি কোন দলের একচেটে নয়, ওর টান সকল মানুষের মধ্যেই আছে, কেবল স্বার্থের জন্য অনেকে সেটা জোর করে চেপে রাখে, ফুটে উঠ্‌তে দেয় না।

—কিন্তু আসলে দেশের কাজ বল্‌তে আমরা কি বুঝি, মাটির প্রতি কি ভালবাসা আমাদের থাকতে পারে ? আসলে দেশের প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য, সে কর্ত্তব্য হলো আসলে দেশবাসীর প্রতি। দেশের ছোট বড় সবাইকে সমানভাবে ভালবাসার নামই হ'ল দেশকে ভালবাসা। শুধু তাই নয় যাতে দেশের নানাবিধ উন্নতি হয়, সে জন্য চেষ্টা করা দরকার। আমাদের দেশের কতশত লোক ম্যালেরিয়া রোগে ভুগছে, কাজেই তাদের স্বাস্থ্যের জন্য গাছপালা পরিষ্কার করে দেওয়া, ডোবা ভরাট করিয়ে দেওয়া, পুকুর কাটান এই সব করা, এই সব হ'ল দেশের কাজ। তোমরা বল্‌বে, যে কি করে এত টাকার কাজ কর্‌বো। চেষ্টা থাক্‌লে, উৎসাহ থাক্‌লে তোমরাই এমন একটা কিছু ক'রে বসতে পার্‌বে যার জন্য যারা দেশ তোমাদের সাহায্য করতে ছুটবে। কিন্তু এই সব করাও বড় সহজ ব্যাপার নয়। সব্বার আগে নিজেকে কাজের জন্য তৈরী করতে হয়। ধরো কেউ জলে ডুবে যাচ্ছে, কিন্তু তুমি সাঁতার না জানলে তোমার সাধ্য নেই তুমি কিছু কর। কাজেই আগে থাক্‌তেই তোমাদের নানা বিষয় শিখে তৈরী হ'তে হবে।

পেট্রলের নাম

ঘুঘু

সেই ছোটবেলা থেকেই তোমরা হয় তো শুনে এসেছো, 'ঘুঘুপাখী ডাক্‌ছে গাছে'। কিন্তু তোমাদের মধ্যে ক'জন ঘুঘুপাখী দেখেছো, বা দেখ্‌তে চেষ্টা করেছো ?—যারা ঘুঘু পেট্রলের ছেলে, তাদের কিন্তু ঘুঘু সম্বন্ধে জানা উচিত।

সাধারণতঃ দু'রকম ঘুঘু আমাদের দেশে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আসল তফাৎটা হ'ল তাদের রংএ ও আকারে। একটীর রং হ'ল ধূসর ও লাল রংয়ের মিশ্রণ এদের গলার দু'ধার হ'ল কাল, তা'তে ছোট ছোট সাদা ফুট্‌কী। অপরটী হ'ল দেখ্‌তে ক'টা। —গলায় একটী কালো বকলস, গলার পেছন দিকে এই কালোর কোলে কয়েকটী ছোট্ট সাদা দাগ।—এদের চোখ পিঙ্গল রংয়ের। এই দুই জাতের মধ্যে প্রথমটা হ'ল ইঞ্চি দশেক লম্বা দ্বিতীয়টা হ'ল তার চেয়ে কিছু বড়।—এর মধ্যে গোড়ারটাই কেবল সব সময়ে এখানে দেখ্‌তে পাওয়া যায় তাই বিশেষ করে সেটার কথাই বল্‌বো।

রং তোমাদের মোটামুটি যা বলেছি, একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, এর মধ্যে একটু তারতম্য আছে।

মাথায় এদের রংটা হ'লো খুব ফিকে (ছাই রংএর মত) ধূসর, এই রংটাই ঘাড়ের কাছে এসে ঘোর ধূসর হয়ে গেছে। ঘাড় ও বুকের দিকটা ধূসর আর বেগুণে রং মিলে কতকটা চক্‌চকে সবুজের মত রং। গায়ের উপর দিকটা ফিকে ধূসর, মধ্যে মধ্যে গাঢ় রংয়ের এক একটা ছোপ্‌ —লেজের মাঝখানকার পাখ্‌না দুটি ধূসর রং, বাকীগুলি কালো, আর তাদের মাথায় থাকে সুন্দর সুন্দর সাদা ফুটকা।

এদের ঠোটগুলি ভারী অক্ষম, ভারী কোমল, তাই এদের নাম দেওয়া হয়েছে সহায় সম্বলহীন ঘুঘু।—ঘুঘুর ডাক অবশ্য সবাই জানো—একটা উদাস ঘু ঘু—।—গ্রীষ্মকালে সমস্ত গ্রাম যখন একেবারে নিস্তব্ধ থাকে, ঘুঘুর ডাক শুনতে বাস্তবিকই তখন বেশ লাগে।

এর পরেই আসে এদের বাড়ীর কথা।—ঘুঘু যদিও দেখা যায় অনেক, কিন্তু এদের বাড়ী বড় দেখা যায় না, কাজেই তোমরা যদি ঘুঘুর বাড়ী খুঁজে বের করতে পারো তবেই বুঝ্‌বো বাহাদুর।—আগেই বলেছি, ঘুঘুরা সহায়সম্বলহীন, নিজেদের রক্ষা করবার মত ঠোট বা পায়ের নখ এদের নেই, কাজেই এদের থাক্‌তে হয় ভারী সাবধানে, যাতে করে কাক প্রভৃতি অত্যাচারী চোর পক্ষীরা তাদের বাড়ীর কথা টের না পায়। কাজেই এদের বাড়ীর খবর তোমাদের দিতে পারলাম না, তোমাদের যদি কেউ খুঁজে পাও তবে আমাদের জানালে খুসী হবো। -তবে এক জাতের ঘুঘুদের বাসা গোটানো চিকের মধ্যেও দেখা গেছে।—আর একবার পাওয়া গেছে বাশের ঝোপে।

এদের খাবার হ'ল শস্য। —যখন ধান চাল প্রভৃতি শস্য ক্ষেতে বেশ পেকে উঠে, তখন এরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে খেতে শস্য খায়, তবে বেশীর ভাগই আসে ধান কাটা হ'য়ে গেলে পরে।

ঘুঘুরা ভালোবাসার জন্য বিখ্যাত। —এদের মা'দীরাত বটেই, মদ্দারা পর্যন্ত ডিমে তা' দেয়, বাচ্ছাদের খাওয়ায়, উড়্‌তে শেখায়। আর যখন দরকার হয়, তখন এদের জন্য যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেয়।

এরা সাধারণতঃ মাঘ ফাল্গুন মাসে ডিম পাড়ে।

ক্যাম্প ফায়ারের তালে তালে

নীচে একটি গান দিচ্ছি। গানটি গাইতে হবে এই ছন্দে—নমস্। কার হে সুর্য্যি। মামা ঘুম হ'লো কাল কেমন টি।

গানটা হ'লো এই—

ছেলেরা—নমস্কার হে সূর্য্যি মামা—
ঘুম হ'ল কাল কেমনটি
তোমার ভয়ে চাঁদ ও তারা
পালায় কেন এমনটি।
দেখেছিলাম কাল্কে তুমি
সাঁঝের বেলায় শুতে গেলে
কষ্ট কিছু হয়েছিল কি—
খাট বিছানা কোথায় পেলে?
সূর্য্য—আমি কভু শুই না বাছা—
ঘুরে বেড়াই দেশ বিদেশ
আমার ভাগ্না ভাগ্নিগুলি সবে—
পাচ্ছে কিনা কোথায় ক্লেশ।
পথে পথে দিই জাগিয়ে
ফুল পাখি আর ভোমরাদের

তোমাদেরও জাগাই আমি
তোমরা সেটা পাওনা টের ॥
ছেলেরা—ও ভাই, সূয্যি মোদের বাসেন ভাল
বাসেন ভাল ঊষারাণি
সূর্য্যি মোদের সবার মামা—
ঊষা মোদের মাতুলানি।

অঙ্গভঙ্গী—কথার সঙ্গে সঙ্গে যেখানে সঙ্গত অঙ্গভঙ্গী করা দরকার।—যেমন নমস্কার বলার সঙ্গে সঙ্গে নমস্কার করা। আবার মধ্যে মধ্যে গান অর্দ্ধেক গেয়ে বাকিটা কেবল অঙ্গভঙ্গী করলে বেশ হয়, যেমন দু'তিনবারের মধ্যে একবার সবাই, 'তোমার ভয়ে চাঁদ আর তারা' অবধি গেয়ে পরে কেবল ভয়ে পালানোর অঙ্গভঙ্গী করবে। "পালায় কেন এমনটি" আর গাইবে না।

(স্কাউটার শ্রীযুক্ত নবনীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে সংগৃহীত)

র‍্যাফেল

(শ্রীখোকন গুপ্ত)

শিল্পীর তপস্যা, শিল্পীর সাধনা, শিল্পীর একাগ্রতা, শিল্পীর ধৈর্য্য—ইহারই জোরে শিল্পী তাহার আরাধ্য প্রতিমাটিকে এমন জীবন্তভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছে। তাহার হৃদয়ের গোপনভাবটী ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কতকাল ধরিয়া আরাধনা করিয়াছে—কতকাল ধরিয়া শিল্পী চেষ্টা করিয়াছে তাহার কল্পনাটীকে সারা বিশ্বের সাম্‌নে উন্মুক্ত করিতে—কতকাল ধরিয়া সাধনা করিয়াছে তাহার কল্পনার স্বরূপ-মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতে একাগ্র-হৃদয়ে এক মনে এক প্রাণে একনিষ্ঠ সেবকের ন্যায় শিল্পী সাধনা করিয়াছে তাহার আরাধ্য কল্পনার মূর্ত্তি সকলের সম্মুখে উন্মুক্ত করিতে। এ সাধনা ত স্বার্থের জন্য নয়, ধন, মান, যশ, এসকল কিছুইত শিল্পী চায়না—সে চায় কাজের আনন্দলাভ করিতে আর সারা বিশ্বের সম্মুখে আপনার কল্পনার মূর্ত্তি সম্মুখীন করিতে। কাজের আনন্দে শিল্পী তুলির টান দিয়া চলিয়াছে। কাজ যখন শেষ হইয়া গেল তখন শিল্পী নিজেই মূর্ত্তিমতী কল্পনার দিকে চাহিয়া দেখিল তাহার মানস প্রতিমা তাহার আরাধ্য বস্তু সে আজ গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহার পরিশ্রম সাধনা তপস্যার ফল সে পাইয়াছে, ইহার অধিক পুরস্কার কোন শিল্পীই চাহেনা।

আমাদের মনে কত কল্পনাই জাগে কিন্তু সেই কল্পনাকে মূর্ত্তি দিতে পারে কয়জন?

কবি সেই কল্পনার মূর্ত্তি দিয়াছে সাহিত্যের মধ্য দিয়া। কবি তার সেই ভাবটীকে ফুটাইয়া তোলে ভাষার সাহায্যে, তাই কবির সকলই ভাষার মধ্যে। তাহার বাহিরে কবি যাইতে পারেনা। তাও আবার কবি যে ভাষা দিয়া নিজের কল্পনাকে বাঁধিয়াছে তাহার বাজ্য সেই ভাষা ছাড়াইয়া যাইতে পারেনা। কিন্তু—

শিল্পী যে, তার শক্তি অটুট, তার বাজ্য জগৎ-জোড়া। যে মুর্খ নিরক্ষর সেও শিল্পীর কল্পনা-প্রসূত মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া থাকে। শিল্পীর ভাষা প্রতিভাশালী ব্যক্তি হইতে নিরক্ষর চাষা সকলেই বোঝে, উপভোগ করে।

কল্পনায় শিল্পী যে সব সৌন্দর্য্যের আভাস পাইয়াছিল—তিলে তিলে হাতের তুলি হইতে সেই সব সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিল।—তাহার কল্পনা তুলির রেখায় বাস্তব জীবন প্রাপ্ত হইল।

ইটালী শিল্পীদের তীর্থক্ষেত্র, ইটালী শিল্পকলার জন্মভূমি, হিন্দুদের যেরূপ কাশী, হরিদ্বার না গেলে জীবন পূর্ণ হয় না,—সার্থকতা লাভ করিতে পারেনা। সেইরূপ জগতের শিল্পীগণ তাহাদের তীর্থক্ষেত্র ইটালীতে না গেলে তাহারা ভাবে তাহাদের শিক্ষা, সাধনা অপূর্ণ রহিয়া গেল দেশ বিদেশ হইতে শিল্পীরা আজও ইটালী পরিদর্শন করিতে যায়।

এই ইটালীর অন্তর্গত ফ্লোরেন্স নগরে বহু শিল্পী দল আছেন। ফ্লোরেণ্টাইন দল নামক একদল শিল্পী হইতে রোমান দল নামক আর একটী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে। রেখাঙ্কনে পারদর্শিতা এই শিল্পীদল বিশেষ দেখাইতে পারে নাই বটে কিন্তু পটের উপর তুলির প্রত্যেকটী টানই ইহাদের বিশেষত্ব।—এই দলের প্রধান উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হইলেন র‍্যাফেল।

এই জগদ্বিখ্যাত চিত্রকর র‍্যাফেলের নাম হয়ত তোমরা অনেকেই শুনিয়াছ। অনে-কের মতে আবার র‍্যাফেল অদ্বিতীয় চিত্রকর।

র‍্যাফেলের পিতাও একজন চিত্রকর ছিলেন। ১২ বৎসর বয়সে র‍্যাফেল চিত্রবিদ্যা শিখিতে এক শিক্ষকের নিকট প্রেরিত হন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই তিনি শিক্ষকের সকল বিদ্যা হজম করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে শিক্ষকের হইল রাগ, আর দিলেন র‍্যাফেলকে তাড়াইয়া। র‍্যাফেল আর কি করেন অগত্যা আর এক শিক্ষকের নিকট গেলেন। কিন্তু শীঘ্রই শিক্ষকের সমস্ত বিদ্যাই র‍্যাফেল আয়ত্ত করিয়া ফেলিল।—র‍্যাফেলের অনুকরণ শক্তি ছিল অসাধারণ, তাই সে তার শিক্ষকগণের সমস্ত বিদ্যাই শিখিয়া ফেলিল।

মানব জীবন পরিবর্ত্তনশীল, র‍্যাফেলের জীবনেও একটা মস্ত বড় পরিবর্ত্তনের পালা আসিল—২০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ফ্লোরেন্সে একটী চিত্র প্রদর্শনী হয়। চিত্র প্রদর্শনীতে গিয়া র‍্যাফেলের চক্ষুঃস্থির। তাহার মনে হইল যে এতদিন সে কি ছাই ভস্ম আঁকিয়াছে।

এমন না হইলে আবার আঁকা। ব্যাফেল নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল। সে ঠিক করিল যে এইরূপ ছবি যদি সে আঁকিতে পারে তবেই তাহার জীবন সার্থক, নতুবা সে আর তুলি ধরিবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি র‍্যাফেলের অনুকরণ করিবার শক্তি ছিল অসাধারণ, তাই র‍্যাফেল সে যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্র শিল্পীদের চিত্রাবলী নকল করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তাঁর ছবির খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিনি শিল্পী বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন।

সে সময়ে খৃষ্টানদিগের পোপই ছিলেন সর্ব্বেসর্ব্বা। লোকে রাজার চেয়ে পোপকে বেশী ভয় ও শ্রদ্ধা করিত। এই পোপদের এক অদ্ভুৎ খেয়াল ছিল। ইটালীতে যত সব ভাল ভাল শিল্পী জন্মাইত তাহাদের দ্বারা ছলে বলে, যে করিয়াই হউক্ পোপ নিজের বাড়ীর দেওয়ালের উপর ছবি আঁকাইয়া লইতেন। র‍্যাফেলের সুনাম ক্রমে পোপের কাণে উঠিল। তাঁহার ডাকও পড়িল শীঘ্রই। অনেকটা ধর্ম্মের ভয়ে আবার অনেকটা বা পার্থিব ভয়ে র‍্যাফেলকে রাজী হইতে হইল।

বহু পরিশ্রমের পর র‍্যাফেল পোপের বাড়ীর দেওয়ালে যে ছবি আঁকিলেন তাহা দেখিয়া সমগ্র জগৎ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। চতুর্বিংশতি বয়সের আঁকা ছবি চিত্র জগতে এখনও শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। আজ পর্য্যন্ত কোন শিল্পী সেগুলির চাইতে ভাল চিত্র আঁকিতে পারে নাই।

অন্যান্য ছবিগুলি বাদ দিলেও র‍্যাফেলের মাতৃমূর্ত্তিগুলি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এমন সুন্দর ছবি আর কোন শিল্পীই আঁকিতে পারে নাই। র‍্যাফেলের এরূপ নাম ও যশ দেখিয়া একদল লোকের হিংসা হইল। তাহারা রটাইল যে র‍্যাফেল যে সকল ছবি আঁকেন তাহা তাঁর নিজের আঁকা নয়। শিষ্যেরা সাহায্য করে নতুবা একা একটা ছবি আঁকিবার সামর্থ তাঁর নাই।

র‍্যাফেলের প্রাণে এই মিথ্যা আঘাতটা বড় বেশী বাজিল, তিনি তখন কাহারও সামান্য সাহায্যও লইতেন না।

একবার পোপ তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।—পোপের সহিত দেখা করিতে যাইয়া ঠাণ্ডা লাগিয়া র‍্যাফেলের বুকে বড় ব্যথা হইল।—র‍্যাফেল শয্যা লইলেন। সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে ৬ই এপ্রিল,১৫২০ খৃষ্টাব্দে গুড্ ফ্রাইডের দিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম চিত্রশিল্পী,সমগ্র ইটালী, সমগ্র পৃথিবীকে শোক সাগরে নিমজ্জিত করিয়া বিদায় লইলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র পৃথিবী যে নিবিড় বিষাদ তমসায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, সে তমসা দূর করা সহজ সাধ্য হয় নাই।

র‍্যাফেল মাত্র কুড়ি বছর চিত্রশিল্পী রূপে কার্য্য করিয়া গিয়াছিল। সেই কুড়ি বছরের মধ্যেই প্রায় এক হাজার অত্যুৎকৃষ্ট চিত্রাবলী আঁকিয়া গিয়াছেন। র‍্যাফেলের দান চিত্র জগতে অতুলনীয়, অমূল্য। র‍্যাফেল প্রতিভার জ্যোতিঃতে দেশ উজ্জল করিয়া গিয়াছেন। যতদিন পৃথিবী রহিবে, যতদিন পৃথিবীতে শিল্পকলা বলিয়া একটা জিনিষ রহিবে, ততদিন র‍্যাফেলের সুনাম অমর, অক্ষয় হইয়া রহিবে।

চীফ স্কাউটের উপদেশ—সারা জগতে এই রকম দুর্দ্দিন দেখে ব্যবসার অবনতি দেখে আর মানুষের এ ক্ষতি দেখে লর্ড বেডেন পাওয়েল স্কাউটদের তিনি যে পন্থা অবলম্বন করতে বলেছেন, তাহা বাস্তবিক প্রশংসনীয়। দেশকে কতরকম ভাবে সাহায্য করতে পারা যায় তারই উপায় তিনি বলেছেন এবং স্কাউটদের দেশের কাজে প্রাণ ঢেলে দেওয়ার এই একমাত্র সুযোগ তাহাও তিনি নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন।

প্রত্যেক স্কাউটারকে তিনি তাদের স্কাউটদের এই শিক্ষা দিতে বলেন যে—

১। তারা যেন নিজেদের আয় ও ব্যয় দেখিয়া খুব হিসাব করে চলে।

২। দেশের অর্থ যেন দেশের বাহিরে না যায়।

৩। নিজেদের তৈরী জিনিষগুলি যাতে বাজারে খুব বেশী কাটে সেই জন্য সেই সব জিনিষ যাতে ভাল করে তৈরী হয় তার চেষ্টা করা, আর তাদের সহর ও গ্রামগুলির উপর যেন সমস্ত বিদেশীরা আকৃষ্ট হয় সেইজন্য নানা রকমভাবে উহাদের উন্নতি করা।—বিদেশীয় দ্রব্য যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করা।

৪। আর সব সময় বিপদে যেন তারা অধৈর্য্য হয়ে না পড়ে এবং দুর্দ্দশার কারণটাকে দূর করবার চেষ্টা করে।

স্যার টমাস লিপটন—স্যার টমাস লিপটন্ পৃথিবীর ভিতর একজন খুব বড় ধনী। লিপটনের চা আগে অনেকেই খেত। সেই চায়ের ব্যবসাই তাঁকে বড়লোক করেছিল। কিন্তু বাল্যকালে তিনি ছিলেন একজন সামান্য ছোকরা চাকর। গ্লাসগোতে থাকতেন ;— সিঁড়ির তলায় যে সব ছোট কুঠরী থাকে সেইখানে শুতেন। কিন্তু তাঁর মাতৃভক্তি ছিল অসীম। মায়ের পায়ের কাছে যেদিন তিনি তাঁর প্রথম রোজগারের মাত্র কয়েকটি মুদ্রা এনে

রেখেছিলেন তখন তাঁর মা বলেছিলেন "টম্, তুমি কবে আমাকে একটা জুড়ি গাড়ি উপহার দিচ্ছ।"

সেই থেকে টম্ টাকা রোজগারে মনস্থ হয়ে একটি ছোট মুদিখানা প্রথমে খুললেন। তারপর ক্রমশঃ তাঁর ব্যবসা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ল এবং তিনি একজন লক্ষপতি হয়ে উঠলেন।

জাম্বুরী—

বুডাপেষ্টে গাডাল্লাতে ১৯৩৩ সালের জাম্বুরীর জন্য এখন থেকে সাজসরাঞ্জম চলছে। এ্যাডমিরল্ হর্থি হাঙ্গারীর রিজেন্ট; তিনি এই জায়গাটি জাম্বুরীর জন্য হাঙ্গারীর বয়স্কাউট-দের দিয়েছেন।

অষ্ট্রীয়া হাঙ্গারীর রাণী মেরিয়া থেরেসার নাম ইতিহাসে অনেকেই পড়েছে। তাঁরই সভার কাউন্ট এ্যানথনি গ্রাসালকেভিচ্ গাডাল্লাকে নানারকমের সাজিয়েছিলেন। যখন মেরিয়া থেরেসা সেখানে বেড়াতে যান তখন কাউন্ট এ্যানথনি পাঁচশ ঘোড়সোয়ার নিয়ে তাঁকে অভিনন্দন করবার জন্যে এখানে উপস্থিত ছিলেন। আর বরফের উপর দিয়ে রাণী স্লেজে করে যাতে যেতে পারেন সেইজন্য সমস্ত রাস্তাগুলি নুন দিয়ে ভর্ত্তি করে রাখা হয়েছিল।

গাডাল্লাতে যে জাম্বুরী হবে তাতে ১৪ বছরের কম যারা তারা যেতে পারবে না। Sea Scoutদের জন্যে ড্যানুব (Danube) নদীতে একটি ছোট দ্বীপ ঠিক করা হয়েছে।

জ্যাম্বুরীর ক্যাম্প চীফ্ হবেন কাউন্ট পল টেলেকি। তিনি আগে হাঙ্গারীর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি একজন মস্ত ভৌগলিক। আশা করা যায় প্রায় ৪৫টি দেশ হইতে ২৫০০০ হাজার স্কাউট এই জ্যাম্বুরীতে যোগদান করবে।

যাত্রীর নিয়মাবলী

১। যাত্রীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা, ভিঃ পিতে লইলে ২৶০ আনা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ আনা। কাহাকেও বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয় না। কেহ নমুনা চাহিলে ৶১০ পয়সার ডাক টিকিট পাঠাইয়া দিবেন। আষাঢ় হইতে বৎসর আরম্ভ, কেহ বৎসরের মধ্যে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইলে আষাঢ়ের সংখ্যা হইতে লইতে হইবে। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্বমাসের ২৭ তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

২। কোন মাসের "যাত্রী" না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন। আমাদিগকে ডাকঘরের উত্তরসহ ২২ তারিখের মধ্যে পত্র দিবেন। পত্রাদি লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর দিতে ভুলিবেন না।

৩। লেখকগণ দয়া করিয়া প্রবন্ধের নকল রাখিয়া পাঠাইবেন এবং প্রত্যেক প্রবন্ধের সঙ্গে তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা দিয়া দিবেন। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না। সম্পাদক প্রয়োজন মত প্রবন্ধের স্থলে স্থলে পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও সংশোধন করিতে পারিবেন।

৪। বিজ্ঞাপনের হার—প্রতি মাসে ১ পৃষ্ঠা ৮৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৫৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা।

যাত্রীর বৈঠক ও উপহার

১। গ্রাহক গ্রাহিকারা বৈঠকের জন্য প্রবন্ধ, কবিতা, ধাঁধা ও প্রশ্ন প্রভৃতি অথবা প্রতিমাসে প্রকাশিত ধাঁধা ও প্রশ্নের উত্তর পাঠাইতে পারিবেন। প্রবন্ধ, কবিতা নিজেরা তৈরী করিয়া পাঠাইবেন। প্রবন্ধাদির ভালগুলি পরে পরে প্রতিমাসেই "বৈঠকে" প্রকাশিত হইবে। যাহাদের লেখা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাদের মধ্যে প্রথম চারিজন উপহার পাইবেন। বছরে দু'বার উপহার দেওয়া হইবে আর প্রতিমাসে যাহারা ধাঁধা ও প্রশ্নের ঠিক উত্তর পাঠাইবেন তাহাদের নাম পরের মাসের যাত্রীতে ছাপান হইবে।

২। "যাত্রীর বৈঠকে" প্রকাশের জন্য ধাঁধা ও প্রশ্ন আদি পাঠাইলে তাহার সঙ্গে উত্তর পাঠাইতে হয়। প্রশ্ন আদির উত্তর,প্রবন্ধ ও কবিতাদি কাগজের এক পিঠে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে ও প্রবন্ধের উপরে "যাত্রীর বৈঠক" এই কথাটি ও প্রবন্ধাদির নীচে নাম, ঠিকানা, বয়স ও গ্রাহক নম্বর লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

কর্ম্মসচিব "যাত্রী"—৫নং গভর্ণমেণ্ট প্লেস নর্থ, কলিকাতা।

ফাল্গুন, চৈত্র—১৩৩৮ [৯ম, ১০ম সংখ্যা

জ্যাকসন্ শিল্ড প্রতিযোগীতায় বাংলার চিফ্ স্কাউট।

— সম্পাদক —

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, বি, এ, (ক্যাণ্টাব), ব্যারিষ্টার-এট্-ল

সডাক বার্ষিক মূল্য—২, টাকা।

সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
হারিয়ে বিষাদ ...	...	২৫৩
কাবেদের কথা ...	...	২৫৪
খেলা ধুলা	খেলুড়ে	২৫৬
ক্যাম্পফায়ারের তালে তালে	...	২৫৭
স্কাউটিং	কিম	২৫৮
আত্মোৎসর্গ	শ্রীসরিৎচন্দ্র মজুমদার	২৬০
যাত্রীর বৈঠক	সৈয়দ আলি আজকর	২৬৮
পাঁচফোড়ন ...	...	২৭০
অভিযান	শ্রীনৃপেন্দ্র দেব মান্না	২৭১
লালমুণ্ড সমিতি ...	...	২৭২
স্কাউটিং	কিম	২৮১
এ্যাকসিডেন্ট	আকেলা	২৮৫
ক্যাম্পফায়ারের তালে তালে	...	২৮৬
কাবেদের বই	কটিক	২৮৭
নাক চুরি	শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়	২৮৮
খেলা ধুলা	খেলুড়ে	২৮৯
যাত্রীর বৈঠক	শ্রীভবতোষ সান্যাল	২৯১
নিঃস্বার্থ উপকার	শ্রীবিমলভূষণ সান্যাল	২৯২

ইণ্টার ট্রুপ কম্পিটিসন কুপন

(৫১ পৃষ্ঠা দেখুন)

যাত্রী—ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৩৮ ।

দাম—দুই আনা ।

৮ম বর্ষ] ফাল্গুন—১৩৩৮ [৯ম সংখ্যা

হরিষে বিষাদ

(সন্দেশ)

দেখ্‌ছে খোকা পঞ্জিকাতে এই বছরে কখন কবে।
ছুটির কত খবর লেখে কিসের ছুটি কদিন হবে॥
ইদ্‌ মহরম্‌ দোল দেওয়ালি বড়দিন আর বর্ষশেষে—
ভাবছে যত ফুল্ল মুখে স্ফূর্ত্তি ভরে ফেল্‌ছে হেসে।
এমন কালে নীল আকাশে হঠাৎ খ্যাপা মেঘের মত,
উথ্‌লে ছোটে কান্নাধারা ডুবিয়ে তাহার হর্ষ যত।
"কি হ'ল তোর?" সবাই বলে কলমটা কি বিঁধল হাতে?
জিবে কি তোর দাঁত বসালি? কামড়ালো কি ছার পোকাতে?
প্রশ্ন শুনে কান্না চড়ে অশ্রুঝরে দ্বিগুণ বেগে,
পঞ্জিকাটি আছড়ে ফেলে বল্লে কেঁদে আগুণ রেগে,
ইদ্‌ পড়েছে জ্যষ্ঠিমাসে গ্রীষ্মে যখন থাকেই ছুটি
বর্ষশেষ আর দোল্‌ত দেখি রোব্‌বারেতেই পড়ল দুটি।
দিন গুলোকে করলে মাটি মিথ্যে পাজি পঞ্জিকাতে—
মুখ ধোবনা ভাত খাবনা ঘুম যাবনা আজকে রাতে।

কাবেদের কথা

আকেলা বেশ হাসি খুসী বুড়ো নেকড়ে, কিন্তু তোমরা যদি খামখা গোলমাল করো তাহ'লে তিনি ভারী চটে যান! কিন্তু তিনি তোমাদের খুব ভালবাসেন কাজেই বেশী মারধর কর্‌তে চাননা, খুব জোরে একবার বলেন 'প্যাক্' অর্থাৎ 'প্যাক্' হুঁশিয়ার, শাস্তি পাবার সময় হয়েছে। বাচ্ছারাও যেই একবার 'প্যাক' শোনা অম্‌নি সব চুপ ; যে যা করছে সব কাজ ফেলে রেখে আকেলা কি বল্‌ছেন তা শোনবার জন্য চুপ করে থাক্‌তে হবে।

[এবারে আকেলা ফল্ ইন এ্যালার্ট, সভাশৈল ইণ্ডিয়ান ফাইল প্রভৃতি ড্রিল শিখাইবেন।

বালুকে হয়তো এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওনি। সেই যে মোটা ভাল্লুক যে বাচ্ছা নেকড়েদের আইন শেখায় ?—আইনত' ভারী, সবশুদ্ধ মাত্র দুটি আইন—মনে রাখতেও যেমন সুবিধে, মেনে চলতেও তেমনি সহজ। একটু চেষ্টা করলে, কয়েকদিন পরে আপনি আপনি মান্‌তে থাক্‌বে।—কাব হয়েছ বলেই যে মানছ সে কথা মনেই হবেনা।

কাবেদের দুটি আইন—

১ম হলো, কাবেরা বড়দের কথা মেনে চলে।

২য় হলো কাবেরা নিজেদের খেয়ালে কিছু করেনা।

অন্য আইন না করে এই দুটি আইন কর্‌বার বিশেষ অর্থ আছে। কাবেরা হলো বাচ্ছা, জঙ্গলে কি করে চল্‌তে হয় তা তা'রা জানেনা, শুধু তো নয়, জঙ্গলইত ভাল করে চেনে না। জঙ্গলের লোকজনকে চেনেনা, কার সঙ্গে মিশতে গিয়ে কার সঙ্গে মিশবে।—মুগলীর কথা তোমাদের মনে আছেত'।—সেই যে বাচ্ছা ছেলেটা, যাকে নেকড়েরা তাদের দলে ডেকে ভর্ত্তি করে নিল। সেই মুগলী যখন বেশ বড় হতে লাগল, তখন বালুর ভারী স্ফূর্ত্তি, সে জান্‌তো মানুষদের মত বুদ্ধিমান জাত আর নেই, কাজেই সে যত আইন কানুন জান্‌তো সব মুগলীকে শেখাতে লাগ্‌ল। এখন, মুগলি বড় হলেও বাচ্ছা ছেলে, তাছাড়া, তার খেলার সাথী আর আর নেকড়েরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে ভারী চটে গেল বালুর উপর ; বল্‌ল, সে গিয়ে বানরদের দলে মিশবে। বালু আর বাঘেরা দুজনে মিলে তাকে বারণ করল ;—সে কিন্তু চটে গিয়ে, তাদের কথা না শুনে, বড়দের কথা অমান্য করে তাদের

সঙ্গে মিশল।—বানরদের কোন আইন কানুন নেই, তাদের যার যা খুসি সেই তা করে। তাই বানরেরা তাকে নিয়ে অন্য এক জায়গায় চলে গেল, তারপর তাকে আর আস্‌তে দেবে না। মুগ্‌লির তখনকার অবস্থাটা ভেবে দেখ। বেচারার কান্না আসে আর কি? হায়রে কেনইবা বোকামী করে বনের নিয়ম ভাঙ্গলাম!—কাজেই দেখতে পাচ্ছো ছোট ছেলেরা যদি বড়দের কথা না মেনে চলে তবে কেমন বিপত্তি হয়। এমনিতর শত শত গল্প আছে জঙ্গলে। কথা না শোনার বিপত্তির আর একটা গল্প বল্‌ছি শোন।

ছোট ছেলেরা যেমন ছোট বেলা থেকেই বড়দের কাজ করতে চায় একটা ছোট নেকড়েরও হয়েছিল ঠিক তেম্‌নি, সে ভাব্‌লে আচ্ছা মা তো' বেশ শীকার করেন, চেষ্টা চরিত্র কর্‌লে আমিও কি একটু আধটু শীকার কর্‌তে পারিনে। ভেবে, সে তার মার কাছে জিজ্ঞেস না করেই বেরিয়ে গেল, গিয়ে সামনেই দেখে এক সজারু। সে ভাব্‌লে ভাগ্য তার না জানি কতই ভাল; সে বেশ আরামসে সজারুর গায়ের উপর লাফিয়ে পড়ল্‌। সজারু প্রাণের ভয়ে তার গায়ের কাঁটাগুলি সব খাড়া করে দিল, নেকড়ের মুখে গায়ে সেই কাঁটা বিঁধে প্রাণান্ত আর কি।

নেকড়ের দলে থাক্‌তে হলে সব সময়ে বড়দের কথা মেনে চল্‌তে হয়। কারণ শীকার করাতো আর নেহাৎ সোজা নয়। হয়ত ধর একটা মস্ত বড় হরিণ দেখতে পেয়েছো, এখন সর্দ্দার বল্‌লেন সবাই হরিণের চারিদিকে গোল হয়ে চুপ করে বসে থাক। হরিণ টেরও পেল না যে তা'র চারিদিকে তোমরা ফাঁদ পাতলে।—তারপর আস্তে আস্তে ভেতরের দিকে এগিয়ে এসে এক সঙ্গে হরিণের উপর লাফিয়ে পড়ে হরিণকে মেরে ফেল্‌তে পারবে;—সবাই ভাগ পাবে। কিন্তু তুমি যদি তা না করে, সর্দ্দারদের কথা না মেনে, হঠাৎ তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়, তাহলে হয়ত হরিণটা পালিয়ে যাবে।—কেউ খেতে পাবেনা। কাজেই দেখ্‌তে পার্‌ছো, বনে চল্‌তে গেলে বড়দের কথা না মান্‌লে উপায় নেই। কেবল যখন সর্দ্দার বল্‌বেন তখনই যে তার কথামত কাজ কর্‌বে তা নয়, তিনি যতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে থাকবেন ততক্ষণই তোমাদের নজর রাখ্‌তে হবে তারদিকে, তার চোখ দেখে, মুখ দেখে, চাল চলন দেখে বুঝ্‌তে হবে তিনি তোমার কাজে খুসী হয়েছেন না ব্যথা পেয়েছেন। তেমনি যখন বড়দের সঙ্গে থাকবে তখন কাজ কর্‌বার আগে তাদের মুখ একবার দেখে নেবে আর সেই চোখ মুখে যে হুকুম দেখ্‌তে পাবে সে হুকুমই পালন করে চল্‌তে হবে। যাতে বড়রা মনে দুঃখ পান এমন কিছু কর্‌বেনা। কাজেই যখন বড়রা কাছে থাক্‌বেন না তখন কোন কাজ কর্‌বার আগে ভেবে দেখবে যে সে কাজ কর্‌লে পরে বড়রা মনে কষ্ট পাবেন কিনা। এমন কোন কাজ কর্‌বেনা যা নাকি তাঁদের কাছে বল্‌তে ভয় পাবে।—আর যদি কোন দোষ করে থাক তাহলেও তাঁদের কাছে লুকোবেনা। কারণ তাঁরা দোষের কথা জান্‌তে পার্‌লে তবেত তোমাদের বলে দিতে পারেন কেমন করে তা শোধরাতে পার্‌বে। কাজেই জঙ্গলে চল্‌তে হ'লে বড়দের কথা সব সময় মেনে চল্‌তে হবে।

(খেলুড়ে)

সবজান্তা—সবাই গোল হয়ে বস্‌বে, নম্বর করা হবে, মাঝখানে একজন বস্‌বে। সে হ'ল সবজান্তা—সে হঠাৎ একটা নম্বর বল্‌বে। সে নম্বরের ছেলেটী দৌড়ে ভেতরে সবজান্তার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। তখন সবজান্তা তাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, আস্তে আস্তে এক দুই করে দশ অবধি গুণে সবজান্তা ব্যস' বলে চীৎকার করে উঠ্‌বে। তার মধ্যে যদি উত্তর দিতে পারে তাহলে সেই হবে সবজান্তা।—আর না পার্‌লে গিয়ে তার জায়গায় গিয়ে তাকে Kneel Down হয়ে বস্‌তে হবে, পরের বার না পার্‌লে দাঁড়াতে হবে তার পরের বার খেলা থেকে বাদ যাবে। অবশ্য পর পর একজনকে তিনবার ডাকা হবেনা।—এম্‌নি ভাবে খেলা চল্‌বে।

আমি নয় গো আমি নয়—সবাই গোল হয়ে দাঁড়াবে। সকলেরই একটা করে নম্বর থাকবে। একজন আরম্ভ কর্‌বে "শুনেছি সাত নাকি.........সাত নম্বরের স্কাউট তক্ষুণি তা'কে থামিয়ে বল্‌বে "আমি নয় গো আমি নয় সে পাঁচের কথা (বা অন্য যে কোন নম্বর) পরের জন আবার অন্য একজনের নাম বল্‌বে। যে বল্‌তে পার্‌বেনা সে বাদ যাবে। যে শেষ অবধি থাক্‌বে সেই জিতবে।

পাণ্ডা ভায়ার পাগড়ি চুরি—আগের খেলাটার মত সবাই গোল হয়ে দাঁড়াবে ও নম্বর কর্‌বে। যে এক নম্বর সে হবে পাণ্ডা। সে সুর করে বল্‌বে—

পাণ্ডা ভায়ার পাগড়ী চুরি…।
কেউ বা বলে চোরে নিল
কেউ বা বলে ডাকাত

আমি বলি কর্‌ল কীর্ত্তি পাঁচ

......(বা অন্য কোন নম্বর)

পাঁচ অম্‌নি বল্‌বে—উহুঁ উহুঁ আমি নই।

পাণ্ডা বল্‌বে—কে তবে ?

পাঁচ অমনি অন্য একটা নম্বর বল্‌বে। সে তক্ষুনি বল্‌বে উহুঁ উহুঁ আমি নয়, পাঁচ বল্‌বে—কে তবে ? এমনি ভাবে খেলা চল্‌বে, যে ধর্‌তে পার্‌বে না সে বাদ যাবে।

ক্যাম্পফায়ারের তালে তালে

কাবেদের একটা নতুন হুঙ্কার—

উ—ল্‌ফ্‌ কা—বে—রা

কা—বে—রা

খু—ব ভা—লো

সব ভালো

সব ভালো (তাড়াতাড়ি,)

খু—ব ভা—লো।

[Engonema—র সুর গাইতে হয়]

ক্যাম্পের হুঙ্কার

ঝিনিক ঝন্‌ ঝন্‌

ঝিনিক ঝন্ ঝন্
দে—রন দে—রন
ছোটে পন পন্
সারা দেশ বন
ঝিনিক ঝন্ ঝন্
ঝিনিক ঝন্ ঝন্
পেট করে চন্ চন্
সর্দ্দার—কার ?
সকলে—নেকড়ের
সর্দ্দার—কার ?
সকলে—নেকড়ের

স্কাউটিং

(কিম)

এর আগের বার রাজার প্রতি ও দেশের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণতার কথা বলা হয়েছে তারপর আসে নিজ সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষগণের প্রতি, পিতামাতার প্রতি, প্রতিপালক ও প্রতিপালিতের প্রতি কর্ত্তব্য পরায়ণতার কথা।

অধ্যক্ষগণের প্রতি কর্ত্তব্য পরায়ণতার ইংরেজী হচ্ছে Loyal to his officers. এ কথায় তোমরা কি বোঝ বলত ?—এর মানে তোমরা বোঝ যে স্কাউটমাষ্টার, এসিট্যাণ্ট স্কাউটমাষ্টার, ট্রুপলীডার প্রভৃতি যারা যারা ট্রুপে তোমার থেকে বড় পদ অধিকার করে আছেন তাঁদের কথা মেনে চলবে ;—কেমন ? কিন্তু এই Loyal কথাটা বা কর্ত্তব্যপরায়ণতা, কেবল আদেশ মানবার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়না।—এই কর্ত্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে সঙ্গেই আসে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা। এগুলি সব নিজের প্রাণের জিনিষ। তোমার প্রাণে যদি কারো জন্যে শ্রদ্ধা, উক্তি বা ভালবাসা না থাকে তাহ'লে জোর করে কেউ তা আনাতে পারেনা ; আর তাদের কাজ করতে বা কথা শুনতেও মন যায়না। কাজেই বলি, আগে তোমার মনে বড়দের উপর শ্রদ্ধা, ভক্তি, ও ভালবাসা আনতে চেষ্টা করবে। এখন কথা হ'ল যে বড়দের কেন তুমি ভক্তি করবে, শ্রদ্ধা করবে, ভালোবাসবে। মধ্যে মধ্যে দেখবে তাঁরা এমন কিছু করে বসবেন যার জন্য তোমাদের হয়তো অনেকটা আনন্দ নষ্ট হবে, দেখবে মধ্যে মধ্যে তাঁরা এমনি কোন আদেশ দেবেন যা করতে তোমাকে

বেগ পেতে হবে, মধ্যে মধ্যে হয়তো তাঁরা তোমায় কেবল খামখাই বক্‌বেন ;—কিন্তু জান্‌বে তাঁদের প্রত্যেকটি কাজের মধ্যেই তাঁদের ভালোবাসা লুকিয়ে আছে। তোমার যাতে ভালো হয় সে চিন্তাই হ'ল তাঁদের গোড়ার চিন্তা।—স্কাউটিং জিনিষটা একটা স্বেচ্ছাব্রত।—যাঁর খুসি তিনি এতে এসে যোগ দেন। এর জন্য কেউ কোন রকম টাকা পয়সা পাননা কিম্বা এতে ঢুকলে পরে নিজের স্বার্থসিদ্ধি হবে এমন ভেবে কেউ আসেন না। কাজেই যাঁরা দেশের ও দশের উপকার করতে চান তারাই এসে এখানে যোগ দেন ; তাঁদের গোড়ার ইচ্ছাই থাকে যে স্কাউটিং নিয়ে দেশের ছেলেদের মানুষ করে তুলবো। কাজেই তাঁরা যদি শোনেন যে তোমরা তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা করনা, নিন্দা কর তাহ'লে তাঁরা মনে কেমন ব্যথা পাবেন ভেবে দেখ। কাজেই, তুমিত তাদের নিন্দা করবেই না, যদি কেউ কখন তোমার সামনে তাঁদের নিন্দা করে তোমার কর্ত্তব্য হবে যে তাদের বারণ করা কিন্তু তাতেও যদি তারা না শোনে ত তোমার পক্ষে সেখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত।—পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্যের বেলাও এই।

এর পর প্রতিপালকের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণতা। ধর যদি তুমি কারুর কাছে চাকুরী কর তাহ'লে তোমার উচিত হবে যে তোমার সাধ্যমত তাঁর কাজটুকু করা—তাতে কোন রকম ফাঁকি দেবেনা।—অনেকে বলেন যে মাইনে এত কম দেয়, বাবা! অত খাটে কে? এও ঠিক নয়!—মাইনে যে এখানে কম তাতো জানা কথা, জেনে শুনে কম মাইনের বেশী খাটুনির কাজে যাঁরা আসছেন তারা জেনেই আসছেন যে তাদের মাইনে কম বলে খাটুনিটা কিছু কম হবেনা। তবে অবশ্য তারা যদি এর সঙ্গে সঙ্গে অন্য কাজ করেন, তার কথা আলাদা। কিন্তু অন্য কাজটি নেবার আগে তারা যাঁর কাছে কাজ করছেন তাঁর কাছে বলা দরকার, যাতে করে তিনিও কাজের একটা সুবিধামত বিলি বন্দেজ করতে পারেন। আজকাল স্কাউটদের শিক্ষায় বিশ্বাস করে অনেকে তাদের চাকুরী দেন। সেজন্য স্কাউটদের খুবই সাবধান হওয়া দরকার,—তাঁদের একজনের জন্য যেন সকলের বদনাম না হয়।

শেষ প্রতিপালিতের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণতা। বাড়ীতে যারা চাকর থাকে তারা তোমাদের চাকুরী করে বলেই যে একবারে হেয় একথা মনেও করোনা। তারাও মানুষ, তাদেরও একটা আত্মসম্মান জ্ঞান আছে। সেখানে আঘাত করলে তাদেরও মনে কষ্ট হয়। তোমার দুঃখে কষ্টে পাঁচজনে সহানুভূতি দেখালে তোমার যেমন ভালো লাগে তাদেরও তেমনি।

৩য় নিয়ম—কাজের লোক হওয়া ও পরোপকার করা স্কাউটের কর্ত্তব্য।

কাজের লোক তৈরী করবার জন্যইত স্কাউটিং। প্রত্যেক স্কাউটেরইত চেষ্টা থাকে নানা বিষয় শিক্ষার ও তা কাজে লাগাবার।—কাজেই এ নিয়মটি করতে হলে আদর্শের বেলা যা বলেছি, গোড়ায় সব রকম কাজের জন্য তৈরী হতে হবে। আর তার সুযোগ পেলেই

কাজে লাগাতে হবে। কারণ কোন জিনিষ শেখা ও তা কাজে লাগানো এক জিনিষ নয়। অনেক সময়ই দেখবে যে বই পড়ে, বা লোকের মুখে শুনে যা শিখেছো, তার অনেক বেশী জান্‌তে হয় সে বিষয়গুলি সত্যি সত্যি কাজে লাগাতে। কারণ অভিজ্ঞতারও একটা দাম আছে। এই সঙ্গে তোমাদের প্রতিজ্ঞাটার কথাও মনে করিয়ে দিচ্ছি। রোজ একজনের উপকার করবে এ প্রতিজ্ঞাত' তোমাদের করতেই হয়: কাজেই পরোপকার না করলে চলবে কেন। একটা জিনিষ তোমরা হয়তো বেশ দেখছো;—স্কাউটিং-এ যত কিছু শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুটি—একটি তোমার নিজেকে তৈরী করা ও অপরটি পরের উপকার করা।

আত্মোৎসর্গ

(শ্রীসরিৎচন্দ্র মজুমদার)

(ক)

"বুদ্ধম্ শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মম্ শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘম শরণং গচ্ছামি"...যুবরাজ উৎপলাদিত্য অন্ধকার কারাগৃহে নতমস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া মন্ত্রোচারণ করিতেছেন। নব-উদিত সূর্য্যের আলোক কারাগৃহের একটী ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়া প্রবেশ করিয়া বালক উৎপলের মস্তকে আসিয়া পড়িয়াছে।—অন্ধকার কারাগৃহের মধ্যখানে তাহার সূর্য্যালোকোদ্ভাসিত সুন্দর মুখটী একটী আধফোটা শুভ্র কুঁড়ির মত দেখাইতেছে। বিধাতার আশীর্ব্বাদ যেন এই সোনার সূর্য্যালোকের রূপ ধরিয়া আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে। বালক সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইষ্টমন্ত্রোচ্চারণ করিয়া নতমস্তকে কাহাকে প্রণাম করিল তাহা সেই জানে। নতমস্তক উন্নত করিয়া সে গবাক্ষ পথ দিয়া দেখিতে পাইল যে রাত্রির বিশ্রাম সুখ ত্যাগ করিয়া সকলে কর্ম্মের অনুরোধে জাগিয়া উঠিতেছে; বেলা যত বাড়িতে লাগিল, প্রশস্ত রাজপথ সকল ততই জনাকীর্ণ ও কোলাহল মুখরিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

প্রভাত হইতেই রাত্রের প্রহরীদল বিশ্রাম লইতে গেল এবং তাহাদের পরিবর্ত্তে আর এক নূতন দল আসিয়া সে কারাগৃহের দ্বার রক্ষা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে যুবরাজের শয়নগৃহের বাহির হইতে এক প্রহরী দ্বারে আঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মহাযুবরাজ, কি জাগ্রত হইয়াছেন।" উৎপল মনে মনে হাসিল—মহাযুবরাজ! হাঁ সকলে ঠিক তাহার সহিত মহাযুবরাজের ন্যায় ব্যবহারই করিতেছে। সে জন্য যখন সে এক বৌদ্ধ শ্রমণকে তাহার কারাগৃহের সম্মুখের রাজপথ দিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহাকে

গবাক্ষপথ দিয়া আহ্বান করিয়াছিল, তখন প্রহরীদলের নেতা আসিয়া বলিয়াছিল, "মহাযুবরাজ, মহারাজাধিরাজের ইচ্ছা নয় যে কোন ব্যক্তি এ কারাগৃহে প্রবেশ করিয়া আপনার সহিত আলাপ করে।" তাহার মুখ অপমানে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, সে মৃদুস্বরে শুধু বলিল, "তাহাই হউক।"—আজ সে বন্দী ;—ক্ষুদ্র প্রহরী দল-নেতার বিনানুমতিতে সে কোন ব্যক্তির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেও সমর্থ নয় ; তবুও আজিও সে সকলের দ্বারা মহাযুবরাজ বলিয়া আহুত হইয়া থাকে। ওই নামের সহিত জড়িত সম্মানের কণামাত্রেরও আজ সে অধিকারী নহে, কিন্তু সে নামটা ঠিক রহিয়াছে। যুবরাজ উত্তর করিল, "হ্যাঁ মন্ত্রসেন, আমি জাগ্রত হইয়াছি তুমি এক্ষণে তোমার কার্য্যে যাইতে পারো।" মন্ত্রসেন উত্তর দিল, "মহারাজাধিরাজ আপনাকে এক পত্র দিয়াছেন, আমি তাহাই বহন করিয়া আনিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিয়া আমার নিকট হইতে ইহা গ্রহণান্তর মহারাজাধিরাজের আদেশ মত উহা এখনই পাঠ করিয়া, যথাযথ উত্তর আমার দ্বারাই প্রেরণ করুন।" যুবরাজ দ্বার মুক্ত করিয়া মন্ত্রসেনের হস্ত হইতে পত্র গ্রহণ করিল। পত্রটী এইরূপ ;—

বৎস উৎপল—

এখনো সময় আছে ; এখনো ফিরিবার পথ আছে। তোমার উদ্ধত ব্যবহার পরিত্যাগ কর। যে আর্য্য শোণিত তোমার শিরায় শিরায় বহিতেছে, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া তাহার অমর্য্যাদা করিও না। যে ধর্ম্ম মনুষ্যকে নিস্তেজ ও প্রাণহীন করিয়া দেয় ; যে ধর্ম্ম শত্রুকে অস্ত্রের পরিবর্ত্তে ক্ষমা ও ভালবাসা দ্বারা জয় করিবার দুরাশা পোষণ করে, সেই ধর্ম্ম ক্ষত্রিয় সমাজের উপযুক্ত নহে। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম প্রজাপালন, রাজ্যরক্ষা, ও রাজ্য পালন। বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সাহায্যে এই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন করিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। এই বুদ্ধধর্ম্মেরই কল্যাণে সমস্ত ভারতভূমি নিস্তেজ হইয়া রহিয়াছে ; প্রবল বহিঃশত্রু একবার ভারতে আগমন করিলে তাহার নিকট হইতে এ ভারতভূমি রক্ষা করা কঠিন হইবে। অতএব বৎস এই ধর্ম্মের আশ্রয় সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া মহান হিন্দুধর্ম্মের শরণ লও।

এ রাজ্যের নিয়ম তুমি জ্ঞাত থাকিবে। আমার দুরদর্শী পুজ্যপাদ পিতৃদেব মহারাজাধিরাজ শঙ্করাদিত্য এই বুদ্ধধর্ম্মেই রাজ্যে ভাঙ্গন ধরিবে দেখিয়া নিয়ম করিয়াছিলেন যে, কেহ বুদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহনান্তর এ রাজ্যে বাস করিতে পারিবে না। যে ব্যক্তি এ নিয়মের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিবে তাহার প্রতি মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞাই বিধান। রাজ পরিবারের কেহ যদি এ ধর্ম্মগ্রহণ করেন তবে তাঁহাকে নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিতে হইবে এবং যদি রাজ্যের ভবিষ্য অধিকারী এ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তাহার প্রতিও মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা ঘোষিত হইবে। অতএব উৎপল, আমার একমাত্র পুত্র, আমার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র তুমি, এখনও সময় থাকিতে সাবধান হও ; নতুবা আগামী পূর্ণিমা তিথিতে তোমার

জীবন প্রদীপ নিবিয়া যাইবে। এ বিষয়ে আমার কোন অধিকার নাই। পিতা, পাছে কেহ দুর্ব্বলতা বশতঃ তাহার নিকট আত্মীয়কে শাস্তি না দেয় সে জন্য এই ব্যাপারের সকল অধিকার ধর্ম্মাধিকরণের হস্তে দিয়াছেন। বৎস এখনও ইচ্ছা করিলে তুমি নিজেকে বাঁচাইতে পারো। সেই নরাধম বুদ্ধের ধর্ম্মের শরণ লইও না। এই পত্র বাহকের হস্তে যথাযথ উত্তর দিয়া একটী পত্র লিখিবে। তোমার পত্রের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিব।

তোমার পিতা।

পত্রটী পাঠ করিয়া বালক উৎপলের চোখের কোণ হইতে দু ফোঁটা অশ্রুজল গাল বহিয়া মাটীতে গড়াইয়া পড়িল। এত শাস্তি দিয়াও তাহার পিতা, তাহার জন্য এত ভাবিতেছেন। হায় অন্ধ পিতৃস্নেহ—সে একবার ভাবিল কে মহৎ ?—ধর্ম্ম অথবা পিতা। আর কিছু সে ভাবিতে পারিল না। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া তাহার শয্যার উপর বসিয়া পড়িল। মন্ত্রসেন তাহা দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "মহাযুবরাজ, আর অধিক বিলম্ব নিষ্প্রয়োজন।—পত্রোত্তর দান করুন।" যুবরাজ মনস্থির করিয়া উঠিল তাহার পর চোখ মুছিয়া বলিল, "মন্ত্রসেন, মহারাজাধিরাজকে বলিও যে প্রথম দিন যে উত্তর দিয়াছিলাম আমি আজিও সেই উত্তর দিতে প্রস্তুত। অতএব সেই কথারই পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।"

(খ)

কথাটা একটু পিছাইয়া বলা দরকার। বৈশালীর রাজসিংহাসনে তখন মহারাজাধিরাজ ললিতাদিত্য উপবিষ্ট। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে সকল নৃপতিই তাঁহার সহিত বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ। বৈশালীরাজের নামমাত্র মস্তক নত করিয়া তাঁহার নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, এরূপ ব্যক্তি তৎকালে দুলর্ভ ছিল। কেবল মাত্র বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নৃপতি সকল ও তাঁহাদের প্রজাগণ এই নৃপতির প্রতি কিছুমাত্র সম্মান প্রদর্শন করিতেন না। তাঁহারা এই দাম্ভিক, আত্মশ্লাঘাকারী ও অত্যাচারী বৈশালীরাজের নিকটে নত হইতে চাহিতেন না। ললিতাদিত্যের পিতা ঘোর বৌদ্ধধর্ম্ম বিদ্বেষী ছিলেন এবং তাঁহার পুত্র ললিতাদিত্যও জন্মাবধি এই ধর্ম্মকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর রাজ্যলাভ করিয়া যখন তিনি দেখিলেন যে বৌদ্ধেরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভাবেই অপমান করিতেছে তখন তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং তাহাদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। ললিতাদিত্যের একমাত্র পুত্র উৎপলাদিত্য তাহার পিতার অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করিত, পিতা একমাত্র পুত্রের স্নেহবশে মধ্যে মধ্যে অত্যাচারের মাত্রা কমাইয়া দিতেন কিন্তু কখন কখন তিনি এই বালকের কথায় কর্ণপাতও করিতেন না; বালক কাঁদিয়া আকুল হইত।

একদিন কুমার উৎপল রাজোদ্যানে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকের শোভা দেখিতেছে এমন সময় সে দেখিল যে উদ্যানের বাহির দিয়া এক সর্ব্বত্যাগী চলিয়াছেন। তাঁহার মস্তক কেশ-লেশ হীন ; পরিধানে গৈরিক বসন, হস্তে ভিক্ষাপাত্র। এই ভিক্ষুই সকলের চেয়ে তাহাকে

বেশী আকর্ষণ করিল। কি সুন্দর তাঁহার সৌম্য মুখচ্ছবি। সে মুখে কি পবিত্রতাময় একটী স্নিগ্ধ ভাব, সংসারের আবিলতা সে মুখমণ্ডলে কোন দাগ রাখিয়া যাইতে পারে নাই। তাঁহার দেহ হইতে যেন একটী জ্যোতি বাহির হইতেছে। তিনি মৃদুস্বরে "বুদ্ধম্ শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘম্ শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মম্ শরণং গচ্ছামি" উচ্চারণ করিতে করিতে চলিয়াছেন। উৎপল বেদী হইতে উঠিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আর্য্য, একবার দয়া করিয়া এ দাসকে কৃতার্থ করিতে রাজোদ্যানে প্রবেশ করুন।" সর্ব্বত্যাগী তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "চল বৎস"। উৎপল কৃতার্থ হইয়া তাঁহাকে উদ্যানের মধ্যদেশে এক বেদীতে উপবেশন করাইয়া, নিজে মাটীতে তাঁহার পদতলে বসিল। তাহার পর করজোড়ে বলিতে লাগিল "আর্য্য আপনি কে"।

"বৎস, আমি ভগবান তথাগতের দাসানুদাস, তাঁহার চরণতল আশ্রিত অনাথপিণ্ডদ।" উৎপল ইহা শ্রবণ করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহা গোপন করিয়া বলিল, "আর্য্য, আপনি যে ধর্ম্মের আশ্রিত তাহার মাহাত্ম্য আমাকে বুঝাইয়া দিন।" অনাথপিণ্ডদ্ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "বৎস, এই দীর্ঘ বিংশ বৎসর ধরিয়া ইহার আশ্রয়ে থাকিয়াও ইহার যথার্থ মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলাম না। প্রতিদিন প্রতি প্রভাতে যখন মন্ত্রোচ্চারণ করি তখনই ইহার মাহাত্ম্য নূতন হইয়া দেখা দেয়। আজি প্রভাতে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া যে অপার আনন্দ পাইলাম; কাল ইহা হইতে আরো বেশী আনন্দ লাভ করিব।" বালক উৎপল এতক্ষণ একাগ্রচিত্তে শুনিতেছিল; সে বলিল, "আর্য্য আপনি এতদিনে যাহা বুঝিয়াছেন তাহাই আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে।" অনাথপিণ্ডদ্ মৃদুস্বরে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন এমন সময় নিকটেই কয়েকটী অশ্বের পদধ্বনি শুনা গেল। উৎপল ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "আর্য্য, আমার শরীররক্ষী সৈন্যদল আসিতেছে। আপনাকে দেখিলেই তাহারা নিষ্ঠুর অত্যাচার আরম্ভ করিবে। আপনি পলায়ন করুন।" অনাথপিণ্ডদ্ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "বৎস, উহারা আমার আত্মার দেহাবরণকে যন্ত্রণা দিতে পারিবে, কিন্তু আমার ভিতরের সেই পরম পুরুষের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিবে এমন সাধ্য তাহাদের কাহারও নাই। অতএব হে ভক্তিমান! তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবান তথাগতের বাণী শ্রবণ কর।" উৎপল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল, "আর্য্য, আপনি পলায়ন করুন। এ দাসের এই অনুরোধ। আপনি যাইবার আগে আমাকে সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া দিয়া যান।" "তবে তাহাই হউক; বৌদ্ধ ধর্ম্ম তোমার ন্যায় ভক্তিমান আশ্রিতকে পাইয়া কৃতার্থ হইল। বৎস বল 'বুদ্ধম্ শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘম্ শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মম্ শরণং গচ্ছামি।" বালক ধীরভাবে উচ্চারণ করিল, "বুদ্ধম্ শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘম্ শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মম্ শরণং গচ্ছামি।"—অনাথপিণ্ডদ্ প্রস্থান করিলেন এবং সেই মুহূর্ত্তে রাজোদ্যানে প্রবেশ করিয়া শরীররক্ষী সেনাদলের নায়ক বলিল, "মহাযুবরাজ মহারাজীমাতা আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।"

(গ)

পরদিন হইতে উৎপলের ভাবান্তর লক্ষিত হইল। সে নিস্তব্ধ হইয়া রাজোদ্যানে বহুক্ষণ ধরিয়া বসিয়া থাকে; তাহার খেলিবার সাথারা একে একে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে লাগিল, কেবল মাত্র উৎপলের প্রাণের বন্ধু শ্রুতসেন উৎপলের এ নির্লিপ্তভাব সহ্য করিয়াও তাহার সহিত ছায়ার ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে সেও উৎপলের নীরবতায় নিজেকে অপমানিতজ্ঞান করিয়া তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিল। মাতা পুত্রের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া ইহার কারণ অনুসন্ধানে রত হইলেন। প্রথম প্রথম তিনি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না: অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি দেখিলেন যে উৎপল তাঁহার গৃহের অলিন্দের মধ্যখানে দাঁড়াইয়া নত মস্তকে উচ্চারণ করিতেছে "বুদ্ধম্ শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘম্ শরণং গচ্ছামি; ধর্ম্মম্ শরণং গচ্ছামি।" সূর্য্যের ম্লান আলো তাহার ভক্তি আপ্লুত সুন্দর মুখের উপর পতিত হইয়া তাহাকে আরো সুন্দর, আরো মহান করিয়া তুলিয়াছে। মহারাজ্ঞীর মনে হইল এই মুখের চেয়ে পবিত্র বুঝি জগতে আর কিছুই নাই; উৎপলের উচ্চারিত মন্ত্রধ্বনি শ্রবণ করিয়া তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন আর তাহার সহিত তাঁহার গত জীবনের কত কথা মনে পড়িল। তাঁহার পিতা দেবগড়রাজ মহারাজ শক্তিসেন বুদ্ধের মহান ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছিলেন। সমস্ত দেবগড় প্রভাতে এবং সন্ধ্যায় এই মন্ত্রোচ্চারণে মুখরিত হইয়া উঠিত। মহারাজ্ঞীর স্মরণ হইল, অতি শিশুকাল হইতে তিনি তাঁহার পিতার উপাসনা কালীন সাথী ছিলেন। পিতার ক্রোড়ে থাকিয়া তিনি আধ আধ স্বরে যখন উচ্চারণ করিতেন "বুদ্ধম্ শরণং গচ্ছামি" তখন তাঁহার পিতার নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িত। হায় রে সে সব সুখের দিন কোথায়। তারপর একদিন মহারাজ শঙ্করাদিত্য তাঁহার পিতাকে বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে সভায় দূত পাঠাইলেন। দূত যে উত্তর লইয়া বৈশালীতে ফিরিল তাহা শ্রবণ মাত্র শত শত বৈশালী রাজপুরুষের কোষবদ্ধ অসি ঝনাৎকার করিয়া উঠিল। অবশেষে একদিন বৈশালী রাজ দেবগড় আক্রমণ করিয়া তাহা একেবারে ধ্বংস করিয়া দিলেন। মহারাজ শক্তিসেন যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মরণকে বরণ করিয়া লইলেন। তাঁহার কন্যা বন্দী হইয়া বৈশালীতে প্রেরিত হইলে অল্পদিনের মধ্যেই মহাযুবরাজ ললিতাদিত্য তাহার অপরূপ রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন।

মহারাণীমাতা ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া গিয়া উৎপলকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সর্ব্বনাশ বৎস; ও মন্ত্র আর উচ্চারণ করিও না। কোথায় কে শুনিয়া ফেলিয়া তোমায় বিপদে ফেলিবে। বাছা ও মন্ত্র উচ্চারণ করিও না।" বালক দৃঢ়স্বরে কহিল সঙ্ঘম্ শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, "বুদ্ধম্ শরণং গচ্ছামি"।

সন্ধ্যার আগমনের সহিত রাজ প্রাসাদে নহবৎ বাজিতে লাগিল। রাজসভাগৃহের দ্বারগুলি একে একে উন্মুক্ত হইয়া, মন্ত্রী অমাত্য ইত্যাদি সভাসদগণের সে গৃহে প্রবেশ

লাভে সহায়তা করিতে লাগিল। সহসা সকল আবেদন নিবেদন ভেদ করিয়া কাহার কোমল কণ্ঠ উচ্চারিত "বুদ্ধম্ শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মম্ শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘম্ শরণং গচ্ছামি" মন্ত্র আনিয়া সভাস্থ সকলকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া দিল। ইহা যে মহাযুবরাজ উৎপলাদিত্যের কণ্ঠস্বর তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। ললিতাদিত্যের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল বৈদেশিক দূতগণ এ ওর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাসিল। "উহাকে অন্ধকার কারাগৃহে নিক্ষেপ কর" এই বলিয়া মহারাজাধিরাজ সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

(ঘ)

উৎপল প্রায় একপক্ষকাল কারারুদ্ধ রহিয়াছে।—মহারাজাধিরাজ ললিতাদিত্য পত্রের পর পত্র প্রেরণ করিয়া তাহাকে সংযত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।—তাঁহার শেষ বয়সের এই একমাত্র সন্তানটীর জন্য তাহার হৃদয় সততই ক্রন্দন করিত কিন্তু তিনি তাহা প্রকাশ না করিয়া সর্ব্বসমক্ষে উৎপলের সহিত স্বভাবসিদ্ধ কঠোর ব্যবহার করিতেন। উৎপলের কারাগৃহ রাজসভাগৃহের অতি নিকটেই অবস্থিত; তাহার মন্ত্রোচ্চারণ-ধ্বনি মধ্যে মধ্যে সভার সকল গোলযোগ ডুবাইয়া দিয়া, মহারাজাধিরাজকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিত। ললিতাদিত্য তাঁহার জন্মাবধি এ মন্ত্র তাঁহার অন্তঃপুরে উচ্চারিত হইতে শুনেন নাই, আজ ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি চমকিত হইয়া উঠিতেন। পরক্ষণেই লোক সমক্ষে পাছে হেয় হইতে হয়, এই ভয়ে তাহার প্রতি বেত্রাঘাতের আদেশ প্রদান করিয়া অবাধ্য অশ্রুজল বাধ্য করিবার নিস্ফল প্রয়াস করিতে করিতে অসময়ে সভাভঙ্গ করিয়া দিয়া অন্তঃপুরাভিমুখে দ্রুতপদে প্রস্থান করিতেন।—এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। এ রাজ্যের নিয়মানুসারে অপরাধীর একমাসকাল পরে দণ্ড হয়। উৎপলেরও মৃত্যুদিন নিকট হইতে লাগিল; সমস্ত বৈশালী স্তম্ভিত হইয়া এই অকুতোভয়তার পরিণাম দেখিতে প্রস্তুত হইতে লাগিল। ললিতাদিত্যের পত্রের পর পত্রের উত্তরে উৎপল মাত্র বলিয়া পাঠাইত "আমি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি: তাহা আমি আশ্রয় করিবই। ইহাতে আমার চরম শাস্তি হয় হউক; আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই"।—মাতা কারাগৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন "বৎস, যে ধর্ম্ম পালন করিবার জন্য তুমি সমস্ত বৈশালীর চক্ষুঃশূল হইয়াছ, তাহা ত্যাগ কর।" উৎপল দৃঢ়স্বরে কহিল "মা, আপনি আমাকে এরূপ অনুরোধ করিবেন না। আমি ইহা রক্ষা করিতে অসমর্থ। সমস্ত বৈশালীর রক্তবর্ণ চক্ষুর সম্মুখে আমি শেষদিন পর্য্যন্ত এই ধর্ম্ম পালন করিব। মা, আপনি কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে আপনি পবিত্র চরিত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মোৎসাহী ও মহারাজ শক্তিসেনের কন্যা। যিনি তথাগতের পাদস্পর্শ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, যাঁহার রাজ্য সর্ব্বদা এই মন্ত্রোচ্চারণে ধ্বনিত থাকিত, তাঁহার কন্যা হইয়া আপনি কি করিয়া আমাকে এরূপ অনুরোধ করিতেছেন?" মহারাণী লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিলেন তাহার পর তাহার

সর্ব্বাঙ্গ তাঁহার স্নেহ হস্তস্পর্শে শীতল করিয়া দিয়া বলিলেন, "বৎস—অন্ততঃ তোমার পিতার সম্মান রক্ষা করিবার জন্য ক্ষান্ত হও। ধর্ম্ম কখনই পিতা হইতে মহত্তর নহে।"

উৎপল উত্তর করিল, "মাতা, পিতা ধর্ম্ম হইতে মহত্তর বলিয়া জানিয়াছি বলিয়াইতো আমি আজ এই ধর্ম্ম পালনে তৎপর। পিতা বৌদ্ধদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া যে পাপার্জ্জন করিয়াছেন, আমি পুত্র হইয়া যদি তাহা না শোধ করি তবে আমার এ মানব জন্ম বৃথা। আমার শোণিতে সে পাপরাশি চিরতরে নষ্ট হইয়া যাক্‌ ; ইহাই আমার একমাত্র কামনা।",

মহারাজ্ঞীমাতা মৃদুস্বরে কহিলেন, "বৎস তোমাকে এই কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে বলিতে আমার স্নেহার্ত্ত মাতৃ হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কিন্তু তথাপি আমি বলিতেছি তুমি যাহা ভাল বলিয়া বুঝিয়াছ ; তাহাই পালন কর। জানিবে যে তুমি যে অবস্থার মধ্যেই থাক, আমার আশীর্ব্বাদধারা নিত্যই তোমার মস্তকে বর্ষিত হইয়া তোমাকে অভিষিক্ত করিবে।"

বালক মাতার চরণতলে মস্তক স্থাপন করিয়া বলিল, "মা ; তোমার আশীর্ব্বাদ আমার জীবন পথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাথেয়।"

উৎপলের মৃত্যুদিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ললিতাদিত্য ততই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। রাজসভায় সকলে তটস্থ হইয়া বসিয়া থাকিত, কখন কি হয় তাহা স্থির নিশ্চয় ছিলনা। তাঁহার মানসিক অবস্থা যখন এরূপ তখন এক দিবস যখন তিনি সভাগৃহে উপবিষ্ট আছেন ; একটী দৌবারিক আসিয়া সংবাদ দিল মহারাজ এক সর্ব্বত্যাগী এরাজ্যে আসিয়াছেন। তাঁহার আহ্বানে দলে দলে বৈশালীবাসী গৃহ ছাড়িয়া বাহির হইতেছে ; অন্তঃপুরিকাগণ গবাক্ষ পথ দিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য প্রহরের পর প্রহর ধরিয়া দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন ; শিশুরা ক্রন্দন ভুলিয়া তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিতেছে। ললিতাদিত্য ভাবিলেন, উৎপলকে রক্ষা করা তো একরূপ অসম্ভব কথা ; এই সর্ব্বত্যাগীর মুখনিঃসৃত উপদেশাবলীতে আমার অশান্তচিত্তকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া আসি। তিনি তৎক্ষণাৎ পদব্রজে বিনীতভাবে যেস্থানে সেই সর্ব্বত্যাগী উপবিষ্ট আছেন সেই স্থান অভি-মুখে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার ন্যায় কঠোর প্রকৃতি ব্যক্তিরও চিত্ত শান্তভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ভক্তিমান হইয়া সর্ব্বত্যাগীর পদতলে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্‌, এ দাসের নিকট আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করুন।" সর্ব্বত্যাগী মৃদুহাস্য সহকারে কহিলেন "রাজন্‌, আমার পরিচয় জ্ঞানে তুমি সুখী হইতে পারিবেনা। তথাপি আমি তোমাকে আমার যথার্থ পরিচয় দিব। আমি ভগবান তথাগতের শিষ্যানুশিষ্য অনাথপিণ্ডদ।" ললিতাদিত্য ঘৃণার সহিত তাহার মুখ ফিরাইয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া মহাসেনাপতির প্রতি কহিলেন, "এরাজ্যের নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিতে দ্বিধাবোধ

করিওনা।” তাঁহার এ ভীষণ ইঙ্গিতে স্বয়ং মহাসেনাপতি অবধি শিহরিয়া উঠিলেন। সহসা এক দৌবারিক ছুটিয়া আসিয়া কহিল, “মহারাজ সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মহাযুবরাজ তাহার কারাগৃহের উচ্চতম কক্ষ হইতে লম্ফপ্রদান করিতে গিয়া মারাত্মক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন ; রাজ কবিরাজ আসিয়াছেন; তিনি বলিতেছেন যে আর মহাযুবরাজের প্রাণের কিছুমাত্র আশা নাই।”

ললিতাদিত্য আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “বৎস উৎপল ; স্নেহের বাছনি আমার ; একি করিলে।” অনতিদূরে দেখা গেল উৎপলের দেহ বহন করিয়া লইয়া আসা হইতেছে। মহারাজাধিরাজ দ্রুতপদে তথায় গিয়া তাহাকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। বালক অতিকষ্টে কহিল, “পিতা আমার মৃত্যু নিকট ; আমাকে ভগবান তথাগতের বাণীর প্রচারক আর্য্য অনাথ পিণ্ডদের নিকট লইয়া চলুন।” অনাথপিণ্ডদ তাহার শয্যার নিকটস্থ হইয়া কহিলেন “বৎস আমি আসিয়াছি।” “আঃ আপনি আসিয়াছেন ; এক্ষণে আমি সুখে মরিতে পারিব।” ললিতাদিত্য ভগ্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “বৎস কেন এরূপ কার্য্য করিলে।”

বালক উত্তর করিল “পিতা, আমি কিছু পূর্ব্বে জ্ঞাত হইলাম যে আর্য্য অনাথপিণ্ডদ এ রাজ্যে আগমন করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে গবাক্ষ পথ দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম : কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে শুনিলাম যে তিনি এ পথ দিয়া যাইবেন না। আমি তাহা শ্রবণ করিয়া প্রহরীদল নেতা মন্ত্রবীর্য্যকে কহিলাম, আমাকে দুই দণ্ডের জন্য ছাড়িয়া দাও ; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি, আমি শপথ করিতেছি যে আবার ফিরিয়া আসিব। সে কিছুতেই সম্মত হইল না ; আমি কত অনুরোধ উপরোধ করিলাম সে শুধু কহিল, “মহারাজাধিরাজের এরূপ আদেশ নহে”। অবশেষে আমি পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম কিন্তু দেখিলাম যে সকল দ্বারই প্রহরীদ্বারা সুরক্ষিত। তখন উপায়ন্তর না দেখিয়া আমি লম্ফ প্রদান করিলাম”।

“হায়, হায় বৎস কোথায় সে দুরাচার মন্ত্রবীর্য্য”। ললিতাদিত্য হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন।

“পিতা তাহার উপর ক্রোধ করিবেন না, সে আপনার আদেশ পালন করিতেছিল মাত্র। সে তাহার কর্ত্তব্য পরায়ণতার জন্য পুরস্কার লাভের যোগ্য—শাস্তির যোগ্য নহে। পিতা আমার শেষ অনুরোধ রাখিবেন কি।”

“বল বৎস বল। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি তোমার শেষ অনুরোধ রক্ষা করিব”।

“পিতা আপনি বৌদ্ধধর্ম্ম আশ্রয় করুন”।

ললিতাদিত্য শিহরিয়া উঠিলেন কিন্তু পরক্ষণেই দৃঢ়স্বরে কহিলেন, “বৎস তাহাই হইবে।”

“পিতা তাহা হইলে আসুন আমরা সকলে মিলিয়া একবার মন্ত্রোচ্চারণ করি। হে আর্য্য আপনি আমার শেষবার উচ্চারিত মন্ত্র আপনার সাহচর্য্যে মধুময় করিয়া তুলুন।”

অনাথপিণ্ডদ শান্তভাবে কহিলেন, "বৎস তোমার আত্মা নির্ব্বাণ লাভ করুক"।

তাহার পর মুমূর্ষু রাজকুমার উৎপলকে বেষ্টন করিয়া স্বয়ং বৈশালীরাজ হইতে অতি ক্ষুদ্রতম প্রজা একযোগে উচ্চারণ করিল, বুদ্ধম্ শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘম্ শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মম্ শরণং গচ্ছামি"।

একটী ফার্ষ্টক্লাস ব্যাজের আত্মকথা।

(সৈয়দ আলি আজকর)

আপনারা সকলে শুনে হয়ত আশ্চর্য্য হবেন যে একটী ফাষ্টক্লাশ ব্যাজ নিজের আত্মকথা লিখতে বসেছে। সেত একটুকু ব্যাজ, তার আবার আত্মকথা, দুঃসাহসত কম নয়!

আমাদের কতকগুলি ভাইয়ের এক সঙ্গেই জন্ম হয়েছিল—জানিনা সে কোথায়। তবে বহুদিন ধরে যে, বঙ্গদেশে বসবাস করছি এটা ঠিক। আজকাল বাঙ্গলা ভাষা বুঝতে বড় বেগ পেতে হয় না। তবে যে, ইংরাজি জানিনা তাও নয়, ইংরাজিও বুঝি। জন্মাবার তারিখ থেকে নাকি আমাদের উপর লেখা রয়েছে চিরদিনের অভ্যাস বশতঃ আজও প্রস্তুত হয়ে আছি।

একদিন এক ভদ্রলোক আমাকে এক ড্রয়ারের কারাগার থেকে উদ্ধার করে একটী ছেলেকে দিলেন। ছেলেটী আনন্দে আমায় বাড়ী নিয়ে এল। বাড়ীতে দিন কতক থাকার পর বুঝলাম এই সুশ্রী বালকটিই আমার মনিব। নামটাও জানতে আর বাকি থাকল না। একদিন বালকটির মা ডাকছিলেন, ও সুরেন বাবা শুনেছ।" সুরেন সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কথা মত কাজ করতে দেখে আমার বড় আনন্দ হল। বাস্তবিক আমার মনিব বড় ভাল ছেলে—মা বাবার কথা কখনও অমান্য করে না, ছোট ভাই বোনদের সে বড় ভালবাসে। এইটুকু ছেলে যে এমন সচ্চরিত্র—দেখে আমার আশ্চর্য্য লাগে।

একদিনকার কথা। আমার মনিবের স্কুলে যাবার সময়; ভাত বাড়া হয়েছে এমন সময় একজন অন্ধ ভিক্ষুক দ্বারে এসে ডাকল, "বাবা কে আছ, আজ দুদিন হল, কিছু খাইনি। এই না শুনে আমার মনিব ছুটে ভিখারীর কাছে গেল ও দৌড়ে চুপি চুপি ভাতের থালাটি ভিখারিকে দিয়ে বল্ল, এই নাও, খাও বড় কষ্ট হচ্ছে?—না!

"বাবা ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।" বলে ভিখারী আহারে বসল। বাড়ার মস্ত উঠান। অন্ত কেউ বড় একটা লক্ষ্য করেনি। আমার মনিব ভিখারীকে খাইয়ে চুপি চুপি স্কুলে চলে যাচ্ছিল এমন সময় তার ছোট ভাই 'মণ্টু' তার মাকে ডেকে এনে বল্ল, "মা, দাদা ভাত না খেয়ে স্কুলে যাচ্ছে, ভাত ও ভিখারীকে খাইয়ে দিয়েছে।" তখন তাঁর চোখ দিয়ে যেন আনন্দের জল ঝরে পড়ল।

"তিনি ছুটে গিয়ে সুরেনের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন আর চুমো দিয়ে তার দুটি গণ্ড ভরে দিলেন। সত্যি সেদিন এই মাতা পুত্রের স্নেহ দেখে আমার বড়ই আনন্দ হয়েছিল। তারপর সুরেনকে তিনি নিজের কোলে বসিয়ে খাইয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিলেন।

আমি স্বচক্ষেই এসব দেখেছিলাম। কারণ আমি বরাবরই সেই খাকি সার্টের হাতায় একটু স্থান করে থাকতাম। নিজের জন্য বড় চিন্তা ছিল না, সমস্তটাই যেন মনিবময় হয়ে গিয়েছিল। মনিবের সঙ্গে থাকতে বড় ভাল লাগত। মনিব যখন বিকেলবেলায় খেলা করতে যেত আমার তখন মনটা আনন্দে মেতে উঠত। একদল ছেলে সকলেই খাকি সার্ট পেণ্ট পরা,—তারা নাকি সকলেই স্কাউট। স্কাউটের অর্থ আমি তত বুঝতে পারিনি। তবে এইটুকু বুঝেছি যে, যারা এই রকম সচ্চরিত্র তারাই স্কাউট।

আমার জীবনের আর একদিনকার ঘটনা বেশ মনে আছে। সেদিন যেন আমার মনিব একদল ছেলের সঙ্গে কোথায় ক্যাম্প করতে গিয়েছিল।—সে স্থানটি বেশ। ছোট একটি নদী—তার উপরেই বাঁকা ছোট পায়ে-হাটা পথ এঁকে বেঁকে সবুজ ধানগাছের মধ্যে মিশে গেছে। সেই নদীর ধারে একটা কুঞ্জবনের মধ্যে ক্যাম্প হয়েছিল। সকলে যখন রান্না সেরে খেতে বসেছে আমিও তখন সার্টের হাতার উপর থেকে আমার মনিবের খাওয়া দেখছি। খাবারের গন্ধে আমার একটু লোভ হচ্ছিল। কিন্তু ভগবান কপালে কখনও খাবার লেখেন নাই, নচেৎ হঠাৎ পাতের মধ্যে পড়ে গিয়েও আহার্য্যের একটুকুও 'ষ্টেট' করতে পারলাম না। পাতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনিব আমায় একটু জলদিয়ে ধুয়ে পকেটে পুরে দিল। অবশ্য আহারান্তে মুক্তি পেয়ে আবার পূর্ব্ব স্থানেই বাহাল হলাম।

আমার জীবনের মধ্যে মোটে একদিন আমার মনিব আমাকে তিরস্কার করেছিল। সেদিন মনিবের মনটা বড় ভাল ছিলনা। আমাকে লক্ষ্য করে মনিব বল্ল, "ছিঃ। এই ব্যাজের জন্যই কি আমি ভাল কাজ করি। আমিও অনেক ছেলে দেখেছি যারা তার ব্যাজের জন্য গরব না করে ছাড়ে না। তারা অন্যের কাছে প্রশংসা নেবার জন্য ব্যস্তভাবেও কত মিথ্যা কথা বলে। আমার মতে এটা পরলেই কি আর না পরলেই কি। ভাল হবার ইচ্ছেটাই হচ্ছে মূল। যে ভাল হতে চায় সে ভাল হবেই।"

আমার মনিব যা বলেছিল সত্যিই তা বড় সত্য কথা। একদিনের জন্যও আমার মনিবকে কখন মিথ্যা বলতে শুনিনি বা কারও কোন অপকার করতে দেখিনি। সে যেন সুন্দরের আদর্শ। আমার মনিব কয়েক রাত্রি জেগে একটি রোগীর সেবা করে। শেষে সে রোগীটি রোগমুক্ত হয়। আমার মনিব একদিন পথে যাচ্ছে এমন সময় দুটি ছেলে বলাবলি করছিল, "দিনু দেখনা ঐ যে সুরেনদা যাচ্ছে, আমাদের মাষ্টারমশায় বলছিলেন তোমাদের সকলে সুরেনের মত ছেলে হওয়া উচিৎ। সত্যি ভাই সুরেন বড় ভাল ছেলে।" তারপর সুরেনকে ডাকল, "ও সুরেন দাদা, আমরা তোমার মত ভাল ছেলে হব, আমাদের মাষ্টারমশায় তোমার মত হতে বলেছেন।"

সত্যি ঐ ছোট ছেলে দুটির সরলতা ও তাদের মধ্যে ভাল হবার আগ্রহ জেগেছে দেখে আমার বেশ লাগল। সুরেন দাদা তাদের দুজনকে দুহাতে ধরে কত কি গল্প করতে করতে সেদিনকার মত স্কুলে গেল।

এই রকম কত কি ছোট খাট ঘটনায় আমার জীবন ইতিহাস ভরা। যাক, আজ এই খানেই আত্মকথার পরিসমাপ্তি করে দি কারণ বয়সও হয়েছে অনেক। এখন আমি আর সাটের হাতের উপর থাকি না। দেহের চাকচিক্যও নেই। আমার মনিবের বয়স হয়েছে। আমার মনিব আর আমায় লাগিয়ে বের হয়না।—বুকের উপর অতীতের কত ঘটনা নিয়ে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে আজ টেবিলের উপরেই আছি।

পাঁচফোড়ন

পতাকার নূতন কথা—তোমরা বেশীর ভাগই টেণ্ডারফুট পাশ করেছো।—তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে Union Jack, half mast করে রাখলে পরে তার মানে হয় "শোক-চিহ্ন"। কিন্তু half mast বল্‌তে কি বোঝা বলত?—Union Jack, ডাণ্ডাটার অর্দ্ধেক অবধি আস্‌বে!—না? আসলে কিন্তু তা নয়, সমস্ত ডাণ্ডাটার ⅓ অংশ নীচে নামাতে হবে, কখনই মধ্য অবধি নয়।

কপিং পেন্সিলের কথা—তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো সে সাধারণ পেন্‌সিলের দাগ একটু ঘস্‌লে উঠে যায় কিন্তু কপিং পেন্সিলের দাগ কিছুতেই উঠেনা। তার কারণ জানো কি? সাধারণ পেন্‌সিলগুলি তৈরী হ'লো কয়লা থেকে।—এর দাগটা কাগজের উপরে পড়ে, এতে কাগজের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু কপিং পেন্সিলে, আঁটা আর 'এনিলিন' বলে একটা রং দেওয়া হয়, এর ফলে এই পেন্সিল দিয়ে লিখ্‌লে পরে যে জায়গায় লেখা হয়, সে জায়গার কাগজটাকে বদ্‌লে যায় কাজেই তার দাগও আর উঠ্‌বার জো থাকে না।

৮ম বর্ষ] চৈত্র—১৩৩৮ [১০ম সংখ্যা

অভিযান

(শ্রীনৃপেন্দ্রদেব মান্না)

নূতন হয়ে
নূতন পথে
চলতে হবে,
নূতন গান
গাইতে হবে
ভাই
পুরানো যা—
গ্লানির বোঝা—
দূরেই থাক্
পিছন ফেরার
কী প্রয়োজন
ছাই।
শিরটী তুলে
দুঃখের সাথে
লড়্‌তে হবে;
হাসি মুখে
করতে হবে
রণ।

আক্রমনের
আগেই যদি
নেতিয়ে পড় ভাই,
মর্‌তে তোমার
বাকী কত
ক্ষণ?
বিষাণ মোরা
বাজিয়ে যাব
বিশ্ব নিখিল—
সবাই মোদের
সুহৃদ, মোদের
ভাই।
ভগবানের
চরণতলে
রাখ্‌বো মাথা—
অটল গভীর
ভক্তি—বুকে
চাই।

আসুক অযুত
ঝঞ্ঝা বিপদ
মাথার পরে—
দেখ্ বোনাকো
তাদের দিকে
ফিরে ।

ভগবানে
ভক্তি মোদের
দেখ্‌তে পেলে—
দুঃখ কষ্ট
আপনি যাবে
সরে ।

লালমুণ্ডু সমিতি

[বিলাতের একজন মস্ত বড় লেখক ছিলেন স্যার আর্থার কোনান্ ডয়েল । তিনি প্রথমে ডিটেক্‌টিভ গল্প লিখেই নাম করেন ।—অতি সুন্দর তাঁর গল্পগুলি । তাঁর গোয়েন্দার নাম হ'ল সার্‌লক্ হোম্‌স, আর তাঁর সহচর হ'লেন "ডাক্তার ওয়াট্‌সন" । গল্পগুলি ডাক্তার ওয়াটসন্ লিখেছেন, আমরা এমাসে তাঁর একটা গল্প বাংলা করে দিচ্ছি ।]

গতবার শীতকালে একদিন বন্ধুবর সার্‌লক্ হোম্‌সের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি তিনি একজন বেশ মোটা লালচুলওয়ালা বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সাথে গভীরভাবে আলাপ করছে । আমি তাঁদের কথাবার্ত্তার মাঝখানে এসে পড়েছি বলে, ক্ষমা প্রার্থনা করে, ঘর থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় হোম্‌স্ আমায় জোর করে ঘরে ঢুকিয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল ।

মোলায়েম ভাবে বল্‌লে, "তুমি এসেছ আজ সময় বুঝে হে ভায়া সময় বুঝে, এর থেকে ভাল সময়ে আর তুমি আস্‌তে পার্‌তে না।"

"আমি ভেবেছিলাম্ তোমরা গোপনীয় কিছু কইছো।"

"একেবারে সত্যি কথা।-- গোপনীয় কথাই যে হচ্ছিল।"

"তাহ'লে না হয় আমি পাশের ঘরে,—"

"উহুঁ তার কিছু দরকার নাই। মিঃ উইল্‌সন, আমি যতগুলি তদন্তে সাফল্য লাভ করেছি, তার অনেকগুলিতেই ইনি ছিলেন আমার সহচর। আশা করি আপনার এ ব্যাপারটাতেও তিনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য কর্‌তে পার্‌বেন।"

মোটা ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে আদ্ধেক উঠে, একটু নুইয়ে আমায় অভ্যর্থনা কর্‌লেন। —তাঁ'র চোখের কোণে দেখ্‌লাম কেমন একটা সন্দেহের দৃষ্টি।

হোম্‌স্ আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে বল্‌ল, "কেদারাটা টেনে বোস।" তারপর দুই হাতের আঙ্গুলগুলি একত্র করে সে বস্‌ল :—কোন কিছু বিচার কর্‌বার সময় হলেই তার এরকম ক'রে বসা চাই। বল্‌ল, "ওয়াটসন্ তোমারও যে আমার মত এই একঘেয়ে জীবনের বাইরে তাজ্জব কিছু জান্‌বার জন্য আকাঙ্ক্ষা আছে, সে বাপু আমি বেশ জানি। সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমার জীবনের কয়েকটা ঘটনা তুমি যেমন ভাবে লিখেছ তাতেই এ ব্যাপারটা বেশ বুঝতে পারা যায়।"

আমি বল্‌লাম, "তোমার কেস্‌গুলি আমার কাছে চিরকালই চমৎকার লেগে আস্‌ছে।"

"ভায়া, তুমি হয়তো সেদিনকার কথা ভুলে যাওনি। সেই যে মিস্ মেরী সাদারল্যাণ্ড সেবার যখন তাঁর কেস্‌টা নিয়ে এলেন, ঠিক তার আগেই আমি ব'লেছিলুম, অদ্ভুত ঘটনা ও আজব পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা যদি জান্‌তে হয়, তাহ'লে সত্যি করে জ্যান্ত মানুষকে লক্ষ্য কর্‌তে হয়, অবশ্য কল্পনার থেকে বিপদ তা'তে থাকে অনেক বেশী।"

"হুঁ হুঁ ঠিক মনে পড়্‌ছে, আমার কিন্তু তাতে সন্দেহ ছিল যথেষ্ট।"

"তা ছিল বটে, কিন্তু মতটা যে বেশীদিন রাখ্‌তে পার্‌বে তাত' মনে হচ্ছে না, কারণ আমি প্রমাণের পর প্রমাণ এমনভাবে দিতে আরম্ভ কর্‌বো যে শেষকালে, তোমার যুক্তি-তর্ক সব ভেস্তে যাবে। যাক্ সেকথা, এখন, মি: যেবেজ উইল্‌সন দয়া করে আজ ভোরবেলা আমার এখানে এসেছেন, তাঁর কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে যে বহুদিন হ'ল এমন কাহিনী আর শুনিনি। তোমার মনে থাক্‌তে পারে, আমি প্রায়ই বলেছি—যে সত্যি ক'রে সব চেয়ে আজব আর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বড় বড় ব্যাপারে যত না পাওয়া যায়, ছোট ছোট অপরাধে পাওয়া যায় তার থেকে অনেক বেশী, এমন কি মধ্যে মধ্যে খাতে সন্দেহ থাকে যে সত্যি সত্যি কোন ব্যাপার ঘটেছে কি না তাতেই যেন বুদ্ধিমত্তা বেশি প্রমাণ হয়। অবশ্য আমি যদ্দূর শুনেছি, তাতে বলা শক্ত, কোন চুরি

ডাকাতি ঘটেছে কিনা, কিন্তু ব্যাপারটা ঘটেছে ভারী অদ্ভুদ্‌ভাবে, এদ্দিন যত অপরাধ অত্যাচারের কথা শুনেছি, এমনতর আর শুনেছি বলেত' মনে পড়ে না।—মিঃ উইলসন আশা করি, গল্পটা আপনি আবার আরম্ভ করবেন। মনে করবেন না যে, বন্ধুবর ডাক্তার ওয়াট্‌সন্ গল্পের প্রথম দিকটা শুনতে পাননি ব'লে আমি আবার আপনাকে বলতে বলছি। —আসলে, গল্পটা আমার নিজেরই আর একবার শোনা দরকার, যাতে ক'রে কোনরকম ছোট একটা সূত্রও আমার চোখ না এড়ায়। সত্যি কথা বলতে কি, সাধারণতঃ কোন একটা ঘটনার পারম্পর্য্য শুনে গেলে আমার মনে পড়ে যায় তেম্‌নিতর আরও অনেক ঘটনার কথা, কিন্তু এমনধারা আর শুনেছি বলে মনে হচ্ছে না।"

স্থূল ভদ্রলোক বেশ একটু গর্ব্বিতভাবে বুক ফুলিয়ে তাঁর মস্ত বড় কোটটার ভিতরের পকেট থেকে একটা ময়লা কোচকান খবরের কাগজ বের করলেন। ভদ্রলোক হাঁটুর উপর কাগজখানা মেলে ধরে মাথা নীচু করে বিজ্ঞাপনের 'কলম'-এ চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলেন, আর আমি এই ফাঁকে তাঁর চেহারা থেকে লোকটার কাজকর্ম্ম ইত্যাদি আঁচ করে নেওয়ার চেষ্টায়, হোম্‌সের মত বেশ ভালো করে ভদ্রলোককে দেখ্‌ছিলাম।

খুব বেশী কিছু বুঝে ওঠা আমার দ্বারা হ'লনা। মক্কেল ভায়ার চেহারার সাধারণ বিট্রিশ ব্যবসায়ীর বেশ একটা ছাপ ছিল—মোটা, জাঁকাল,ধীর। তার পরণে একটা ঢিলে-ঢালা ধূসর রংএর ছিটের পাৎলুন, চলনসই-পরিষ্কার কালো বোতাম খোলা ফ্রক্-কোট, তার নীচে হলো একটা পশমী ওয়েষ্ট কোট, তার পকেট থেকে ঝুলছে একটা মোটা চেন, একটা ছোট্ট চৌকো লকেট ঝুলছে আবার তার থেকে।

তার পাশের চেয়ারটায় দেখ্‌লাম একটা সুতো বের করা টুপি, আর একটা রংওঠা ওভারকোট। ভদ্রলোকের চেহারার বিশেষত্ব বড় বেশী কিছু নেই।—কেবল তার আগুণের মত লাল মুণ্ডুটা ছাড়া। তবে তার মুখে দেখ্‌লাম ফুটে উঠছে বিরক্তি ও অসন্তোষের ভাব।

আমার গোয়েন্দাগিরি সার্‌লক্ হোম্‌সের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াতে পারল্ না, সে আমার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে চেয়ে বল্‌ল,"যে সব তথ্য গুলি খুব সহজেই ধরা পড়ে, যেমন, ভদ্রলোক এককালে খুব গা-হাত-পায়ের কাজ করতেন, ভদ্রলোকের নস্যির অভ্যাস আছে, ইনি তান্ত্রিক সভার একজন সভ্য, চীনদেশেও তিনি ছিলেন কয়েকদিন আর কয়েকদিন আগে তিনি খুব বেশীরকম লেখার কাজ করেছেন, এ ছাড়া আমিও আর কিছু বুঝ্‌তে পারিনি।"

মিঃ যেবেজ উইলসন চম্‌কে উঠলেন, আঙুল তার কাগজের উপরই রইল, কিন্তু চোখ চলে এল হোম্‌সের দিকে, বল্‌লেন, "ইয়ে আল্লা, মিঃ হোম্‌স্ আপনি এসব খবর জান্‌লেন কোত্থেকে? প্রথমটার কথাই ধরুন, আপনি কি করে জানলেন যে আমি গা-হাত-পায়ের কাজ করেছি?—এ যে একবারে সত্যি কথা, আমার জীবনই আমি আরম্ভ করেছিলাম এক জাহাজের ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ দিয়ে।"

"কারসাজি হলো আপনার হাতের। ডান হাতটা আপনার বাঁ হাতের থেকে বেশ খানিকটা মোটা। এই হাতে কাজ করেছেন, কাজেই মাংসপেশীগুলিও বেড়েছে খুব।"

"বেশ, নস্ত আর তান্ত্রিকতা… ?"

"তা কেমন করে বলেছি বলে আমি আপনার বুদ্ধিমত্তাকে আঘাত দিতে চাইনে, বিশেষ করে আপনাদের সভার নিয়মের বিরুদ্ধে যখন, তবে আপনার বুকের লকেটটীতে একটি বৃত্তচাপ (arc) ও কম্পাস আছে।"

"আঃ—আমি ভুলেই গেছিলাম। কিন্তু লেখাটা... ?"

"এও খুবই সহজ।—তা না হ'লে আর ডানহাতের কফ্ (cuff) টা প্রায় ইঞ্চি পাঁচেক চক্ চক করছে, আর বাঁ হাতটায় যেখানটা আপনি টেবিলের উপর রাখ্তেন, সেখানে একটা সুন্দর ছোট্ট দাগ হয়েছে।

"বেশ, কিন্তু চীন দেশ ?"

"আপনার ডান মনিবন্ধের ঠিক উপরেই যে মাছটি আঁকিয়েছেন, তেমনধারা কেবল চীনদেশেই হ'তে পারে।—আমি এই বিষয়ে গবেষণাও করেছি, প্রবন্ধও লিখেছি। অমন চমৎকার ক'রে বেগুণে আভা ফুটিয়ে তুল্‌তে একমাত্র চীনেরাই ওস্তাদ। আবার তার সঙ্গে যখন আপনার চেন থেকে একটা জলজ্যান্ত চীনা টাকা ঝুলছে, তখন কি আর এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে ?"

মিঃ যেবেজ উইলসন একচোট খুব হেসে নিলেন, বল্‌লেন, "গোড়ায় ভেবেছিলাম, কি যাদুবলেই না জানি বলেছেন, এখন দেখ্‌ছি, এ একেবারে কিছুই না।"

হোম্‌স্ বল্‌ল, "ওয়াট্‌সন, ঐত রোগ।—বুঝিয়ে দিয়েই আমি ভুল করে বসি বেশী। জানা না থাকলেই সবে বিরাট বলে ধরে নেয়। আর যদি ভবিষ্যতে এম্‌নি সরলভাবে বলে দি' তাহ'লে আমার পসার যাবে আর কি!—মিঃ উইল্‌সন, বিজ্ঞাপনটা পেয়েছেন কি ?"

উইল্‌সন 'কলমের' মাঝখানে তার আঙ্গুল দেখিয়ে বল্‌লেন, "হ্যাঁ পেয়েছি—এইতো। এ থেকেই হ'লো গল্পের আরম্ভ।—নিন, আপনি একবার পড়ে নিন।"

আমি তার হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লাম—

"লালমুণ্ডু দলের কাছে—মার্কিণ মুলুকের পেলাসীল্‌ভিয়া প্রদেশের লেবানন নামক স্থানের স্বর্গীয় এজেকিয়া হপ্‌কিন্‌সের উইল অনুসারে, এই দলে আর একজন লোক নেওয়া হইবে। অতি নামমাত্র কাজের জন্য তিনি সপ্তাহে চার পাউণ্ড করিয়া পারিশ্রমিক পাইবেন। একুশ বছরের উর্দ্ধতন বয়স্ক যে কোন সুস্থ সবল ও লালমুণ্ডওয়ালা ব্যক্তি এ পদের জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন। সোমবার এগারোটায় সমিতির অফিসে (৭নং পোপস্ চার্চ, ফ্লীট ষ্ট্রীট) ডন্‌কন্ রসের সহিত দেখা করিতে হইবে।

অদ্ভুত বিজ্ঞাপনটা গোড়া থেকে শেষ অবধি পুরোপুরি দু'বার পড়ে নিয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লাম, "অর্থাৎ—এর মানে ?"

হোম্‌স্ হেসে উঠ্‌ল। বল্‌ল, "এটা একটু অন্যরকম নয় ?—যাক্, মিঃ উইলসন আপনি বলে চলুন দেখি। আপনার সম্বন্ধে, আপনার ঘরবাড়ী সম্বন্ধে, আর এই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক তার সম্বন্ধে বলুন। ডাক্তার, কাগজটার নাম আর তারিখ টুকে নাও ত।"

"১৮৯০ সনের ২৭শে এপ্রিলের 'দি মর্ণিং ক্রণিকেল' ;—ঠিক দু'মাস আগের কথা।"

"বেশ, তারপর মিঃ উইলসন ?"

যেবেজ উইলসন, রুমাল দিয়ে তাঁর কপাল মুছে নিয়ে বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন, "সে কথাই বল্‌তে যাচ্ছিলাম মিঃ হোম্‌স্। কোবার্গ স্কোয়ারে আমার একটা ছোটখাট বন্ধকী কারবার আছে। ব্যবসাটা মোটেই বড় কিছু নয়, সম্প্রতি এ থেকে আমার যা আয় হ'তো, তা'তে কোনমতে আমার দিন চলে যেত। আগে আগে আমি দু'জন কর্ম্মচারী রাখ্‌তাম, এখন মাত্র একজন আছে। তাকে আমি বেশ ভালো মাইনেই দিতে রাজী ছিলাম, কিন্তু সে ব্যবসা শিখ্‌তে চায় বলে অর্দ্ধেক মাইনেতেই থাক্‌তে রাজী হ'ল।"

সার্‌লক হোম্‌স শুধুলে, "এই দয়ালু যুবকের নামটী কি ?"

"তার নাম হ'লো ভিন্‌সেন্ট স্‌পল্‌ডিং। - আর, আর তাকে সত্যি করে যুবক বলাও চলে না। তার বয়স যে কত বলা ভারী শক্ত। মিঃ হোম্‌স, আমি এর থেকে চালাক চতুর সহকারী চাইনে। আর এও আমি বেশ জানি যে সে ইচ্ছা কর্‌লে, আমি তাকে যা দিচ্ছি সে তার দ্বিগুণ উপায় কর্‌তে পারে। কিন্তু, সে নিজে যদি এ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, তবে আর আমি কেন তার মাথায় এ সব ঢোকাতে যাই ?"

"নিশ্চয়ই, কেন যাবেন ? এমনধারা একজন সহকারীর জন্য আপনাকে ভাগ্যবান্ বল্‌তে হবে। কারণ যে রকম দিনকাল পড়েছে, তাতে ব্যবসায়ীরা এমনধারা লোক বড় পায় না। অবশ্য আমি জানি না, আপনার সহকারী ভদ্রলোকও আপনার এই বিজ্ঞাপনের মতই আজব কি না ?"

মিঃ উইল্‌সন বল্‌লেন, "অবশ্য তার দোষও আছে একটু আধটু। ফোটোগ্রাফীর জন্য এমন পাগল আর আমি দেখিনি। যখন তার নিজের মনটাকে উন্নত করা উচিত, তখন সে কর্‌বে কি, ক্যামেরা দিয়ে 'স্ন্যাপ্ সট' (Snap shot) তুলে খরগোস যেমন গর্ত্তে ঢোকে তেমনি ভাবে আমার মাটীর নীচের ভাঁড়ার ঘরের ঢুকে ফটো ডেভালপ (Develop) কর্‌তে বসে। এই হলো তার প্রধান অপরাধ, কিন্তু সব জড়িয়ে দেখ্‌তে গেলে লোকটী বেশ ভালই।—কোন রকম বদ খেয়াল তার নেই।"

"সে এখনও আপনার সঙ্গে আছে—না ?"

"হাঁ। সে আছে আর বছর চৌদ্দর একটী মেয়ে আছে, সে রান্নাবান্নাটা একটু করে আর দোকানটা, বাড়ীটা একটু ঝাঁট টাট দেয়। এই এদের নিয়েই আমার পরিবার। স্ত্রী মারা গেছেন, বিয়েও করিনি।—বেশ দিব্যি চলে যায় দিনগুলি।

"কিন্তু এ ব্যবস্থার বাইরে এনে ফেলল এই বিজ্ঞাপনটা। ঠিক আজকে আট সপ্তাহ হলো, স্পল্ডিং এই কাগজটা হাতে করে দোকানে এল, বল্ল—

" 'মিঃ উইল্সন, ভগবান যদি আমার মাথাটা লাল কর্তেন।'

"আমি বল্লাম, 'কেন?—তাতে হ'ত কি?'

"সে বল্ল, 'কেন?—এইত' লালমুণ্ড সমিতিতে আর একটা চাকুরী খালি। যে লোক এ কাজটা পারে, তার জোর বরাত বল্তে হবে।—আমি এও শুনেছি, সমিতির লোকের থেকে টাকাই বেশী, কাজেই কর্ত্তারা এ নিয়ে যে কি কর্বেন তাই ঠিক করে উঠ্তে পার্ছেন না। আর আমার চুলের রংটা যদি বদ্লে যেত, তাহ'লে এই চাকুরীটাতে ত' আমি এক্ষুণি যেতাম।'

"মিঃ হোম্স্, সাধারণতঃ আমি বড় ঘরের বা'র হইনে, বিশেষ করে এমনি ব্যবসা আমার যে, লোকেরাই আমার কাছে আসে, আমার আর বাইরে যাবার দরকার করে না। মধ্যে মধ্যে আমি কয়েক সপ্তাহ ধরেও বাইরে যেতাম না। বাইরে যে কি হচ্ছে তার খোঁজ খবর পাওয়া আমার পক্ষে ভারী দুষ্কর ব্যাপার, কাজেই নতুন খবর শুনতে পেলেই খুসী হই। বল্লাম, 'ব্যাপার কি?'

"সে তার চোখ কপালে তুলে বল্ল, 'আপনি লালমুণ্ড সমিতির নাম শোনেননি?'

'এ জন্মেও না।'

'সেকি, এ ত ভারী তাজ্জব ব্যাপার, আপনি যে এ চাকুরীটা পেতে পারেন।'

"আমি বল্লাম, 'কত করে মিল্বে এতে?'

'তা বছরে শ' দু'য়েক টাকা ত বটে, আর কাজও খুবই কম আর অন্য কাজের সঙ্গেও বেশ কর্ত্তে পারা যায়।'

"মিঃ হোম্স্ বুঝ্তেই পার্ছেন, কথাটা শুনেই আমার আগ্রহ গেল বেড়ে।—যা দিনকাল, এতে শ' দুয়েক টাকা যদি বেশী পাওয়া যায় তবে মন্দ কি?"

"বল্লাম, 'সব খুলে বল দিকিন—শুনি।'

"সে আমায় বিজ্ঞাপনটা দেখিয়ে বল্ল, 'এ থেকে আপনি নিজেই বুঝ্তে পার্ছেন যে, সমিতি একজন লোক চায় আর এতে কার্য্যালয়ের ঠিকানাও দেওয়া আছে, আইন কানুন মিল্তে পারে সেখান থেকেই। আমি অবশ্য একটু আধটু খোঁজখবর রাখি। গোড়ায় সমিতিটি আরম্ভ করেন এজেকিয়া হপ্কিন্স বলে একজন খামখেয়ালী মার্কিণ কোটীপতি। ভদ্রলোকের নিজের মুণ্ডটাই ছিল ঘোর লাল, আর অন্য অন্য লালমুণ্ড-ওয়ালাদের জন্য ছিল তার অসীম প্রীতি! কাজেই ভদ্রলোক যখন মারা গেলেন, তখন ট্রাষ্টিদের কাছে অনেক টাকা দিয়ে গেলেন আর বলে গেলেন যে তা' থেকে যেন লাল মাথাওয়ালাদের সাহায্য করা হয়, আমি যদ্দূর জানি, তাতে মনে হয় যে, আসলে কাজ কর্ত্তে হবে খুবই কম, কিন্তু বেশ মোটা টাকা মাইনে।'

"আমি বল্‌লাম, 'কিন্তু লাখো লাখো লালমুণ্ডুওয়ালা লোকেরা ত' এ পদটার জন্য দরখাস্ত দেবে।'

"সে উত্তর দিল, 'উহুঁ আপনি যত ভাব্‌ছেন, তত জন আর দিচ্ছে না। বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না, পদটা খোলা হলো খালি লণ্ডনের লোকদের জন্য, আর বেশী বয়সের লোকদের জন্য, ছোটবেলা মার্কিণ ভদ্রলোক লণ্ডনেই ছিলেন, কাজেই তার লণ্ডনের প্রতি এত অনুরাগ।—আর আমি শুনেছি যে একেবারে আগুণের মত লাল না হয়ে যদি ফ্যাকাসে কিম্বা ঘোর লাল হয় তা হ'লে দরখাস্ত করে কোনই লাভ নেই। কাজেই মিঃ উইলসন্, আপনি যদি দরখাস্ত করতে চান, তা হ লে এই সময়। অবশ্য কয়েকটি' পাউণ্ডের খাতিরে আপনি কি আর আপনার ব্যবসা ছেড়ে যাবেন ?'

"মশাইরা, দেখ্‌তেই পাচ্ছেন, আমার চুলের রংটা কেমন, কাজেই এ বিষয়ে যদি কোন প্রতিযোগিতা হয়, তা হ'লে আমার ধারে কাছে দাঁড়াতে পারে, এমন লোক খুব কমই আছে। আর ভিন্সেণ্ট স্পল্‌ডিং দেখলাম যখন এত খবর জানে, তখন সে বেশ দরকারে লাগ্‌তে পারে ভেবে, আমি সেদিনকার জন্য, দোকানপাট বন্ধ করে বিজ্ঞাপনে যে ঠিকানা দেওয়া ছিল, সেদিকে রওনা হ'লাম।

"মিঃ হোম্‌স, সেদিন যা দৃশ্য দেখেছিলাম, জীবনে আর তেমনটি দেখ্‌বো না। উত্তর, দক্ষিণ, পূব, পশ্চিমে, যেখানে যার চুলে একটু লাল্‌চে ভাব ছিল,সেই এই বিজ্ঞাপনের চাকুরীর জন্য এসে হাজির হয়েছে। ফ্লীট ষ্ট্রীট লালমাথাওয়ালাদের দিয়ে ভরে গেছে, আর পোপ্‌স্ কোর্ট দেখে মনে হচ্ছিল, কোন নেবুওয়ালার কমলা নেবুর বাগান বুঝি। আমি কিন্তু কোন দিন ধারণাও করতে পারিনি যে লণ্ডনে এত লালচুলওয়ালা লোক আছে। সব রকম রংয়ের—খড়ের মত, কমলা নেবুর মত, ইঁটের মত,—নানা রকম—কিন্তু স্পল্‌ডিং যা বলেছিল আসলে দেখ্‌লাম কথাটা খুবই সত্যি, তেমন তেমন লাল চুল খুব কম লোকেরই ছিল। কিন্তু তা হ'লে কি হয়, এত জন লোক দাঁড়িয়ে আছে, দেখে নিরাশ হয়ে পড়্‌লাম, কিন্তু স্পল্‌ডিং শুন্‌ল না। তারপর, ঠেলে, টেনে, গুঁতিয়ে সে যে কেমন করে আমাকে একেবারে অফিস ঘরের সিঁড়িতে এসে দাঁড় করাল সে ভগবানই জানেন।—দেখ্‌লাম, একদল আফিসে ঢুক্‌ছে, আর একদল বেরুচ্ছে, আমরা ও তার মধ্যে চুপ করে দাঁড়ালাম, তারপর খুব শীগ্‌গিরই আমাদের ডাক পড়্‌লো।"

মিঃ উইল্‌সন্ এখানে থেমে, এক টিপ নস্য নিলেন, হোম্‌স্ বল্‌ল, 'আপনার তা হ'লে বেশ মজার অভিজ্ঞতা হয়েছিল বলুন।—দয়া করে বাকীটুকুও বলে ফেলুন।"

"অফিসে একটা টেবিল, আর খান দুই চেয়ার ছাড়া আসবাবপত্র বিশেষ কিছু ছিল না, আর সেই টেবিলের অন্য ধারে বসেছিলেন একজন লোক—চুলগুলি তার দেখ্‌লাম, আমার থেকেও লাল। এক একজন করে লোক যেই আস্‌ছে, তিনি, দু'একটা করে কথা কইছেন, শেষকালে একটা না একটা খুঁত বের করে, তাদের বিদায় দিচ্ছেন। চাকুরী

মেলাটা নেহাৎ সহজ নয় দেখ্‌লাম। যাহোক, যখন আমার পালা এল তখন দেখ্‌লাম, ভদ্রলোকের যেন আমাকে একটু মনে ধরেছে, তিনি আমাকে ভেতরে নিয়ে দোর বন্ধ করে দিলেন, যাতে করে আমাদের মধ্যে নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা চল্‌তে পারে।

"আমার সহকারী ভায়া বল্‌ল, 'ইনি হচ্ছেন যেবেজ উইলসন। ইনি সমিতির একটা চাকুরী নিতে রাজী আছেন।'

"অন্য ভদ্রলোক বল্‌লেন, 'বাঃ এইত চাই, এঁকে দিয়েই ঠিক কাজ হবে। আমরা যা যা চাই, সবই, এঁর আছে।—আমারত মনে হয়না এমনধারা চমৎকার লোক আমি আর কোথাও দেখেছি।' তিনি একটু পেছিয়ে গিয়ে আমার মাথার একপাশে একটু ঝুঁকে আমার চুলগুলি দেখ্‌তে লাগলেন, শেষে হঠাৎ সামনে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে আমাকে অভিনন্দন জানালেন।

"বল্‌লেন, 'না আর দেরী কর্‌লে অন্যায় করা হবে। আমার মনে হয় আমি যদি আপনাকে একটু পরীক্ষা করে নিই তাহ'লে কিছু মনে করবেন না।' এই বলে ভদ্রলোক আমার চুল ধরে এমন করে টান্‌তে লাগলেন, যে আমি না চেঁচিয়ে থাক্‌তে পার্‌লাম না। তিনি আমায় ছেড়ে দিয়ে বল্‌লেন, 'হুঁ চোখে জল দেখ্‌ছি। কাজেই চুলটা সত্যি সত্যিই আসল। কিন্তু আমাদের সাবধান না হয়ে উপায় নেই, তার কারণ হলো, লোকেরা দু' দু' বার আমাদের ঠকিয়েছে;—একবার পরচুলা পরে আর একবার ঠকিয়েছিল রং দিয়ে। আপনাকে এমন সব ঘটনা আমি শোনা'তে পারি যাতে করে আপনি মানুষ সমাজের উপরই চটে যাবেন।' তিনি, জান্‌লার কাছে সরে দাঁড়িয়ে গলায় যত জোর ছিল, তত জোরে চেঁচিয়ে বল্‌লেন যে লোক নেওয়া হয়ে গেছে। নীচের থেকে একটা অসন্তোষের চীৎকার শোনা গেল তারপর ক্রমে ক্রমে লালমাথাওয়ালারা নানান্ দিকে চলে গেল, শেষ অবধি রইলাম আমি আর ম্যানেজার।

"তিনি বল্‌লেন, 'আমার নাম হচ্ছে, মিঃ ডন্‌কন রস। আমাদের দয়ালু হিতকামী মহাজন যে টাকা রেখে গেছেন তারই উপর নির্ভর করে আমার চল্‌ছে। ভাল কথা মিঃ উইলসন, আপনি বিয়ে করেছেন কি?—আপনার পরিবার আছে?'

"আমি বল্‌লুম, 'আমার নেই।'

"দেখ্‌লাম যে তাঁর মুখে তক্ষুনি একটা বিষাদের ছায়া পড়ল।

"তিনি গম্ভীর ভাবে বল্‌লেন 'এই রে!—এতে যে একটা ফ্যাকড়া বেরিয়ে পড়্‌ল দেখ্‌ছি। আমাদের এই টাকাটা হলো লালমুণ্ডুয়ালাদের বংশ বৃদ্ধি আর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। আপনার কোন পরিবার নেই বাস্তবিকই এটা বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়।'

'আমার মুখখানার অবস্থা কেমন হয়েছিল বুঝতেই পার্‌ছেন। হাতের মুঠোর ভেতর চাকুরীটা এসে কিনা শেষকালে ছুটে গেল! কিন্তু খানিকক্ষণ পরে ম্যানেজার বল্‌লেন, 'তা যাক্, আর কি করা যায়। অবশ্য অন্যলোক হলে চাকুরীটা দেওয়া যেতোনা

কিছুতেই। কিন্তু আপনার এমন চুল, একে আর উপেক্ষা করি কি করে। তাহ'লে কাল থেকে আপনি চাকুরীতে লাগছেন ?'

''আমি বল্‌লাম, 'দেখুন, আমার আবার একটু মুস্কিল আছে কি, আমার নিজের একটা ছোটখাট ব্যবসা আছে।'

''স্পল্‌ডিং বল্‌ল 'ওঃ মিঃ উইলসন সে জন্যে চিন্তা করবেন না। আপনার কাজ আমি এক্‌লাই চালিয়ে দিতে পার্‌বো।'

"আমি বল্‌লাম, 'তাহ'লে ক'টা থেকে ক'টা অবধি খাটতে হবে ?'

'দশটা থেকে দুটো।'

"মিঃ হোমস্ আপনি বোধ হয় জানেন যে আমাদের দোকানের কাজ কর্ম্ম প্রায়ই বিকালের দিকে করতে হয়, বিশেষ করে বৃহস্পতিবার আর শুক্রবার ;—ঠিক মাইনের দিনের আগের দিন। কাজেই ভোরবেলার দিকে যদি একটা রোজগার করা যায় ত' মন্দ কি ?– তাছাড়া, আমার সহকারীটিও বেশ চৌখস লোক, যা কিছু কাজকর্ম্ম সে একাই দেখ্‌তে পার্‌বে।

"আমি বল্‌লাম, 'বেশ বেশ আমি রাজী, কিন্তু মাইনে ?—'

" 'মাইনে ?—মাইনে হলো সপ্তাহে চার পাউণ্ড করে।'

" 'কাজ কি কর্‌তে হবে ?'

" কাজ, সে নামে মাত্র।'

" 'নাম মাত্র বল্‌তে কি বোঝেন আপনি ?'

" 'অর্থাৎ সারাক্ষণ আপনার অফিসে থাক্‌তে হবে ;—অন্ততঃ এই দালানে। যদি এ সময়ে কখনো বাইরে যান তাহ'লে আপনার চাকুরী যাবে। এ বিষয়ে উইলে বিশেষ বলা আছে। অপিস থেকে একটু বেরোলেই আর আপনার চাক্‌রী থাক্‌বেনা।'

''আমি বল্‌লাম, 'মাত্র চার ঘণ্টা'ত খাটুনি। এর মধ্যে বাইরে যাবার কথা মনেও আসবেনা।'

"মিঃ ডনকন্ রস বল্‌লেন, 'কোন রকম নজিরই কিন্তু খাটবেনা। অসুখ বিসুখ, কাজ-কর্ম্ম যাই থাক্‌না কেন আপনার এখানে থাক্‌তে হবে তা না হ'লে চাক্‌রী খতম্।'

" 'বেশ কি কর্‌তে হবে ?'

" 'বিশেষ কিছুই নয়। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা নকল কর্‌তে হবে। ঐখানে প্রথম খণ্ডটা আছে। আপনি আপনার নিজের দোয়াত, কলম, কালী, কাগজ, ব্লটিংপেপার সব নিয়ে আস্‌বেন, আমরা কেবল এই টেবিল চেয়ার দেব।—কাল থেকেই আস্‌ছেন ত ?'

" 'নিশ্চয়ই।'

" 'তাহ'লে মিঃ উইল্‌সন, নমস্কার।'—বলে তিনি নমস্কার করলেন, আমিও খুসী মনে সহকারীটি নিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

"সারাদিন ধরে এই চাকুরীর কথা বসে বসে ভাব্‌লাম, বিকেল বেলার দিকে মন ভারী খারাপ হয়ে গেল, আমার কেবলি মনে হ'তে লাগ্‌ল যে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা জোচ্চুরি বা তামাসা ছাড়া আর কিছুই নয়, যদিও তাদের উদ্দেশ্য কি তা বুঝ্‌তে পারিনি। এমন একটা অদ্ভুদ্ উইল কেউ কর্‌বে, কিম্বা কেউ যে বই নকল করার মত একটা সহজ কাজের জন্য এত টাকা দেবে, এ আমি ধারণা করে উঠ্‌তে পারলাম না। ভিন্সেণ্ট্ স্‌পল্‌ডিং অবশ্য যত রকমে পার্‌ল, আমায় উৎসাহ দিতে লাগ্‌ল, কিন্তু রাত্রে ঘুমুতে যাবার সময় আমার আরএ বিষয়ে কোন সন্দেহ রইলো না। তা হোক, পরদিন ভোরবেলা আসল ব্যাপারটা কি জানবার জন্য ভারী কৌতূহল হ'ল। —এক দোয়াত কালী কিনে, একটা কলম, আর পাতা সাতেক ফুলস্কেপ কাগজ নিয়ে চল্‌লাম। (ক্রমশঃ)

স্কাউটিং*

(কিম)

আমাদের চতুর্থ নিয়ম হ'লো—

স্কাউট জাতি, কুল, ধন, মান নির্ব্বিশেষে সকলেরই বন্ধু আর স্কাউট মাত্রেই স্কাউটের ভাই।

আমাদের এই দশটি নিয়মের মধ্যে এইটি একটি প্রধান নিয়ম। কারণ এই নিয়মটি যদি সকলে পালন করে তবে জগৎ আনন্দময় হয়। প্রথমে দেখছ বলা হচ্ছে যে স্কাউট-ধর্ম্ম হ'লো যে সে সকলের 'বন্ধু'।—'বন্ধু' কথার অর্থ কি?—যার সঙ্গে তোমার মনের মিল আছে, যাকে তোমার ভাল লাগে, যাকে তুমি ভালোবাসো, সেই হ'লো বন্ধু। সংস্কৃতে আছে 'অত্যাগ সহনো বন্ধু'—অর্থাৎ যারা নিজেদের বিচ্ছেদ সহ্য কর্‌তে পারে না, একজন অন্যজনকে ছেড়ে থাক্‌তে পারে না, একজনের সুখে দুঃখে যে সমান সুখ দুঃখ অনুভব করে তারাই হ'লো 'বন্ধু'।—বন্ধুর ভালো দেখ্‌লে বন্ধুর মনে হিংসা হয় না, দ্বেষ হয় না, তার ভালটুকুর উপর অন্যায় লোভ হয় না।—সবাইকেই যদি বন্ধু করে তুল্‌তে হয়, সবাইকেই যদি ভালবাসার চক্ষে দেখ্‌তে হয়, তা হ'লে সবার আগে এই গুণটি নিজের মধ্যে আন্‌তে হবে;—যাতে কারুর প্রতিই হিংসা বা দ্বেষ তার থাক্‌বে না, বরঞ্চ তার চেষ্টা থাকবে কি করে সে পরের উপকারে লাগ্‌বে।

কেবল্ পরের উপকার করাই যথেষ্ট নয়।—আমাদের মনকে এ রকমভাবে গড়ে

---

* নিয়মগুলি আমাদের সম্পাদক মহাশয়ের টেণ্ডারফুট শিক্ষাতে অতি চমৎকার ভাবে আছে।

তুল্‌তে হবে যে সকলকেই আমরা যাতে বন্ধুভাবে দেখ্‌তে পারি আর স্বেচ্ছায় তাদের উপকার কর্‌তে পারি।—মনের এই অবস্থা যেদিন আসে, যথার্থ শান্তিও আসে সেদিনই। —'বসুধৈব' যে দিন 'কুটুম্ব' হ'য়ে পড়ে, জগতের সবাইকে যেদিন আপনার করে নেওয়া যায়, সেদিনকার মত, সুখ, শান্তি, তৃপ্তি আর মিলে না।

তারপর বলা হচ্ছে যে, স্কাউট স্কাউটের ভাই, বন্ধু ত বটেই উপরন্তু তারা পরস্পর ভাইয়ের সমান। বন্ধু আর ভাই তা হ'লে এক নয়, ভাইয়ের উপর টান স্বাভাবিক। —হাজার মারামারি হোক, কাটাকাটি হোক, দু' মিনিট পরে রাগ পড়ে গেলে পরে ভাই ভাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরে। আমাদের স্কাউট সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই ভ্রাতৃভাবটি আন্‌তে হবে।—হোক্ না অন্য স্কাউটটি মুচি, হোক্‌না সে হাঁড়ি, হোক্ না সে ছোট জাতের,— স্কাউট ত বটে, তা হ'লেই যথেষ্ট, বুকে যেন তুলে নিতে পার।

ভগবানের কাছে সবাই সমান।—সকলেই তাঁর সৃষ্ট জীব।—এই জাতিভেদ বল, বা ধনী, ভিখারী বা অন্যান্য সামাজিক ভেদাভেদ বল এ সমস্তই মানুষের তৈরী। ভগবান সৃষ্টি কর্‌বার সময় আর এমন কিছু একটা ভাগাভাগি করে দেননি।—কাজেই এই যে ভেদাভেদ জ্ঞান, এ মনের সঙ্কীর্ণতা ভিন্ন আর কিছু নয় ;—এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হ'লে সৎশিক্ষা নিতে হয়। স্কাউটিংএ থেকে নিজেকে তৈরী করতে চেষ্টা কর, দেখ্‌বে এ সব আর থাক্‌বে না।—জগতের বড় বড় লোকদের এ রকম বাছবিচার নেই, দেখ, হরিদাস সন্ন্যাসী ছিলেন মুসলমান, কিন্তু চৈতন্যদেব তাঁকেও কোল দিয়েছিলেন। জগাই মাধাই ছিল 'পাঁড়' মাতাল, কিন্তু নিতাই তাঁদের ভালোবাসার বাঁধনে বাঁধতে দ্বিধা বোধ করেন নি।—ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন মহান্ ব্যক্তি, কাজেই পথের পাশের দুঃস্থ মেথরকে বুকে তুলে নিতে ঘৃণা করেননি।—কাজেই এই ভেদাভেদ জ্ঞান সাধারণ মানুষের মনের সঙ্কীর্ণতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এবারে পঞ্চম নিয়মটি নেওয়া যাক্।—নিয়মটি হ'লো এই—**স্কাউট মাত্রেই বিনয়ী**। এর মানে হ'লো সকলের প্রতি ভদ্র ব্যবহার কর্‌বে আর সকলকে **যথোচিত** সম্মান দেবে। এর মানে এ নয় যে, তুমি সব সময়ই সকলের কাছে নীচু হয়ে থাকবে। কারণ তাতে ক্রমে ক্রমে নিজের আত্মমর্য্যাদা হারিয়ে ফেল্‌তে হয় ; ক্রমে ক্রমে ভীরু হয়ে পড়তে হয়। কি হয় জান, অনেকে আছে যে তারা তাদের নিজের বয়সের সঙ্গে কথাবার্ত্তার সামঞ্জস্য রাখ্‌তে পারে না, সেটা যাকে বলে জ্যাঠামি তাই হয়ে পড়ে; তা কোরনা, অথচ তোমাকে আমি সেকেলে 'ভালমানুষ' ছেলেও হ'তে বলি না। সে দিন নাই ; আর ও ভালমানুষি কাজের নয়, ও বোকামি। ভদ্র হওয়া আলাদা জিনিষ। মিষ্টভাষী হতে হবে।— প্রিয়ংবদ, সত্যংব্রূয়াদ, মা বাদ অপ্রিয় সত্যম্। অর্থাৎ সত্য কথা বল্‌বে ভালো কথা, মিষ্ট কথা বল্‌বে, কিন্তু যে অপ্রিয় কথা না বল্‌লে ক্ষতি নাই, তা সত্য হ'লেও বল্‌বে না। ইংরেজীতেও এর কাছাকাছি একটা কথা আছে। সেটা হলো Civility Cost you

nothing but buys you everything অর্থাৎ ভদ্র ব্যবহারে তোমার খরচা নেই কিছুই অথচ সমস্ত জগৎ তোমার আপনার হয়ে পড়ে।

ভিক্ষুককে তুমি যদি মিষ্টি কথা বলে ফিরিয়েও দাও তাতে তার কষ্ট হয় না, কিন্তু দুটো কড়া কথা বলে যদি তাকে ভিক্ষাও দাও তাতে তার কষ্ট হবে। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ে গেলো। ব্যাপারটা ঘটেছিল রাশিয়ায়। রাশিয়ার খবর তোমরা বোধ হয় অনেকেই জানোনা, তখনকার দিনে রাশিয়ার সাধারণ লোকদের অবস্থা ;— বস্থা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না, বড়লোক না হতে পারলে তখনকার দিনে আর উপায় ছিল না, বড় লোকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌তে হ'ত। ঠিক এম্‌নি সময়ে একটি সাচ্চা লোক সেখানে ছিলেন, তাঁর নাম ছিল কাউণ্ট টলষ্টয় ; তিনি লোকও ছিলেন যেমনি বড়, তার বুকের দরাজটাও ছিল তেমনি বড়। তিনি ভেদাভেদ মান্‌তেন না, সবাইকে সমান চোখে দেখ্‌তেন। একদিন, তিনি পথে বেড়াতে বেরিয়েছেন, একটি ভিক্ষুক এসে তাঁর কাছে হাত পাত্‌লে, তিনি, তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিলেন, দেখ্‌লেন তিনি ভুলে তার টাকার ব্যাগ বাড়ীতে ফেলে এসেছেন, বল্‌লেন, "ভাই, আমার কাছেত' এমন কিছুই নেই যে তোমায় দিই" ভিক্ষুক কিন্তু মোটেই চট্‌লো না, সে দু'হাত তুলে বল্‌লো, "আপনার জয় হোক, আপনি অত বড় লোক হয়েও আমায় ভাই ব'লে ডেকে আমায় যা দিয়েছেন, তার থেকে বেশী আর কিছুই দিতে আপনি পার্‌তেন না।"—দেখ এই ছোট্ট একটা 'ভাই' ডাকেই সে কত খুসী হ'ল, কত আনন্দ পেলো।

এ্যাক্সিডেণ্ট

(আকেলা)

সম্প্রতি একটা বিলাতী কাগজে, কলকব্জা ও দুর্ঘটনা সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ দেখ্‌লাম। —আমি এ অবধি যা লিখেছি তাতে সাধারণ দুর্ঘটনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এবার বিশেষ দুর্ঘটনা ধর্‌বো ইচ্ছে ছিল ; আমার মনে হয়, তার আগে এই কলকব্জা ও দুর্ঘটনার বিষয় লিখ্‌লে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

স্কাউটিং-এ প্রাথমিক প্রতিবিধানটা বেশ ভাল করেই শেখান হয়, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকেরাই জানে না যে আসল দুর্ঘটনা থেকে, প্রাথমিক প্রতিবিধানের সময় লোকের অনিষ্ট হয় বেশী।—যে সব জিনিষ পত্র ভাঙ্গে, সেগুলি ঠিক মত সরানো হয় না, যেখানে সেখানে ফেলে রাখা হয়, কিম্বা কোন ভাঙ্গা মোটর গাড়ী বা ট্রেন থেকে

তাড়াতাড়ি লোক বের করতে গিয়ে ভাঙ্গা কাঠের সঙ্গে ঘা লাগিয়ে বেদনা আরও বাড়িয়ে তোলা হয়।—মধ্যে মধ্যে নতুন ক্ষতও করা হয়।

সাগরে যে সমস্ত দুর্ঘটনা হয়, (যেমন চোরা পাহাড়ে ধাক্কা লাগা) তাতে ঠিক যখন ধাক্কা লাগে, তাতে একজন লোকেরও কিছু হয় না, কিন্তু 'সর্ব্বনাশ হ'ল' এই ভয়েই (panic) সর্ব্বনাশ বাড়িয়ে তোলে।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে, যে Prevention is better than cure—কথাটা খুব সত্যি।—আহতসেবীরও সে কথাটা সবার আগে মনে রাখা দরকার।—সবার আগেই যা নতুন কোন দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে এমন কিছু নেই এ বিষয়ে নিশ্চয় হতে হবে আর যদি থাকে তা হলে গোড়ায় তার প্রতিবিধান করতে হবে।

নীচে কতগুলি নিয়ম দিচ্ছি, এ গুলি প্রায় সমস্ত কলকব্জার বেলাই খাটে।

১। যে কলকব্জার বিষয় তুমি কিছু জান না, তা ধরবার আগে বেশ ভালো করে ভেবে দেখ।

২। কোন 'সুইচ', বা 'ডাণ্ডা' (lever) ধরে টান দেবে না, যতক্ষণ না স্থির জানো তাতে করে তুমি কোন্ মেশিন চালাবে বা বন্ধ করবে।—মেসিনের কাছে যে সব বিজ্ঞাপন থাকে, তার কোনটা যেন তোমার চোখ না এড়ায়। সবগুলি পড়; তোমাদের কাজের সুবিধার জন্যই এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। যদি সে কলের কোন ওস্তাদ্ সেখানে উপস্থিত থাকেন, তাহ'লে গোড়ায় তাঁর পরামর্শ নেবে।

৩। কোন কল চালাবার সময় অনন্যমন হয়ে কাজ করবে। অন্য কোনদিকে চাইবেনা, বা সেই কল ছাড়া অন্য চিন্তা করবে না।

৪। ম্যাসিনে কাজ করবার সময় বেশ ভাল করে দেখবে তোমার চুল যেন না ঝুলে থাকে বা কাপড় উড়তে থাকে।

৫। যে যন্ত্র দিয়ে কাজ করবে কাজ শেষ হলেই সেটা জায়গা মত রাখবে।

৬। কোন উঁচু জায়গায় কাজ করতে থাকলে মনে রাখবে যে তোমার হাত থেকে কোন জিনিষ নীচে পড়লে নীচের কোন লোকের অনিষ্ট করতে পারে।

৭। তোমার জিনিষ পত্র বেশ ভালো করে বেঁধে রাখবে।

৮। যে সব লোকেরা ভয় পেয়েছে তাদের আগে বিপদ থেকে সরিয়ে দেবে কারণ ভয় যদি সবার মনে ঢোকে তাহ'লে একজনকে রক্ষা করাও সম্ভব হবে না।

একটা দুর্ঘটনার কথা ধরা যাক। ধর একখানা মোটর গাড়ী, তাতে পাঁচ ছ'জন লোক, মোড় ঘুরতে গিয়ে একটা টেলিগ্রাফের পোষ্টের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে। সামনের কাঁচে একজন লোকের কেটে গেছে, আর সবারই চোট লেগেছে খুব, তবে বেশীর ভাগই ছড়ে গেছে, গাড়ীখানা বিষম জখম হয়েছে। এখন তোমরা কি করবে ?

তোমাদের প্রায় সবাই জানো কোন্ রকম কাটায় কি প্রতিবিধান দিতে হয়, কিন্তু,

যে জিনিষটা তোমাদের চোখে পড়বে না সেটা হ'লো মোটর গাড়ী, মনে রাখ্‌তে হবে যে গাড়ীর অর্দ্ধেক নষ্ট হয়ে গেছে, ড্রাইভার চোট পেয়েছে, গাড়ী কোন রকমেই আর বাগ মান্‌ছেনা কাজেই এর উপরে আরও কোন দুর্ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়। সুতরাং স্কাউটের প্রথম কাজ হবে মোটর বন্ধ করে দেওয়া ও তার ভেতর থেকে সব আরোহীদের নামিয়ে আনা। তারপর ব্রেক চেপে, গিয়ার সোজা করে, আলোগুলি সব জ্বেলে দিতে হবে, যাতে গাড়ীর ভেতর ও বাহির দুই-ই বেশ ভালো করে দেখা যায়। পেট্রল ট্যাঙ্ক, যদি ভেঙ্গে থাকে, তাহ'লে তাতে মাটি, কাদা ফেল্‌তে হবে, যাতে আগুন না ধরে। ভীড় জম্‌লে মেসিন নিয়ে কাউকে নাড়া চাড়া কর্‌তে দেবেনা, আর দুজন লোককে বলে দাও তারা যেন অন্য সবাইকে একথা বুঝিয়ে ব'লে তাদের মেসিন থেকে দূরে রাখে। অনেক সময় যারা সাহায্য কর্‌তে আসে, তাদের মধ্যে যে ধাক্কাধাক্কি লাগে তাতেই দু' একটা নূতন কেসের সৃষ্টি হয়।

এই সব করা হ'লে, সেই গোড়া থেকে কেমন করে গাড়ীটা এসে ধাক্কা মার্‌লো সেটা মনে মনে আউড়ে নেবে কারণ, এ দুর্ঘটনায় হয়তো তোমার সাক্ষী দিতে হবে। একটা ঘড়িতে সময় দেখে রাখ্‌বে—আর যদি বিপদটি খুবই সামান্য না হয়ে থাকে তাহ'লে পুলিসে ও ডাক্তারে খবর দিতে দেরী করলে চল্‌বে না।

একজনকে দিয়ে পুলিশ ও ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠিয়ে, লোক্‌জনদের প্রাথমিক প্রতি-বিধান ত দেবেই তারপর রাস্তা থেকে ভাঙ্গা গাড়ীর ছট্‌কে-পড়া অংশগুলি কুড়িয়ে নিতে হবে, টেলিগ্রাফের তার যদি ছিঁড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে কাছাকাছি যে টেলিগ্রাফ ইন্‌স্‌-পেক্টর আছে তার কাছে খবর পাঠাবে।

মনে রেখো ক'লকাতায় প্রায় ট্যাক্‌সীতে ও বাসে একটা করে আগুণ নেভাবার যন্ত্র (Fire extinguisher.) থাকে, আর সামনের যে কোন দোকান থেকে টেলিফোন Exchange কে fire বল্‌লেই fire-Brigade কে ডেকে দেয় তখন ঠিকানাটা বলে দিলেই হ'লো। কাছাকাছি কোন থানা থাক্‌লেও সেখানে fire-Extinguisher পাবে।

যদি কোন রেলওয়ে দুর্ঘটনা হয় তাহলে একথা ভুলে গেলে চল্‌বে না যে এই রকম দুর্ঘটনায় গার্ডের গাড়ীর করাত হাতুড়ি সাঁড়াশী ও অনেক ভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।

যদি কোন ফ্যাক্টরীতে দুর্ঘটনা হয় তাহলে, মনে রাখ্‌বে একটু খুঁজলে সেখানেই ভাল জল ও প্রাথমিক প্রতিবিধানের জিনিষ পত্র পাবে। ভাল পরিষ্কার ইঞ্জিনের তেল পোড়া-ঘায়ের পক্ষে বেশ উপকারী।

ক্যাম্পফায়ারের তালে তালে

গান

ধেমো গয়লার ছিল যেরে চাষাবাড়ী
সেখানেতে ছিল যেরে মস্ত গরুর দল,
হেথায় করে হাম্বা হাম্বা,
হোথায় করে হাম্বা হাম্বা,
হেথায় হাম্বা হোথায় হাম্বা
সবখানেতে হাম্বা হাম্বা
ধেমো গয়লার ছিল যেরে চাষাবাড়ী।

ধেমো .. ইত্যাদি
সেখানেতে ছিল যেরে মস্ত হাঁসের পাল,
হেথায় করে প্যাঁক প্যাঁক
হোথায় করে প্যাঁক প্যাঁক
হেথায় প্যাঁক, হোথায় প্যাঁক
সবখানেতে প্যাঁক প্যাঁক,
ধেমো গয়লার ছিল যেরে চাষাবাড়ী।

ধেমো গয়লার......ইত্যাদি
সেখানেতে ছিল যেরে মস্ত কুকুর দল
হেথায় করে ঘেউ ঘেউ
হোথায় করে ঘেউ ঘেউ
হেথায় ঘেউ, হোথায় ঘেউ
সবখানেতে ঘেউ ঘেউ
ধেমো গয়লার ছিল যেরে ইত্যাদি

ধেমো গয়লা ইত্যাদি
সেখানেতে ছিল যেরে মস্ত বড় পুসী,
হেথায় করে ম্যাঁও ম্যাঁও
হোথায় করে ম্যাঁও ম্যাঁও
হেথায় ম্যাঁও হোথায় ম্যাঁও
সবখানেতে ম্যাঁও ম্যাঁও
ধেমো গয়লা ইত্যাদি

ধেমো গয়লা ইত্যাদি
সেখানেতে ছিল গরু হাঁস কুকুর পুসী
হেথায় করে হাম্বা হাম্বা
হোথায় করে প্যাঁক প্যাঁক
হেথায় ঘেউ, হোথায় ম্যাঁও
সবখানেতে হাম্বা,প্যাক ঘেউ ম্যাঁও ম্যাঁও
ধেমোগয়লার ইত্যাদি।

কাবেদের বই

(কটিক)

আগেই বলেছি শীকার করা বড় সহজ নয়।—ধর,একটা খরগোসের পেছন পেছন তুমি ছুট্‌ছো, ছুট্‌তে ছুট্‌তে দেখ্‌লে যে আর পার্‌ছো না, শরীর এলিয়ে পড়েছে, তখন কি করবে? ছেড়ে দেবে?—মোটেই না, তোমার বোঝা উচিত, তোমারও যেমন পরিশ্রম হয়েছে, খরগোসের ও হয়েছে তেম্‌নি, কাজেই এক কাজে লেগে থাক্‌তে হবে, যতক্ষণ না সে কাজ শেষ হয়, বা বড়রা তোমাকে ছুটী দেন। আবার একটা কাজ কর্‌তে কর্‌তে আর একটা কাজ করতে যাবে না, তা'হলে কোনটাই হবে না, ধর তুমি অঙ্ক কর্‌ছো, হঠাৎ অঙ্ক রেখে ইংরেজী আরম্ভ কর্‌লে, আবার ইংরেজী পড়্‌তে পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লে বাংলা, এরকম করে পনের মিনিটে তিন চার রকম বই খুল্‌লে আর বন্ধ কর্‌লে, শেখা হলোনা একটাও। কাজেই ইস্কুলে গিয়ে যা অবস্থা হবে বুঝ্‌তেই পারো। এরকমভাবে নিজের ইচ্ছা মত কাজ করাকে বলে খেয়াল। কাবেরা নিজেদের খেয়ালে কোন কাজ করেনা—সব সময় বড়দের কথা মেনে চলে।

জঙ্গলের আরও অনেক চমৎকার চমৎকার নিয়ম আছে, বালু সেগুলি সুর করে করে বল্‌তেন ; তার কতকগুলি নীচে দিচ্ছি।

জঙ্গলের আইন হলো এই তোমরা সবাই শোন
পুরণো এ আকাশ থেকে ভাই ;
নেকড়ে দলের যে মানে এ, হর্ষে নাচে তারা
ভাঙ্গ্‌লে পরে মরে আবার তা'রাই।
নখের গোড়া থেকেরে ভাই (ধুতে হবে) লেজের গোড়া'বধি
জল খাবে নয়রে বেশী খুব,
ভুল করোনা শীকার যেরে রাত্রে চলে ভাই,
দিনে দিও ঘুমের বুকে ডুব।
বুড়ো নেকড়ের বয়স অনেক, বুদ্ধি ও আছে খুব,
শীকার ধর্‌বার কায়দা জানে ভারী,
সকল আইনের একটী আছে ফাঁক,
আইন হ'লো কথা আকেলারি।

এই হলোগে জংলী আইনরে ভাই,
অনেক এবং শক্তিশালী এরা ;
"বড়র কথা সদাই মেনে চলো"
এইটে কিন্তু এদের সবার সেরা।

এই ত গেল আইনের কথা, তোমরা কাব হয়েছো, প্রাণপণে আইন মেনে চল্‌তে চেষ্টা কর্‌বে।

এখন, বালু তোমাদের আইন শেখাবেন। ঐ দেখ বালু উঠে দাঁড়িয়েছেন। বালু এবার একটা নাচ করে আমাদের আইন শেখাবেন !

বালুর কথামত তাঁর চারদিকে সব গোল হয়ে দাঁড়াও।

নাক চুরি

(শ্রীসুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়)

চীনেদের চিংফু
চ্যাং দোলা দোল :—
কান্নায় পাড়াময়
উঠে সোর গোল।
হাতে তার রুলিপরা
পায়ে পরা মল;
তবু তার দুটি চোখে
শুধু ঝরে জল।
নাকেতে নোলক চাই
এই বায়না ;
নোলোক পরিবে শুধু আর
কিছু চায় না।
যত দাও খেলনা সে
রাগিয়া আগুন ;
শান্ত সে হবে না'ক
কেঁদে কেটে খুন।

বাড়ী ঘর তোলপাড়
সে কি উৎপাত !
চিংফুর চীৎকারে
সারা পাড়া মাত।
চিংফু জুড়িয়ে দেছে
মহা কলরব ;
বুড়া চীনে বসে বসে
আঁটে মৎলব।
বলে তারে আরশীটা
ধ'রে সামনেই ;
নোলোক পরবি কোথা
নাক তোর নেই ?
চিংফু ত আরশীতে
দেখে বার বার,
খুঁজে খুঁজে দেখে হায়
নাক নাই তার।

গোল গোল চোখ আছে
　　এত বড় মুখ,
কেবল নাকের চিহ্ন
　　নাই এতটুক !

ভ্যাবা চ্যাকা চিংফু যে
　　একি হ'ল হায় ;
চোখ মুখ সব আছে
　　নাক কোথা যায় ?

(খেলুড়ে)

প্যাঁচের মজা—প্রত্যেক পেট্রলের সাম্‌নে দু' তিনটে করে দড়ি পড়ে থাক্‌বে। তার প্রত্যেকটার সঙ্গে সুতো দিয়ে একটা কি দুটো দড়ীর প্যাঁচের নাম (Knots) লেখা থাক্‌বে। হুইসিল পড়্‌লে, পেঃ লীঃ দৌড়ে এসে দড়ীগুলিতে সব গেরোগুলি বাঁধবে। তার শেষ হ'লে সে গিয়ে স্কাউটমাষ্টারকে বল্‌বে, তিনি এসে দেখবেন। ভুল হ'লে তার আবার বাঁধ্‌তে হবে।—তার হয়ে গেলে পরের জন আস্‌বে। এমনিভাবে যারা সবার আগে শেষ কর্‌বে, তারা জিতবে।

ভোমরা বড় জ্বালায় দেখি—তিন পেট্রলের তিনজন ছেলে এসে এক লাইন করে দাঁড়াবে। সবারই পা ফাঁক করা থাক্‌বে, মধ্যের ছেলেটী দু' দিকের দুই ছেলের ভিতর দিককার পায়ের সঙ্গে পা লাগিয়ে রাখ্‌বে। এবারে দু' দিকের স্কাউট দুজন তাদের বাইরের দিকের বাঁ হাত দিয়ে ভিতরের দিকের কাণ ঢেকে রাখ্‌বে।—এবারে ভেতরের ছেলেটী হলো ভোম্‌রা, সে "ভোঁ—ওঁ—ওঁ" করে একজনকে ছোঁবে।—সে তক্ষুনি 'ভোম্‌রা বড় জ্বালায় দেখি' বলে 'খোলা' হাত (free hand) দিয়ে ভোম্‌রার মাথার টুপি ফেলে দিতে চেষ্টা কর্‌বে, কিন্তু প্রত্যেকবারই একবারের বেশী সে টুপীতে

মার্‌তে পারবে না।—ভোমরা বাঁচবার জন্য বসে পড়বে বা মাথা সরাবে। কিন্তু সে পাও সরাতে পার্‌বে না বা আগে বসে পড়তে পার্‌বে না। ভোমরার টুপি পড়ে গেলে যে ফেলে দিল সেই হবে ভোমরা।

বয়স তোমার কাঁচা—সবাই গোল হ'য়ে দাঁড়াল।—একজন ছেলে বাইরে চলে যাবে।—যারা গোলের মধ্যে আছে তারা তখন 'একটা কিছু' কর্‌বে (যেমন একজনের জুতার ফিতে খুলবে, কিম্বা স্কার্ফ খুলে মাথায় বাঁধবে)। বাইরের ছেলেটী ভেতরে ঢুক্‌লে সবাই গাইতে থাক্‌বে—

বয়স তোমার কাঁচা,
এখন দাদা ভুল ক'র না
প্রাণটী আপন বাঁচা।
চোখ খুলে ভাই দেখ
ডাইনে বাঁয়ে সকল দিকে
কড়া নজর রেখো।

এখন বাইরের ছেলেটী বেশ ভালো করে সবাইকে দেখ্‌বে। কি করা হয়েছে টের পেলে সে জিনিষটা সে নিজে কর্‌বে।—যখন সে প্রায় কাছাকাছি এসেছে, তখন গানটা গাইতে হবে খুব আস্তে আস্তে, তা না হলে বেশ জোরে জোরে।

মীমাংসা

(শ্রীভবতোষ সান্যাল)

গ্রামের সেই বটগাছটার তলায় এক সন্ন্যাসী এসেছেন্। তাঁর মুখ থেকে অনবরত "হর হর বম বম" শব্দ বেরুচ্ছে। সন্ন্যাসীর পরিধানে গৈরিক কাপড়। সঙ্গে একটা কাঠের কমণ্ডলু। তিনি সমস্ত সময়েই সন্ধ্যা, আহ্নিক, পূজা আর অর্চ্চনা নিয়েই ব্যস্ত। মুখ তার গম্ভীর—দেখলেই মনে একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা হয়। ভোরবেলায় পূজা, আরতি ও স্তবের শব্দে নিদ্রিত গ্রামবাসীরা স্বপ্নলোক থেকে আবার পৃথিবীতে এসেছে বুঝ্তে পারে। সন্ন্যাসীর নিকট সর্ব্বদাই লোক যাতায়াত করছে। সকলেই হাত দেখাতে, অদৃষ্ট গণনা করাতে, রোগ আরোগ্য কর্বার জন্য কিংবা দুষ্টগ্রহ খণ্ডন করাবার জন্য এসেছে। ঐ ভিড়ের মধ্যে এক বৃদ্ধাকে ও দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে তাঁর একটী সুন্দর ছেলে—বেশ বলিষ্ঠ। বয়স বোধ হয় ১২ বৎসর ;—নাম তার লালু। বৃদ্ধা তার নাতিটীর হাত দেখাবার জন্য এগিয়ে গেলেন। ছেলেটীর হাত দেখেই সন্ন্যাসীর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠ্ল। বল্লেন, "এ ছেলে পরের উপকারের জন্য"........আর বলতে পার্লেন না......................

পাঁচ বৎসরে গ্রামের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। লালু এখন ১৭ বৎসরের কিশোর বালক —দেহ আরও বলিষ্ঠ হয়েছে। সে এখন কলকাতায় পড়ে। দিদিমা আস্বার সময় কেঁদে তাকে বলেছিলেন—বাবা আমায় মনে রাখিস্। লালু এখন ভাবে সেই তার গ্রামের কথা আর দিদিমার কথা। গ্রামে ফের্বার জন্য তার মন বড় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সেদিন রাস্তা দিয়ে যাবার সময় সে কিসের একটা কোলাহল শুন্লে। কিছুদুর এগিয়ে দেখে নদীর ধারে বিস্তর ভীড়। একটী ছোট ছেলে এইমাত্র নদীতে পড়েছে। এখনও ভেতরে তলায়নি। লালু দেখ্লে কেউই তাকে উদ্ধার কর্বার জন্য যায়না। মুহূর্ত্ত মধ্যে সবাই চেয়ে দেখে লালু জলের ভেতর। ১৫ মিনিট লালুর দেখা নাই। সমস্ত লোক ব্যাকুল —বুঝি একটী ছেলের জন্য দুটির সলিল সমাধি হয়। হঠাৎ ঐ...ঐ...বহুদূরে কি যেন একটা দেখা যায়। হ্যাঁ ঐ তো লালু—হাতে তার ছোট একটী ছেলে।

সে আস্‌ছে। বড় ক্লান্ত বুঝি,......তীর পর্য্যন্ত আস্‌তে পারে না। না......না সে ছেলেটীকে তীরে নাবিয়ে জলে এলিয়ে পড়্‌ল...। লালুর তারপর জ্ঞান হয়েছিল। সে মৃদুস্বরে বল্‌লে—'দিদিমা'। উত্তর হল 'কি বাবা'। লালু বিস্ময়ে চেয়ে দেখ্‌লে সে তার সেই নিজের গ্রামের জীর্ণ কুটীরটীতে। - আনন্দে তার মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু তার পরেই সে জ্ঞানশূন্য। বৃদ্ধা দিদিমা তার কাছে বসে কি যেন ভাবেন। হঠাৎ সেই ...সেই বহুদিনের সন্ন্যাসীর কথা কথা মনে পড়ে। চিৎকার করে ডাকেন, "লালু লালু"। কোনও উত্তর পাওয়া যায় না ...। সন্ন্যাসীর মুখ কেন গম্ভীর হয়েছিল এতদিন পর বুঝি তার মীমাংসা হয়। দিদিমার চোখ থেকে টপ্‌ টপ্‌ করে জল পড়তে থাকে। * *

নিঃস্বার্থ উপকার

(শ্রীবিমলভূষণ সান্যাল)

সেবার আমরা তিন বন্ধুতে দেওঘরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। নন্দন পাহাড়, তপোবন পাহাড় দুদিনেই পরিচিত হয়ে উঠ্‌ল। সুতরাং একদিন আমরা অনেক দূরে সাঁওতাল-পল্লীতে বেড়াতে গেলুম। পরিষ্কার কুটির আর সুন্দর ক্ষেত দেখে পরিশ্রান্ত হ'য়ে একটা পাথরের উপর বসলুম। নানারকম খোস্‌-গল্প করছি এমন সময় এক বুড়ো সাঁওতাল কাছে এসে বল্লে, 'গল্প-শুনবেন ?" আমরা তিন জনেই সমস্বরে সায় দিলুম। তখন সে বল্‌তে লাগল—

"ঐ সাঁওতাল-পল্লীতে আমার বাড়ী। আমার এক জোয়ান ছেলে ছিল। সেবার গরমের সময় একটা বাঘ আমাদের পল্লীর কাছে এল। দিনের বেলায় অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকৃত আর রাত্রি হ'লেই কারুর না কারুর বাড়ী ঢুকে গরু-বাছুর নিয়ে যেত। শেষে একদিন আমাদের গ্রামের মোড়ল পঞ্চায়েত করে কাউকে সেই বাঘটা মার্‌তে বল্লেন। প্রথম দিনে কেউই রাজী হোলোনা কিন্তু দ্বিতীয় দিনে আমি আমার ছেলেকে বল্লাম যদি সে না রাজি হয়, তবে যেন আমার বাড়ী থেকে সে বেরিয়ে যায়। সুতরাং দ্বিতীয় দিনে আমার ছেলে রাজি হ'য়ে গেল। রাত্রে আমার কাছে বিদায় নিয়ে তীরধনুক নিয়ে সে বেরিয়ে গেল। সকাল হ'লে সকলেই দেখ্‌তে গেলাম কি হ'ল। কিছুদূরে গিয়েই দেখলাম্‌ যে আমার ছেলে মরে পড়ে রয়েছে আর কাছেই সেই বাঘটা বাণবিদ্ধ। তার-পর সকলে আমার ছেলেকে খুব সমারোহ করে পোড়াল। আমার কিন্তু বাবু কোন দুঃখ নেই কারণ আমার ছেলে পরের জন্য প্রাণ দিয়েছে।"—এই ব'লে থাম্‌ল। আমি তখন তন্ময় হ'য়ে সেই বীর যুবকের কথা ভাবছিলাম, যার নাম আজ সভ্য-জগতের কেউই হয়তো জানেনা।—হঠাৎ সুবোধ ব'লে উঠল, "কিরে আজ বাড়ী যাবি না ?"—চমকে উঠে দেখি সন্ধ্যা দেবী কখন তাঁর ধূসর আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়েছেন। তখন সকলে মিলে বাড়ীর দিকে রওনা হলুম।
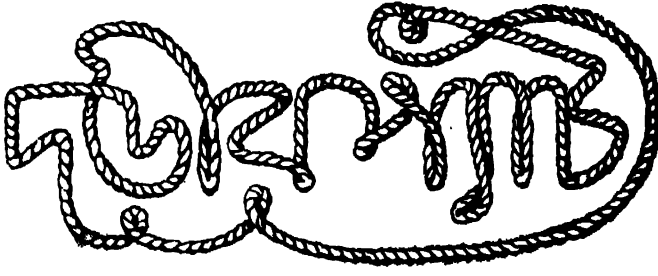
এই মোটা দড়ীটা নাও। ওর দু'টা মুখের কাছটা ধর। এবার ওই ডান হাতের দড়ীর মুখটা বাঁহাতেরটার ওপর দিয়ে তার তলা দিয়ে ঘুরিয়ে ফের ওপরে তোল। হাঁ ঠিক্ হয়েছে। এবার ফের ওই বাঁ হাতের মুখটা ডান হাতেরটার ওপরে দিয়ে ঠিক্ আগেকার মত ঘুরিয়ে নাও।—হাঁ এইত হ'য়ে গেছে। এখন গেরোটা ঠিক্ হয়েছে কি না কি ক'রে বুঝ্বে বলত? শোন, গেরো যদি ঠিক হয়ে থাকে, তা'হলে দেখবে যে একদিকে দু'টো দড়ী পাশাপাশি ফাঁস দড়ীটার ওপর দিয়ে গেছে, আর আর একদিকে দেখ্বে ঠিক ওই রকমভাবেই দু'টো দড়ী পাশাপাশি সেই ফাঁস দড়ীটার তলা দিয়ে গেছে।
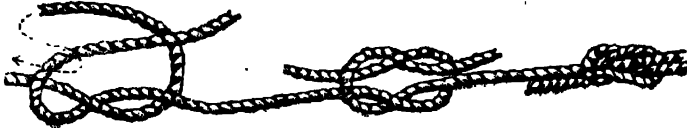
হাঁ বেশ এবার এই ছবিগুলো ছাখো—তা'হলে বেশ ভাল ক'রেই বুঝ্তে পার্বে।

এই গেরোটা সব চেয়ে দরকারী তার কারণ অন্য গেরোগুলোর চেয়ে এটারই ব্যবহার সবচেয়ে বেশী।—কেন বল ত? প্রথম হলো, এটা বাঁধা খুব সহজ সেইজন্য; এটা বাঁধা এত সহজ যে চোখ বুজেই বাঁধা যায়। আর শুধু বাঁধাই সহজ নয় এটা খোলাও খুব সহজ। এই যেমন দেখনা—আচ্ছা যেদিককারই হোক ওই পাশাপাশি দড়ী দু'টো ধরে বাইরের দিকে ফাঁক ক'রে টান। কি হ'ল দেখ্লে—ফাঁসটা কেমন আস্তে আস্তে উল্টে গেল; আচ্ছা এবার ফাঁসটা ওই রকম উলটান ভাবেই এক হাতে চেপে ধর আর অন্য হাত দিয়ে ওই লম্বা দড়ীটা—যেটা ঘুরে গেছে—সেটা টান। দেখ্লে কত সহজে দড়ীর একটা মুখ ফাঁসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে গেরোটা খুলে গেল। এই জন্য সব জায়গায়ই এই গেরোটাই ব্যবহার করা সুবিধে। সাধারণতঃ দু'টো

শুক্‌নো দড়ী যোড়া দিতে এই গেরো ব্যবহার ক'র্ত্তে হয়। আর সবচেয়ে এর দরকার ব্যাণ্ডেজ বাঁধায়, কারণ গেরোটা এরকম প্লেন হ'য়ে পেতে বসে যে কোনও রকম গাঁট থাকেনা, কাজেই শরীরেও ফোটে না।—এর নাম হলো রিফ নট।

এবার ঐখান থেকে ঐ সরু দড়ীটা নিয়ে এস। এবার দেখ। ঐ মোটা দড়ীটার মুখটা বেঁকিয়ে একটা আল্‌গা ফাঁসের মত ক'রে এক হাতে ধর।

এবার ঐ সরু দড়ীটার মুখ তলা থেকে ফাঁসের ভেতর দিয়ে গলিয়ে ওপরে তোল। আচ্ছা বেশ এবারে যে পাশ দিয়ে সরু দড়ীটা ওপরে তুলেছ, ফাঁসের সেই পাশের মোটা দড়ীটার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে মোটা দড়ীরই তলা দিয়ে নিয়ে ওপরে তোল। এখন সরু দড়ীটার ডানদিককার মোটা দড়ীটার ওপর দিয়ে নিয়ে অন্যদিকের সরু ও মোটা দড়ীতে মিলিয়ে যে ফাঁসের মত হয়েছে (অর্থাৎ সরু দড়ীটার তলা দিয়েও মোটা দড়ীটার ওপর
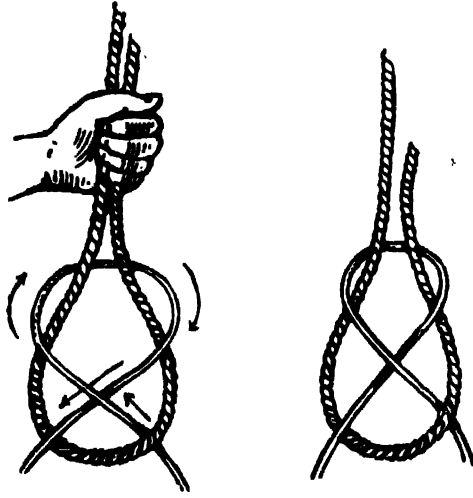
দিয়ে) তার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে টেনে নাও। এবার সরু দড়ীর মুখ দুটা এক সঙ্গে করে ও মোটা দড়ীর মুখ এক সঙ্গে টান। এখন গেরোটা ঠিক বাঁধা হয়েছে কি না জান্‌তে হ'লে দেখ্‌বে যে মোটা দড়ীর মুখ দুটা ঠিক পাশাপাশি এক সঙ্গে সরু ফাঁস দড়ীটার উপর দিয়ে গেছে, সরু দড়ীর লম্বা মুখটা মোটা ফাঁস দড়িটার তলা দিয়ে ও ছোট মুখটা ওপর দিয়ে গেছে।

এ গেরোটার ব্যবহারই হ'ল একটা মোটা দড়ীর সঙ্গে সরু দড়ী জোড়া দেওয়া। কি বলছ, রীফনটেও ত জোড়া দেওয়া যায় ? হাঁ তা যায় বটে, যদি দড়ী দুটা এক রকমের হয়, কিন্তু মোটা দড়ীর সঙ্গে সরু দড়ী যদি রীফ্‌নট দিয়ে জোড়া দাও ত' দেখবে যে টান্‌লেই তা হুড়কে খুলে আসবে।—এর নাম সিট বেণ্ড।

এবারে একটা খুব সহজ দেখে গেরো বাঁধ্‌তে শেখাই। এটার নাম ক্লোভ হিচ্‌।

এই দড়ীর কাছাকাছি দুটো জায়গা দু'টা হাত দিয়ে ধর, এবার ডানহাত দিয়ে যেখানটা ধরেছ, সেখানটা বাঁ হাতটার ওপরে নাও আর দু'টোই বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধর। কি হল—একটা আলগা ফাঁসের মত নয়? আচ্ছা ফের ডান হাত দিয়ে দড়ির ডান দিকের ভাগ থেকে আগেকার মতন করে আর একটা ফাঁস তোল। পাশাপাশি দু'টো ফাঁস হল ত। এবার তোমার ডানদিকের ফাঁসটা বাঁ দিকের তলায় নাও, দু'টো ফাঁস থেকে এবার একটা ডবল ফাঁসের মত হয়ে গেল কেমন? এই ডবল ফাঁসটারই নাম ক্লোভ হিচ্‌। এইটে এবার ঐ বাঁশের খুঁটিটার মধ্যে পরিয়ে দিয়ে দু'টো মুখ ধ'রে টান। দেখ খুঁটিটাতে কেমন দড়িটা বাঁধা হ'য়ে গেল। কেমন এটা খুব সহজ নয়?
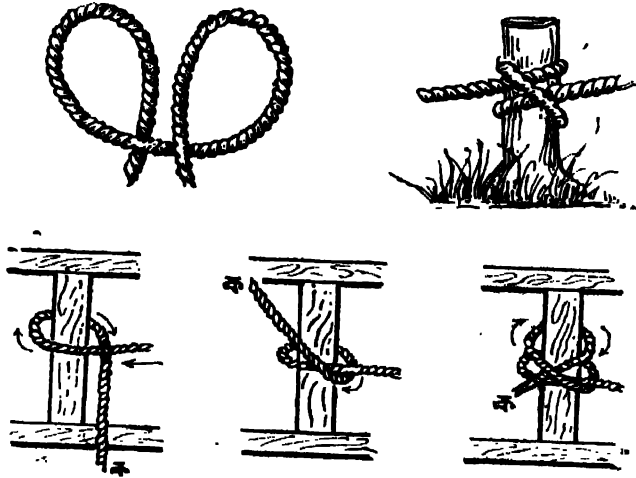
কিন্তু ধর যদি এই জানালার গরাদটায় এই গেরোটা বাঁধতে হয় তখন কি করে বাঁধবে? তখন ত আর একটা মুখ এরকম খোলা পাবেনা যে ফাঁসটা সেখানে দিয়ে পরিয়ে দিলেই হয়ে গেল। তখন বাঁধতে হলে দড়িটা আগে গরাদেতে একপাক জড়িয়ে তলার মুখটা বাঁকা ভাবে অন্য মুখটার ওপর দিয়ে নিয়ে ফের একপাক গরাদেতে জড়াতে হবে। হ্যাঁ ঠিক হয়েছে। এবার ঐ মুখটাই, যে দড়িটা বাঁকা ভাবে গেছে তার তলা দিয়ে ঢুকিয়ে দাও। এই ত হয়ে গেল।

আচ্ছা এ গেরোটা কি দরকারে বাঁধ্‌তে হয় বলি শোন। সাধারণতঃ কোন খোঁটায় কিছু বাঁধ্‌তে হলেই এই সামান্য গেরোটা বাঁধলেই যথেষ্ট। খুব শীগ্‌গিরও হয় আর শক্তও হয়। দেখেছ কি গঙ্গার ঘাটে ষ্টীমার গুলো যখন জেটিতে এসে লাগে তখন খালাসিরা বরাবর এই গেরোটা দিয়েই জাহাজটাকে জেটির খুঁটির সঙ্গে বাঁধে, কত শীগ্‌গির বাঁধাও হয়ে যায় আর ফস্কায়না। তাঁবু টাবু খাটাবার সময়ও এই গেরো দিয়েই

তাঁবুর দড়িগুলো খুঁটিতে আটকান হয়। "ল্যাসিং" করবার সময়ও বরাবর এই গেরো দিয়েই আরম্ভ করতে হয়। আচ্ছা এখন তুমি নিজে নিজে বাঁধ্‌তে অভ্যাস কর আর এর প্রয়োজনটাও মনে রেখ।

এরপর তোমায় স্হীপস্যাঙ্কটা বাঁধ্‌তে শেখাই, এটাও খুব সহজ গেরো, নামটা একটু বিদ্‌কুটে বটে।—অনেক জায়গায় দড়ী ছোচ করবার জন্য এর দরকার হয়।

একদিক থেকে খানিকটা দড়ী টেনে নিয়ে এক জায়গায় কর। কি হল—ঐ খানটায় দড়ীটা তিনটা হয়ে গেল কেমন? এখন দেখছ যে দু'দিকে দু'টো খোলা মুখ রয়েছে, আর অন্য দু'টোর কোনও মুখ নেই, গোল হয়ে ঘুরে গেছে। আচ্ছা এবার ঐ খোলা মুখ দু'টো দিয়ে দু'টো ফাঁসের মত কর, আর জোড়া মুখ দু'টো ওর ভেতর ঢুকিয়ে দাও। এবার ফাঁসের দড়ী দু'টো ধরে টান। দেখ্‌লে ঐ খানটা দড়ীটা তিন পাট হয়েই রইল।
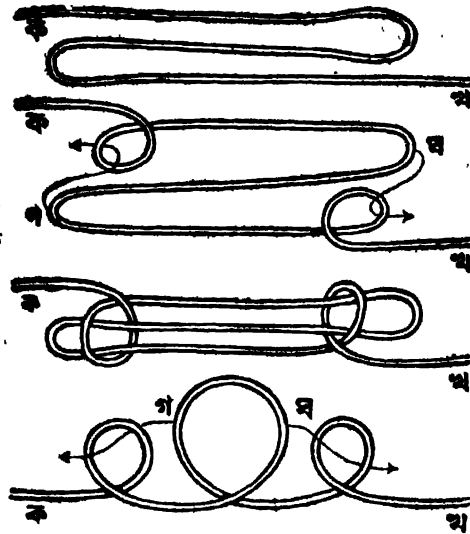
আর এক রকম ক'রে এটা বাঁধা যায়। প্রথমে ডানহাতের দড়ীটা বাঁহাতের দড়ীটার ওপরে নিয়ে গিয়ে একটা ছোট আল্‌গা ফাঁসের মত কর, ফের ডানহাতের তলাটা দিয়ে নিয়ে গিয়ে আর একটা বড় ফাঁস কর। তারপর আগের মত ডানটা বাঁহাতেরটার ওপর নিয়ে আর একটা ছোট ফাঁস কর। এবার বড় ফাঁসটার দুপাশ থেকে দড়ী টেনে নিয়ে বাঁদিক্কার ফাঁসের তলা দিয়ে ও ডানদিককারটার ওপর দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে দুপাশের দড়ী ধরে টান। দেখ ঠিক সেই রকমই দড়ীটা তিন পাট হয়ে আটকে রইল।

আগেই বলেছি এ গেরোটা দড়ী ছোট করবার জন্য দরকার। একটা উদাহরণ

দাও দেখি যেখানে এই গেরোটা ব্যবহার কর্ত্তে পার। অনেক সময় কাপড় টাঙ্গানর দড়ী ঝুলে পড়ে তখন এই গেরো দিয়ে সেটা টান ক'রে দিতে পার। তাছাড়া জাহাজে মাস্তুলের দড়ী ছোট করবার সময় বা তাঁবুর দড়ি ছোট করবার সময় এই গেরোটাই ব্যবহার হয় কারণ দেখলেত দড়ী না কেটে কেমন এই গেরো দিয়ে তা ছোট করা যায়। বেশ আজ এখন তা'হলে ছুটী।

(ক্রমশঃ)

জ্যাক্‌সন শীল্ড

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী জ্যাক্‌সন শীল্ড প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। বাংলার চীফ্‌ স্কাউট স্যার আলফ্রেড পিক্‌ফোর্ড মিঃ ডে ডি টাইসন্‌ প্রভিন্সিয়াল কমিশনর, স্যার রাজেন্দ্র এবং অন্যান্য অনেকে ইহাতে যোগদান করেন। ৪ঠা তারিখে ফার্ষ্ট্‌এড হয় এবং ৫ই স্পোর্টস ও শীল্ডটি প্রদান করা হয়। প্রথম কলিকাতায় ৯/১ম ট্রুপ ফার্ষ্ট্‌এড্‌ ও স্পোর্টস্‌ উভয়েতেই সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছিল। তারাই শীল্ডটি জেতে। বাংলাদেশের নিম্নলিখিত এসোসিয়েশন থেকে স্কাউটরা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। তাদের ফলাফলও নিম্নে দেওয়া হল।

	ফার্ষ্ট্‌এড্‌	স্পোর্টস	মোট
ব্যারাকপুর	৮০	×	৮০
বসিরহাট	×	×	×
বেহালা	×	×	×
বীরভূম	১২১	২০	১৪১

১ম কলিকাতা	১৮০	৫৫	২৩৫
২য় কলিকাতা	১৬৫	১৫	১৮০
৩য় কলিকাতা	১৩০	১০	১৪০
চুঁচুড়া	১০৮	×	১০৮
চট্টগ্রাম	১৪০	×	১৪০
দার্জ্জিলিং (কার্সিয়ং)	১১০	২৫	১৩৫
হুগ্‌লী	৬৫	৩৫	১০০
জলপাইগুড়ি	৬৪	৫	৬৯
যশোহর	১৪৫	১৫	১৬০
কালিম্পং	৯৮	১০	১০৮
ময়মন্‌সিং	৮১	২৫	১০৬

সবশুদ্ধ প্রায় ১৪০ জন স্কাউট তাঁবু ফেলে ঐ দুইদিন এখানে ক্যাম্প করে গেছে। তাদের কলিকাতার বিভিন্ন জায়গা দেখানর বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। ৪ঠা তারিখে বিকালে 'চিত্রার' পরিচালকদের সহৃদয়তায় স্কাউটরা সব সেখানে চলচ্চিত্র দেখে। ৫ই সকালে তারা চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ল হল প্রভৃতি দেখে। মোটমাট জ্যাকসন শীল্ড প্রতিযোগিতায় স্কাউটরা কলকাতায় একটা ছোটখাট জ্যাম্বুরীর আনন্দ উপভোগ করে যায়।

সিল্‌ভার উল্‌ফ্‌ ও মেডেল অফ্‌ মেরিট—৫ই ফেব্রুয়ারী জ্যাক্‌সন শীল্ড প্রতিযোগিতার দিন চীফ্‌ স্কাউট স্যার ষ্টানলী জ্যাক্‌সন ২য় কলিকাতার প্রেসিডেণ্ট

চীফ স্কাউট স্যার রাজেন্দ্রকে সিল্‌ভার উল্‌ফ পরিয়ে দিচ্ছেন

স্যার রাজেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জীকে সিলভার উলফ্ প্রদান করেন। স্যার রাজেন্দ্র বয়স্কাউট আন্দোলনের জন্য যে রকম খাটেন এটা তাঁরই প্রাপ্য।

২য় কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব এ, ডিঃ কমিশনার জ্যাকরিয়া সাহেবকেও ঐদিন মেডেল অফ্ মেরিট প্রদান করা হয়। চীফ্ স্কাউট সেদিন আমাদের প্রঃ অঃ সেক্রেটারী মিঃ বোসকেও মেডেল অফ্ মেরিট প্রদান করেন। বাস্তবিক তিনি আমাদের জন্য যে রকম খাটেন, এটা তাঁর অনেক আগেই পাওয়া উচিৎ ছিল।

চীফ স্কাউট··· ···মিঃ বোসকে মেডেল অব মেরিট পরিয়ে দিচ্ছেন।

সৎসাহসের পুরস্কার—নিখিল চন্দ্র মৈত্র ৩য় বর্দ্ধমান ট্রুপের স্কাউট। একদিন তার এক বন্ধুকে তাদের স্কুলের কাছে একটা পুকুরে সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে যায়। নিখিল চন্দ্র নিজের জীবন বিপন্ন করে তাকে ডাঙ্গায় তোলে। সেইজন্য তাকে 'সিল্‌ভার ক্রস্' দেওয়া হয়েছে।

ট্রুপ স্পোর্টস্—গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ২য় কলিকাতার ১ম গ্রুপ্ (স্কটিশস্কুল) তাদের স্কাউট ও কাবেদের মধ্যে স্পোর্টসের প্রতিযোগিতা করে। প্রায় সব স্কাউট ও কাবরা তাতে যোগদান করেছিল এবং অনেক প্রকারের পুরস্কারও দেওয়া হয়েছিল।

২য় কলিকাতার ২য় ট্রুপ তাদের হেড্ কোয়ার্টারস ১৪নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে তাদের স্কাউট ও কাবেদের মধ্যে স্পোর্টস্ করে। প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, কে, মুখার্জ্জী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইণ্টার পেট্রোল, ইণ্টার সিক্স, আরও বিভিন্ন প্রকারের প্রতিযোগিতা হয়। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন।

ডিষ্ট্রিক্টর‍্যালী—যশোহর জিলার সব স্কাউটরা গত ১৫ই থেকে ১৭ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত যশোহরে তাদের ডিষ্ট্রিক্ট র‍্যালী করে। মিঃ পি, সি, দে ডিঃ কমিশনর, মিঃ পি, কে, ভট্টাচার্য্য এস, ডি, ও, প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিং জিলার স্কাউটরা গত ২৭শে জানুয়ারী তাদের ডিষ্ট্রিক্ট র‍্যালী করে। মিঃ ও মিসেস্ গ্রেহাম তথায় উপস্থিত ছিলেন। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ২য় কলিকাতা স্কাউটরা ও কাবেরা তাদের অনারারী ডিঃ কমিশনার মিঃ ডি,এন্ বসু মহাশয়কে প্রেসিডেন্সী কলেজের মাঠে অভিনন্দন করিয়াছেন। বহুকাল ধরে তাদের জন্যে খেটে বসু মহাশয় এবার অবসর গ্রহণ করছেন। এসোসিয়েশন থেকে তাঁকে একটি অভিনন্দন পত্র ও বিভিন্ন ট্রুপ ও প্যাকের ছবি এলব্যামে বাঁধিয়ে উপহার দেওয়া হবে।

স্যার আলফ্রেড পিক্‌ফোর্ড—স্যার আলফ্রেড পিকফোর্ড ডেভালেপ্‌মেণ্ট কমিশনর ইম্পীরিয়ল হেড্‌কোয়ার্টাস ভারতবর্ষে এসেছেন। শীঘ্রই তিনি ফিরে যাবেন। গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতার সমস্ত স্কাউটরা স্যার রাজেন্দ্রের বাড়িতে তাঁকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। স্যার আলফ্রেড্ সকলের সঙ্গে পরিচয় করেন এবং তাঁকে নিয়ে একটি গ্রুপ ফটো তোলা হয়। চায়ের পর তিনি একটি বক্তৃতা দেন। কি করে সবাই একত্র হয়ে এই আন্দোলনের ভিতর দিয়ে প্রত্যেক স্কাউটকে দেশের ও দশের একজন করে তুলতে পারে ইত্যাদি ও রোভারিং ও ট্রুপ পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করেন।

৮ম বর্ষ]

বৈশাখ—১৩৩৯

[১১শ সংখ্যা
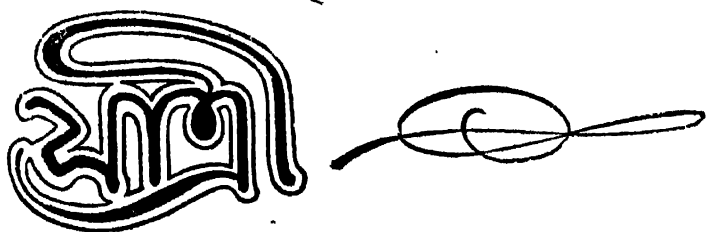
জ্যাকসন্ শিল্ডে ছেলেরা দৌড়াইতেছে।

— সম্পাদক —

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, বি, এ (ক্যান্টাব), ব্যারিষ্টার এট্-ল

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵৹ আনা।

সডাক বার্ষিক মূল্য—২৲ টাকা

সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিচার	(সন্দেশ)	৩০১
লালমুণ্ডু সমিতি	(কোনান ডয়েল)	৩০২
স্কাউটিং	...	৩০৮
খেলাধূলা	...	৩১২
রামভজনের ঘোড়া কেনা	(সন্দেশ)	৩১৩
দড়ীর প্যাঁচ	...	৩১৬
এ্যাক্সিডেন্ট	(আকেলা)	৩১৯
ক্যাম্পফায়ারের তালে তালে	...	৩২০
পাঁচফোড়ন	...	৩২২

ইণ্টার ট্রুপ কম্পিটিসন কুপন

(৫৯ পৃষ্ঠা দেখুন)

যাত্রী—ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৩৮।

দাম—দেড় আনা।

N. Bhose.

৯ম বর্ষ]   বৈশাখ- -১৩৩৯   [১১শ সংখ্যা

বিচার

(সন্দেশ)

ইঁদুর দেখে মাম্‌দো কুকুর বল্‌লে তেড়ে হেঁকে—
"বল্‌ব কি আর, বড়ই খুসী হলেম তোরে দেখে।
"আজকে আমার কাজ কিছু নেই সময় আছে মেলা,
"আয় না খেলি দুইজনাতে মোকদ্দমার খেলা।
"তুই হবি চোর, তোর নামেতে করব নালিশ রুজু"—
"জজ্‌ কে হবে?"—বল্‌লে ইঁদুর, বিষম ভয়ে জুজু।
"কোথায় উকিল প্যায়দা পুলিশ, বিচার কিসে হবে?"
মাম্‌দো বলে, "তাও জানিস্‌নে? শোন্‌ বলে দেই তবে।
"আমিই হব উকিল হাকিম আমিই হব জুরি,
"কাণ ধ'রে তোর বল্‌ব, ব্যাটা ফের করেছিস চুরি?
"সটান দেব ফাঁসির হুকুম অম্‌নি একেবারে—
'বুঝ্‌বি তখন চোর বাছাধন বিচার বলে কারে।"

লালমুণ্ড-সমিতি

[কোনান ডয়েল]

"কিন্তু আশ্চর্য্য, গিয়ে দেখি সব ঠিক্! টেবিলটি বেশ ঠিক্ করে সাজানো, আর মিঃ ডনকন রস স্বয়ং সেখানে হাজির। তিনি আমাকে A অক্ষরটি ধরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন; মধ্যে মধ্যে এসে দেখে যেতে লাগ্‌লেন যে আমি ঠিক্ কাজ করছি কি না। দুটোর সময় তিনি এসে আমায় নমস্কার জানালেন, আর একদিনেই যা লিখেছি, তাতে অভিনন্দন জানালেন এবং আমি বেরিয়ে এলে অফিসে তালাচাবি বন্ধ করে দিলেন।

"মিঃ হোম্‌স্, এম্‌নি করে দিনের পর দিন চল্‌ল। শনিবার ম্যানেজার এসে নগদ চারটি পাউণ্ড আমায় দিলেন। ঠিক্ এমনি ভাবে পরের সপ্তাহ চল্‌ল, প্রতিদিন ভোরবেলা, ঠিক্ দশটায় গিয়ে আমি হাজির হতাম আর বের হতাম ঠিক্ দুটোয়। ক্রমে ক্রমে ম্যানেজার অনেকবার ছেড়ে, একবার আস্‌তে লাগ্‌লেন, কোন কোন দিন একেবারেই আস্‌তেননা, অবশ্য, আমি বাইরে যেতে সাহস করতামনা কোন দিনই। কারণ মিঃ রস্ আস্‌বেন কি না আস্‌বেন তারত আর ঠিক্ নেই; শেষ কালে এমন মজার চাকুরীটা অল্প একটুর জন্য মাঠে মারা যাবে।

"এমনি ভাবে আট সপ্তাহ কেটে গেল, আমি প্রায় Abbot, Archery, Armour, Architecture, Attica শেষ করে এনেছি আর আশাও আছে যে শীগ্‌গিরই B ধর্‌তে পারবো। আমার অবশ্য কাগজ কিছু কিন্‌তে হয়েছিল, আর সমিতির সেল্‌ফটা ও প্রায় ভরে এসেছিল কিন্তু ঠিক এসময়েই চাকুরী শেষ হয়ে গেল।"

"শেষ?"

"আজ্ঞে হাঁ। আর শেষ হলো আজ ভোর বেলা। আমি বরাবর যেমন যাই, আজও দশটায় কাজে গিয়েছি, কিন্তু দরজা দেখলুম বন্ধ;—তালা দেওয়া, আর দরজার ঠিক্ মাঝখানে ছোট একটা কার্ডবোর্ড লাগান। এই যে আপনারা নিজেরাই দেখ্‌তে পারেন কি লেখা আছে এতে।"

মিঃ উইলসন একটা নোটপেপারের মত ছোট্ট একটা সাদা কার্ডবোর্ড এগিয়ে দিলেন।—তাতে লেখা আছে—

লালমুণ্ড সমিতি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

৯ই অক্টোবর ১৮৯০ সন।

সারলক হোম্‌স্ আর আমি এই হঠাৎ-খবরটাকে সবদিক থেকেই বেশ ভালো করে দেখ্‌তে লাগলাম, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হাস্যরসের দিকটা আর

সব দিককে এমনভাবে ছাড়িয়ে উঠেছে যে আমরা দু'জনেই একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠ্‌লাম।

আমাদের মক্কেলত তার মাথার লালমুণ্ডুর চুলগুলির গোড়া অবধি চটে উঠে চীৎকার করে উঠ্‌লেন, "মশাই, হাসবার কি হলো? আপনারা যদি হো হো করে হাসা ছাড়া আর কিছু না করতে পারেন ত বলে দিন, আমি পথ দেখি।"

হোম্‌স্‌ তাকে চেয়ারে ভাল করে বসিয়ে দিয়ে বল্‌ল, "না, না, আপনার কেসটী আমি সমস্ত পৃথিবীর জন্যও ছাড়তে রাজি নয়। এটা যেমনি মজার, তেমনি আজব। কিন্তু, মাপ করবেন, এর মধ্যে মজার দিকটাই চোখে পড়ে সবার আগে। যাক্, এই কার্ড খানা পড়ে আপনি কি করলেন?"

"ব্যাপার দেখেত' আমি হক্‌চকিয়ে গেলাম।—কী যে করি বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লাম না। আমি আশে পাশের অফিসগুলিতে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, কিন্তু কেউ কিছু বল্‌তে পারলনা।—শেষকালে বাড়ীওয়ালার কাছে চলে গেলাম, ভদ্রলোক একজন একাউণ্টটেণ্ট;—একতলাতে থাকেন, জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, লালমুণ্ডু সমিতির কথা তিনি কিছু বল্‌তে পারেন কি না। তিনি বল্‌লেন এমন ধারা কোন নাম তিনি শোনেন নি কখনও। তখন শেষ কথা জিজ্ঞেস করলুম, ডন্‌কন রস ভদ্রলোক কে? তিনি বল্‌লেন যে এনাম তিনি শোনেননি কখনও।

"আমি বল্‌লুম 'বাঃ রে, চার নম্বরের ভদ্রলোক।'

'ওঃ সেই লাল মাথা ভদ্রলোক।'

'আজ্ঞে হাঁ।'

"তিনি বল্‌লেন, 'ওঃ তার নাম হলো উইলিয়ম মরিস। তিনি Solicitor ছিলেন, আর তার নতুন বাড়ী না হওয়া পর্য্যন্ত আমার এখানে থাক্‌বেন কথা হয়েছিল। তিনিত কাল চলে গেছেন।'

"বল্‌লাম্ 'তাঁকে কোথায় পেতে পারি?'

'কেন, তার নতুন অফিসে। হুঁ, হুঁ, ঠিকানাটা বলেছিল বটে, হ্যাঁ মনে পড়েছে ১৭ কিং এড্‌ওয়ার্ড ষ্ট্রীট, সেণ্টপলস্‌ এর কাছে।'

"মিঃ হোম্‌স্, আমিত' সেখান থেকে চল্‌লাম। কিন্তু যখন সেখানে গিয়ে দেখি সেটা হলো একটা কৃত্রিম হাঁটুর তৈরীর দোকান। সেখানে মিঃ উইলিয়াম মরিস কিম্বা মিঃ ডন্‌কন্ রসের নাম ও কেউ শোনেনি।"

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "তারপর আপনি কি কর্‌লেন?"

"কি আর করব?—সেক্স কোবার্গ স্কোয়ারে আমার বাড়ী চলে গেলাম। আমার সহকারী ভায়ার পরামর্শ জিজ্ঞাসা কর্‌লাম। কিন্তু সেত বিশেষ কিছু বল্‌তে পার্‌ল না। সে বল্‌ল কয়েকদিন পরে হয়ত আমার কাছে সব খবর আস্‌তে পারে। কিন্তু, মিঃ হোম্‌স্ এমন কথায় কে চুপ করে থাক্‌তে পারে?—এমন আরামের চাকুরী মশাই অম্‌নি অম্‌নি

ছাড়্ছিনে। শুনেছি আপনি নাকি গরীবদের এসব বিষয়ে উপদেশ দেন, কাজেই আমি বরাবর আপনার কাছে চলে এসেছি।"

হোম্‌স্ বল্‌ল, "এসে বেশ বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন। আপনার কেস্‌টা বাস্তবিকই ভারী আজব ধরণের। আমি আপনার কেস্‌টা করতে বাস্তবিকই আনন্দ পাব। আপনি আমায় যা বল্‌লেন তাতে মনে হয় যে উপর থেকে দেখতে যে সব ক্ষতির কথা বুঝতে পারছি, তার থেকেও বড় কোন ব্যাপার এর ভেতরে আছে।"

মিঃ যেবেজ উইলসন্ বল্‌লেন, "নিশ্চয়ই। চার পাউণ্ড করে সপ্তাহে আমার আয় কমে গেছে।"

হোম্‌স্ বল্‌ল, "হাঁ আপনার ব্যক্তিগতভাবে তাই বটে।—আমার কিন্তু মনে হয় এদের বিরুদ্ধে বল্‌বার মত আপনার কিছু নেই। বরঞ্চ ফাঁকতালে আপনার পাউণ্ড তিরিশ লাভ হয়েছে, তাছাড়া A অক্ষর দিয়ে আরম্ভ যে সব শব্দগুলি সেগুলিও শিখে ফেলেছেন। কাজেই আপনার ক্ষতি হয়নি কিছুই।"

"না মশাই। কিন্তু, আমি তাদের বের করতে চাই। বেটারা কে, আর যদি ঠাট্টাই করে থাকে, তবে আমার সঙ্গে অমন রসিকতা কর্‌বারই বা মানে কি ?—বেশ দামী রসিকতা করেছে তারা;—এর জন্য মশাই তাদের প্রায় বত্রিশ পাউণ্ড 'গচ্ছা' দিতে হয়েছে।"

"আমরা আপনার জন্য এসব বিষয়গুলি সব বের কর্‌তে চেষ্টা করব। তার আগে, দু একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌বো। মিঃ উইলসন্, আপনার এই সহকারী ভদ্রলোক, ঐ যিনি প্রথমে বিজ্ঞাপনটা আপনার কাছে নিয়ে আসেন,—কদিন ধরে আছেন ?"

"তখন হয়ত মাস খানেক হয়েছিল।"

"কিন্তু সে প্রথম চাকুরীতে ঢুক্‌লো কি করে ?"

"আমি একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলুম তারই ফলে—"

"সে কি একাই এসেছিল ?"

"না, লোক ছিল প্রায় ডজন খানেক,

"তাহ'লে হঠাৎ একে নিতে গেলেন কেন ?"

"কারণ সে আস্‌তেও পারে তক্ষুণি, আর টাকাও নেবে কম।"

"অর্দ্ধেক মাহিনায় নয় কি ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আপনার এই ভিন্সেণ্ট স্পলডিং দেখতে শুনতে কেমন।"

"ছোট্‌খাট; বেশ তাড়াতাড়ি কাজ কর্‌তে পারে, বয়স বছর তিরিশের কম না হ'লেও মুখে গোঁফের রেখাটী পড়েনি। কপালের উপর একটা এসিড পোড়া সাদা দাগ।

হোমস্ বেশ একটু নড়েচড়ে বস্‌লো বল্‌ল, "ঠিক, যা ভেবেছিলাম, / আচ্ছা তার কানে যে ইয়ারিং পড়বার জন্য ছাঁদা করা তা দেখেছিলেন ত ?"

"আজ্ঞে হাঁ, সে বলেছে, ছোটবেলা নাকি এক বেদে তাকে ধরে এ রকম ছ্যাঁদা করে দিয়েছে।"

হোম্‌স্ চিন্তিতভাবে বল্‌ল, "হুঁ, সেকি এখনও আপনার এখানে আছে?"

"আছে বই কি। আমি এই মাত্র দেখে এলুম।"

"মিঃ উইলসন, এতেই চল্‌বে। দু'একদিনের মধ্যেই কি হয় না হয় আপনাকে জানাতে হয়ত পার্‌বো। আজ হলো শনিবার,—সোমবার দিন নাগাদ একটা কিছু সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে।"

আমাদের অতিথি ভদ্রলোক চলে যেতে হোম্‌স্ বল্‌ল, "ওহে ওয়াটসন ভায়া, সবত' শুনলে, কেমন বুঝছো?"

আমি সত্যি কথা বল্‌লাম। বল্‌লাম, "আমি বাপু কিছুই বুঝ্‌তে পারছিনে, ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ রহস্যময় লাগ্‌ছে।"

হোম্‌স্ বল্‌ল, "এ একেবারে জোর করে বলা যায় যে, যে ঘটনা প্রথম দেখতে সত্যই রহস্যময় মনে হয়, আসলে রহস্য তাতে থাকে খুবই কম। তোমার গে এই অতি সাধারণ ব্যাপারগুলিই হলো ধরা শক্ত, যেমন সাধারণ লোক চেনা শক্ত। কিন্তু ব্যাপারটা যদ্দূর গড়িয়েছে, তাতে খুব তাড়াতাড়ি কিছু না কর্‌লে চলবেনা।"

আমি জিজ্ঞেস কর্‌লাম, "তাহ'লে তুমি এখন কি কর্‌বে ঠিক কর্‌লে?"

সে উত্তর করল, "তামাক খাব।—সমস্যাটা হলো তিন টানের সমস্যা। মিনিট পঞ্চাশের মধ্যে আমায় ডেকোনা বুঝলে?"—বলে সে তার চেয়ারের উপর উঠে বসল, বাজপাখীর ঠোঁটের মত নাকটা আর হাঁটু দুটো এক করে চোখ বুজে চুপ করে বসে রইল। আর তার মুখ থেকে বাইরে বেরিয়ে রইল তার প্রকাণ্ড পাইপটা। সময় কেটে যেতে লাগ্‌ল।—শেষে বুঝ্‌লাম যে ভায়া আমার নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছেন, নিজেও তাই চেয়ারে বসে, ঝিমুচ্ছি, হঠাৎ সে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পাইপটা তাকের উপর রেখে দিল।

বল্‌ল, "আজ রাত্রে সেণ্টজেম্‌স হলে স্যারাসেট বাজাবে হে, কেমন মনে হয়? তোমার রোগীরা বসে থাকবে কি?"

"না না—আজ আমার করবার মতন তেমন কোন কাজ নেই হে।—তেমন পসার আমার এখনও হয়নি।"

"বেশ বেশ, তাহ'লে নাও টুপিটা নিয়ে চলো। সহরটা একবার ঘুরে বেড়িয়ে আসি পথে কিছু খেয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে'খন; প্রোগ্রামে দেখ্‌লাম কিছু কিছু জার্ম্মান গান আছে, আমার ভাই ঐ ফরাসী বা ইতালীগানের থেকে জার্ম্মান গানই ভালো লাগে।—এসো।"

আলডারসগেট অবধি রেলে আসা গেল। সেখান থেকে একটু দূরেই হলো সেক্স-কোবার্গ স্কোয়ার। আর এখানেই ঘটেছে আমাদের আজব ঘটনাটা। ছোট্ট জায়গাটা

চার সার দোতলা বাড়ী আর মাঝখানে একটা ছোট্ট খালি জায়গা চারদিক রেলিং দেওয়া তাতে অল্প অল্প ঘাস আর কতগুলি আধমরা মেহেদী জাতের গাছ চারদিকের এই ধোঁয়াময় ও ঘিঞ্জী বস্তির মাঝখানে কোন রকমে আত্মপ্রকাশ করে আছে। এক কোণার এক বাড়ীর দরজায় তিনটা গিল্ট বল্ ও তার তলায় এক ব্রাউন বোর্ডে সাদা কালী দিয়ে লেখা "যেবেজ উইল্সন",—দেখে বুঝলাম আমাদের লালমুণ্ডওয়ালা মক্কেল ভায়ার কাজকর্ম্মটা এখানেই চলে। সারলক হোম্স বাড়ীর সামনে থাম্ল তারপর সে গলির এ মাথা থেকে ও মাথা আবার ও মাথা থেকে এ মাথা এরকম করে বার কয়েক ঘুরে বাড়ীগুলি বেশ ভালো করে দেখে নিয়ে বাড়ীটার সামনেই কয়েকবার পায়ের শব্দ করে দরজায় ধাক্কা দিল।—দরজা তক্ষুনি খুলে গেল। ভেতর থেকে একটী বেশ চালাক চতুর দাড়ী গোঁফ কামানো যুবক বেরিয়ে এসে আমাদের ভেতরে গিয়ে বসবার জন্য অনুরোধ করল।

হোমস্ তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বল্ল, "আজ্ঞে ষ্ট্র্যাণ্ড যাবো কেমন করে বল্তে পারেন ?"

সহকারী ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করবার সঙ্গে সঙ্গে বল্লেন "তিনটে মোড় পরে ডাইনে তারপব চারটে পরে বায়ে।"

হোম্স্ হাঁটতে হাঁটতে বল্ল, "দারুণ চালাক। আমার মনে হয় ধূর্ত্তমীতে তাকে বিলাতে চতুর্থ পদ দেওয়া যেতে পারে, আর সাহসে সে তৃতীয় পদটা যে দাবী করতে না পারে এমনত মনে হয়না। আগেও এর কথা কিছু কিছু জানি।"

আমি বল্লাম "যা শুনেছি তাতেত পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এতে এর বেশ হাত আছে। কাজেই তুমি বোধ হয় তাকে আর একবার দেখে নেবার জন্যই ডেকেছিলে ?"

"উঁহু তাকে দেখবার জন্য নয়।"

"তা হ'লে কি ?"

"তার প্যাণ্টের হাটু দুটো দেখে নেবার জন্যে।'

"কি দেখলে ?"

"ঠিক যা দেখবো ভেবেছিলাম।"

"আচ্ছা, তুমি ওদের বাড়ীর সামনের পথের উপর অমন শব্দ করলে কেন ?"

"ডাক্তার হে, এখন কথা বলবার সময় নয়, কেবল চোখ খুলে দেখে যাও। আমরা হচ্ছি শত্রু শিবিরে গোয়েন্দা। সেক্সকোবার্গ স্কোয়ারের কিছু কিছু দেখা গেল, এখন এর পেছনে কি আছে দেখা যাক।"

মোড় ঘুরেই যে রাস্তায় পড়লাম, সে রাস্তাটার সামনে এই রাস্তাটাকে মনে হচ্ছিল যেন একখানা চমৎকার ছবির পেছনদিক, লণ্ডনের উত্তর ও পশ্চিম দিকে যে সব মস্ত মস্ত রাস্তাগুলি উদ্দামি বেগে ছুটে চলেছে, এ হচ্ছে তাদেরই একটা—ব্যবসা বাণিজ্য, দর কষা-কষি যেন এর বুকে ঝড়ের মত ছুটে চলেছে। গাড়ী ঘোড়া, মোটরবাস, ট্রাম আর সারা

রাস্তায় আমদানীর রপ্তানীর বিপুল কোলাহল—ফুটপাথগুলি মানুষের মাথায় মাথায় কালো হয়ে উঠেছে। সারি সারি সুন্দর বাড়ীগুলি দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাস্তবিকই বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলাম না যে এর পাশেই হলো ঐ ছোট এদোঁ পচা-গলি।

হোম্‌স্‌ এক কোণে দাঁড়িয়ে বাড়ীর সারির দিকে চেয়ে বল্‌ল, "দাঁড়াও দেখেনি এখানকার বাড়ীগুলির কোনটার পর কোনটা :—তা আমার মনে রাখা চাই-ই। লণ্ডনের সব খবর রাখা হলো আমার একটা আজব খেয়াল।—ঐ হলো মর্টিমারের দোকান, তারপর তামাকওয়ালার, তারপর খবরের কাগজের দোকান, তারপর সিটি ও সুবার্বান ব্যাঙ্কের কোবার্গ ব্রাঞ্চ, নিরামিষ রেঁস্তোরাঁ, ম্যাকফারলেনের গাড়ী তৈরীর ডিপো। যাক, এর পরেই অন্য একটা বাড়ী আরম্ভ হলো। আর না ডাক্তার, চলো একবার এক দোকানে বসে এক কাপ চা, আর খান দুই স্যাণ্ডউইচ খেয়ে নিয়ে বেহালা রাজ্যে ঢোকা যাক। —আঃ সেখানে সবই সুন্দর,মধুর আর চমৎকার :—আর সেখানে যত বাজে কথা শোনাবার জন্যে লালমুণ্ডুওয়ালা মক্কেল আসেনা।"

বন্ধুবর আমার গান বাজনার ভারী পক্ষপাতী।—নিজে বেহালাটা বাজাতেও পারেন যেমনি ; নূতন নূতন গান তৈরী করতে ও পারেন তেমনি। সারা বিকেল থিয়েটারে বসে বসে গানের সঙ্গে সঙ্গে তাল দিলেন—সমস্ত হৃদয় যেন তার সুখে আচ্ছন্ন ; -তখনকার সেই হাস্যময় মুখ ,স্বপ্নময় চোখ দেখে কার সাধ্য চেনে যে এই হলো সেই শিকার-সন্ধানী, নিষ্ঠুর, বুদ্ধিমান গোয়েন্দা।—তার এই চরিত্রের এই দুইটী দিক যেন তার মনটাকে পরপর কায়েমী করে বস্‌তো। মধ্যে মধ্যে আমার মনে হ'তো তার কবিচিত্তের একটা প্রতিঘাতই হ'লো ধরিবাজ ও সূক্ষ্মবুদ্ধি মনটী। সে একেবারে কুঁড়েমীর থেকে চলে আস্‌তো কর্ম্ম-বহুল জীবনে। দেখেছি, সারাদিন হয়তো কোন কাজ নেই, চেয়ারের বুকে আপনাকে লীন করে দিয়ে সে আপন মনে বসে থাক্‌তো, কি ভাবতো কে জানে ! কিন্তু ঠিক তার পরেই তার এমন একটা শিকারস্পৃহা জেগে উঠতো যে তখন তার কার্য্যকলাপ দেখে তার জানাশোনা লোকেরা হাঁ হয়ে যেতো। তাই আজ তাকে গানে এত ডুবে যেতে দেখে আমার কেবলি মনে হতে লাগ্‌লো যে সে আজ যাদের পেছনে লেগেছে, তাদের কাল বুঝি হয়ে এলো।

সেখান থেকে বেড়িয়ে এসে হোম্‌স্‌ বল্‌ল, "কি ডাক্তার, বাড়ী যাবে ?"

"হ্যাঁ আর কি করি ?"

"আর আমার ও কিছু কাজ আছে তাতে সময় লাগ্‌বে। এই কোবার্গ স্কোয়ারের ঘটনাটা একটু সাংঘাতিক বল্‌তে হবে।"

"সাংঘাতিক ?—কেন ?"

"এর মধ্যে এক বিরাট ডাকাতির মতলব আছে। আমার মনে হয় আমরা ঠিক সময়ে গিয়ে ধর্‌তে পারবো। কিন্তু আজকে শনিবার হয়েই গোলমাল বাঁধিয়েছে বেশী। আজ রাত্রে আস্‌তে পারবে ?"

"ক'টায় ?"

"দশটায় এলেই যথেষ্ট হবে।"

"বেশ, দশটায় আমি বেকার ষ্ট্রীটে আস্‌বো।"

"বেশ।—হঁ্যা আর একটা কথা, একটু আধটু বিপদ আপদ ও এতে আছে, কাজেই তোমার পিস্তলটা পকেটে করে নিয়ে এস।"—বলে সে হাত নাড়তে নাড়্‌তে উল্টো দিকে ঘুরে, ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

[আগামী বারে সমাপ্য]

বিজ্ঞপ্তিঃ—নানা কারণে গত মাস হইতে **'বাহাদুর'** দেওয়া যাইতেছে না, সম্ভব হইলে আষাঢ় মাস হইতে দেওয়া হইবে।

স্কাউটিং

আমাদের ষষ্ঠ নিয়ম হলো **স্কাউট জীবের বন্ধু**। স্কাউট নিয়মাবলী ও আদর্শ বোঝাবার সময় বারে বারে বলেছি যে আমাদের একটি উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীর সবাইকে আমাদের বন্ধু, আমাদের আপনার করে তোলা। বাস্তবিকই একটু ভেবে দেখ্‌তে গেলে দেখ্‌বে যে পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ সকল জীবই এক ভগবানের সৃষ্টি, তাদেরও প্রাণ আছে, সুখ দুঃখ বোধ আছে। তাদের কোন রকম অনিষ্ঠ করবার আগে আমাদের নিজেদের ভেবে দেখা দরকার যে, আমাদের থেকে শক্তিশালী কোন লোক যদি ঠিক এরকম ব্যবহার আমাদের সঙ্গে করতো, তাহ'লে আমাদের প্রাণে কতখানি লাগ্‌তো। অনেকে হয়তো বল্‌বে যে অত করে দেখ্‌তে গেলে ত' আর চলে না, তা হ'লেত' মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিতে হয়। একথাটা ভারী গোলমেলে, কারণ এই মাছ খাওয়া না খাওয়াটা যার যার রুচির উপর নির্ভর করে। যেমন ধর, জৈনেরা, বৌদ্ধেরা মাছ মাংস খায়না, তা বলে তারা যে সব মরে গেছে, এমন ত নয়, কাজেই তুমি যদি বোঝ যে তোমার মাছ না খেলেও চলে তা হ'লে তোমার মাছ না খাওয়াই উচিত, কিন্তু যদি তুমি মনে কর যে মাছ না খেলে তোমার চল্‌বে না, তা হ'লে তোমাকে মাছ খেতে বারণ করতে পারি না। এ নিয়মটার আসল মানে হ'ল যে, কোন জন্তুকে তোমার মজার জন্য **অনর্থক** কষ্ট দেবেনা। তোমাদের অনেকে কাক, কুকুর, বিড়াল, গরু, গাধা প্রভৃতি নিরীহ জন্তুদের প্রতি ঢিল ছোঁড় বা তাদের লেজে টিন বেঁধে দাও, এরকম করা বাস্তবিকই উচিত নয়। পৃথিবীতে অনেক সুন্দর সুন্দর জন্তু আছে, যেমন তপির, হাতী, জিরাফ, ময়ূর; কিন্তু লোকেরা এদের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য আছে, বনের সবুজ ঘাসের মধ্যে যে এদের কেমন মানায় তা

ঠিক বোঝেনা, এদের ধরে আনে, মারে, তারপর, এদের চামড়া দিয়ে ঘর সাজায়। এমনি ভাবে পৃথিবীর সুন্দর সুন্দর জন্তু জানোয়ার সব লোপ পাচ্ছে। অনেক দেশেই তাই আইন করে জন্তু মারা নিষেধ করে দেওয়া হচ্ছে। স্কাউটদের চেষ্টা থাকবে যাতে করে এই সব পশুপক্ষীগুলি রক্ষা করতে পারা যায়। অবশ্য এমন সব জীব আছে, যাদের কোন রকম উপকারই আমরা দেখতে পাইনে যেমন, মশা, মাছি, ইঁদুর, ছারপোকা ইত্যাদি। এদের প্রতি কোন রকমেই দয়া দেখানো যেতে পারে না, কারণ এদের রক্ষা করা মানে মানুষের মধ্যে প্লেগ, কলেরা ম্যালেরিয়া বাড়িয়ে তোলা, কাজেই স্কাউটদের তৃতীয় নিয়মটি মনে করে এদের সবংশে ধ্বংশ করার যে সব প্রতিষ্ঠান হয়েছে তাতে যোগ দেওয়া উচিত। যাক্, যা বলছিলাম, নিজেত, জন্তুদের কোনরকম কষ্ট দেবেই না, অন্যকে কষ্ট দিতে দেখলে তুমি তক্ষুনি বাধা দেবে।

আমাদের সাতের নিয়মটা হলো **স্কাউট পিতামাতার, পেট্রোললীডার ও স্কাউট মাষ্টারের আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করবে।** তোমাদের কাছে যখন দ্বিতীয় নিয়মটির কথা বলেছি তখনই বলেছিলাম যে বড়রা যা করতে বলেন তার মধ্যে তোমার প্রতি তাঁদের শুভ ইচ্ছা অনেকখানি লুকিয়ে থাকে, কাজেই তাঁরা আদেশ করলে পর আর কথাটি না কয়ে মুখ বুজে কাজটি করে যাবে। ইংরেজীতে একটা কথা আছে He who wishes to command must learn to obey. অর্থাৎ পরকে যে হুকুম করবে সে আগে হুকুম তামিল করতে শিখবে। এই শিক্ষা হলো আসল শিক্ষা। এর নাম ডিসিপ্লিন। ডিসিপ্লিন না থাকলে কোন জাতি বড় হ'তে পারেনা।—আমাদের মধ্যে এই ডিসিপ্লিন আনতে হবে।

আমাদের আটের নিয়মটা হলো **স্কাউট বিপদে পড়িয়াও তাহার মনের প্রফুল্লতা হারায় না, সে সদা হাস্যময়।** ধর যদি একজন লোক তোমার কাছে হাঁড়ীপানা মুখে করে আসে তোমার তাকে নিশ্চয়ই ভালো লাগ্‌বেনা। শুধু তোমার বলে নয়, যে লোকটা তোমার কাছে হাঁড়ীপানা মুখ করে এসেছিল, তার কাছে তুমি মুখ ভার করে যাও, তারও তোমাকে পছন্দ হবেনা, অথচ এখন যদি একজন হাসি খুসী ভদ্রলোক তোমার কাছে আসেন,তুমি চাইবে যে তাকে ডেকে তার সঙ্গে দুদণ্ড কথা বল। এইত গেল একদিক। আবার ধর তোমাকে খুব একটা ভারী মাল তুলতে হচ্ছে,কিম্বা ভীষণ গ্রীষ্মের দুপুরে কোন নতুন ছাদ পেটাতে হচ্ছে, তখন যদি তোমরা মনে কর, উঃ কি কষ্ট হচ্ছে বাপরে আর পারা যায়না তাহ'লে দেখ্‌বে যে কাজ যেন আর শেষ হবেনা, তখন মনে স্ফূর্ত্তি আনতে হবে, তাহ'লে দেখবে কোন কষ্টই মনে হবেনা। সেজন্যই কুলীমজুরেরা কাজ করতে করতে গান গায়, সৈন্যেরা মার্চ্চ করবার সময় ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে ও গান গাইতে গাইতে যায়।

এছাড়া আর একটা জিনিষ এই নিয়মের মধ্যে আসে সেটি হলো ধৈর্য্য। এ নিয়মে এও বুঝায় যে স্কাউটেরা বিপদের সময় ধৈর্য্য হারায়না। বাড়ীতে যদি কারও অসুখ হয় তাহলে অস্থির হয়ে পড়লে বিপদ বাড়ে বই কমে না ;—সে সময়ে ধৈর্য্য চাই। সব রকম দৈব দুর্ব্বিপাকেই মাথা ঠিক রাখা চাই, কারণ আসল দুর্ঘটনায় যত না বিপদ ঘটে তার থেকে বেশী বিপদ ঘটে তার পরে যে অস্থিরতা (Panic) সবে দেখায় তাতে।

চীফ স্কাউট বলেছেন যে যত হাসে সে মিথ্যাকথা বলে কম, কারণ মিথ্যাকথাটা হঠাৎ আর কারও মুখ থেকে বেড়িয়ে পড়েনা। সত্যটাকে কি রকম করে ঢাক্‌তে হবে তা বেশ ভালো করে ভাবতে হয় আর সে চিন্তা কোন সৎ চিন্তা নয়; কাজেই যারা মিথ্যার চিন্তা করে তাদের মনে স্ফূর্ত্তি থাকেনা। —তারা হাস্‌তে পারেনা।

এ প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ে ; -গেল বিলাতে একবার একজন স্কাউটমাষ্টার তার একটা পেট্রলকে পাঠিয়ে দিলেন উপকার (Good turn) করতে। পেট্রলের সবাই ফিরে এলে সকলকে জিজ্ঞাসা করা হলো কে কি উপকার করেছে। অনেকে অনেক রকম বল্‌ল কিন্তু একজন বল্‌ল সে কিছুই কর্‌তে পারেনি কেবল একজন গোমরামুখো ভদ্রলোকের দিকে সে একটু হেসেছে। সবাই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠ্‌ল। কিন্তু একটু পরেই হঠাৎ এক ভদ্রলোক এসে স্কাউটমাষ্টারকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। স্কাউটমাষ্টার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বল্‌লেন, "আমি আজ মরবো বলেই বেড়িয়েছিলাম। আমার জীবনে কোন সুখ নাই। কিন্তু আপনার একজন স্কাউটকে হাস্‌তে দেখে আমার এত ভালো লাগল যে আমার আর মরা হয়ে উঠ্‌লোনা।''—সকলে বুঝলো সেই স্কাউটটি কেমন করে একটু হেসে এক ভদ্রলোকের জীবন বাঁচিয়েছিল।

আমাদের নবম নিয়ম হলো—স্কাউট মিতব্যয়ী—এতে কি বুঝলে বলত! স্কাউট বাজে খরচা করেনা, সে পয়সা বাঁচাতে চেষ্টা করে। বাংলায় একটা কথা আছে,

যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি।
আশুগৃহে তার দেখিবেনা আর নিশীথে প্রদীপ ভাতি॥

আমাদের যখন যে জিনিষের দরকার নেই, তখন তা ব্যবহার করে কোন লাভ নেই, বাবুয়ানায় কিছুই লাভ নাই।—অথচ পয়সা জমালে নিজের ও পরের যথেষ্ট উপকার কর্‌তে পার্‌বে। পয়সা জমানো মানে কিন্তু মা বাবার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে নিজের বাক্সে বন্ধ করা নয়।—নিজের হাত খরচা বা জলখাবার থেকে পয়সা বাঁচানোই হ'ল আসল মিতব্যয়ীর লক্ষণ। শুধু পয়সা বাঁচালেই যে মিতব্যয়ী হওয়া যায় তা নয়। নিজের জিনিষ পত্রও যাতে করে অযথা নষ্ট না হয় এর সঙ্গে সঙ্গে তাও দেখতে হয়। যেমন ধর নিজের বই জামা, জুতা, কাপড়, সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ্‌তে হয়, সাবধানে রাখতে হয় যাতে করে না নষ্ট হয় বা হারায়।—বাবুয়ানা খারাপ কিন্তু ফরসা জামা কাপড় পরা খারাপত নয়ই, স্বাস্থ্যের পক্ষে বরঞ্চ ভাল, কারণ ময়লা জামা কাপড় পরলে অসুখ বিসুখ হতে পারে।

আমাদের দশম নিয়মটি হলো।—**কি চিন্তায় কি কথায় কি কার্য্যে স্কাউট সদাই নির্ম্মল।** —প্রথমতঃ তোমার চেষ্টা হবে যেন কোনও কু-চিন্তা কখনও মনে না উদয় হয়। তারপর কথাবার্ত্তায় সভ্য হওয়া চাই আর খারাপ কাজত করবেইনা। সঙ্গ দোষে অনেক দোষ ঢোকে। অসৎ সঙ্গ কোন মতেই রাখবেনা। বিষ যেমন ত্যাগ করতে হয় সেই রকম খারাপ লোকের সঙ্গ ত্যাগ করবে।—কুসঙ্গ থেকেই ছেলেরা কথাবার্ত্তায় অসভ্য হয়ে যায়, শপথ করতে, গালাগালি করতে শেখে। তোমাদের মধ্যে অনেকে মাইরি প্রভৃতি শপথ কর। এসব দোষও পরিত্যাগ করতে হবে। তুমি খারাপ কিছু বলছো বা করেছো এযেন না কেউ বলতে পারে।

এত গেল মানুষের সঙ্গ এ ছাড়া আর এক সঙ্গ আছে, যেটা বাঁচিয়ে চলতে হবে। খারাপ বই পড়া বা খারাপ ছবি দেখা। তারপর নিজের দেহটা নির্ম্মল রাখতে হবে যাতে করে কোন রকম অসুখ বিসুখ না তোমাদের হতে পারে।

পর পর বল দেখি—একটা বোর্ডে, বা একটা কাগজে লেখ, ২, ৪, ৬, ৮, ১০ কিম্বা ১, ৪, ৯, ১৬, ২৫ কিম্বা Z, a, Y, b, X, এ অবধি লিখে স্কাউটদের আরও কয়েকটা নম্বর বা অক্ষর যোগ করতে বল্‌বে। যে পেট্রলের ছেলেরা আগে দেবে জিৎবে তারাই। যেমন বল্‌লে আরও পাঁচটা নম্বর লেখ, ছেলেদের প্রথমটা লিখ্‌তে হবে ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬, ১৮, ২০

বদ্‌লে গেল—ক্লাবরুম থেকে সব স্কাউটদের বের করে দেওয়া হবে, তারপর, একজন ছেলেকে ধরে তাকে যেমন করে হোক সাজানো হবে। সব ঠিক্ হয়ে গেলে, স্কাউটরা ভেতরে এসে সেই মূর্ত্তিটিকে দেখ্‌বে।—একমিনিট সময়। তারপর আবার তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে। দু'মিনিট বা তারও বেশী সময় দেওয়া হবে পেট্রলের ছেলেদের মধ্যে পরামর্শ করতে। এর মধ্যে মূর্ত্তিকে ভেঙ্গে দেওয়া হবে—গোড়ায় তার যে পোষাক ছিল তাই পরিয়ে দেওয়া হবে। এখন এসে একটা করে পেট্রল নতুন করে মূর্ত্তি সাজাবে। যারা বেশী কাছাকাছি যাবে জিৎবে তারাই।

গোয়েন্দাগিরি—প্রত্যেকে পেট্রলকে বলা হবে যে একজন ভদ্রলোক হঠাৎ তার 'মন' হারিয়ে ফেলেছেন, কিছুই তার মনে নেই। তার পকেটে আছে কলম, পেন্সিল প্রভৃতি জিনিষ, তার জিনিষ পত্র দেখে, লোকটী, কি করে, কোথায় থাকে, বের করবে। প্রত্যেকটী কথার কারণ দিতে হবে। যাদেরটা সবচেয়ে ভাল হবে জিৎবে তারাই।

রামভজনের ঘোড়া কেনা

(সন্দেশ)

পাটনা জেলার এক গ্রামে রামভজনের বাস। সে লেখাপড়া জানে না, চাষবাস করিয়া খায়। সে কৃপণ নয়, বেশ হিসাবী লোক,—মিতব্যয়ী, অনর্থক বাজে খরচ করে না। তাহার পরিবার বৃহৎ হইলেও পরিমিত ব্যয়ে সংসার চালাইয়া সে অনেক টাকা জমা করিয়াছে। বড় ছেলেটিকে সেই গ্রামের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখাইয়া পাটনার হাই-স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছে। ছেলেটী সেই স্কুলের বোর্ডিংএ থাকে আর ফোর্থক্লাসে পড়ে।

সেই গ্রামে আরও অনেক সঙ্গতিপন্ন লোক বাস করে। রামভজন দেখিল যে, গ্রামের যাহাদের যথেষ্ট টাকা পয়সা আছে তাহাদের অনেকেরই গাড়ী ঘোড়া আছে। যাহাদের গাড়ী নাই তাহাদের অন্ততঃ একটা করিয়া ঘোড়া আছে, তাহারা ঘোড়া চাড়য়া যাওয়া আসা করে। তাই দেখিয়া রামভজনেরও একটা ঘোড়া কিনিবার সখ হইল। নানা দেশ হইতে সওদাগরেরা নানাপ্রকারের ঘোড়া লইয়া বিক্রয়ের জন্য পাটনা সহরে আইসে। রামভজন গ্রাম হইতে এক বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া ঘোড়া কিনিতে পাটনায় আসিল। সেই দিন সহরের মধ্যে ঘুরিয়া চার পাঁচ দিনের জন্য এক বাসা ভাড়া করিয়া লইল। পর দিবস প্রাতঃকালে ঘোড়া কিনিতে বাহির হইল।

এক সওদাগরের আড্ডায় অনেক ঘোড়া ছিল। সেই সব ঘোড়ার মধ্যে একটি ঘোড়া দেখিয়া রামভজনের ভারি পছন্দ হইল। ঘোড়াওয়ালা পাঁচশ' টাকা দাম চাহিল। একটা ঘোড়ার জন্য অত টাকা খরচ করিতে রামভজনের মন সরে না, অথচ অমন সুন্দর পছন্দসই ঘোড়াটা লইতেও তার ভারি ইচ্ছা। তাই অনেকক্ষণ দাম কসাকসি করিল, কিন্তু ঘোড়াওয়ালা পাঁচ শ' টাকার কমে কিছুতেই সেই ঘোড়া বেচিতে রাজি হইল না।

রামভজনের ঘোড়াটা কিনিবারও বিশেষ আগ্রহ আছে, অথচ সে পাঁচশ' টাকা বড্ড বেশী মনে করিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে—ইহা বুঝিতে পারিয়া সওদাগর বলিল, "আচ্ছা বাবুজি, আমি একটা ভারি সুবিধার কথা বলে দি, দেখুন তাতে যদি আপনি কিনতে পারেন। দেখুন, ঘোড়ার চারটে পা, প্রত্যেক পায়ে একটা করে লোহার নাল বাঁধান আছে, প্রত্যেকটা নাল পাঁচটা করে পেরেক দিয়ে খুরের সঙ্গে আঁটা আছে। সব শুদ্ধ মোটে কুড়িটে পেরেক আছে। আপনি আমায় সামান্য পেরেকের দামে ঘোড়ার দাম দিন্। পেরেকের দামটা কিন্তু এই রকমে হিসেব কত্তে হবে। প্রথম পেরেকের দাম এক পয়সা, দ্বিতীয় পেরেকের দাম দুই পয়সা, তৃতীয় পেরেকের দাম চার পয়সা, চতুর্থ পেরেকের

দাম আট পয়সা—এই রকমে পরের প্রত্যেক পেরেকের দাম তার পূর্ব্বের পেরেকের দ্বিগুণ হিসাবে দিতে হবে। এই রকমে পয়সা হিসাবে করে দাম দিলেও হবে। মোটে কুড়িটা পেরেক বইত নয়, ঐ হিসাবে যে কয়টা পয়সায় যে কয়টা টাকা হয় তা দিলেও আমি ঘোড়াটা দিতে পারি। দেখুন, এতে যদি আপনার সুবিধা হয়, এখনই বেচা কেনার লেখাপড়া করে দিয়ে যান”

ঐ কথা শুনিয়া রামভজন মনে করিল লোকটা নিশ্চয় পাগল, নতুবা অমন সুন্দর ঘোড়াটাকে কয়েকটা পেরেকের দামের পয়সার হিসাবে, মাটির দরে কেন বিক্রয় করিবার খেয়াল হইবে। সে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিল, “কি বল হে, এই সর্ত্তে ঘোড়াটা নেব? কতই বা পয়সা হবে? এক হাজার পয়সা হলেও ত ১৫ টাকার বড় বেশী হয় না।”

বন্ধু বলিল, “আর ভাই দশ হাজার পয়সা হলেও ত দেড়শ টাকার বড় বেশী হয় না;—অত পয়সাও কি হবে? আর বিলম্ব না করে চট্ করে ওর সঙ্গে একটা লেখাপড়া করে নাও, কি জানি যদি আবার মত বদলায়।”

ঐ সর্ত্তে ঘোড়া কেনার লেখাপড়া হইয়া গেল। রামভজন তখনই এক শত টাকা গণিয়া দিল, এবং বাকি যে কয়টাকা হিসাব করিয়া হইবে তাহা কল্য প্রাতে দিয়া যাইবে বলিল।

রামভজন ঘোড়া লইয়া মনের আনন্দে বাসায় চলিয়া গেল। বৈকালবেলা পুত্র বোর্ডিং হইতে পিতার সহিত দেখা করিতে আসিল। সুন্দর ঘোড়া দেখিয়া তাহারও ভারি আনন্দ হইল। কত দাম হইয়াছে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল। পিতা বলিল, “তুই আন্দাজ কর্ দেখি কত দাম হতে পারে?” পুত্র বলিল, “পাঁচশ'র ত কম নয়?” পিতা বলিল, “অত নয়।” “তবে চার'শর ত কম হতেই পারে না।” পিতা বলিল, “তোরা লেখাপড়া শিখে সহুরে বড়লোক হচ্চিস, এমনি করে সব টাকা ওড়াবি। আমি কি এত বোকা যে চারশ' টাকা দিয়ে একটা ঘোড়া কিনি। আমি খুব সস্তায় কিনেছি। লোকটা হয় বোকা না হয় পাগল।” তাহার পর সওদাগরের সঙ্গে যে সব কথা হইয়াছিল এবং যে সর্ত্তে ঘোড়া কিনিয়াছে সে সব পুত্রকে বলিল। তারপর বলিল “তুই ত ইস্কুলে ঢের লেখাপড়া শিখিছিস, কত অঙ্ক কসিস্, আচ্ছা একবার কাগজ কলম নিয়ে হিসেবটা করে ফেল্ দেখি, দুশ' না তিনশ, কত হয় দেখ্, কাল বাকি দামটা চুকিয়ে দিয়ে আস্তে হবে।”

পুত্র যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ সব শিখিয়াছে, কাগজ পেন্‌সিল লইয়া হিসাব করিতে বসিয়া গেল। সে যতই অঙ্ক লিখিতেছে, ততই তাহার মুখ গম্ভীর হইয়া যাইতেছে কপাল দিয়া ঘাম বাহির হইতেছে। অবশেষে পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা তুমি, সত্যি সত্যিই কি এই সর্ত্তে ঘোড়া কিনেছ?” পিতা বলিল, “হ্যাঁ, রে হ্যাঁ সত্যি না ত কি মিথ্যা বলছি, এমন দাঁও কি ছাড়া যায়, লোকটা কি বোকা।” পুত্র বলিল, “এ যে ষোল হাজার

টাকার উপর হয়ে গেল।" পিতা বলিল, "বলিস্ কি রে? এক পয়সা, দুই পয়সা, চার পয়সা—এই রকম করে ত মোটে কুড়িটে পেরেকের পয়সা—অত টাকা কখনই হতে পারে না, তোর হিসাব কর্ত্তে ভুল হয়েছে ভাল করে দেখ্।" পুত্র তখন এক এক করিয়া কুড়িটা পেরেকের দাম লিখিয়া দিল। ঘোড়ার দাম হইয়া গেল (১৬৩৮৩৸৶১৫) ষোল হাজার তিন শত তিরাশি টাকা পনের আনা তিন পয়সা।

রামভজনের ত চক্ষুস্থির! বলিল, "সে পাঁচশ' টাকায় ঘোড়া দিচ্ছিল আমি নিলাম না, আমার বোকামিতে এখন ১৬ হাজার টাকার উপর দিয়ে সেই ঘোড়াটা নেবার লেখাপড়া করে দিয়ে এলাম। আমার জমি জমা ঘর দোর সব বেচলেও ত অত টাকা হবে না।" রামভজন মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি চিন্তায়, অনাহারে অনিদ্রায় কাটাইল। পর দিবস সকাল বেলা ছুটিতে ছুটিতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে সওদাগরের নিকট গিয়া তাহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সওদাগর লোকটি ছিল ভাল আর রসিক। সে হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা বাবুজি আমি সব ছেড়ে দিচ্ছি, আমায় সেই পাঁচশ' টাকাই দিন, লেখাপড়ার কাগজখানা ছিঁড়ে ফেল্‌ছি।" রামভজন তখন বাকি চারশ' টাকা দিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।
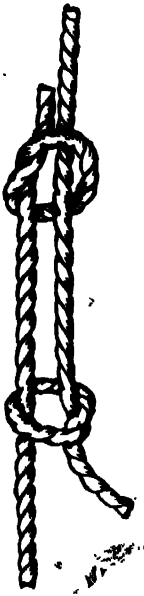
এ গেরোটার নাম "ফিসারম্যানস নট্"। কেন হ'ল বল্তে পার? জেলেরা এটা খুব ব্যবহার করে বলেই তাদের নামে এর নাম হয়েছে। মাছ ধরতে ধরতে জাল কিম্বা ছিপের সুতো ছিঁড়ে গেলে তারা তখন এই গেরোটা দিয়েই সে ছেঁড়াটা সেরে নেয়! সূতো কি দড়ী ভিজে থাক্‌লে এইটেই বাঁধা খুব সুবিধা। খুলে যাবার ভয় থাকেনা। গেরোটা বাঁধতে শিখ্‌লে দেখ্‌বে যে দুধারে টান পড়লে কি রকম মজবুত হয়ে জোড়ের মুখটা আট্‌কে থাকে। আর বাঁধাও খুবই সহজ।

দুটা দড়ী নাও; ধর একটা দড়ী ছিঁড়ে এরকম দুটা হয়ে গেছে। এবার বাঁহাতের দড়ীটার ডান দিককার মুখটা দিয়ে ডানহাতের দড়ীটাকে জড়িয়ে একটা গেরো দাও। আবার ডান হাতের দড়িটার বাঁদিককার মুখটাও ওইরকম নিয়ে বাঁহাতের টাকে জড়িয়ে একটা গেরো দাও। এই খানে একটা বিষয়ে সাবধান হবে। এমন ভাবে জোরে দু'টো বাঁধবে যেন দু'টো মুখ দিয়ে গেরো বাঁধবার পর সে মুখ দুটো যেন বাইরের দিকে থাকে। এবার দুধারের লম্বা দড়ীর মুখ দু'টো ধরে টান। কি হল? ঐ গেরো দু'টো কেমন কাপে কাপে বসে গেল দেখ্‌লেত? কিন্তু এই মাত্র যা বল্লুম এ বিষয়ে সাবধান না হ'লে এটা এরকম কাপে কাপে বস্‌ত না।

এর ব্যবহার কোথায় হয় তাও কতকটা আগেই বলেছি। দেখ, যত জোরেই টাননা কেন এ জোড় কিছুতেই খুলবেনা। আর কত তাড়াতাড়ি এটা বাঁধাও যায়। এটা খোলাও খুব সহজ। ওই যে দু'টো গেরো থেকে দুটো ছোট দড়ীর মুখ বেরিয়ে আছে, ওই দু'টো ধরে দু'দিকে টান। কেমন সড় সড় করে গেরো দু'টো সরে এল দেখ্‌লে; এবার গেরো দু'টো খুলে ফেল। যাক্ পাঁচটা গেরো তোমরা শিখ্‌লে; আর একটা আছে "বোলিন" সেটা শিখলেই তোমাদের "টেণ্ডার ফুট" টেষ্টের গেরো বাঁধ্‌তে শেখা হয়ে যাবে।

এবারে টেণ্ডারফুট টেষ্টের শেষ গেরো 'বোলিনটা' শিখেয়ে দিই এস। অন্য পাঁচটার চেয়ে এটা হয়ত তোমার কাছে খুবই শক্ত আর গোলমেলে ঠেক্‌বে। তা হলেও

টেণ্ডারফুট হবার পর আরও অনেক শক্ত শক্ত গেরো যখন বাঁধ্‌তে শিখ্‌বে তখন এটাই আবার অনেক সহজ মনে হবে।
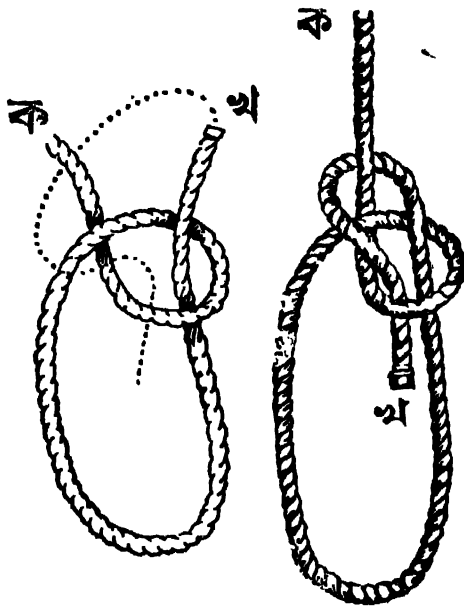
নাও, দড়ীটার দুটো মুখ দু'হাতে ধর, বাঁ হাতের মুখটা দড়ীটার তলা দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে একটা আল্‌গা ফাঁসের মত কর, ফাঁসের মুখটা বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধর, ওটা ত বাঁধা নেই খুলে যেতে পারে। এবার ডান হাতের দড়ীর মুখটা ফাঁসের তলা দিয়ে ঢুকিয়ে ওপর দিয়ে বের করে দাও। বের ক'রে দিয়ে ওই দড়ীটাই ফাঁসের দড়ীর যে মুখটা বেরিয়ে আছে, তার তলা দিয়ে ঘুরিয়ে ওপর দিক থেকে ফের ওই ফাঁসের ভেতরেই ঢুকিয়ে দাও। হ্যাঁ, ঠিকই হয়েছে, এই হ'ল বোলিন বাঁধবার নিয়ম। তবে দু'এক জায়গায় একটু সাবধান হওয়া দরকার, তা নইলেই ভুল হ'য়ে যায়। প্রথমে সাবধান হবে ফাঁসটা করবার সময়; বরাবর ঠিক্ রেখ যেন মুখটা তলা দিয়ে ঘুরিয়ে ফাঁসটা করা হয়। অবশ্য ওপর দিয়েও করা যায় কিন্তু তা করলে ডান হাতের মুখটা তখন ফাঁসের তলা দিয়ে না ঢুকিয়ে ওপর দিক থেকে ঢুকিয়ে দিতে হবে। আর এক জায়গায় সাবধান হতে হবে, যখন ফাঁসের দড়ীর তলায় দিয়ে ঐ ডান হাতের দড়ীর মুখটা ঘোরাবে। এই জায়গায় প্রায় ভুল হয়ে যায় যে ফাঁসের যে মুখটা বেরিয়ে আছে শুধু তার তলা দিয়ে না নিয়ে, ওই মুখটা আমরা ফাঁসের যে দড়ীটা ঘুরে গেছে সেটার তলা দিয়ে শুদ্ধ ঘুরিয়ে নিই, কিন্তু তা করলেই গেরোটা ভুল হয়ে যাবে। এই দু'টা জায়গা ঠিক মনে রেখ, তা হলে আর এটা বাঁধতে তোমার কোন গোলমালই লাগবে না।

এ গেরোটার একটা প্রধান গুণ এই যে এটা কখনও হড়কে খুলে যায় না। যত জোরই তুমি দাও না কেন দড়ি ছিঁড়ে যাবে তবু গেরো খুল্‌বে না, বরং যত জোর পাবে গেরোটা, তত আরও এঁটে যাবে। আগুন থেকে লোককে টেনে আনবার সময় এই গেরোটাই ব্যবহার হয়। এই বড় ফাঁসটা লোকের বগলের তলা দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে দড়ীর অন্য মুখটা ধ'রে তাকে টেনে আনা হয়। খুলে যাবার ভয় নেই বলেই ওরকম জায়গায় এটা ব্যবহার করে। এমন কি ওপর থেকে এই বোলিন দিয়ে লোককে নামান যায়। সে সময় ফাঁসটা আরও ছোট করে কর্ত্তে হয়, যেন লোকটা গলে না পড়ে। তারপর যে রকম করে ঘোড়া ঘোড়া খেলবার সময় দড়ি পরাও তেমনি করে ওই ফাঁসটা তাকে পরিয়ে

ওপর থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। এই রকম করে ওপর থেকে নামানর জন্য এক রকম গেরো আছে; সেটা আরও ভাল, আর তাতে মোটে লাগে না। দিব্যি আরামে বসে নামা যায়, ঠিক চেয়ারের মত। সে জন্য সেটাকে বলে 'চেয়ার ম্যান্‌স নট্‌'। সেটাও তোমাকে শেখাব।
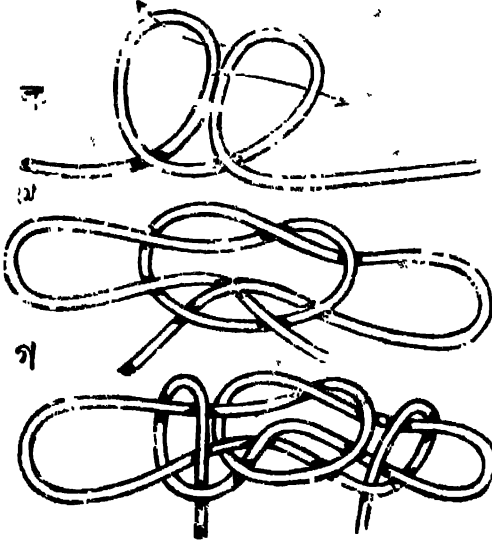
প্রথমে ক্লোভহিচ্‌ করতে হ'লে যে রকম কর্ত্তে হয় মনে আছে ত? সে রকম কর—হ্যাঁ ঠিকই হচ্ছে, দুবারই ডান হাতের দড়ীটা বাঁ হাতেরটার ওপর নিয়ে গিয়ে দু'টো আল্‌গা ফাঁস কর।

এবার বাঁ দিককার ফাঁসের ডান দিকের মাথাটা ডান ফাঁসটার ওপর দিয়ে, আর ডান দিকের ফাঁসের বাঁধারের মাথাটা বাঁ দিকের ফাঁসের তলা দিয়ে ঢুকিয়ে টান। টেনে বেশ করে এঁটে দাও। দেখ্‌লে দু'পাশে দু'টো বড় বড় ফাঁস হ'ল। এবার ফাঁসের গোড়া দুটো দুধারের আলগা দড়ী দিয়ে দু'টো আলগা ফাঁস করে বেঁধে দাও। এই হচ্ছে এর বাঁধবার নিয়ম। তবে এটা বাঁধবার সময় ফাঁস দু'টো আন্দাজে মাপ কর্ত্তে হয়। একটা ফাঁস বরাবরই আর একটার চেয়ে ছোট করে কর্ত্তে হয়। এটা ব্যবহারের নিয়ম হচ্ছে, যাকে নাবাবে তার হাঁটুর তলায় বড় ফাঁসটা আটকাবে আর ছোটটা পিঠের ওপর দিয়ে বগলে আটকে দেবে। দড়ীর লম্বা খুঁটটা রেলিং কি অন্য কিছুতে বেঁধে নেবে, আর দড়াটা রেলিং এ কিম্বা গরাদেতে দু'পাক জড়িয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে ছাড়বে। সাধারণতঃ বড় দড়ী হলে গেরোটা দড়ীর মাঝখানে করবে, কাউকে নাবাবার সময় দড়ীর আর একটা মুখ কাউকে টেনে ধরতে বল্‌বে, তা নইলে যাকে নাবাবে তার মাথাটা দেয়ালে ঠুক্‌তে থাক্‌বে। বাড়ীতে আগুন লাগলে প্রায়ই নিচে যাবার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, তখন এতে করে লোককে নাবাবার বড় সুবিধে হয়। যে নাববে তার মোটেই ভয় লাগেনা আর তার পড়বারও ভয় থাকেনা। তা ছাড়া নাবাতেও কোন কষ্ট লাগেনা।

(ক্রমশঃ)।

এ্যাক্সিডেণ্ট

(আকেলা)

রক্ত চলাচলের কথা

যে কোন একটা জন্তুর কথাই ধরনা কেন, সবারই খাবার দরকার। না খেতে পেলে লোক বাঁচেনা। এ আমরা সাধারণতঃ দেখতেই পাই। এই যে খেতে-না-পেলে না-বাঁচা ব্যাপারটা এযে শুধু কেবল জন্তুর বেলায়ই খাটে তা নয়, গাছপালা, কীট পতঙ্গ পশুপক্ষী, এমন কি আমাদের শরীরের হাড় মাংস সকলের বেলায়ই এই কথা খাটে। কাজেই আমাদের শরীরের মাংসপেশী পুষ্ট করতে হলে, হাড় মোটাকরতে হ'লে খাবার দরকার। আবার দেখেছো আমাদের ঠিকমত কোষ্ঠ পরিষ্কার না হলে অস্বস্তি বোধ হয়, ক্রমে অসুখ হয়ে পড়ে, আমাদের গায়ের মাংসের বেলা ও এই নিয়মই খাটে। তাদের খাবার ও যেমন চাই তেমনি চাই একটী পাইখানা।—এখন এই খাবার বহন করবার কাজ বা বেয়ারার কাজ করে রক্ত আর পাইখানার কাজ বা মেথরের কাজ এই রক্তই করে। আর বেয়ারাদের যেমন চমৎকার পরিষ্কার পোষাক থাকে, দেখতে শুনতে একটু সুশ্রী হয়। তেমনি খাবার-বহা রক্ত দেখতে হয় লাল, আর মেথর রক্ত দেখতে হয় কতকটা নীল। বেয়ারা রক্ত যে পথ দিয়ে চলাচল করে সেই পথগুলিকে বলে Artery আর যে পথগুলি দিয়ে মেথর রক্ত চলাচল করে তার নাম হলো Veins কিন্তু একা মজা তোমরা দেখেছো ?— মেথর রক্ত শরীরের মধ্যে যে সমস্ত খারাপ জিনিষ তৈরী হ'তে থাকে সে গুলি বয়ে নিয়ে যায় কিন্তু তাদের বেড়িয়ে যেতে ত দেখা যায়না, আবার বেয়ারা রক্তও নতুন করে প্রত্যেকবার ঢোকান হয়না, কাজেই এখন কথা উঠে যে, বেয়ারা রক্তই বা আসে কোথেকে আর সেই মেথর রক্ত গুলিই বা যায় কোথায়। এর একটী মাত্র উত্তর হ'তে পারে সেটা হল এই যে, মেথর রক্তগুলিই শরীরের একজায়গায় এসে বেয়ারা রক্ত রক্ত বদলে যায়, তারপর সেই বেয়ারা রক্তকে পাম্প করে শরীরের চারিদিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

তাহ'লে রক্ত চলাচলের কথা মনে হলেই আমাদের গোড়ায় মনে হয় দু'রকম নলের কথা, একটী মেথর রক্তকে বেয়ারা রক্তে বদলানোর যন্ত্রের কথা, আর একটী পাম্প করবার যন্ত্রের কথা। কোন জন্তুর বুকের চামড়া ও পাঁজরার হাঁড় কেটে ফেল্‌লে পরে আমরা দেখ্‌তে পাই যে মাঝখানে একটী পাম্প করবার যন্ত্র,—হৃদপিণ্ড আছে, আর তার দুদিকে আছে দুটি হাপরের মত যন্ত্র,—ফুস্ ফুস্। নাক দিয়ে বাতাস ঢুকে ফুস্‌ফুসে এসে জমা হয়; তাতে থাকে অক্সিজেন।—সেইমেথর রক্তের সঙ্গে মিশে খারাপ পদার্থগুলিকে নষ্ট করে ফেলে, রক্ত আবার ভাল হয়ে উঠে, সেখান থেকে সেই

ভাল রক্ত চলে যায় হৃদ্‌পিণ্ডে। সেখান থেকে পাম্প করে সারা শরীরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমরা তাহলে দেখছি যে ভাল রক্ত হৃদপিণ্ড থেকে বেরিয়ে শরীরের নানা জায়গা ঘুরে মাংস, হাত, পা যন্ত্রপাতিগুলিকে খাবার দিয়ে, শরীরের খারাপ জিনিষগুলি বয়ে আবার হৃদ্‌পিণ্ডেই ফিরে আসে। কাজেই নিশ্চয়ই এই দুই রকম রক্ত বইবার নলের একটার সঙ্গে আর একটার যোগ আছে। এই যোগ যেখানটায় সেখানে বড় বড় নলগুলি খুব ছোট ছোট অনেক ভাগে ভাগ হয়ে যায় এগুলিকে বলে Capillaries এই গুলির একদিকে থাকে ভাল রক্ত আর একদিকে খারাপ রক্ত। কাজেই খাওয়া নেওয়া ব্যাপারটা আর খারাপ জিনিষ রক্তে দিয়ে দেওয়া কাজটা ঘটে প্রধানতঃ এখানেই।

ক্যাম্পফায়ারের তালে তালে

আগুনের গান

আগুন আমার ভাই
　　আমি তোমারি জয় গাই
তোমার শিকল ভাঙ্গা
　　এমন রাঙ্গা, মূর্ত্তি দেখি নাই।
দু হাত তুলে আকাশ পানে
মেতেছ আজ কিসের গানে
আনন্দময় নৃত্য অভয়
　　বলিহারি যাই।

যখন * ভবের মেয়াদ ফুরাবে ভাই
আগল যাবে সরে,
হাতের দড়ি পায়ের দড়ি
দিবিরে ছাই করে।
সেদিন তোমার অঙ্গ, আমার সঙ্গে
ঐ নাচনে নাচবে রঙ্গে
সকল দাহ মিটবে দাহে
ঘুচবে সব বালাই।

খাবারের গান

ঢাকুরিয়াতে * হবে আজি পাকা ফলার
লুচি কচুরি ঝুড়ি ঝুড়ি মিঠাই ভারে ভার
জিলিপী আর মিঠে গজা
পানতুয়া হালুয়া তাজা
লালমোহন ভাই বোঁদে ভাজা
আছে চমৎকার।
পাকা ফলারের গন্ধ পেয়ে
কাবেরা সব এলো ধেয়ে
(করে) দৌড়াদৌড়ি হুড়োহুড়ি
হয়ে লেক পার।

---

* স্থানীয় নাম দিতে হইবে

পাঁচফোড়ণ

ক্লাবরুম—স্কাউটরা নাকি বিখ্যাত হ'ল নতুন কিছু করতে। কিন্তু তোমাদের অনেকের ক্লাবরুম থাকে একদম খালি। প্রায় প্রত্যেক ট্রুপেরই একটা করে ঘর থাকে, আর তারই এক একটা কোণ এক এক পেট্রলকে দেওয়া হয়। বেশ এবারে পেট্রলের ছেলেরা কাপড় কিনেই হোক. বা কাঠদিয়ে তৈরী করেই হোক দুখানা পরদা তৈরী করে ফেল, যাতে কোণটার খালি দুদিকে এ দুটো টানিয়ে প্রত্যেক পেট্রলের জন্য একটা করে 'গর্ত্ত' বা 'বাসা' তৈরী করে ফেলতে পারা যায়। যাদের খুব ছোট ঘর তারা সমস্ত ক্লাবরুমটাই নীচে যেমন ভাবে লেখা হল সেরকম ভাবে সাজাতে পার। সব্বার আগে, এই পর্দ্দাগুলিতে রং দিতে হবে।—যে পশু বা পক্ষীর নামে পেট্রল, তার বাসা বা গর্ত্তের রং দিতে পারলেই সুন্দর হয়, আর গর্ত্তে ঢুক্‌তে গেলেই পেট্রলের ডাক ডেকে তবে ঢুকতে হবে। গর্ত্তের ঠিক্ সাম্‌নে একটা ক্লিপ রাখবে, পেট্রললীডার এসে সেখানে নিজের লাঠি রাখ্‌বে তাতে বোঝা যাবে, যে পেট্রলের ছেলেরা ভেতরে আছে। বস্‌বার জন্য কেরোসিন কাঠের বাক্স কেটে ছোট ছোট টুল তৈরী করে নিতে পার। এবারে এই গর্ত্ত থেকে বেরুবার বন্দোবস্ত বলা যাক্।—বস্‌বার সময়ই এমনভাবে বসবে যে পেট্রললীডার যেন দরজার কাছে বস্‌তে পায়, আর তোমরা দাঁড়ালে যেন পরবার ঠিক 'ইণ্ডিয়ান' ফাইল করতে পার। যেই হুইসিল পড়লো অম্‌নি পেট্রললীডার উঠে দাঁড়াবে, তোমরাও পেছনে ইণ্ডিয়ান ফাইলে দাঁড়াবে, তাহ'লে বের হ'তে কোনই মুস্কিল নেই।

এবারে দেয়াল নিয়ে পড়া যাক্। ঘরের একেবারে উপরটা, যে জায়গাটা তোমাদের নাগালের বাইরে সে জায়গায় গোড়ায়ই একটা কিছু চিত্র (যেমন Scout sign বা Gipsy sign) এঁকে দেবে। তারপর একটা কোণে কোট ও ষ্টাফ রাখবার জন্য 'হুক' আর ক্লিপের ব্যবস্থা করতে হবে।

দরজা দিয়ে ঢুকতেই যে দেয়ালটা, তাতে সবার আগে অবশ্য স্কাউট নিয়মাবলী ও স্কাউট আদর্শ টাঙ্গাবে। (নিজেদের আঁকা হলেই ভালো) তার ডানদিকের দেয়ালটা হবে "সম্মান ফলক" পেট্রলের পুরাণ ও নতুন ছেলেদের যে যে সব ভাল কাজ করছে, তার ছোট ছোট ইতিহাস টানাতে হবে, ইণ্টার পেট্রল সিল্ড, বা ফ্ল্যাগ এখানে রাখ্‌তে হবে। আর ঠিক্ তার উল্টো দিকে নতুন ও পুরাতন পেটললীডার ও সেকেণ্ডদের ছবি রাখ্‌বে যাতে লোকে জান্‌তে পারে যে পেট্রলটী নেহাৎ নতুন নয়। সম্মান চফলকের ডানদিকের দেয়ালটাতে বিদেশী স্কাউটদের ছবি ও চিঠি রাখ্‌তে পার। আর তার উল্টাদিকে রাখ্‌তে পার পেট্রল জন্তুর বিষয় নতুন যা কিছু জান্‌ছো। আর তোমরা কে কি করছো, —সব (ইতিহাস আর কি)। তারপরেও যদি জায়গা খালি থাকে, তাহ'লে তা ভরাবারও

ঢের জিনিষ পাবে। তোমাদের এলাকার একটা ম্যাপ, নানা বিষয়ের চার্ট যেমন সিগনালিং চার্ট এড ইত্যাদি টাঙ্গাতে পার।

পেট্রলের কাজ—সত্যি সত্যি যদি স্কাউট মাষ্টারেরা তাদের ট্রুপের পেট্রল লীডারগুলিকে বেশ ভালো করে গড়ে তুল্‌তে পারেন তাহলে বাকী ছেলেগুলি আপনার থেকেই ভাল হয়ে উঠ্‌বে।—পেট্রললীডারদের শতকরা দশজন ছেলে ও তার নিজের পেট্রলের জন্য ভাবে কিনা সন্দেহ। ক'জন পেট্রললীডার সত্যি সত্যি, পেট্রলের ছেলেদের পরীক্ষা ক'রে দেখে। একজন পেট্রললীডার কি ক'রে তার পেট্রলের দক্ষতা পরীক্ষা করেছিল, তা তার নিজের ভাষায়ই দিচ্ছি—

একদিন পেট্রলের বিশেষ মিটিংএ যা যা ঘটেছিল, হুবহু তাই আমি দিচ্ছি।

সুরেন ভায়া, এই নাও ছ' পয়সা।—যাও, দেখি এক টিন কালো জুতার কালী কিনে আনো।—সে চলে গেল।

"সতীশ এই নাও তিন আনা। এ দিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে সবচেয়ে দরকারী মাসিক কিনে আন।" সে চলে গেল।

"বীরেন, এই নাও ছ' আনা, এ দিয়ে একটা 'নখ' কাট্‌বার কল, কিম্বা সরু ছোট কাঁচি কিনে আন। সে চলে গেল।

'অমিয় যাও এই চার আনা দিয়ে ক্যাম্প, তোমার যা সবচেয়ে বেশী দরকারী এমন একটা জিনিষ কিনে আন। সে চলে গেল।

"দেবু, এ কাগজে যা যা লেখা আছে, তার উত্তরগুলি লিখে দাও।"

কতক্ষণ পরে তাদের এক একজন করে আস্‌তে লাগ্‌লো। সতীশ আন্‌লো একখানা স্কাউটিং কিনে, অমিয় একটা সাবান আর দু'পয়সা ফেরৎ আন্‌লো, বাদবাকী আন্‌লো, জুতার কালী ছোট কাঁচি আর কাগজটা।

আমি। সুরেন তোমার বাবার কাছ থেকে রোজ জলখাবারের পয়সা কত পাও?

সুরেন।—অম্‌নি কিছুই পাইনা। চাইলে অবশ্য পাই।

আমি। জুতার কালীর দাম কত?

সুরেন। এক আনা।

আমি। তাহ'লে একটা কিনে নাওনা কেন?

সুরেন। আমাদের একটা টিন আছে।

আমি। দেখেত তা মনে হয়না। এর পরে রোজ এই জুতার কালীটি পকেটে করে নিয়ে আস্‌বে আর আস্‌বার আগে নিজের জুতায় লাগাতে ভুলবেনা। কালী না দিলে জুতার চামড়াও খারাপ হয় আর রং ও উঠে যায়।

"সতীশ, এ কাগজখানাই সবার থেকে ভালো কেন?"

সতীশ।—বাজারে স্কাউটদের আর কোন কাগজ নেই বলে।

আমি। বেশ। তোমরা যাত্রী পড়বে, দেখবে প্রত্যেক মাসেই কিছু না কিছু নতুন জিনিস শিখতে পারবে।

“বীরেন, তুমি কোন স্কুলে পড় ?”

বীরেন। আমি কোন স্কুলে পড়িনাত ?—আমি একটা প্রেসে কাজ করি।

আমি। ওঃ তোমার নখ কাটবার কিছু আছে।

বীরেন। না

আমি। তবে এই কাঁচিটা নাও। আর যেন তোমার নখে ময়লা না দেখ্‌তে হয়। অমিয়, দেখ্‌ছি, এদের মধ্যে কেবল তুমিই বুদ্ধিমান, বাস্তবিকই ক্যাম্পে সাবানের মত বন্ধু আর নেই, দেবু, কাগজ খানা।

প্রশ্ন ১। গ্লাড্‌ষ্টোন বয়স্কাউট সম্বন্ধে কি বলেছিলেন ?

উত্তর। আমি জানিনা।

প্রশ্ন ২। তুমি যদি পেট্রললীডার হ'তে তা হ'লে আমাকে কি করতে দিতে ?

উত্তর। নখ কাটবার কাঁচি দিয়ে তুলে জুতার কালী খেতে বল্‌তাম।—সকলের হাস্য

এরপরে আর সুরেন, সতীশ, ধীরেন প্রভৃতির বেশভূষায় দোষ বেরোয়নি।

মজার ফুল—পৃথিবীতে সবচেয়ে মজার ফুল বোধ হয় Victoria Regia Lily নামে এক রকম পদ্ম ফুল। বছরে মাত্র একদিন এই ফুল ফোটে। এই গাছের পাতাগুলি আরও আজব। প্রায় পাঁচ থেকে ছ ফুট হ'লো এর ব্যাস (Diameter) এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অনায়াসে এর উপর বসে থাক্‌তে পারে।

৮ম বর্ষ]　　　জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৯　　　[১২শ সংখ্যা

স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, কে ,সি, আই, ই ; কে, সি, ভি, ও।

— সম্পাদক —

শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ বসু, বি, এ, (ক্যাণ্টাব), ব্যারিষ্টার এট্-ল

প্রতিসংখ্যারমূল্য ৵০ আনা　　　সডাক বার্ষিক মূল্য—২৲ টাকা

যাত্রী কার্য্যালয়—৫নং গভর্ণমেণ্ট প্লেস নর্থ। ফোন—কলিকাতা ৪১৭৩

সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বর্ষ বিদায়	...	৩২৫
লালমুণ্ড সমিতি	(কোনান ডয়েল)	৩২৬
নিবেদন	...	৩৩৩
খেলাধূলা	...	৩৩৪
আমেরিকার পতাকা	..	৩৩৫
গুড্ টার্ণ	...	৩৩৮
পাঁচফোড়ন	...	৩৪০
ডাকহরকরা	...	৩৪২
Scouting and Citizenship	...	৩৪৫
Scouting--What it is	...	৩৪৮

ইণ্টার ট্রপ কম্পিটিসন কুপন

(৫৯ পৃষ্ঠা দেখুন)

যাত্রা—ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৩৮।

দাম—দেড় আনা।

N. N. Bhose.

৮ম বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৯ [১২শ সংখ্যা

বর্ষ বিদায়

(শ্রীপরিমল রায়)

নগদ যা তার পাওনা হলো
বুঝিয়ে দিয়ে তাই,
বিদায় করি বর্ষ বুড়োয়
আয়রে সবে ভাই।

এই বারেতে সবাই মিলে
দুয়ার করি পার,
সকল মজা শেষ হয়েছে
নাইকো পুঁজি আর।

ঐ যে দূরে আস্‌ছে নবীন
নূতন সাজে সাজি,
বরণ করে তোলরে সবে
আদর করে আজি।

নূতন অনেক মজা আছে
হর্ষে ভরা প্রাণ
মুখ ভরা তার হাস্য আছে
তাই করিবে দান।

লালমুণ্ডু সমিতি

(স্যর আর্থার কোনান ডয়েল)

আমার চিরকালই বিশ্বাস ছিল যে, আমার জানাশোনা লোকদের চাইতে বুদ্ধিটা আমার কিছু কম নেই, কিন্তু বারে বারেই সারলক হোমসের সঙ্গে কাজ করতে করতে আমি নিজেই আমার বোকামীতে অবাক হ'য়ে গেছি। এইত এ কাণ্ডটার কথাই ধরা যাক না কেন, এ অবধি সে যা শুনেছে আমি ও তাই শুনেছি, সে যা দেখেছে আমিও তাই দেখেছি, অথচ তার কথা থেকে এ ব্যাপারটা পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে, সে যে শুধু কি কি ঘটেছে তাই জানে, তা নয়, কি যে ঘট্‌বে, তাও সে টের পেয়েছে।—অথচ আমার কাছে এখনও জিনিষটা যেমনি লাগ্‌ছে হ-য-ব-র-ল ধরণের, তেমনি মনে হচ্ছে বিরাট বলে।—কেন্‌সিংটনের বাড়ীতে ফির্‌বার পথে ব্যাপারটা আরও ভালো করে, মনে মনে ভাবলাম্‌। সেই এন্‌সাইক্লোপিডিয়া (Encyclopoedia) লেখকের গল্প থেকে আরম্ভ করে সেক্স-কোবার্গ স্কোয়ার আসা পর্য্যন্ত সব।—হোম্‌সের এই আজব কথাগুলিও ভেবে দেখ্‌লাম কিন্তু আসল রহস্যের কোন হদিসই মিল্‌লনা।—আজ রাত্রের অভিযানই বা কেন, তা'তে আমার পিস্তলেরই বা কি দরকার, কোথায়ই বা যেতে হবে আর যাওয়ারই বা দরকার কি?—এমনি ভাবে নানাপ্রশ্ন যেন মাথায় একেবারে মার মার করে ঢুক্‌তে লাগ্‌ল।—হোম্‌স্‌ বলেছিল, আমাদের দালাল ভায়ার সহকারী ভদ্রলোক শয়তানীতে দুরন্ত বেশ, এমনকি খুন জখমেও পেছুপাও হবে না সে।—অনেক রকম ভাবেই এ বিরাট ধাঁধার উত্তর বের করতে চেষ্টা কর্‌লাম কিন্তু শেষ অবধি এর মাথামুণ্ডু কিছুই ঠিক না করে উঠ্‌তে পেরে, রাত্রির জন্য অপেক্ষা করতে লাগ্‌লাম।

সওয়া ন'টায় বাড়ী থেকে রওনা হয়ে পার্কের ভিতর দিয়ে, অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট দিয়ে বেকার ষ্ট্রীটে এসে পড়্‌লাম।—দেখলাম দুটো বগী গাড়ী দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।—বাড়ীর একতলার ছোট্ট আসা-যাওয়ার পথটায় ঢুকেই উপরে লোকজনের গলা শুনতে পেলাম। ঘরে ঢুকে দেখ্‌লাম, হোম্‌স্‌ দু'জন লোকের সঙ্গে বসে খুব উৎসাহ ভরে কথা কইছে।—তাঁদের একজনকে চিনলাম পিটার জোন্‌স্‌; পুলিসের লোক, আরও অনেকবার এঘরে এসেছে; কিন্তু আর একজনকে কিছুতেই চিন্‌তে পার্‌লাম না।—ভদ্রলোক দেখ্‌তে লম্বা, সরু, মুখে বিষাদের ছায়া, মাথায় একটা বেশ চক্‌চকে টুপি, আর ভারী সুন্দর একটা ছোট কোট তাঁর গায়ে।

হোম্‌স্‌ তার কোটের বুতাম আটুকে, র‍্যাক থেকে, বেতটা হাতে নিতে নিতে বলল, "বাঃ।—আমাদের সবাই যে হাজির দেখ্‌ছি।—ওয়াট্‌সন, তুমি নিশ্চয়ই স্কট্‌লণ্ড ইয়ার্ডের

মিঃ জোন্‌সকে চেন, এস তোমার সঙ্গে মিঃ মেরীওয়েদারের আলাপ করিয়ে দি। —ইনিও আজ আমাদের সঙ্গেই রাত কাটাবেন।

জোন্‌স্ বল্‌ল, "ডাক্তার, আবার একত্রে কাজ আরম্ভ করলাম। চোর ধাওয়া করতে বন্ধুবর আমার ভারী ওস্তাদ্; পেছনে একজন বুড়ো লোক পেলেই যথেষ্ট।"

মিঃ মেরীওয়েদার বেজায় দুঃখিত ভাবে বল্‌লেন, "হ্যাঁ, শেষকালে ধাওয়া করতে গিয়ে না বোকা বনে আসি তাহ'লেই হয়।"

পুলিশ ভায়া বল্‌ল, "না মশাই, হোম্‌সের উপর আপনি অনেকখানি নির্ভর করতে পারেন; অবশ্য তিনি চলেন নিজের মতে, আর আর তিনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহ'লে বল্‌তে হবে একটু অদ্ভুত রকমে, সময়ে সময়ে মনে হয় যে তিনি বড় বেশী কল্পনা প্রবণ এবং কাজের চাইতে ভাব্‌তেই পারেন ভাল।—কিন্তু ভদ্রলোক গোয়েন্দা ও নেহাৎ খারাপ নন। —সেই সেবার সোলটোর ব্যাপারটাতে, আর একবার সেই আগ্রার টাকাকড়ি নিয়ে যে কাণ্ডটা হলো তা'তে, একরকমভাবে দু' তিনটা জায়গায় ইনি আমাদের থেকে অনেক বেশী বুঝতে পেরেছিলেন, প্রমাণ জোগাড় করেছিলেন।"

অতিথি বল্‌লেন, "তুমি যদি তাই বলো জোন্‌স্ তাহ'লে অবশ্য আমার বলবার কিছু নেই।—কিন্তু আমি আমার ব্রিজ খেলাটা ভুল্‌তে পারছিনে। আজ এই সাতাশ বছরের মধ্যে এই প্রথম শনিবার রাত্রে আমার খেলা বন্ধ হলো।"

সারলক হোম্‌স্ বল্‌ল, "কিন্তু মিঃ মেরীওয়েদার আর আর দিনে যে সব বাজী রেখেছেন, আজকের বাজীর তুলনায় দেখবেন সে গুলি কিছুই নয়। মিঃ মেরীওয়েদার, আজকের বাজী আপনার ঠেক্‌বে এসে প্রায় হাজার তিরিশ পাউণ্ডে। আর জোনস্ খেলা ভাল হলে, তুমি এমন লোককে ঘায়েল করতে পারবে, যার পেছন পেছন তুমি ছুটছো অনেকদিন থেকেই।"

"হ্যাঁ।—জন ক্লে হলো, একাধারে, চোর, ডাকাত, জুয়াচোর—কী না? মিঃ মেরীওয়েদার, সে যুবক হলে হবে কি, এরই মধ্যে ব্যবসায়ের সে একজন মাথা হয়ে উঠেছে।—পারলেত মশাই সবার আগে আমিই তার হাতে শেকল পরাবো।— ওর ঠাকুরদা ছিলেন একজন ডিউক, আর ছোঁড়াও ইটন আর অক্সফোর্ডে পড়েছে।—যেমনি ওর বুদ্ধি, তেমনি ওর হাতের কারসাজী। প্রতি পদে পদেই আমরা টের পাই যে ওরই কাজ এ, কিন্তু কোথায় যে বাছাধনকে ধরতে পারা যায়, সেটাই ঠিক্ করে উঠ্‌তে পারিনে। —আজ হয়তো করলো স্কটলণ্ডে চেক জাল, কালকেই হয়তো দেখবো সে কর্ণওয়ালে গরীবদের জন্য মহা সোরগোল করে টাকা তুল্‌ছে।—কয়েক বছর ধরেই ওর পেছন পেছন ঘুরছি কিন্তু ধরতে পারছিনা।"

"আমিত' আশা করছি যে আজ তোমাদের সঙ্গে তার বেশ ভালো করেই' পরিচয় করিয়ে দেব।—আমার সঙ্গেও ভদ্রলোকের একটু আধটু বন্ধুত্ব আছে, কাজেই আমিও জানি

যে সে একজন দলপতি হয়ে উঠেছে।—যাক, এদিকে দশটা বেজে চল্‌লো, কাজেই রওনা হওয়া দরকার।—আপনারা প্রথম গাড়ীতে যান, ওয়াটসন আর আমি পিছনেরটায় আস্‌ছি।”

সার্‌লক্ হোম্‌স্ পথে বড় বেশী কথাবার্ত্তা কইলো না।—সিটে হেলান দিয়ে বসে বিকেল বেলার গানগুলি আস্তে আস্তে গাইতে লাগ্‌ল।—এমনি ভাবে রাস্তার পর রাস্তা-জাল ভেদ করে শেষকালে ফ্যারিংটন ষ্ট্রীটে এসে পৌছুলাম।

বন্ধুবর বল্‌লেন, “প্রায় এসে পড়েছি আর কি। এই মেরীওয়েদার হলো একজন ব্যাঙ্ক ডিরেক্টার।—আর এই ব্যাপারটায় তারই স্বার্থ বেশী। আমি ভেবে চিন্তে জোন্‌স্‌কেও সঙ্গে নিলাম। লোকটা আসলে নেহাৎ খারাপ নয়, যদিও গোয়েন্দার পক্ষে একেবারে অকর্ম্মণ্য।—কিন্তু তার একটা ভারী গুণ আছে।—শীকারী কুকুরের মত তার সাহস, আর যদি কাউকে একবার ধর্‌তে পারে, তাহ’লে তাকে ধরে রাখে একেবারে কাঁকড়ার মত।—ঐযে ওরা আমাদের জন্য অপেক্ষা কর্‌ছে।”

ভোরবেলা যে বড় রাস্তাটায় এসে পড়েছিলাম এখনও সে রাস্তাটায়ই এসে নাম্‌লাম।—গাড়ী বিদায় করে দেওয়া হ’লে আমরা মিঃ মেরীওয়েদারের কথামত একটা ছোট্ট রাস্তা দিয়ে ঢুকলাম, তারপর তিনি পাশের একটা দরজা খুলে দিলেন, আমরা সেখান দিয়ে ঢুকলাম।—ভেতরে দেখ্‌লাম একটা ছোট বারান্দা, সেটা শেষ হয়েছে একটা বিরাট লোহার দরজায়।—এটাও খোলা হ’লো, সেখান থেকে, একটা ঘোরান' লোহার সিঁড়ি দিয়ে গিয়ে আর একটা দরজার কাছে পড়্‌লাম।—মিঃ মেরীওয়েদার সেখান থেকে একটা আলো ধরালেন, তারপর তিনি একটা অন্ধকার গন্ধময় গলি দিয়ে গিয়ে আর একটা দরজা খুলে দিলেন, সেখান দিয়ে আমরা গিয়ে একটা ঘরে পড়্‌লাম।—ঘরটার চারিদিকের দেয়ালের পাশে পাশে সব বিরাট বিরাট বাক্স।

হোম্‌স্ লণ্ঠন তুলে চারদিক দেখ্‌তে দেখ্‌তে বলল, “না, উপর থেকে তোমাকে ঘায়েল করা সহজ নয়।”

মিঃ মেরীওয়েদার তাঁর লাঠি দিয়ে মেঝেটা ঠুকে বল্‌লেন, “নীচের থেকেও নয়।—” কিন্তু কথা তাঁর এখানেই থেমে গেল, তিনি সে শব্দ শুনে অবাক হয়ে বল্‌লেন, “একি, এযে দেখ্‌ছি একেবারে ফাঁপা বলে বোধ হচ্ছে।”

হোম্‌স্ বল্‌ল, “চুপ করুন একটু দয়া করে।—এর মধ্যেই আমাদের যথেষ্ট অপকার আপনি করেছেন।—দয়া করে কথাটী না ক’য়ে ঐ একটা বাক্সের উপর গিয়ে বসুন দেখি।”

গম্ভীর মিঃ মেরীওয়েদার একটা বাক্সের উপর চুপ করে বসে পড়্‌লেন, মুখে তাঁর অসন্তোষের একটা ভাব ফুটে উঠলো।—হোম্‌স্ সে দিকে না চেয়ে, আলো আর ম্যাগনিফাইং গ্ল্যাস নুয়ে মেঝেটা ভাল করে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।—কয়েকমিনিটের মধ্যেই সে লাফিয়ে উঠে তার আতসী কাঁচটা পকেটে পুর্‌লো, “বল্‌ল আরও ঘণ্টাখানেক আমাদের বস্‌তে হবে। দালাল ভায়া না ঘুমুতে গেলে তারা কিছু আরম্ভ কর্‌বে না। কিন্তু তারপর

তা'রা একটী মুহূর্ত্তও নষ্ট করবেনা, কারণ যত তাড়াতাড়ি কাজ ক'তে করবে, সময় তারা পাবে ততই বেশী। ডাক্তার তুমি হয়তো বুঝ্তে পেরেছো যে আমার বিলাতের একটা বিখ্যাত ব্যাঙ্কের টাকার ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছি। মিঃ মেরীওয়েদার হলেন এর ডিরেক্টরদের চেয়ারম্যান, আমার মনে হয়, হঠাৎ ডাকাতদের তাঁর ব্যাঙ্কের উপর এত দয়া হ'ল কেন তা উনি আমাদের বল্‌বেন।"

"সে মশায় আমাদের ফরাসী সোনার জন্যে।—অনেকবার অনেকে আমাদের সাবধান করে দিয়েছে যে এমনধারা একটা কিছু ঘটতে পারে।"

"ফরাসী সোনা!"

"হাঁ, কয়েকমাস আগে হঠাৎ আমাদের কিছু টাকার দরকার হয়ে পড়ে, তখন আমরা Bank of France থেকে তিন হাজার স্বর্ণমুদ্রা ধার করি।—আমরা সে টাকাটা এখনও খুলিনি, বাক্সগুলি গুদামে পড়ে আছে, সে কথাটা কেমন করে ছড়িয়ে পড়েছে। এই যে বাক্সটার উপর আমি বসে আছি, এটাতেই সীসার পাতের ফাঁকে ফাঁকে দু'হাজার স্বর্ণ মুদ্রা আছে।—অন্য অন্য ব্যাঙ্ক থেকে এখানেই বেশী টাকা আছে; খোয়া গেলে ডিরেক্টাররাই দায়ী।"

হোম্‌স্ বল্‌ল, "ঠিক্ তাই, কিন্তু আমার মনে হয়, আমাদের এখনই তৈরী হওয়া দরকার।—আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বোধ হয় সব শেষ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে আমার মনে হয়, যে আলোটার সামনের কালো পর্দ্দাটা টেনে দেওয়া দরকার।

"সে কি?—অন্ধকারে বসে থাকবো?"

"মনে ত' হচ্ছে।—আমি এক প্যাক তাসও এনেছিলাম, ইচ্ছে ছিল চার জনে বসে ব্রিজ খেল্‌বো কিন্তু শত্রুদল বড় এগিয়ে গেছে, এখন আর আলো রাখতে ভরসা পাচ্ছিনে, সব্বার আগে আমাদের লুকিয়ে নিতে হবে।—লোকগুলি ভারী তুখোড়, অবশ্য এখানে আমাদের সঙ্গে না পারাই উচিত, তবু আমরা একটু ভুল করলেই তারা একটা কিছু করে বসবে। আমি এই বাক্সটার পেছনে দাঁড়াচ্ছি, আপনারা ঐগুলির পিছনে যান, যেই আমি ওদের মুখের উপরে আলো ফেল্‌বো, অমনি সবার একসঙ্গে ওদের ধরতে হবে। আর ওরা যদি পিস্তল ছোঁড়ে তা হ'লে ওয়াটসন, তুমিও তোমার অস্ত্রটী কাজে লাগাতে দ্বিধা বোধ করো না।"

আমি যে বাক্সটার পেছনে লুকালাম, তার উপর পিস্তলটা খুলে রাখ্‌লাম। হোম্‌স্ আলোর উপর পর্দ্দা টেনে দিল, সারা ঘরটা কালোয় কালোময় হয়ে উঠ্‌ল।—উঃ এমন আঁধার আর কোনদিন আমি দেখিনি। গরম লোহার গন্ধ নাকে আসতেই বুঝ্‌তে পারছিলাম যে আলো তখনও সেখানে ঠিক আছে, যে কোন মুহূর্ত্তে ঘরটা আলোময় করে তুল্‌তে পারে। কি হবে কি হবে ভাব্‌না যেন আমার সমস্ত শিরা উপশিরাগুলি দখল করে বস্‌ল, কিন্তু এমন বিশ্রী অন্ধকারে যেন দমে যেতে লাগ্‌লাম।

হোম্‌স্ বলল, "তারা কেবল এক পথ দিয়ে পালাতে পারে। সেই সেক্সকোবার্গের দোকান দিয়ে। জোন্‌স্ যা বলেছিলাম ?"

"তা ঠিক্ আছে। একজন ইন্‌সপেক্‌টর দু'জন পুলিশ নিয়ে সেখানে মোতায়েন আছে।"

"বেশ, তাহ'লে সব পথই বন্ধ করেছি।"

আঃ কতক্ষণ যে বসে রইলাম তা ভগবানই জানেন। প্রতিমুহূর্ত্তেই নতুন কিছু ঘট্‌বে এই ভাবনা যেন উম্মাদ করে তুল্‌ছিল, পরে খোঁজ করে জেনেছিলাম যে সবশুদ্ধ আমাদের ঘণ্টাদেড়েক বসে থাকতে হয়েছিল কিন্তু তখন আমার মনে হয়েছিল রাত্রি বুঝি শেষ হয়ে গেল, ভোর বোধ হয় এক্ষুনি একটা বিরাট নিরাশার মত দেখা দেবে। হাতপাগুলি সব ক্লান্ত হয়ে উঠ্‌ল, ধরে যেতে লাগ্‌লো, নড়তে ও ভরসা হয় না। কিন্তু সমস্ত দেহখানা একটা লোকের উপর লাফিয়ে পড়বার জন্য ব্যস্ত, কাণ তখন এত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল যে ব্যাঙ্ক ডিরেক্টারের মৃদু নিশ্বাস পতনের শব্দ, জোন্‌সের গভীর নিশ্বাসের থেকে সহজেই চিন্‌তে পার্‌ছিলাম।—হঠাৎ একটুখানি আলোর রেখা দেখতে পাওয়া গেল।

প্রথমে দেখাগেল, পাথরের মেঝের উপর একটুখানি আলোর ঝলকমাত্র, ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে বেড়ে বেড়ে সেটা একটা হল্‌দে লাইন হলো, আর ঠিক্ তারপরেই কোনরকম শব্দ না করে, সেই আলোর রেখা বেড়ে উঠ্‌ল, সেখানটায় একটা হাত, প্রায় মেয়েদের হাতের মত ছোট্ট, কি যেন পাবার জন্য হাত্‌ড়াতে লাগ্‌লো। ছোট্ট সরু আঙ্গুলগুলি দিয়ে খানিকক্ষণ কি যেন হাত্‌ড়ে হাতটা যেমন তাড়াতাড়ি দেখা দিয়েছিল ঠিক্ তেম্‌নি তাড়াতাড়ি চলে গেল, কেবল রইল সেই হল্‌দে আলোর রেখা।

কিন্তু সে একমুহূর্ত্ত। ভীষণ শব্দ করে একখানা সাদা পাথর পাশে গড়িয়ে পড়্‌ল, মস্তবড় চতুষ্কোণ একখানা ছ্যাঁদা ;—তার ভেতর দিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো একটা লণ্ঠনের আলো। একপাশ দিয়ে একখানা দাড়ি গোঁফ কামান, ছোট ছেলের মুখের মত মুখ বেরিয়ে এল, চারদিকে বেশ ভালোকরে চেয়ে দেখ্‌ল, তারপর ফাঁক্‌টার দু'দিকে দু'হাত দিয়ে গলা, কোমর, পা তুলে ফেল্‌ল, তারপর একলাফে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল।—পরের মুহূর্ত্তেই সে তারই মত বাচ্চা রোগা লালচুলওয়ালা এক বন্ধুকে টেনে তুল্‌তে লাগলো।

সে আস্তে আস্তে বল্‌ল, "সব ঠিক্ হ্যায়।—বাঁটালি আছে ত? বাঃ এইত চাই। নাও আর্চি লাফিয়ে উঠে পড়, আমি কাজ আরম্ভ কর্‌ছি।"

সার্‌লক হোম্‌স্ এর মধ্যে বেড়িয়ে এসে চোরভায়ার কলার চেপে ধরেছে। ব্যাপার দেখে অন্যজন সেই গর্ত্তে লাফিয়ে পড়্‌ল : জোন্‌স্ তার কাপড় চেপে ধর্‌ল, একটা শব্দ হলো, বুঝ্‌লাম কাপড়টা ছিঁড়ে গেল। লোকটার হাতের রিভলবারে আগুণ দেখা

দিল কিন্তু ততক্ষণে সারলক হোম্‌সের শিকারের বেতখানা তার হাতের উপর এসে পড়েছে। পিস্তলটা মেঝেতে গড়াগড়ি যেতে লাগল।

হোম্‌স্ বল্‌ল, 'জন্ ক্লে, আর কেন, আর কোন আশা রেখো না।" ক্লে বেশ শান্ত ভাবে উত্তর দিল, "হ্যাঁ তাইত দেখছি, মনে হয় সাক্‌রেদ ভায়া পগার পার হয়েছে, যদিও তার কোটের পেছনটা তোমরা রেখে দিয়েছো।"

হোম্‌স্ বল্‌ল,"তাত বটেই,তবে জন তিনেক লোক তার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছে।"

"সত্যি ?—ওঃ চমৎকার করেছো যে হে। তোমায় প্রশংসা না করে পারছিনে।"

হোম্‌স্ উত্তর করল্, "আর আমিও তোমায় প্রশংসা না করে পারছিনে। তোমার লালমুণ্ড ব্যাপারটা বাস্তবিকই একটু নতুন ধরণের।"

জোন্‌স্ বল্‌ল, "তোমার সাক্‌রেদের সঙ্গে এই এক্ষুণি দেখা পাবে'খন। হাত দুখানি এগিয়ে ধর, হাতকড়াটা পরাই।"

হাতে হ্যাণ্ডকাফ লাগাবার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক বলে উঠ্‌ল, "সাবধান ঐ ময়লা হাতে আমায় ধরোনা বল্‌ছি। তোমার হয়তো জানা নেই যে আমার ধমনীতে এখনও রাজরক্ত আছে। যখনই কিছু বল্‌তে হয় তখনই মশায় আজ্ঞে করে কথা কইবে।"

জোন্‌স্ প্রথমে হাঁ হয়ে গেল, পরে ঠাট্টার সুরে বল্‌ল, "বেশ, আজ্ঞে মশায় অনুগ্রহ করে উপরে চলুন দিকি। সেখানে হয়তো মাননীয় আপনাকে থানায় নিয়ে যাবার জন্যে একটা গাড়ী মিল্‌তে পারে।"

জন ক্লে বল্‌ল, "যাক এবার তবু পদে হয়েছে।" তারপর আমাদের সবাইকে একসঙ্গে নমস্কার করে সে বেরিয়ে গেল।

আমরা তাদের পেছন পেছন চল্‌লাম। মিঃ মেরীওয়েদার বল্‌লেন, "সত্যি মিঃ হোম্‌স্, কি করে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো...বা,কি করেই যে আপনার এ ঋণ পরিশোধ কর্‌বো। আপনি যে এক দারুণ ডাকাতির হাত থেকে ব্যাঙ্ককে রক্ষা করেছেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।"

হোম্‌স্ বল্‌ল, "জন্ ক্লের সঙ্গে একটু আধটু ঝগড়া আমারও ছিল।—এ কাজে আমার কিছু খরচা হয়েছে, ব্যাঙ্ক যদি আমায় সেটা দেয় তা হলেই আমি খুসী। তাছাড়া এই লালমুণ্ড সমিতির গল্প শুনে আমার যে অভিজ্ঞতা হলো তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

বেকারষ্ট্রীটে ভোরবেলা বসে বসে সোডা খাচ্ছিলাম, হোম্‌স্ বল্‌ল," বুঝেছো, ওয়াট্‌সন, এই লালমুণ্ড সমিতি করে পয়সা খরচা করে এন্‌সাইক্লো পিডিয়া নকল করা শুনেই প্রথম বোঝা যাচ্ছিল যে এর একমাত্র কারণ হলো এই গোমুখ্য দালালকে তার বাড়ী থেকে তাড়ানো। অবশ্য ব্যাপারটা কর্‌তে হয়েছিল একটু আজব ভাবে, কিন্তু এর থেকে ভাল ভাবে আর করা চলেনা। এ নিশ্চয়ই ক্লের বুদ্ধি। চার পাউণ্ড হপ্তায় মিল্‌বে শুন্‌লে

লোভটা তার নিশ্চয়ই হবে, আর যারা হাজার হাজার নিয়ে কারবার করছে তাদের কাছে এই টাকা আর কি ? তারা বিজ্ঞাপন দিল, একজন হলো ম্যানেজার আর একজন দিল একে ফুস্‌লে, আর দুজনে মিলে রোজ ভোরবেলা একে বাড়ীর বাইরে রাখ্‌তো। যেই শুন্‌লাম কর্ম্মচারী মশায় অর্দ্ধেক মাইনেয় এসেছেন অমনি সন্দেহ হলো, বুঝ্‌লাম এর পেছনে নিশ্চয়ই কিছু মতলব আছে।"

"কিন্তু মতলবটা ধর্‌লে কি করে ?"

"বাড়ীতে অবশ্য মেয়ে থাক্‌লে ব্যাপার অন্য রকম দাঁড়াত। কিন্তু তা যখন নেই তাছাড়া আমাদের উইলসন ভায়ার এত তোড়্‌জোড় করে লুটপাট কর্‌বার মতও যখন কিছু নেই তাই বুঝ্‌লাম ব্যাপারটা নিশ্চয়ই সে বাড়ীর বাইরে। কিন্তু কি হতে পারে ? তখন মনে পড়্‌লো কর্ম্মচারীর ফটোগ্রাফীর বাতিকের কথা—সে মাসখানেক ধরে মাটীর তলায় এমন কি কাজ করতে পারে ? ভেবে ভেবে দেখ্‌লাম এ অন্য কোন দালানে যাবার জন্য এক সুড়ঙ্গ খোঁড়া ছাড়া আর কোন মতলব থাক্‌তে পারে না। সেখানে যাবার আগে অবধি এপর্য্যন্ত আমার হয়ে গিয়েছিল। আমি দালানের বাইরে লাঠি ঠুকে তোমাকে ভড়্‌কে দিয়েছিলাম ;—না ?—আমি দেখ্‌ছিলাম গর্ত্তটা বাইরের দিকে না ভেতর দিকে, দেখ্‌লাম ভেতর দিকেই আছে। তখন আমি কড়া নাড়্‌লাম ও যা ভেবেছিলাম তাই হলো, কর্ম্মচারীই এলো। আমাদের দু'জনে একটু আধ্‌টু ঝগ্‌ড়া ছিল বটে কিন্তু কেউ কাউকে চিন্‌তাম না। আমি তার মুখের দিকে মোটেই তাকালাম না, তার হাঁটুটাই ছিল আমার লক্ষ্য। তুমি নিজেই ত বলেছিলে ওর হাঁটুটা কিরকম ছিঁড়ে গেছ্‌ল আর রং ধরে গিছ্‌ল।—এখন কথা হলো, সুড়ঙ্গ কর্‌ছে কেন ?—মোড় ঘুরেই দেখি City and Suburbon Bank একবারে বন্ধুবরের বাড়ীর ঘরের উপর এসে পড়েছে। —ব্যস সমস্যাপূরণ হয়ে গেল। তারপর তুমি যেই বাড়ী এলে আমি তখন গেলাম স্কটলণ্ড ইয়ার্ডে আর ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের কাছে। তারপর কি হলো তাত' জানই।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম "কিন্তু তারা আজই আস্‌ছে তা কি করে বুঝ্‌লে ?"

"যখনই দেখ্‌লুম সমিতি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তখনই বুঝ্‌লুম যে তাদের সুড়ঙ্গ তৈরী সারা। কিন্তু তাদের কাজ কর্‌তে হবে খুবই তাড়াতাড়ি কারণ তাদের সুড়ঙ্গের কথাও লোকে জেনে ফেল্‌তে পারে কিম্বা সোনার তালগুলিও সরিয়ে ফেল্‌তে পারে। শনিবারই তাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল দিন কারণ পালাবার জন্য তারা নগদ দু'দিন পাবে। এই সব কারণে আমি ভেবেছিলাম যে আজই তারা আস্‌বে।"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লাম, "উঃ তুমি চমৎকার করে ভেবেছিলে ত ! এতটা ভাব্‌তে হয়েছিল অথচ কোথাও একটু খুঁত নেই।"

নিবেদন

এই অর্থ সমস্যার দিনেও যে সব বান্ধবেরা আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন, তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁদের আমরা শুধু এইটুকু মনে করিয়ে দিতে চাই যে তাঁরা যে যাত্রীকে কত ভালোবাসেন, তা আমাদের থেকে আর কেহ বেশী জানেনা। আমরা যে আস্‌ছে মাস থেকে নবম বর্ষের কাগজ চালাতে সাহস করছি তা কেবল শুধু তাঁদেরই ভরসায়। আশা করি, শুধু তাঁরা নন, এ বছর তাঁদের আর আর বন্ধু বান্ধবেরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। গতবার, যদ্দূর সম্ভব যাত্রীকে ভালো করতে চেষ্টা আমরা করেছি, যদ্দূর সম্ভব সময় মত আপনাদের হাতে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছি। —দোষত্রুটী অনেক হয়েছি জানি, কিন্তু তা যে আপনাদের প্রেমের চক্ষে বিশেষ দোষের হবেনা সে ভরসা আমরা রাখি। কাজেই আশা করছি আপনারা সকলেই, ২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে আপনাদের বার্ষিক চাঁদা ২৲ মনি অর্ডারে আমাদের পাঠিয়ে দিবেন; এবং আপনাদের বন্ধু বান্ধবদের গ্রাহক করবেন। মণিঅর্ডার করলে আপনাদের সবশুদ্ধ দুই টাকা দুই আনা লাগবে;—কিন্তু আমরা ভিঃ পিঃ করলে আপনাদের খরচা পড়বে দু' টাকা পাঁচ আনা, কারণ পোষ্ট অফিসের নতুন নিয়মে যাত্রীর দাম ভিঃ পিতে ২।৵০ হইয়া গিয়াছে।

আস্‌ছে বছর জুল্‌ভার্ণএর এক খানা চমৎকার উপন্যাস বাংলা করে দেওয়া হবে। সম্ভব হলে বাহাদুর ও এই সঙ্গে দেওয়া হবে। আর যদি জায়গায় কুলায় তা হলে কোনান ডয়েলের একটি করে গল্প দেবার চেষ্টা করা হবে। তাছাড়া স্কাউটিং, কাবিং ব্যাজের কাজ প্রভৃতি থাকবেই।

নমস্কার লউন। ইতি তাং ১লা জ্যৈষ্ঠ

নিবেদক

কর্ম্মসচিব যাত্রী।

(খেলুড়ে)

দড়ীর প্যাঁচ—পেট্রলের সামনে একটা করে দড়ি থাক্‌বে, আর থাক্‌বে একটা করে টুপী। সেই টুপীতে পেট্রলে যতজন ছেলে ততটা কাগজের টুকরা থাক্‌বে। তার প্রত্যেকটাতেই একটা করে প্যাঁচের নাম লেখা থাক্‌বে। প্রত্যেক পেট্রলের জন্য একজন করে বিচারক থাক্‌লে সুবিধে। স্কাউটমাষ্টার 'গো' বল্‌লে ১নং ছেলে দৌড়ে যাবে ;—একটা কাগজ টেনে নেবে, তারপর সেই কাগজে যে প্যাঁচের নাম লেখা আছে সেই প্যাঁচটা সে বাঁধবে, বিচারকের কাছে যাবে, সে ঠিক হয়েছে বল্‌লে সে দড়ীটা খুলে দড়ীর জায়গায় রেখে দৌড়ে গিয়ে ২নং কে ছোঁবে।—সে ১নং এর মত করবে।—যাদের আগে শেষ হবে জিতবে তারাই।

গল্প তৈরী—প্রত্যেক পেট্রলকে একটা গল্প তৈরী কর্‌তে বলা হবে। এক থেকে পাচ মিনিট পর্য্যন্ত সময় দেওয়া যেতে পারে। তারপর এসে সবাইকে পেট্রল-ফর্ম্মে দাঁড়াতে বলা হবে। প্রত্যেক পেট্রলের জন্য একজন করে বিচারক রাখতে হবে। তারপর 'গো' বল্‌লেই এক একজন করে ছেলের বিচারকের কাছে যেতে হবে, আর গল্পের একটী করে লাইন এমন ভাবে বল্‌তে হবে যাতে করে বিচারক গল্পটা বেশ ভালো করে বুঝতে পারেন। গল্পটা আরম্ভ হবার আগে প্রত্যেক পেট্‌লকে গল্পটা কাগজ লিখে স্কাউটমাষ্টারকে দেবে। বিচারক মিলিয়ে দেখবে কতদূর ঠিক তারা বল্‌তে পেরেছে।

ডিম চুরী—একদল হলো পাখী আর একদল হ'লো শীকারী।—পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হবে, এর মধ্যে পাখীদের গিয়ে ডিম পাড়্‌তে হবে অর্থাৎ দুখানা স্কার্ফ এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখতে হবে যেখানে সেগুলি দেখাও যায় সহজে আর নাগালও পাওয়া যায়

সহজে।—পাঁচ মিনিট পরে শীকারীরা বেরবে ;—তাদের পেছনে একটা করে স্কার্ফ লাগানো থাক্‌বে।—পাখীরা শীকারীদের অন্য জায়গায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। – তাদের সঙ্গে টানা-টানি করে নয়, তাদের হাবভাবে,ব্যবহারে। তারা যখন দেখ্‌বে যে শীকারীরা তাদের 'বাসা' (অর্থাৎ যেখানে ডিম আছে,) কোথায় টের পেয়েছে, তখন তারা শীকারীদের ঠুক্‌রে মেরে ফেল্‌তে চাইবে।—স্কার্ফ নিয়ে গেলেই তারা মরে গেল।—দুটো ডিম চুরী করে জ্যান্ত শীকারীরা পাখীদের মার্‌তে যাবে, পাখীদের পেছনেও রুমাল থাক্‌বে, সেগুলি নিয়ে গেলেই যাবে তাদের প্রাণ ; নির্দ্দিষ্ট সময় পরে হুইসিল দিয়ে ডাকা হবে, যারা বেশী মারতে পারবে জিৎবে তারাই। মনে রাখ্‌বে পাখীরা প্রাণ নিতে পার্‌বে যতক্ষণ না শীকারীরা ডিম নিতে পারে, শীকারীরা প্রাণ নিতে পারে কেবল দুটো ডিম নেওয়ার পর থেকে।

আমেরিকার পতাকা

(শ্রীবিনয় ঘোষ,)

তোমরা বোধ হয় জানোনা যে লাল, সাদা আর নীল এই তিনটে রংই জাতীয় পতাকার জন্য জগতে সর্ব্ব প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল। আগে, আজকালকার মত নানা রংয়ের পতাকা খুব বেশী দেখ্‌তে পাওয়া যেতোনা। তখন, গীর্জ্জার বেদী (ark of covenant) যে কাপড়টি দিয়ে ঢাকা দেওয়া থাকতো তাতেও এই তিনটি রংই মাত্র দেখ্‌তে পাওয়া যেতো।—সম্রাট সারলেমেনের (Charlemagne) গল্প তোমরা বোধ হয় অনেক পড়েছো।—সে প্রায় হাজার বছর আগের কথা ; ভারী জ্ঞানী আর গুণী রাজা ছিলেন তিনি কিন্তু তা হ'লেও তিনি ঋষির মত থাকতেন—পরতেন ভেড়ার চামরা দিয়ে তৈয়ারী জামা।—হাতে তাঁর একটা বর্শা থাকতো,তার দণ্ড থেকে যে ছোট্ট পতাকাটি ঝুল্‌তো, তাতেও ছিল মাত্র এই তিনটি রং—লাল, সাদা ও নীল।

তার হাজার বছর পরে আমেরিকা যখন মাথা তুলে দাঁড়ালো তখন তারাও তাদের পতাকা কর্‌লো এই তিন রং দিয়ে।—তোমাদের অনেকে হয়তো ভাবছো, যে আমেরিকাত' মাত্র সেদিন পৃথিবীতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, কাজেই এর পতাকাটা আর এমন কি পুরনো হ'বে।—আসলে কিন্তু তা নয়, আজকালকার যে সব জাতীয় পতাকা দেখ্‌তে পাওয়া যায় তার মধ্যে অনেকের আগেই তৈরী হয়েছিল, এই আমেরিকারটা।—১৭৮৯ অব্দে ফ্রান্সের সারা দেশটা জুড়ে বিদ্রোহ আরম্ভ করে হ'লো রাজার বিরুদ্ধে, বড় লোকদের বিরুদ্ধে সাধারণ লোকেরা সব অস্ত্র ধরলো ;—এক বিশাল ঘুর্ণীপাকে যেন সারা দেশটা লণ্ড ভণ্ড করে দিয়ে গেল।—এই যুদ্ধেও গোড়ায় ফরাসীরা তিন রংয়ের পতাকাই ব্যবহার করেছিল কিন্তু তাদের নতুন পতাকার পত্তন আরম্ভ হয় তার পাঁচ বছর পরে—

১৭৯৪ অব্দে।—যাক সে কথা।—স্পেনের পতাকা হলো ১৭৮৫ অব্দে ; আর ইটালী ও জার্ম্মানীর পতাকা মাত্র যেদিন থেকে তারা সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছে সেই দিন থেকে।—সেত' মাত্র শ' খানেক বছর আগের কথা।—কিন্তু আমেরিকার পতাকা প্রথম দেখা যায় ১৭৭৭ অব্দে। আমেরিকার পতাকায় দেখবে তেরটী লাইন টানা (সাতটী লাল আর ছয়টী সাদা)। আর হয়েষ্টের (Hoist) বা ডাণ্ডার দিকের উপরের কোণে নীল জমির উপর কতকগুলি তারা আঁকা। কিন্তু প্রথম যে পতাকাটি করা হয়েছিল তাতে মাত্র তেরটী তারা কোণের দিকে গোল করে আঁকা ছিল। আজকাল এই তেরটী তারার জায়গায় মার্কিন যুক্ত প্রদেশের (United state of America) যতগুলি প্রদেশ আছে তার প্রত্যেকের জন্য একটা করে তারা পরপর সাজান আছে। তারা গুলার মানে ত বোঝা গেল কিন্তু তেরটী লাল ও সাদা লাইন গুলা কোথা থেকে এল ?

আমেরিকার বিভিন্ন ষ্টেটগুলি যখন একত্র হয় তখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হয় তাদের সকলকার জন্য একটি পতাকা। প্রথমে অনেক রকমেরই ছবি দিয়ে পতাকা তৈয়ারী হয় ; কোনটা পাইনের ছবি দিয়ে ; কোনটা বা র‍্যাটেল সাপের ছবি দিয়ে ইত্যাদি। কিন্তু মনের মতন কোনটাই হয় নাই, র‍্যাটেল সাপের ছবি অনেকেই পছন্দ করেছিল কেননা অনেকে তার ভিতর বিদ্রোহের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেটাও বাতিল করে দেওয়া হল, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বল্লেন, ইংলণ্ডের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পতাকাতে ১৩টা লাল ও সাদা লাইন আর তার উপরের কোণেতে সেণ্টজর্জ্জের ও সেণ্টএণ্ডরুজের চিহ্ন দুটী আছে, সকলেই এই পতাকাটি চিনে। সে জন্যই আমেরিকাও ঐ পতাকাটি নেবে।—১৭৭৬ অব্দে এই পতাকা উড়ানো হলো, কিন্তু যুদ্ধ জাহাজগুলি এই পতাকা নিলেনা। তারা উড়ালে পাইনগাছের ছবিওয়ালা পতাকা, ঠিক এই সময় আমেরিকার ইতিহাসে কংগ্রেসের জন্ম হলো, সকলে স্বাধীনতার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। আশে পাশের সব দেশ একত্র হলো :—তখন গুনতিতে এতগুলি প্রদেশ ছিল না, ছিল মাত্র সবশুদ্ধ ১৩টি, কাঁজেই যুদ্ধ জাহাজ এবার নিশান ওড়ালে তের লাইন ওয়ালা আর তার মাঝখানা দিয়ে ছুটে চলল এক র‍্যাটল সাপ। কিন্তু তারপর যে পতাকা করা হোলো তার নাম দেওয়া হোলো Old Glory, আর এই পতাকায় সেণ্ট জর্জ্জের পতাকার কাছে দেওয়া হোলো তেরটি তারা গোল করে সাজিয়ে।—পেছনে একটা ঘোর নীল জমি।—১৭৭৭ অব্দে কংগ্রেস এই পতাকা জাতীয় পতাকা বলে মেনে নিল।—নীচে তাদের প্রস্তাবটা দিচ্ছি :—

'Resolved : that The Flag of the thirteen united states be thirteen stripes ; alternate red and white, that the union be thirteen stars, white on a blue field, representing a new constellation."

আবার তারাগুলার ইতিহাস সম্বন্ধে বেশ গল্প আছে, জর্জ্জ ওয়াসিংটনের আমলে এক রকম শীল্ড ছিল—তার নাম ওয়াসিংটন শিল্ড। সেই শীল্ডের গায় দুটা লাল ও

সাদা লাইন আর তিনটে তারা ছিল। কেউ কেউ বলেন তারা আর লাল ও সাদা লাইনগুলো সেইখান থেকে ধার করা কিন্তু আবার কেউ বলেন তারাগুলো নেওয়া হয়েছে ভগবানের কাছ থেকে ধার করে, আর লাল লাইন ইংলণ্ডের কাছ থেকে, (কারণ ইংলণ্ডই আগে আমেরিকার অধিপতি ছিল) আর সাদা লাইন গুলো দেওয়া হয়েছে ইংলণ্ডের সঙ্গে পার্থক্য দেখাবার জন্য। আজকাল অনেক আমেরিকান বলছেন, যে ভগবান তারায় ভরা অনন্ত নীল আকাশে বসে ন্যায় বিচার করেন, আমরা সেই ন্যায়ের আদর্শ নিয়েছি এই নীলের ভেতর দিয়ে ও সাদা যেমন সব মলিনতাকে দূরে রাখে, কেবল পূত পবিত্র শুদ্ধকেই মনে করিয়ে দেয়, তেমনি আমাদের আদর্শে পবিত্রতার চিহ্ন স্বরূপ দিয়েছি সাদা; এবং দেশের যে সব সেবক তাঁদের প্রাণের রক্ত ঢেলে দেশের মুখ উজ্জ্বল করে গেছেন তাঁদের স্মরণ করে নিয়েছি লাল। কাজেই তাদের আদর্শ হল ন্যায়, সত্য, ও স্বদেশ-প্রীতি।

তারপর এই তেরটী তারা ও তেরটী লাইনের পতাকা ব্যবহৃত হতে থাকে, আর যুক্তরাজ্যের সঙ্গে যখন একটী করে প্রদেশ যোগ হতে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে পতাকারও একটী তারা আর একটী দাগ বাড়তে লাগল। এরকম করে যখন পনেরোটা হলো তখন সবাই ভাবলো তাইত এরকম ভাবে যদি লাইন বাড়তে থাকে তাহ'লে পতাকাটী দেখতে যে কিরকম দাঁড়াবে তা'তো বলা ভারী শক্ত। তাই নিউইয়ার্কের ক্যাপ্টেন রীড বলে এক ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী ও অন্যান্য কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে পুরানো পতাকার মতনই নতুন করে আবার একটা পতাকা তুলে ধরলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে U. S. Congress. সেইটাকেই জাতীয় পতাকা বলে ধরে নিলেন আর বলে দেওয়া হল যখনই নতুন কোন রাজ্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ দেবে তখনই একটী করে তারা পতাকার কোণে যোগ করে দেওয়া হবে।

আমেরিকায় তাদের দেশের এই পতাকার ভারী মান ;—স্কাউটদের টেণ্ডারফুট হ'তে হলে পতাকার সম্মান রক্ষা করবে এই বলে একটি প্রতিজ্ঞা করতে হয়। নীচে প্রতিজ্ঞাটা দিচ্ছি—

I pledge allegiance to the flag of the United states of America and to the Republic for which it stands; one Nation indivisible, with liberty and justice for all.

গুড্ টার্ণ

(শ্রীজ্যোতির্ম্ময় সেনগুপ্ত)

যাত্রীর পাঠক পাঠিকার কাছে মলয়কে আর পরিচিত করবার দরকার হবে না নিশ্চয়ই, যারা ছুটীর সংখ্যা যাত্রী পড়েছো তারা মলয়কে খুব ভাল করেই চেনো, —সেই সুন্দর ফর্সা মতন ছেলেটা। নিজের জীবন বিপন্ন করে যে ছেলেটী মিঃ স্নোডেনের মেয়ের প্রাণ বাঁচিয়েছিল।—তার যে পরোপকার করবার কতখানি ইচ্ছা তা না বললেও সহজেই বুঝতে পারা যায়।

চাঁদেও কলঙ্ক থাকে। তাই মলয়ের নির্ম্মল চরিত্রের মধ্যে একটুখানি গলদ পাওয়া গিয়েছিল। স্কাউটদের সপ্তম নিয়ম হচ্ছে যে স্কাউট গুরুজনের কথা বিনা প্রতিবাদে পালন করে। মলয় অত ভাল একজন স্কাউট হয়েও এই সপ্তম্ নিয়মটি হঠাৎ ভুলে ভেঙ্গে ফেলেছিল।

যখন জলধর বাবুর টেবিলের উপর কালীর দোয়াত উল্টে চিঠিটাকে ষ্টেট্স্‌ম্যান অফিসে পাঠাবার অযোগ্য করে তুল্‌লে আর সেই টেবিলের উপরের লেপা কালীর মধ্যে মলয়ের মুখ ভেসে উঠল, তার কাতর চোখদুটো যেন বলছিল, 'আমায় ক্ষমা করেছো মামা' তখন জলধর বাবুর চোখে দু'ফোটা চোখের জল চক্ চক্ করে উঠল।

এর থেকেই বোঝা যায় জলধর বাবু মলয়কে কতখানি স্নেহ করেন। মলয়ের মা যে তাঁরই হাতে মলয়কে সঁপে দিয়ে গেছেন। মলয় আজ বড় হয়েছে তবু তার মামা জলধর বাবুর কাছে সে যেন এখনও ছোট্টটী, বেরোবার সময় তিনি মলয়কে রোজই বলেন "দেখো বাবা, একটু তাড়াতাড়ি এসো, রাস্তা টাস্তা দেখে শুনে পার হয়ো।" এই রকম আরও কত সতর্ক-করা কথা। মলয় যে বড় হয়েছে তা জলধর বাবুর কাছে মোটেই মনে হয় না। মলয় আপ্রাণ চেষ্টা করে তাঁর কথামত চলতে, সে যে গুরুজনের কথার অবাধ্য হয়েছিল সে কথাটা মনে পড়তেই তার মন মুষড়ে পরে ;—চোখে জল আসে।

* * * *

'লেফ্ট্, রাইট, লেফট,' ট্রুপলিডার মলয় ট্রুপের ছেলেদের ড্রিল করাচ্ছিল। আজ শুক্রবার, পরের বৃহস্পতিবার বোটানিক্স্এ আউটিংএ যাওয়া হবে এই সুখবরটা ছেলেদের দিতেই তারা স্ফূর্ত্তিতে মলয়কে ঘিরে খুব নাচতে আরম্ভ করে দিল। মলয় ভোর ছটার সময় সকলকে meet করতে বল্ল ইস্কুল কম্পাউণ্ডে। তারপর প্রার্থনা আর ন্যাশনাল এন্‌থেমের পর সবাই যে যার বাড়ী ফিরে আসলো। মলয় জলধর বাবুকে বলতেই তিনি আর আপত্তি করলেন না। মলয়ের আর কোন কাজেই তিনি আপত্তি করতেন না। মলয়ও তার অনুমতির অপব্যবহার করত না।

ডেইলী ক্যালেণ্ডারের পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বৃহস্পতিবার এসে গেল। ভোর বেলা ৬টার সময় ট্রুপের সব ছেলেরা এসে যখন স্কুলে মিলিত হলো তখনও মিনিট দশেক বাকী ছিল ৬টা বাজতে। মলয় ট্রুপফ্ল্যাগ বের করে, বিউগল্ ইত্যাদি নিয়ে বোটানিক্‌স্ এর দিকে যখন রওনা হলো তখন ঠিক ৬টা বেজেছে। যখন সব ছেলেরা চাঁদপাল ঘাটে গিয়ে ফেরী ষ্টিমারে চড়ল তখন অনেকের হাতে ক্যামেরার ফোকাসিং আরম্ভ হয়ে গেছে। ক্লীপ, কিড়িক্ শব্দে চাঁদপাল ঘাটের ছবি উঠে গেল। তারপর সমস্ত পথটা গান, ইয়েল (yell) ইত্যাদিতে কাটিয়ে ছেলেরা বোটানিকেল গার্ডেন্‌স্‌এ এসে নাবল। সব ছেলেদের কাজ ভাগ করে দেবার আগে মলয় ছেলেদের সব একজায়গায় জড়ো করে বললো যে রান্না ইত্যাদি সব বিষয়েই পেট্রোল কম্পিটিশন হবে। তারপর সব পেট্রোলকে আলাদা আলাদা Ration দিয়ে দিল। তারপর সে সমস্ত দিনের প্রোগ্রাম ঠিক করতে বসে পড়ল। বেলা প্রায় সাড়ে এগারটার সময় সব রান্না টান্না সেরে পেট্রোল লিডাররা এসে মলয়কে বলল যে সব ছেলেরা স্নানের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। মলয় তাদের নিয়ে গঙ্গায় নাবল। তখন গঙ্গার পাড় একেবারে নিস্তব্ধ। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নাই। ছেলেরা জলে নেমে ভীষণ দাপাদাপি করতে আরম্ভ করে দিল। প্রথমে যারা সাঁতার জানেনা তাদের স্নান করিয়ে উঠিয়ে দেওয়া হলো। তারপর সাঁতারের রেস্, ডাইভিং ইত্যাদি হবার পর কয়েকজন ছেলেকে সুইমার ব্যাজের জন্য তৈরী করিয়ে দিল। এরপর খাওয়ার ধূম। ফূর্ত্তি করে খেয়ে বোটানিক্‌স্‌এ বেড়িয়ে যখন সন্ধ্যাবেলা ছেলেরা ঘাটে এসে দাঁড়াল ষ্টীমারের জন্য, তখন সবার মন সমস্ত দিনের স্ফূর্ত্তিতে ভরপূর।

তখন সূর্য্য ডুবুডুবু। ষ্টিমার এসে ঘাটে লাগলো। ছেলের দল ষ্টিমারে উঠে চাঁদপাল ঘাটের পথে পাড়ি দিল।

ছলাৎ ছলাৎ করে গঙ্গার ঢেউগুলি এসে ষ্টীমারের গায়ে লাগছিল আর থেকে থেকে কলঘরে ঘটাং ঘট ইত্যাদি শব্দ হচ্ছিল। একটি ছোট্টছেলে রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তীরের ধারে গাছপালার দিকে চেয়েছিলো, সেই সুন্দর মুখে স্বর্গের সুষমা যেন ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই বড়ো বড়ো কালো চোখ দুটো দেখলেই ছেলেটিকে ভালবাসতে ইচ্ছা করে। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও জলের ভিতর কাগজের টুকরা ছুঁড়ছিল। একটা জলে না পড়ে জাহাজের উপর, রেলিঙের ধারে পড়ল। ছেলেটী ঐ টুকরাটী কুড়োতে গিয়ে হঠাৎ উল্টে জলে পড়ে গেল।

স্কাউটের দল তাড়াতাড়ি জলের ভিতর লাফিয়ে পড়ল। জাহাজ খানা তখন দাঁড়িয়ে গেছে। জাহাজ ভর্ত্তি লোকের মন তখন উদ্বেগে ভরা। মলয় প্রথমেই জাহাজের পেছনদিকে সাঁতরে চললো। কারণ জলের টানে ঐদিকে যাওয়ারই সম্ভাবনা। জাহাজের পেছনে মলয় যখন ডুব দিল তখন সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু পৃথিবীর গা থেকে একেবারে মুছে যায় নাই।

মলয় যখন ছেলেটিকে নিয়ে জাহাজের উপর উঠলো তখন চাঁদ উঁকি মারবার চেষ্টা করছে। অনেকক্ষণ জলের তলায় থাকবার দরুণ সে ছেলেটিকে নাবিয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

জলধরবাবু উদ্বিগ্ন মুখে বাড়ীর ড্রয়িংরুমে বসেছিলেন, এত রাত হয়ে গেল তবু মলয় এলো না কেন? নানা রকম দুশ্চিন্তা তার মনে উঁকি মারছিল ঠিক ঐ সময় ফোন হঠাৎ ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল। জলধরবাবু ফোনটা তুলে নিয়ে কার সঙ্গে যেন মিনিট খানেক কথা বলেই ফোনটা রেখে দিয়ে সোফেয়ারকে গাড়ী ঠিক করতে বললেন।

মোটরে করে যখন তিনি মেডিক্যাল কলেজ হস্পিট্যালে এসে পৌঁছলেন তখন মলয়ের জ্ঞান ফিরে এসেছে। জ্ঞান হতেই সে সেই ছোট ছেলেটী কেমন আছে জিজ্ঞেস করল। ডাক্তার তাকে চুপ করতে বললেন। মলয় চোখ বুজলো। খানিকক্ষণ বাদে মলয় চোখ মেলে জলধরবাবুকে দেখেই "মামাবাবু মামাবাবু" বলে চীৎকার করে উঠল। জলধরবাবু মলয়কে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তার গাল বেয়ে দুফোটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল অনেক দিনের কথা মনে করে।—জলধরবাবু মলয়কে নিবিড় ভাবে বুকে টেনে নিলেন।

পাঁচফোড়ণ

(পেট্রোল লীডার জ্যোতির্ম্ময় সেন গুপ্ত)

তোমাদের ভেতর অনেক পেট্রোললিডারই পেট্রোল ক্লাস নেও। সেই জন্য একটা রেজিষ্টারও আছে বোধ হয়। সেই রেজিষ্টার এর সম্বন্ধে কতকগুলো কথা বলব—

একটা বেশ ভাল মোটা নোট বই কেন। মলাটটা যেন বেশ শক্ত হয়। মলাটের উপর পেট্রোলের পাখী বা পশুর একটা ছবি লাগাতে পার। হাতে আঁকা হলেই ভাল হয়।

প্রথম পাতায় তোমার আর তোমার সেকেণ্ডের নাম খুব সুন্দর করে লিখবে। নিজের খুসীমত অন্যান্য ছবি আর Decoration-ও করতে পার।

দু'তিনটা পাতা বাদ দিয়ে একটা পাতায় পেট্রোলের ছেলেদের নাম ঠিকানা ইত্যাদির জন্য কতকগুলো লাইন টান।

তারপর কতকগুলো পাতায় attendance এর জন্য লাইন টান। আরও কতক গুলো টান মাসিক চাঁদার জন্য। কতকগুলো পাতা রাখতে পার যাতে তোমার পেট্রো-লের ছেলেরা কি কি ব্যাজ পেয়েছে তার একটা ছবি প্রত্যেকের নামের পাশে আঁকা যেতে পারে। তারপর পেট্রোলের পুরোণ স্কাউটদের নাম, কি কি ব্যাজ পেয়েছে তারা, আর তোদের ছেড়ে দেবার কারণ কি, তা যদি লেখা থাকে সেটাও বেশ চিত্তাকর্ষক হয়।

তোমার পেট্রোলের কতকগুলো ফটোগ্রাফ ইত্যাদিও রাখতে পার্‌লে ভাল হয়। কতকগুলো পৃষ্ঠা রাখতে পার তোমার পেট্রোলের ছেলেদের সম্বন্ধে মন্তব্য, আর অন্যান্য কার্য্যকলাপ ইত্যাদির জন্য। এতে শুধু তুমি নয় স্কাউটমাষ্টারেরও খুব বেশী সুবিধা হয়। আর সব চাইতে সুবিধা হয় তার যে তুমি ছেড়ে দেবার পর তোমার পেট্রোলের পেট্রোল-লিডার হয়ে আসে।

প্রত্যেক পৃষ্ঠার উপরে ডানদিকের কোণে পৃষ্ঠার নম্বর দেওয়া উচিত আর একটা সুচীপত্র লিখে রাখা উচিত।

নটীং—রিফনটের আরেক নাম Square Knot. সিটবেণ্ডকে আবার Weavers Knot বলে।

স্কাউটচিহ্ন—

স্কাউটচিহ্ন ফরাসী দেশের fleur-de-lys থেকেও আসেনি বা তীরের মাথা থেকেও নেওয়া হয়নি। এর জন্ম হয়েছে কম্পাসের থেকে। চীনারা ঐ কম্পাস ব্যবহার করত ২৬৩৪ বি. সি. থেকে। অন্ততঃ—তারা ত তাই বলে। কিন্তু এটার ব্যবহার দেখা যায় ৩০০ এ,ডি তে অবশ্য চীনাদের দ্বারাই। Marcopolo Cathay হইতে এই চিহ্নটী নিয়ে এলেন ইয়োরোপে।

পাইওনীয়ার, ট্র্যাপার, (Trapper) কাঠুরে এরা সব এই চিহ্নটী তাদের Emblem বলে ব্যবহার করতে লাগল। তারপর শত সহস্র বছর ধরে একটু একটু করে বদলিয়ে এখন এটা আমাদের ব্যাজে এসে পরিণত হয়েছে।

এই trefoil ব্যাজটী এক আধটু স্থানীয় পরিবর্ত্তন হওয়া সত্বেও পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতি কর্ত্তৃক ভ্রাতৃভাব, আর বন্ধুত্বের চিহ্ন স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে।

ওয়ারেণ্ট নিম্নলিখিত স্কাউটারবা এবার ওয়ারেণ্ট প্রাপ্ত হয়েছেন :—

স্কাউটার রণেন ঘোষ—ডিঃ স্কাউটমাষ্টার, ২য় কলিকাতা। স্কাউটার রাজেশ্বর সেন—গ্রুপ স্কাউটমাষ্টার, ৪র্থ ১য় কলিকাতা গ্রুপ। স্কাউটার হবগোপাল বারলা—স্কাউটমাষ্টার, ১ম দিনাজপুর ট্রুপ স্কাউটার হারবার্ট নেভিল—কাবমাষ্টার, ৭১ম কলিকাতা প্যাক। স্কাউটার জেলালুদ্দিন আমেদ—স্কাউটমাষ্টার, দিনাজপুর জেলা স্কুল ট্রুপ। স্কাউটার এ, এইচ্, স্পিলসবারি—গ্রুপ স্কাউটমাষ্টার, ১১ম কলিকাতা গ্রুপ। স্কাউটার জর্জ্জ কেইন—কাবমাষ্টার, ১৩১ম কলিকাতা প্যাক। স্কাউটার মনোজ মুখার্জ্জী—স্কাউটমাষ্টার, ৬৩য় কলিকাতা ট্রুপ।

ক্যাম্প—হাওড়া লোকাল এসোসিয়েসন—ইষ্টারের ছুটীতে হাওড়ার স্কাউটরা শিমুলতলায় ক্যাম্প করে। তাঁরা সবশুদ্ধ ৩৯ জন ছিল। প্রথম দুদিন তারা শিমুলতলায় কাটিয়ে দেওঘরে দুদিন থাকে। তাদের ডিঃ স্কাউটমাষ্টার স্কাউটার সরোজ ঘোষ আর বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউশনের স্কাউটারবা সঙ্গে ছিলেন। ছেলেরা খুব আমোদে দিন কয়েক বেশ কাটিয়ে আসে।

বরিশাল—এ, কে, ইনষ্টিটিউশনের ৪০ জন স্কাউট বরিশালের কাছে লাকুটিয়া বলে এক জায়গায় ক্যাম্প করে। তারা সবশুদ্ধ তিন দিন সেখানে ছিল।

তালতলা হাইস্কুলের (১ম কলিকাতা) প্রায় ১৬ জন স্কাউট তাদের স্কাউটমাষ্টার সৌরেণ দের সঙ্গে ডায়মণ্ডহারবারে ক্যাম্প করে। ডায়মণ্ডহারবার হাইস্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয়ের সৌজন্যে স্কুলেই থাকবার সুবিধে পেয়েছিল। ইষ্টারের ক'দিন ছুটি তারা বেশ কাটিয়েছিল।

২য় কলিকাতা এসোসিয়েশন—প্রত্যেক বৎসরই ২য় কলিকাতা এসোসিয়েশনের ক্যাম্প হয় ইষ্টারের সময়। গত বছর পুরীর সমুদ্রের ধারে এসোসিয়েশনের স্কাউটরা জড় হয়েছিল। এবার গিরীডিতে চড়াও করে। সবশুদ্ধ ১২৫ জন স্কাউট ও স্কাউটার তাদের

সেক্রেটারীদ্বয় মিঃ এন্, এন্, বোস ও মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জী মহাশয়েব অধীনে গিরিডির 'কপারফিল্ড" নামে বাড়ীতে উঠে। বাড়ীটি নিতান্ত ছোট বলে, তাব পাশের আর একটি বাড়ীতে স্কাউটরা থাকত, আর 'কপারফিলডে' রান্না আর খাওয়া দাওয়া হত। নদীর উপরেই বাড়ী। নদীতেও জল নেই তাই খেলাধূলা হ'ত নদীব বালির উপর। স্কাউটরা একদিন ক্রীশ্চান্ হিলের উপব বেড়াতে যায়। আব একদিন তারা রেলওয়েব কয়লার খনি দেখতে যায়। ৩০শে এপ্রিল সেখানকার সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্মুখে স্কাউটরা গিরিডি হাইস্কুলের মাঠে একটি ডিসপ্লে (Display) দেখায়। সেখানকার S. D. O. ছেলেদের সকলকে সেদিন বিকালে খাইয়েছিলেন। ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত তাদের ক্যাম্প হয়েছিল।

দোল উৎসব—গত ২২শে মার্চ্চ তারিখে দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে ২য় কলিকাতাব হেডকোয়ার্টাসে এক বিরাট উৎসব হয। উৎসবটি হয়েছিল সকালবেলা। ২য় কলিকাতার সেক্রেটারী মিঃ বসু মহাশয় সকলকে জলযোগ করিয়েছিলেন। কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। দু'একজন ইংরাজ স্কাউটাররাও এই উৎসবে যোগদান করেছিলেন।

সেইদিনই কলিকাতা স্কাউটাস ক্লাব থেকে শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র দত্ত (আই, সি, এস, রিটায়র্ড) মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তিনি ইংরাজিতে স্কাউটিং সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। উহা এই মাসেই আমরা ছাপিয়ে দিলাম।

স্কাউট ডে (Scout day)—গত ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ সাল বরিশাল এ, কে ইনিষ্টিটিউশনের স্কাউটরা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের জন্মোৎসব (জন্মদিন ২২শে ফেব্রুয়ারী) উপলক্ষে একটা সভা করে। তাতে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং স্কাউটার রোহিণীকুমার দাস গুপ্ত বয়স্কাউট আন্দোলন সম্পর্কে বেশ সুন্দর একটি বক্তৃতা করেন। লর্ড বেডেন পাওয়েলের জীবনী, এই আন্দোলনের উৎপত্তি এবং ইহা থেকে কি আমরা শিক্ষা পাই এই সমস্ত বেশ সুন্দরভাবে বলেছিলেন। তাঁর বক্তৃতা থেকে আমরা কিছু উদ্ধৃত করে দিলাম: আমরা এই আন্দোলনে কি করি তাহা তিনি বেশ সুস্পষ্ট করে বলেছেন।

1. (a) We study what qualities will be needed in the citizens of the future.
   (b) We study each individual boy, his inclinations and failings.
   (c) We then eliminate the bad and promote the needed attractions of scouting.

2. Character training—through Scout Laws.
   Accomplishments—through badge system.
   Intelligence—through tracking, observation and memorisation.
   Leadership—through patrol system.
   Happiness—through nature study.

সাইক্লিষ্ট ক্লাব—গত ১৭ই এপ্রিল সাইক্লিষ্ট ক্লাবের একটি আউটিং হয়। প্রথমবার হয়েছিল বোট্যানিকেল গার্ডেনে, এবার তাই ক্লাবের সভ্যরা দক্ষিণেশ্বর যাবে বলে ঠিক করে। প্রায় ৮৭ জন সাইক্লিষ্ট এই দিন সকালে ২য় কলিকাতার হেডকোয়ার্টাস থেকে যাত্রা করে। রাস্তাদিয়ে যখন পর পর দু'জন করে সাইক্লে চড়ে ৮৭ জন স্কাউট ও স্কাউটররা যায় তখন সেটা একটা দেখবার মতন ব্যাপার হয়েছিল। সঙ্গে আবার দু'জন মোটর সাইক্লিষ্ট ছিলেন। আর ব্যায়ামবীর বিষ্ণুচরণ ঘোষ মহাশয় তার মোটরে সঙ্গে গিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের পাশের বাগানটায় সারাদিন থেকে সেইখানেই খাওয়া দাওয়া হয়। প্রভিন্সিয়াল সেক্রেটারী মহাশয় যাবার সময় তাদের সঙ্গে ছিলেন এবং বিকালে তাদের দেখতে যান। বিকালের দিকে বিমানবাহী মিঃ বিনয় কুমার দাস এরোপ্লেন সম্বন্ধে ছেলেদের অনেক কথা বলেন। সন্ধ্যার সময় তারা কলিকাতায় ফিরে আসে।

যুদ্ধের জাহাজ এমারেল্ড—H. M. S. Emerald, এডমিরাল্টির একটি ছোট যুদ্ধের জাহাজ (Cruiser) কলিকাতায় গঙ্গায় দিনকয়েক ছিল। কলিকাতার স্কাউটরা সেইটা দেখতে যায়। জাহাজে তিনজন sea scout ছিলেন। তারা খুব যত্ন করে স্কাউটদের জাহাজটি দেখায়। তাঁরা আমাদের সেই জাহাজের একটি ছবি এবং তার ইতিহাস পাঠিয়েছে, আমরা সুবিধে মত তাহা ছাপাব। কলিকাতা থেকে চট্টগ্রাম তারপর পোর্টব্লেয়ার হয়ে ঘুরে ১৯৩৩ সালে জাহাজটি লণ্ডনে ফিরবে।

কাবমাষ্টার ক্যাম্প—২৮শে জুন থেকে ২রা জুলাই পর্য্যন্ত ঢাকুরিয়ায় কাবমাষ্টারস্ ট্রেনিং ক্যাম্প হবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত খবর প্রভিন্সিয়াল হেডকোয়ার্টাস ৫নং গভর্ণমেণ্ট প্লেসে (নর্থ) পাওয়া যাবে।

বিদেশ—

ফ্লাইংবয়স্কাউট—তোমরা জাননা বোধ হয় আমাদের আন্দোলনে ফ্লাইং (flying বয়স্কাউটের দল আছে। তারা এবার হাঙ্গারীর জাম্বুরীতে যোগদান করবে। হাঙ্গারীর রিজেণ্টের এক্ ছেলে খুব ভাল এরোপ্লেন চালাতে পারেন। তিনি ফ্লাইং বয়স্কাউট দলের দলপতি হবেন। যারা Aviation সংক্রান্ত পড়াশুনা করছে তারাই ফ্লাইং বয়স্কাউটদলের সভ্য।

ক্রীষ্টাল প্যালেস র‍্যালী (Crystal Palace Rally)—১৯০৯ সালে বয়স্কাউট আন্দোলনের দু'বছর পরেই লণ্ডনে Crystal Palace এ ইংলণ্ডের প্রায় ১১০০০ স্কাউট প্রথমবার সমবেত হয়। এই বছরেও তার খুব বড়গোছের একটী র‍্যালী করবে বলে ঠিক করেছে। স্কাউটিং সংক্রান্ত অনেক কিছু সেখানে দেখান হবে। ডিস্‌প্লে দেখবার জন্য প্রবেশ মূল্য একশিলিং মাত্র।

[পাঠকদের কাছ থেকে আমরা খুবই কম খবরাখবর পাই। দেশে এবং বিদেশে হুক স্কাউটিং সংক্রান্ত যে কোন খবর পাঠালে বিশেষ ভাল হয়। আশা করি সবাই চেষ্টা করবেন অন্ততঃ তাঁদের নিজেদের খবরটুকু আমাদের জানাতে, তাহ'লে উহা আমরা ছাপিয়ে দিতে পারি—সম্পাদক।]